

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং শাখা।



ফার্মা কেএলএম ডাইভেড জিমিটেড
কলকাতা * * *

প্রকাশক :

ফার্মা কেএলএম (প্রোঃ) লিমিটেড,
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১০০০১২

মুদ্রক :

এ. চি. দাস

জগতী প্রেস

১৩, কৈলাস বোস স্ট্রিট

কলিকাতা-১০০০০৬

উৎসর্গ

অশেষ প্রকাশন

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ., ডি. লিট.
প্রাবিষ্ঠাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,
ভক্তি-সিদ্ধান্তরস্তুতি, ভক্তিভূষণ, ভক্তি-সিদ্ধান্তভাস্তু
মহোদয় করকমলেষু ।

ନିବେଦନ

ବାହା କଲ୍ପତରଭାଙ୍ଗ କୃପାମିଳୁଭ୍ୟ ଏବ ଚ ।

ପତିତାନାଂ ପାବନେଭୋ ବୈଷ୍ଣବେଭୋ ମମୋ ମମଃ ॥

ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରେର ବହ ଶବ୍ଦ ଓ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଶେଷ ଅର୍ଥଜ୍ଞାପକ । ସାଧାରଣ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥେ ଏହି ସମ୍ମନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ତତ୍ତ୍ଵ ଉପ୍ଲିଥିତ ହୟ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଆଭିଧାନେଓ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟବହତ ବହ ଶବ୍ଦ ଓ ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୟ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ମନ୍ତ ବିଶେଷ ଅର୍ଥେର ସଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ନା ଥାକିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କମ କରା କୋନ ପ୍ରକାରେଇ' ସମ୍ଭବପର ନହେ । ଏହି ଅମ୍ବିଧା ଦୂରୀକରଣେର ଅତ୍ୟାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ।

ଶ୍ରୀଧାୟ ନବଦୀପ ହରିବୋଲ କୁଟୀର ହିତେ ପ୍ରକାଶିତ ପରମ ଭାଗବତ, ଅଶେଷ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ଦାସ ବାବାଜୀ ସମ୍ପାଦିତ ଚାରିଥାତ୍ତ୍ଵାତ୍ମିକାଗୋଡ଼ୀଯ ବୈଷ୍ଣବ ଆଭିଧାନ" ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠେଚୁଲୁ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗେର ବିଶେଷ ସହାୟକ ହିୟାଛେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ କୋଷଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ସାଧାରଣ ପାଠକେର ପକ୍ଷେ ବ୍ୟାପାରିକ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାରେର ପକ୍ଷେ ଅମ୍ବିଧାଜନକ । ସେଜଣ୍ଯ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେର ଉପଯୋଗୀ କରିଯା ସଂକଷିପ୍ତ ଆକାରେ ଏହି କୋଷଗ୍ରହ ପ୍ରଗମନ କରା ହିୟାଛେ ।

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚୈତତ୍ତ୍ଵଚରିତାମୃତେର ଗଢ଼ ସଂକ୍ଷରଣେର 'ଅବତରଣିକାର' ଲିଖିଯାଛିଲାମ, "ଗ୍ରୁହ ଆୟି ପୌତ୍ର ଥଣେ ଭାଗ କରିଯାଛି । ଅଥ୍ୟ ଥଣେ ଆଦିଲୀଳା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଥଣେ ମଧ୍ୟଲୀଳାର ପ୍ରଥମ ହିତେ ପଞ୍ଚଦଶ ପରିଚେଦ, ତୃତୀୟ ଥଣେ ମଧ୍ୟଲୀଳାର ଯୋଡ଼ଶ ହିତେ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ପରିଚେଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଥଣେ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଥାକିବେ । ପଞ୍ଚମ ଥଣେ ଥାକିବେ ଦୁଇତିନାମାଦିର ଅର୍ଥସମ୍ବଲିତ ପରିଶିଷ୍ଟ, ଅହାପଞ୍ଚୁର ପାର୍ଶ୍ଵଦଗମଗେର ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ତ୍ରୀହାର ପାଦମ୍ପର୍ଶେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରାମସମୂହେର ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚିତି, ପ୍ରତ୍ୱତି ।" ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାଯ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଗମେର ଆଶୀର୍ବାଦେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚୈତତ୍ତ୍ଵଚରିତାମୃତେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଚାରିଥାତ୍ତ୍ଵ—ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅମୁଖାଦ ସହ ପ୍ରକାଶିତ ହିୟାଛେ ।

ଆକ୍ରାନ୍ତାଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗମେର ଉପଦେଶେ ଓ ସହଦୟ ପାଠକର୍ତ୍ତଗେର ପରାମର୍ଶେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚୈତତ୍ତ୍ଵଚରିତାମୃତେର 'ପଞ୍ଚ ଥଣ୍ଟ' ପ୍ରକାଶ ନା କରିଯା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଷଗ୍ରହ ସଂକଲିତ ହିୟାଛେ । ଉହାତେ ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ମନ ତଥ୍ୟାହି ପରିବେଶିତ ହିୟାଛେ । ଅଧିକଞ୍ଚ ଅନ୍ତାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେର ବହ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ତଥ୍ୟାହି ସର୍ବିବେଶିତ ହିୟାଛେ । ଅନ୍ତରାଂ ଏହି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚୈତତ୍ତ୍ଵଚରିତାମୃତ ପାଠେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହିୟିବେ । ଅନ୍ତାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠେରେ ସହାୟକ ହିୟିବେ ।

বৈক্ষণেচার্য ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ ভাগবত ভূষণ সম্পাদিত বৈক্ষণেচার্য-সম্ভার, সাহিত্যাচার্য শ্রীহরেকুম মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরস সম্পাদিত শাস্ত্র-সম্ভার, দেব সাহিত্য কুটীর ও বস্ত্রমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শাস্ত্র-সম্ভার, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমতভগবদগীতা এবং শ্রীশ্রীচৈতান্তচরিতামৃতের বিবিধ সংস্করণ, উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিঙ্গু, লঘুভাগবতামৃত, হঞ্জিভক্তিবিলাস, হয়িভক্তি স্মৃতের প্রতি ভক্তিগ্রহ, বৈক্ষণে শাস্ত্রের বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মূল্যবান ও প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে আমি শৰ্মাদি চয়ন করিয়াছি এবং শৰ্মার্থ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি। যেখানে শাস্ত্র পাঠে শৰ্মার্থাদি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেখানে বিশ্বকোষ, শব্দকল্পসূচি ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈক্ষণে অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সেজন্ত ইছাদের সকলের কাছে আমি অশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের অমৃত্য গ্রন্থমাজিই আমাকে প্রেরণা ও শক্তি দান করিয়াছে। অনেক তথ্যাদি আমি ইছার “গৌরকৃপাতয়ঙ্গিনী টাকা” হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সেজন্ত আমি ইছার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আসামের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ (Ex-D.P.I., Assam), নিতাধ্যামগত হরিদাস নামানন্দ ডক্টর সত্তীশচন্দ্র নায় মহাশয় আমার পাণ্ডুলিপিতে সংগৃহীত শব্দসম্ভার পাঠ করিয়া অভিধান প্রণয়নে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় তিনি ইহা গ্রন্থাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার স্বেচ্ছা, আশীর্বাদ ও উপদেশ আমার জীবনের অপরিশোধ্য সম্পদ।

কলিকাতা ‘বৈক্ষণ গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি’-র সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, প্রাঞ্চি সদস্যবর্গ ও শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সদস্যগণ এই কর্মে আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয়ের ‘মনোরমা পুস্তকালয়’-এর গ্রন্থ সম্ভারের স্মরণে না পাইলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না।

মহা উক্তারণ মঠের অধ্যক্ষ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর মহানামব্রত ব্ৰহ্মচাৰী অ. অ. পি-এইচ. ডি. (চিকাগো), ডি. লিট., পৱন ভাগবত প্রখ্যাত বৈক্ষণ সাহিত্যিক শ্রীহরেকুম মুখোপাধ্যায়, শনীষী শ্রীবসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় ও অনামধ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমুখাংক মোহন বক্স্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ পাণ্ডুলিপি পাঠে আশীর্বাদ ও শৰ্ডেচ্ছা জ্ঞানার্হে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আৰু কৱিয়াছেন।

বিখ্যাত ‘উদোধন’ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও পরে চেরাপুঁজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীকাম্পদ শ্রীমৎ শ্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ পাণ্ডুলিপি পাঠে নানা সৎপরামর্শ দানে অশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীধর শ্বামী পাদের ব্যাখ্যার আমুক্তল্যে “শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী” গ্রন্থের সম্পাদক, শ্রীহট্টনৰ্তন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রানী হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কভীর্থ এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয় পাণ্ডুলিপি আঠোপাঁত্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সংশোধনের পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

ধীহাদের আশীর্বাদে, সাহায্যে, পরামর্শে ও প্রেরণায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল, তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্থ।

আশা করি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র পাঠেছু ব্যক্তিগণ, ভক্তিভাজন বৈষ্ণবগণ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত অভিধান বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহাতেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার স্থায় অঙ্গম ব্যক্তির পক্ষে একপ বৃহৎ কর্মে হস্তক্ষেপ দুঃসাহস। সহদয় পাঠকবর্গ দোষ-ক্রটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের চেষ্টা করিব।

“সুপ্রীতি”	}	ভক্ত-বৈষ্ণব পদব্রজঃ প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ভট্টাচার্য
৬১/মেং মেইন ৱোড, জয়লক্ষ্মীপুরম,		

মহীশূর-১২

সংক্ষেপ

- উ. নী.—উজ্জল নীলমণি ।
গী. ১।—শ্রীমদ্ভগবত্তাত্ত্বা, ১ম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক ।
গো. তা.—গোপাল তাপনী উপনিষদ ।
গো. লী. মৃ.—গোবিন্দ লীলামৃত ।
চক্রবর্তী—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ।
চৈ. চ. ১।—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১০ম পয়ার ।
চৈ. চ. ২।—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম পয়ার ।
চৈ. চ. ৩।—চৈতন্য চরিতামৃত, অস্ত্রলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮০শ পয়ার ।
চৈ. চ. ১।—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১০ম শ্লোক ।
চৈ. ভা. ২২।—চৈতন্য ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটীর সংস্করণ, ২২৫ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ, ২৩শ পংক্তি ।
স্তু—স্তুষ্টব্য ।
নাথ—ডঃ রাধা গোবিন্দ নাথ ।
না. প. মা.—নারদ পঞ্চবন্ধু ।
না. ভ. শু.—নারদীয় ভক্তি শুত্র ।
বি. মা.—বিদঞ্চ মাধব ।
বৈ. অ.—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ।
অ. সং—অক্ষ সংহিতা ।
ত. ম. সি—ভক্তি মসামৃত সিন্ধু ।
ত. স.—ভক্তি সম্পর্ক (বহুমপুর সংস্করণ) ।
ভাঃ ১।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম কুক্ত, ৩২শ পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক ।
মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্যদেব ।
শ. ভা. মু. বা. লঘু—লঘু ভাগবতামৃত ।
শ. ক. কু.—শৰকণ্ঠকুমাৰ ।
শা. ভ. শু.—শাঙ্খিল্য ভক্তি শুত্র ।
শামী—শ্রীধর শামী ।
হ. ভ. বি.—হরিভক্তি বিলাস ।
হ. ভ. শু.—হরিভক্তি শুধোদন ।

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

ত্রয়

অ—বিষ্ণু (ভা: ১০৮৭।৪১) ; (ও = অ + উ + ম, অতএব) অ প্রগবের
আচ্ছ অক্ষর ।

অংশাৰতাৰু—অবতাৱ দ্রষ্টব্য ।

অংশাংশিবান—“ভগবান্ অংশী ও জীৰ্ব তাঁহার অংশ, স্বতৰাঃ জীৰ্ব ও দ্বিশ্বে
অংশাংশিত্ব সমৰ্থ দিত্তমান ।...বৈষ্ণবগণ জীৰ্বকে ‘অগু’, ভগবদ্বাস এবং অগুৰ
পূৰুক নিখিল কলাগুণগার্ভ ভগবানকে ‘বিভু’ বলিয়াছেন । ইহাদেৱ মতে ব্ৰহ্ম
সংগুণ ; নিৰ্ণৰ্ণ বোধক শব্দবাজি ঔপচাৰিক... । ভাস্তুৱাচাৰ্য পৰিণামবাদী—
এই মতে ব্ৰহ্মই যেন জীৰ্বজৰূপে পৰিণত, কাৰ্যাদৰ্শাত্তেই কাৰণেৰ পৰিসমাপ্তি ।...
ৱামহৃজ প্ৰত্যুষিৰ মতে জীৰ্ব [অক্ষেৱ অংশ] । ভাস্তুৱেৱ মতে মুক্তিতে
অংশাংশিত্ব সমৰ্থ ত্যাগ হয়, কিন্তু অন্যান্য আচাৰ্যেৱা তাহা স্বীকাৰ কৰেন না ।
শঙ্কুৱাচাৰ্য অংশাংশিত্ব সম্পর্ক মানেন নাই—তাঁহার মতে দ্বিশ্বে ও জীৰ্ববিষ্ট
প্ৰতিবিষ্ট স্থানীয়—ব্যবহাৱিক দৃষ্টিতেই জীৰ্ব ও দ্বিশ্বেৰ ভেদ দেখা যায়, কিন্তু
পারমার্থিক দৃষ্টিতে ‘একমেৰাদ্বিতীয়ম’ । আআ নিৰ্বিকাৰ, নিৰ্ণৰ্ণ বলিয়া তাঁহার
অংশ বা বিকাৰ নাই ।...গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীৰ্ব অগু, অংশ, অক্ষেৱ পৰিণাম,
সেবক এবং ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হইতে পাৱে । মাত্ৰ মতে [জীৰ্ব ও ব্ৰহ্ম বিভিন্ন
বস্ত], মুক্তাবস্থায় ও জীৰ্ব ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে । অচিন্ত্য ভেদাভেদে
কিন্তু শুণ ও [শুণী]ভাবে জীৰ্ব ও ব্ৰহ্ম ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; কিন্তু এই
সমৰ্থক অচিন্ত্য অৰ্থাৎ মানব তর্কেৱ অগোচৱ ।” —(বৈ. আ.) ।

অংশী—অংশ সকলেৱ আশ্রয় । স্বয়ং রূপ, সৰ্বকাৱণ কাৰণ, যথা—‘অতএব
অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতাৱ’ । —(চৈ. চ. ১৬।৮৫) ।

অংস—কৰ্ত্ত ; বিভাগ । অন্ম (ভাগ কৰা)+ঘং, ভাববা বা কৰ্মবা ।

অকথ্য—কহিবাৱ অযোগ্য । —(চৈ. চ. ১৪।১৯৪) ।

অকৰ্ম—কৰ্ম স্তুৎ ।

অংহঃ, অংহসু—পাপ (পশ্চাবলী ২৭, চৈ. চ. ২।১৫২ শ্লোঃ) ।

অকিঞ্চন—১. দৱিত্রি (চৈ. চ. ১।১৩।১০৫) ; ২. নিষ্কাম (ভা: ১।৮।১২) ;
৩. ভগবৎ উদ্দেশ্যে সৰ্বপৰিগ্ৰহ ত্যাগী (ভা: ১০।৮।১৩) । অকিঞ্চন ও
শৱণাগত—উভয়ে একই লক্ষণ বিশ্বমান । উভয় ক্ষেত্ৰেই আস্তমৰ্পণ আছে
(চৈ. চ. ২।২।২।৫৩-৫৪) । তবে সাধাৱণতঃ যিনি ভগবৎ সেবাৱ অচ্ছ সংসাৱ

ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাহাকে অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে বৌজগ্রস্ত হইয়া ভগবানের শরণ লন, তাহাকে শরণাগত বলে।
—শরণাগত দ্রষ্টব্য।

অকৃত্ব—পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১৩১৪১)।

অকৈতত্ত্ব—কপটতা শৃঙ্খ ; শুধু বাসনা শৃঙ্খ। কৈতত্ত্ব দ্রষ্টব্য (চৈ. চ. ২১২১৮)।
অকুরু—১. সরল ; ২. শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ; মথুরা পার্বতি (চৈ. চ. ১১০১৪ ; ২১৮১২৬ ; ৩১৯১৪৬)।

অকুরুজৌর্ধ্ব—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটি ঘাট। এই ঘাটে অকুরুজৌর্ধ্ব ও ব্রজবাদিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একদিন এই ঘাটে যমুনায় ঝাপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ, হরির প্রিয় স্থান (চৈ. চ. ২১৮১২৪-২৫)।

অকৃত—১. আতপ তঙ্গুল ; ২. যব ; ৩. ছিদ্রবহিত ; ৪. পূর্ণ।

অকুরু—১. অকারাদি বর্ণ ; ২. পরমাত্মা ; ৩. পরব্রহ্ম, (গী. ৮৩) ; ৪. নিতা, নাশশৃঙ্খ ; ৫. পুঁ. শিব, বিষ্ণু ; ৬. ক্লী. ব্রহ্ম ; ৭. (সাংখ্য দর্শণে) অকৃতি।

অধিল ইসামুত-মুর্তি—শাস্তাদি মুগ্য পঞ্চ এবং হাস্তাদি সপ্ত গৌণ ইসবিশিষ্ট পরমানন্দঘন বিগ্রহ (চৈ. চ. ২৮১৩১ শ্লোঃ)। **অধিল**—সমস্ত।

অগন্ত্য—খামি পুন্ত্য ও তৎপঞ্জী হিন্দুদের পুত্র-মূনি বিশেষ। ইনি বিষ্ণু পর্বতকে প্রণত রাখিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রস্থান করেন। মলয় পর্বতে ইহার বিগ্রহ আছে (চৈ. চ. ২৮১২০৬)।

অগেয়ান—প্রা. অজ্ঞান (চৈ. চ. ২১২১৯)।

অঘ—১. অপরাধ—স্বার্থী (ভাঃ ১:৮১৪৯) ; ২. অজগ্নরূপী অমুর , পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ সহোদর (এই অমুর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়)।

অঙ্গ—১. অবয়ব ; ২. মৃত্তি ; ৩. অংশ ; ৪. উপকরণ ; ৫. প্রিয়তাবোধক সম্মোধন স্থচক শব্দ। মাটকের ভারতী বৃত্তি অঙ্গ তিনটি, যথা—প্রৱোচনা, বীর্ধী ও প্রহসন (চৈ. চ. ৩১১১৩৫)। **অংগোচনা**—দেশ-কাল-কথা-বস্ত-সভাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃগামুন্যাধীকারঃ কথিতেওঁ অংগোচন।—নাটক-চল্লিকা। অর্থাৎ কোন মাটকে দেশ, কাল, কথা, বস্ত ও শ্রোতাদের প্রশংসন দ্বারা শ্রোতৃবর্ণের মনকে অভিনয় বিষয়ে প্রৱোচিত বা উন্মুখ করাকে অংগোচন। বলে। (চৈ. চ. ৩১১১৯)। **বীর্ধী**—ইহাতে একটি অংশ ও একটি মায়ক।

আকাশবাণী দ্বারা বিচির প্রতুলনের আশ্রয়ে বহু পরিমাণ শৃঙ্খল রাসেন এবং অন্য রাসেনও সৃচনা করা হয়।—সাহিত্য দর্পণ। **প্রাহসন**—হাস্তরসাত্ত্বক পরিহাসপূর্ণ নাট্যাংশ। প্রস্তাবনা স্তোব্য।

অজ্ঞলা—প্রা. অঙ্গের ঘরলা (চৈ. চ. ২১৪।৫৯)।

অজ্ঞ—১. কেবুর ; ২. কিছিক্ষুর অধিপতি বালির পুত্র ; ৩. লক্ষণের জৈষ্ঠ পুত্র।

অজ্ঞু—১. পাদ ; ২. বৃক্ষমূল।

অচিত্—১. মায়া ; ২. অচেতন (ভা: ১১।২৮।১১)।

অচিষ্ট্যভেদাভেদতন্ত্র—শক্তি ও শক্তিমান বা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্মত-সৃচক শ্রীচৈতন্যদেন প্রপঞ্চিত তন্ত্র। কস্তুরীকে তাহার গন্ধ হইতে পৃথক করা যায় না, অথচ কস্তুরী ও তাহার গন্ধ দুইটি একই বস্তুও নয়। কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ মনন যেমন দৃঢ়র, তাদের মধ্যে কেবল ভেদ মননও তেমনি দৃঢ়র। স্বতন্ত্র কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই যুগপৎ বিদ্যমান—ইহা স্বীকার করিতে হয়, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ বিদ্যমানতা এক অচিষ্ট্য ব্যাপার, কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে তথা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্মতকে বলেন—অচিষ্ট্যভেদাভেদ সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণের সম্মত সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ। যুগমদ, তার গন্ধ, জৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ। রাধাকৃষ্ণ ঐচ্ছ সদা একই স্বরূপ। লীলারস আশ্঵াদিতে ধরে দুই কূপ।

—চৈ. চ. ১৪।৮৩-৮৫।

ইহাতে পূর্ণ শক্তিমতী শ্রীরাধা ও পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণে অভেদ সৃচিত হইতেছে, অথচ লীলারস আশ্বাদনের জন্য তাহারা দুই কূপ ধারণ করেন। ইহাতে শক্তি ও শক্তিমানে যুগপৎ ভেদাভেদ তন্ত্রের অবস্থিতিই সৃচিত হইতেছে, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। জীব ও ব্রহ্মে অনুরূপ সম্ভব। শ্রীগুরু মহাপ্রভু লীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে, কার্ণাতকে প্রকাশনদ্বয় সরবতীর নিকটে ও সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা প্রসঙ্গে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন; যথা—জীবের অনুরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ। স্মর্ণাংশ কৃষ্ণের যৈছে অগ্নি-জ্বালাচর। ব্রাতাবিক কৃষ্ণের তিনি শক্তি হয়।—চৈ. চ. ২।২।০।১০।১-১০২। অর্থাৎ স্মর্ণের বিহিতের ক্রিয়ামূল শক্তি স্বর্ণ হইতে

তেজোরূপে অভিন্ন। কিন্তু কিরণ শৰ্ম্ম নহে। কিরণ ছায়াদি ধারা প্রতিহত হইতে পারে, শৰ্ম্ম হয় না। তাই কিরণ শৰ্ম্ম হইতে ভিন্ন। সেইরূপ অঞ্চলিকসমূহ অঞ্চল হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া অ্যাকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। একপ জীব সকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ায় মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সামুদ্ধ্য লাভ করিতে পারে না, এ কারণ ভিন্ন। এই ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব এক অচিন্ত্য ব্যাপার। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক প্রপঞ্চিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। পরে সনাতন গোৱামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।২।১৮৬) ও বৈষ্ণব তোষণীতে, শ্রীনপ লক্ষ্মীভাগবতামৃতে এবং শ্রীজীব ষষ্ঠ সন্দর্ভে ও সর্ব সমাদিনীতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যথা—

তত্ত্বাদ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যস্তাদ ভেদঃ ভিন্নত্বেন
চিন্তয়িতুমশক্যস্তাদভেদশ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতো
ভেদাভেদাবেবাপ্তীকৃতো তো চ অচিন্ত্যো। —সর্বসমাদিনী।

শক্তি শক্তিমানের সমস্ক সম্পর্কে দার্শনিক আচার্যগণ ভিন্নমত পোনগ করেন। যথা—শক্তরাচার্য পরমার্থে শক্তিই স্বীকার করেন না, ভেদও স্বীকার করেন না। তাহার মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতৌলিক মাত্র। যদ্বাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ বিশ্বান। নিষ্ঠার্কাচার্য বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেন। রামানুজাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমান বিভিন্ন। ভেদ প্রষ্টব্য।

অচুক্ত—যাহার চূতি বা পরিবর্তন নাই। কৃষ্ণ; বিষ্ণু।

অচুক্তামল্ল—শ্রীমৎ অব্রৈতাচার্য প্রভুর জ্ঞেষ্ঠ পুত্র। শ্রীল গদাধর পশ্চিত গোৱামীর শিষ্য। আহুমানিক ১৪২৭ শকে সৌতা দেবীর গর্ভে শাস্তিপুরে জন্ম। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। “অচুক্তের যেইমত, সেই মত সার। আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥” —চৈ. চ. ১।১২।৭২। ইনি অজলীলায় অচুক্তা নামী গোপী ছিলেন।

অজ, অজম—১. জয়রহিত (গী. ২।২০।৩৬); অঙ্গা (চৈ. ভা. ১।২৪।১।৩০); ভগবান् (বি. পু. ৫।১৮।৫৩); ২. যহু বংশের রাজা বিশেষ ; ৩. ছাগ।
অজম—ন (নাই) জনা (জন্ম) যাহার।

অজাগলস্তন শ্যায়—বাহ্যিক আকারে প্রয়োজন সাধক বলিয়া মনে হইলেও যাহা প্রয়োজন সাধন করে না, একপ বস্ত বুঝাইবার জন্ত এই শ্যায়ের প্রয়োগ হয়। যথা—কৃষ্ণ মূল অগৎ কারণ। প্রকৃতিকারণ যেছে অজাগলস্তন॥— (চৈ. চ. ১।৫।৫৩)।

অর্থাৎ ছাগলের গলার স্তন সদৃশ মাংসপিণি যেকুণ বাস্তবিক স্তন নহে, তজ্জপ প্রক্রিয়াও জগতের বাস্তব কারণ নহে। কৃষ্ণই যুল জগৎকারণ।

অজ্ঞাবিদ্যুথ—অজ (ছাগ) ও **অবি** (মেষ)-এর দল (ভাঃ ১০৮৩১৮ ;

চৈ. চ. ১৬১১ শ্লোঃ) ।

অজিম—মৃগচর্ম (গীঃ ৬১১) ।

অজ্ঞাম-ভূমোৎস্থি—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি বাহ্যি ; অস্ততারূপ অঙ্ককারের ফল-স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মের অঙ্গস্থানাদি ; ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, অস্থায়ী গ্রহিক বা পারম্পরীক স্থথ হয়, বিস্তু জীব নিত্য শাশ্঵ত আনন্দের অসুসংক্ষান হইতে বিরত হয় (চৈ. চ. ১১১৫০-৫২) ।

অঞ্চলিকময়মে—প্রা. অজস্ত অশ্রযুক্ত নয়নে (চৈ. চ. ৩১২১৪) ।

অট্টাঙ্গাস—প্রা. অট্ট অট্ট হাসি (চৈ. চ. ১৬১৪৭) ।

অট্টালী—প্রা. অট্টালিকা (চৈ. চ. ২১১১২১৯) ।

অগুচিৎ—ত্রুষ চিদংস্ত, জীব ব্রহ্মের চিদংশ ; জীবের পরিমাণ অগু বা কণা। তাই জীব অগুচিৎ বা চিৎকণ। যথা—কেশাগ্র শতভাগস্ত শতাংশ সদৃশাত্মকঃ। জীব স্মৃত স্বরূপে হৃষির সংগ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥— (ভাঃ ১০৮৭।৩০) ।

অগুঙ্গাস্তু—শ্রীমধ্বার্যকৃত ত্রুষ স্মৃতের ভাষ্য, ধাৰাতে অধিকরণ তাৎপর্য সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

অভিরুখ—মহারথ ত্রুঃ ।

অঘজ্ঞ—ন দ্বাৰা (অঞ্জ), অত্যধিক (চৈ. চ. ২১১৩৯ শ্লোঃ) ।

অঞ্জা—সত্য, যথার্থ, সাক্ষাৎ (ভাঃ ১০৮৩।৩৯ ; চৈ. চ. ১৬।১৩ শ্লোঃ) ।

অঞ্জয়-অজ্ঞাম-তত্ত্ব—অঞ্জয়—বিতীয় হীন ; একমেবাদ্বিতীয়ম ; ভেদহীন। যিনি একমাত্র স্বয়ং সিদ্ধ তত্ত্ব, যাহা বাতীত অপর কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। স্বয়ংসিদ্ধ অর্থ সর্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ ; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ভেদ প্রষ্ঠিব্য। **অজ্ঞাম—**চিদেক বস্তু, যাহা কেবলমাত্র চিৎ, যাহাতে জড় নাই। **তত্ত্ব—**পরম স্বত্ত্বস্বরূপ বস্তু। অতএব **অঞ্জয়-অজ্ঞাম-**তত্ত্ব অর্থ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য পরমত্ব। ভাগবত বলেন—

বদ্ধিতি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞানমঘঘয়ম্ ।

‘ অক্ষেতি পরমাত্মেতি তগবানিতি শব্দাতে ।

—ভাঃ ১২।১১।

সংক্ষিপ্ত বৈকল্পিক অভিধান

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনি সাধনের বশে ।

অক্ষ, আজ্ঞা, ভগবান्—ত্রিবিধি প্রকাশে ॥

—চৈ. চ. ২১২০।১৩৪ ।

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় রহিত জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্ম—নিরাকার নির্বিশেষ আনন্দসম্ভা মাত্র। আজ্ঞা—পরমাত্মা; অস্ত্রামী। ভগবান্ত—পরবোর্যাধিপতি ষড়ক্ষেত্রপূর্ণ নারায়ণ (চৈ. চ. ১১২১৫৩; ২১২০।১৩১-১৩৪; ২১২১৫; ২১২৪।৫৫)। পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিশিষ্ট ভগবানিতি—ক্রম সম্ভর্ত টাকা। গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবোর্যাধিপতি নারায়ণ শ্রীক্রষ্ণের বিলাসকপ।—ভগবান্ স্তুৎ। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্কূপে প্রকাশিত হন।

অদ্বেষ্টা—দ্বেষহীন (গীঃ ১২।১৩) ।

অদ্বেতবাদ—শঙ্করাচার্য প্রপক্ষিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং তত্ত্বের অন্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত বিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদভিত্র জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানপথকে অদ্বেতবাদ বলে। অদ্বেতবাদে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাকার, নিষ্ঠুর ও নিঃশক্তিক (চৈ. চ. ২১২১৩৯)।

অদ্বেতাচার্য—ভক্তি কল্পতরুর একটি প্রধান স্বক্ষণ। পঞ্চতত্ত্বের অঙ্গর্গত ভক্তাবতার। প্রভু। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র আঙ্গ বংশে রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত কুবের পণ্ডিতের শুরসে ও নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আবির্ভূত। পিতৃদন্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পঞ্চী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। অচূতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম নামে ইহার চারিপন্তের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। ইহারা সৌতাদেবীর গর্ভজাত। এতদ্যতীতে স্বরূপ ও জগদীশও সীতাদেবীর পুত্র বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। শ্রীদেবীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শামদাস। চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত শ্রীবুরুপ দামোদরের মতে—অদ্বেতাচার্য মহাবিষ্ণুর (কারণার্থ শায়ীর) অবতার, ভক্তাবতার। গৌর-গণেচন্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি অজে আবেশকপুত্র হেতু বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ইনি লাউড় হইতে নবহট্টে, তৎপরে শাস্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নবদ্বীপেও ইহার এক বাড়ী ছিল। ইহার প্রেম হস্তারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় বলিয়া কথিত। আহুমানিক ১৪৮০ শকে তিরোভাব।

অক্ষুতসু—গোপনৰস প্রষ্ঠে (চৈ. চ. ২১১২।১৬০)।

অধিকারী—প্রা. অধিক (চৈ. চ. ১৪।২।১৫)।

অধিগম—জ্ঞানলাভ (জৈন মতে)। জ্ঞানলাভ বা অধিগমের উপায় দুইটি—‘প্রয়াণ’ ও ‘নয়’। অগ্রাণ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। স্তোরণ পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রান্তি, অবধি, মনঃপর্যয় ও কেবল। ইতি শব্দে স্মৃতি, সংজ্ঞা, অশুম্যান প্রভৃতি বুঝায়। প্রত্যক্ষ প্রয়াণ। **শ্রান্তি—**জৈন ভৌখিকরদের শাস্তি। শ্রান্ত দুই প্রকার—অঙ্গ প্রবিষ্ট (শাস্তি হইতে প্রাপ্ত) ও অঙ্গবাহি (শাস্তি ছাড়া অন্ত উপায়ে প্রাপ্ত)। পরোক্ষ প্রয়াণ। অবধি—সাধারণ ইন্দ্রিয়লভ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান। **অমঃপর্যয়—**পরের মনের যে প্রত্যক্ষ লভ্যজ্ঞান। কেবল সর্বোচ্চ পরম-তত্ত্বের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান। ‘নয়’ বা সম্পূর্ণজি অয়—নৈথায়িকের ভাষায় ‘গ্রায়’। সত্য নির্ধারণের জন্য একপ্রকার বিচারভঙ্গি। ইহা সাত প্রকারে প্রকাশ করা হয় বলিয়া ‘নয়’-কে ‘সপ্তভঙ্গ’ বলা হয়।

অধিষ্ঠৈবত্ত—হিরণ্য গর্ভার্থ পুরুষ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বামী (গী: ৮।৪)।

অধিভুত—নথর দেহাদি পদাৰ্থ (গী: ৮।৪)।

অধিষ্ঠত্ত—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যজ্ঞাদি কর্ম প্রবর্তক ও তৎফল দাতা—স্বামী (গী: ৮।২, ৪)।

অধিক্রট মহাভাব—প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বা অহুরাগের চরম পরাগতির নাম ভাব। আর ভাবের পরবর্তী উর্বরতর স্তরের নাম অহাভাব। কৃষ্ণপ্রেমে দেহে অঞ্চ কম্পাদি পাঁচ বা ততোধিক ভাবের বিকার একসঙ্গে উদ্বিত হইলে তাহাকে বলে উদ্বীপ্তি। আর সমস্ত উদ্বীপ্তি সাতিক ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বলে স্ফুরণীপ্তি ভাব। মহাভাবের যে অবস্থায় সাতিক ভাব সকল উদ্বীপ্ত হয় অর্থাৎ অধিকক্ষণে প্রকাশ পায়, তাহার নাম কৃট অহাভাব। আর কৃট মহাভাবের অভুতাব অর্থাৎ বাহ লক্ষণ সকল যথন অনিবিচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম অধিক্রট মহাভাব। ইহা একমাত্র অজগোপীতে অভিযুক্ত হইতে পারে। (উ. নী.—সাতিক প্রকল্প—২৯; উ. নী.—স্বামীভাব—১২৩)।

অধীরঞ্জনক্ষত্তা, অধীরঞ্জন্যা, অধীরো—নায়িকা ত্রঃ।

অধোক্ষজ—যিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃক্রত অর্থাৎ অতিক্রম করিয়াছেন। পরমাত্মা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর ভগ্নবান्। **পরব্যোম—**চতুর্বুজের অন্তর্গত বাহুদেবের বিলাস (চৈ. চ. ২।২০।১।৭৩-৪, ২০৪)। **বিষু—**(শ. ক. ফ.)।

অধ্যাত্ম—১. স্বভাব; ২. ‘স এবাঞ্চানং দেহমধিক্রত্য ভোক্তৃত্বেণ বর্তমানোহিদ্যাত্ম শব্দেন উচ্যতে’—দেহ অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তৃত্বেণ বর্তমান তিনিই অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য—শ্রীধর (গী. ৮।৩)।

অধ্যাত্মবিদ্বা— মোক্ষপ্রদ আত্ম বিদ্বা (গী. ১০৩২)।

অধোভূ—যাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে একপ ; পঠনীয় ।

অধুনা—পথ (চৈ. চ. ২১২৩০৪৭ শ্লোঃ)।

অন্তর্ভুক্তি— ১. অশেষ, অসীম ; ২. ব্রহ্ম, ভূখানী সহস্রবদন শেষ নাগ ; ৩. বলমান
 (চৈ. চ. ১।৫।১০০-০৮ ; ২।১।০।৩০৮-৯) ; ৪. বাহুর অলঙ্কার বিশেষ, তাগা ;
 ৫. দক্ষিণাত্যোন্ন শ্রীবিশ্বাশ (চৈ. চ. ২।১।১০৬)।

অমন্ত্রপঞ্জি—ইনি ২৪ পরগনায় আটিসারা গ্রামে বাস করিতেন। পুরী
গমনের পথে মহাপ্রভু সপর্ণির ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনস্তপদ্মনাভস্থান (অনস্তপুর)—দক্ষিণ ভারতে অনস্তপুর জেলায়, বর্তমান নাম ‘ত্রিবল্লভম্’। বর্তমানে কেরালা রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে শ্রীঅনস্তপদ্মনাভ নামক দিঘি বিশ্বাহ আছে (চৈ. চ. ২১৯২২৪)।

অনবসু—প্র. জগম্বাথ দেবের আন যাত্রার পরের পন্থ দিন (চৈ.চ. ২।। ১১৩)।

ଅମ୍ବଗାଣ—ବାଧା ବିଷ୍ଟ ଶୁନ୍ତ (୮୯. ୩. ୧୧୧୫୬) ।

অন্পিঙ্করী—যাহা পূর্বে অপ্রিত হয় নাই (১৫. চ. ১১১৪ শ্লোঃ)।

অনাচাৰ—আচাৰ হীন (চি. চ. ১১০১৮৭) ।

ଆମାଜ୍ଞାଧର୍ମ—ଯେ ଧର୍ମର ସହିତ ସଙ୍ଗପାଦୁବକ୍ଷି କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର କୋନାଓ ସମସ୍ତ ନାହିଁ ଅଥବା
ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଜୀବ ଶକ୍ତିପର ଅନୁକ୍ରମ ନାହେ । ଦେହାଦି ଅନାଜ୍ଞା ବସ୍ତ ଅନିତ୍ୟ,
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ସମାଜଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷଧର୍ମ, ବେଦଧର୍ମ, ଆଚାର ପ୍ରଭୃତି ଅନାଜ୍ଞାଧର୍ମ ।
ଇହାରା ଆଭାସ୍ୱତ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଆଭାସ୍ୱତ୍ତ ତୁ ।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵିତୀୟ—ପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସଥା କାଳ, କର୍ମ, ମାୟା, ଜୀବ ଓ ଜ୍ଞାନ । ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟ, ଅନାଦି ; ଇହାର ମଧ୍ୟେ କାଳ, କର୍ମ ଓ ମାୟା—ଜଡ଼, ଅଚେତନ । ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା, ବସ୍ତୁ, ବିଭୂତି ; ଜୀବ—ଅଛଚି, ଚିନ୍ତକଣ । ‘ମାୟା’ ଏଥାନେ ‘ଶ୍ଵରତି’ ଅର୍ଥେ ଏବଂ ‘କର୍ମ’ ‘ଆନଷ୍ଟେ’ ଅର୍ଥେ ସାବଧନ ହିଁଥାଏ ।

【অমাসজ ভজন—স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজন। পঞ্চান্ত সাধন বাতীত মতি স্বতি বদ্মনাদি অনাসঙ্গ ভজন। একল শত সহস্র ভজনেও হণ্ডিভক্তি লাভ হয় না। আর শ্রীহরিও সহজে ভক্তি প্রদান করেন না (চৈ. চ. ১৮। ১৫-১৬; সিঙ্গু ১। ১। ৩৫)। জাসজ ভজন—১. ভক্তি যোগের সহিত জ্ঞান যোগাদি যে ভজনে মিশ্রিত আছে, তাহাই সাসঙ্গ; ২. পার্শ্ব দেহে (অস্তিত্বিত সিক্ষ দেহে) যেন উপাস্ত দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত ধাকিয়াই তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাস্ত্রের অরুষ্ঠান করা। হইতেছে, একল চিন্তার সহিত যে ভজন তাহা জাসজ।

অলিকেতন, অলিকেত—নির্দিষ্ট বাসস্থান বিহুন (চৈ. চ. ২১১৩।১১৪,
গীঃ ১২।১২)।

অলিমিত—যিনি চক্রের পলক ফেলেন না ; দেবতা ; যিনি কাল প্রবাহের
অধীন নহেন—শ্রীজীব (ভাঃ ৩।১৫।২৫ ; চৈ. চ. ২।২৪।২৭ শ্লঃ)।

অলিঙ্গন—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্বাসনের পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাত্ববিদ্যাস এবং
ধারকা ও পরবোম চতুর্ব্যহের অগ্রতম। চতুর্ব্যহ স্তুৎঃ।

অলিষ্ঠ—সর্বদা (চৈ. চ. ২।২৩।১১ শ্লঃ ; হ. ভ. স্ত. ১২।৩।)

অমুকার—তুল্য (চৈ. চ. ১।১।১।১।২)।

অমুক্রম—আরম্ভ (চৈ. চ. ১।১।১।২)।

অমুপঘ, অমুপঘ বল্লভ—শ্রীরূপ গোষ্ঠামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা কুমার
দেব। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোষ্ঠামী ইহার পুত্র। রূপ গোষ্ঠামী স্তুৎঃ।

অমুপাম—প্রা. অতুলনীয় (চৈ. চ. ২।১।১।৫।৬)।

অমুপ্রাস—‘বর্ণ সাম্যমন্ত্রপ্রাসঃ’। বাক্যে কোনও বর্ণের বা শব্দের বহুবার
প্রয়োগে ‘অমুপ্রাস’ অলঙ্কার হয় (চৈ. চ. ১।১।৬।৪।৩ ; অলঙ্কার কৌস্তুভ ৮।৩।৮)।

অমুবক্ত—আরম্ভ, শুচনা (চৈ. চ. ১।১।৩।৫) ; প্রাপ্যবস্তু (চৈ. চ. ২।২।০।১।১।১)।

অমুবক্ত চতুর্ষষ্ঠ—চতুঃশ্লোকী স্তুৎঃ।

অমুবাদ—১. ‘বিধেয়’ কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ‘অমুবাদ’ কহি তারে
যেই হয় জ্ঞাত (চৈ. চ. ১।২।৬।২)। অর্থাৎ কোনও বাক্যে যে বস্তু অজ্ঞাত
তাহার নাম বিধেয়, আর যাহা জ্ঞাত তাহার নাম অমুবাদ। অতএব পূর্বে
অমুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিতে হয়। ২. কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ
(চৈ. চ. ১।১।৩।০।১)।

অমুত্ত্বজ্যা—১. যাত্রা উৎসবে শ্রীভগবন্তি বাহির হইলে তাহার পশ্চাদগমন
(চৈ. চ. ২।২।২।৬।৮) ; ২. পশ্চাদ গমন (চৈ. চ. ২।৭।১।৩।২)।

অমুত্ত্বাব—যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিন্তিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়,
তাহাদিগকে অমুভাব বলে। যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারাবিক, স্বতঃই প্রকাশ
পায়, চেষ্টা করিয়াও দমন করা যায় না, তাহাদিগকে বলে জালিক ভাব,
যেমন অঞ্চলিকাদি। আর যে সমস্ত বিকারকে ভক্ত ইচ্ছা করিলে দমন
করিতে পারেন, যেমন কৃষ্ণ সম্বৰ্ক্খাভাবের প্রভাবে মৃত্যু, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি,
চীৎকার, হৃষ্টার, জ্ঞেন, দীর্ঘবাস প্রভৃতি,—তাহাদিগকে বলে উদ্ভৃতাস্তুতি।
অমুবাদ—(চৈ. চ. ২।২।৩।২৮,৩।)।

ଅମୁମାନ—ଅଳକାର ବିଶେଷ । ସାଧନା (ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁ) ଦାରୀ ସାଧ୍ୟବନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍
(ପ୍ରତିପାଦ୍ଧ ବିଷୟେର) ଆନକେ ଶ୍ଵାର ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅମୁମାନ କହେ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୬୧୭) ।

ଅମୁଯାୟୀ—ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ (ଚୈ. ଚ. ୧୬୧୭୮) ।

ଅମୁରାଗ—ପ୍ରେସ ଦ୍ରୁଃ ।

ଅମୁପ—ଅମୁଗତ ଅପ୍ରଜଳ ଯେଥାମେ ; ଜଳମୟ ସ୍ଥାନ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୧୫୦ଙ୍କେ) ।

ଅନ୍ତ—୧. କୁଳ କିନାରା (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୮୮) ; ୨. ସୀମା ; ପ୍ରାନ୍ତ ; ୩. ମୃତ୍ୟୁ,
ନାଶ ; ୪ ସ୍ଵରୂପ ।

ଅନ୍ତର—୧. ପାର୍ଥକା ; (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୮୧ ; ୨. ବ୍ୟବଧାନ ; ୩. ଘନ, ହଦୟ ।

ଅନ୍ତର ସାଧନ—ରାଗାହୁଗା ଭକ୍ତିର ସାଧନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର—ବାହ୍ୟ ବା ସ୍ଥାବନ୍ଧିତ ଦେହେର
ସାଧନ ଏବଂ ଅନ୍ତର ବା ମାନସିକ ସାଧନ । ସ୍ଥାବନ୍ଧିତ ଦେହେ ନବ ବିଧା ଭକ୍ତି ଅନ୍ତର
(ବୀ ୬୪ ଅଥ ସାଧନ ଭକ୍ତିର) ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବାହ୍ୟ ସାଧନ ବଲେ, ଆର ମନେ ମନେ
ନିଜ ସିନ୍ଧ ଦେହ ଚିନ୍ତା କହିରା ମେଇ ଅନ୍ତର୍ଚିନ୍ତିତ ଦେହେ ସ୍ବିଯ ଭାବାହୁକୁଳ ପରିକର
ବର୍ଗେର ଆନୁଗତ୍ୟେ ସର୍ବଦା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନର ମେବା ଚିନ୍ତାକେ ଆନସିକ ମେବା ବା
ଅନ୍ତର ସାଧନ ବଲେ । ଅଜ ପରିକରର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସ୍ଵରୂପଶକ୍ତି, ତୋହାରା ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟମୟୀ
ମେବାଯ କୁଳ ମେବା କରିଯା ଥାକେନ । ଜୀବେର ମେନ୍ଦ୍ରପ ମେବାଯ ଅଧିକାର ନାହିଁ ।
କାରଣ ଜୀବ ସ୍ଵରୂପତଃ କୁଷେର ଦାସ, ଆନୁଗତାମନୀ ମେବାଯ ଦାସେର ଅଧିକାର,
ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟମୟୀ ମେବାଯ ନହେ । ‘ବାହ୍ୟ’ ‘ଅନ୍ତର’ ଇହାର (ରାଗାହୁଗାର) ଦୁଇତ ସାଧନ ।
ବାହ୍ୟ—ସାଧକ ଦେହେ କରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ କୌର୍ତ୍ତନ ॥ ମନେ—ନିଜ ସିନ୍ଧ ଦେହ କରିଯା ଭାବନ ।
ରାତ୍ରି ଦିନେ କରେ ବ୍ରଜେ କୁଷେର ମେବନ ॥ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୮୯-୯୦) । ରାଗାହୁଗା
ଓ ସିନ୍ଧ ଦେହ ଦ୍ରୁଃ ।

ଅନ୍ତରଜା ଭକ୍ତି—ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁଃ ।

ଅନ୍ତର୍ବୀପ—(ଆତୋପୂର) :—ଶ୍ରୀନବ୍ଦୀପେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟଟ ଦୀପେର ଅନ୍ତତମ ।
ଆଚେତନ୍ୟେର ସମୟେ ଗନ୍ଧାର ପୂର୍ବପାରେ ଅବହିତ ଛିଲ । ଏଥନ ଗନ୍ଧାର ଭାଙ୍ଗନେ ସ୍ଥାନ
ବିର୍ଦ୍ଦୟ ଘଟିଯାଇଛି ।

ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ—ଅନ୍ତଃ ‘ଚିନ୍ତେ’ ବାଣୀ (ସରସତୀ) ଆଛେ ଯାହାର । ପଣ୍ଡିତ ;
ବହ ଶାନ୍ତବ୍ି (ଚୈ. ଚ. ୨୨୭୧୯୯୦ଙ୍କେ ; ଡ. ରା. ଶି. ୧୪୧୨) ।

ଅନ୍ତର୍ଚିନ୍ତିତ ସିନ୍ଧ ଦେହ—ସିନ୍ଧ ଦେହ ଦ୍ରୁଃ ।

ଅନ୍ତକ୍ରେ—ନିକଟେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୩୫) ।

ଅନ୍ତୀ—ଅନ୍ତକାର, ଅନ୍ତତା, ଅଜ୍ଞାନ (ଚୈ. ଚ. ୩୭୧୧୩) ।

ଅନ୍ତକୁଟ—ଅନ୍ତେର କୁଟ (ପର୍ବତ ବା ରାଶି) ଯାହାତେ । ଯେ ଉତ୍ସବେ ପର୍ବତ ପ୍ରୟାଣ
ବା ରାଶିକୃତ ଅନ୍ତ ନିବେଦିତ ହୁଏ (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୯୮) ।

অল্পকৃট গ্রাম—মথুরায় গোবর্ধন পর্বতের উপরে স্থিত একটি গ্রাম। অপর নাম ‘আনিয়োর’। এই স্থানেই গোবর্ধন পূজার সময় অল্পকৃট হয়। এ স্থানের বিগ্রহ—গোবর্ধন পতি শ্রীগোপাল দেব (চৈ. চ. ২১৮১২২)।

অল্পবিধি—অভিধেয় দ্রঃ।

অল্পকামী—বিষয় ভোগ আকাঙ্ক্ষাকামী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া কোন কৃষ্ণভক্ত বিষয় স্মৃৎ আকাঙ্ক্ষা করিলে কৃষ্ণ স্বচরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় স্মৃৎ ছাড়াইয়া থাকেন (চৈ. চ. ২১২২১৪-২৭)।

অল্প নিরপেক্ষ বিধি অভিধেয় দ্রঃ।

অল্পাঞ্জে—পরম্পর (চৈ. চ. ১৪১৪৩)।

অপত্তি—নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া (চৈ. চ. ১১০১৯)।

অপবর্গ—১. ঘোক ; মুক্তি (চৈ. চ. ১১১২৯ শ্লঃ) ; ২. “বাস্তুদেবেহনন্ত নিমিত্ত ভক্তি ধোগ লক্ষণঃ”—অর্থাৎ বাস্তুদেবের প্রতি ফলাভিসংক্ষিপ্ত ভক্তিযোগই অপবর্গের লক্ষণ (ভাঃ ১১১১১৯) ; ৩. আত্মাচিকী দৃঃগ নিরুক্তি ; ৪. শ্রীতি (ভাঃ ১০১৪১১৫) ; ৫. নাশক (ভাঃ ১৭১২২) ; ৬. অন্ত (ভাঃ ১১৪১২৯) ; ৭. নির্দিষ্ট দেশে ও কালে কার্যের সমাপ্তি ও ফলস্থান (হরি ৪১০১)।

অপরশ্চ—প্রা. অপরের স্পর্শীনভাবে (চৈ. চ. ১১০১১৪০)।

অপরাধ—অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা হইতে। দোষ ; পাপ। অপরাধ তিনি প্রকার, যথা—সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণব অপরাধ।

অপরাবিষ্ঠা—১. নিকৃষ্ট বিষ্ঠা ; ২. অবিষ্ঠা ; ৩. বেদ ও বেদান্ত অপরাবিষ্ঠা।
উপনিষদ পরাবিষ্ঠা—‘য়া তদক্ষরমধিগম্যতে’,—(মুওক) যাহা দ্বারা সেই অক্ষয়-ব্রহ্মকে জানা যায়।

অপরাখতি—শক্তি দ্রঃ।

অপস্মৃতি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

অপাণি পাদঞ্চলি—‘অপাণি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্চত্যচঙ্গঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ’—অর্থাৎ অঙ্গের হস্ত নাই, কিন্তু গ্রাহণ করিতে পারেন, পদ নাই তবু বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন,—এই সত্য যে শ্রতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে (চৈ. চ. ২১৬১৪০-৪১)।

অপার—অনন্ত (চৈ. চ. ১১৬১৭৮)।

অপি—সন্তানবা ; প্রথ ; শক্তা ; নিম্বা ; সমুচ্চয় ; যুক্ত পদাৰ্থ ; কামাচার (আপন ইচ্ছামত) ক্রিয়া—বিশ্ব প্রকাশ (চৈ. চ. ২১২৪১২০ শ্লঃ)।

অপুমুরাবৃত্তি—অপুনর্জয় ; ঘোক (গৌ. ১১১)।

ଅପ୍ରକଟ—ପ୍ରକଟ ଦ୍ରୁଃ ।

ଅବ—ପ୍ରା. ଏକଣେ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୫୬) ।

ଅବଗାହ ସାଧ—ପ୍ରା. ସାଧ ମିଟାଇୟା ଅବଗାହନ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୨୧୨) ।

ଅବଗାହ—ଅନାବୁଢ଼ି ; ବୁଢ଼ିର ବାଧାତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧ ଶ୍ଲୋଃ) ।

ଅବଜଳ—ଚିତ୍ରଜଳ ଦ୍ରୁଃ ।

ଅବଜାନ—ପ୍ରା. ଅବଜା ; ଉପେକ୍ଷା (ଚୈ. ଚ. ୩୭୧୦୨) ।

ଅବଭଂଗ—ଭୂଷଣ ; କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ; ଶିରୋଭୂଷଣ ; ଶ୍ରେଷ୍ଠ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୪୦) ।

**ଅବଭାବ—ହୃଷିକାର୍ଦ୍ଦେର ନିମିତ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟର ଯେ ସ୍ଵରପ ପ୍ରମକ୍ଷେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ, ତୀହାକେ ଅବଭାବ ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୨୨୭) । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ବଲେ—ଶ୍ରୀହରିର ଅବଭାବ ଅମ୍ବଖ୍ୟ (ଭାଃ ୧୩୨୩ ; ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧୩୦ ଶ୍ଲୋଃ) । ତୀହାଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନ—
ଅଂଶାବତାର, ପୁରୁଷାବତାର, ଲୀଲାବତାର, ଶୁଣାବତାର, ମସ୍ତନାବତାର, ସ୍ଥାବତାର ଓ
ଶକ୍ତାବେଶ ଅବଭାବ । **ଅଂଶାବତାର—**ଯେ ଭଗ୍ୟ ଅବଭାବେ ଐଶ୍ୱର, ମାଧୁୟ, କୁପା,
ତେଜଃ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣେ ଅଭିଵ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ତୀହାକେ
ଅଂଶାବତାର ବଲେ । ସ୍ଵର୍ଗ ରୂପ ହଇଲେ ଅଭିନ୍ନ ହଇଲେ ଓ ଇହାତେ ବିଲାସ ଶକ୍ତିର
ଅପେକ୍ଷାକୁତ ଅଳ୍ପ ଅଭିଵ୍ୟକ୍ତି ଥାକେ । କାରଣାର୍ଗବଶ୍ୟାମୀ, ଗର୍ଭୋଦଶ୍ୟାମୀ ଏବଂ
ଶ୍ରୀରୋଦଶ୍ୟାମୀ—ଏହି ତିନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମଂଞ୍ଚ କୃତ୍ୟାଦି ଅଂଶାବତାର (ଚୈ. ଚ.
୧୧୧୩୩) । **ପୁରୁଷାବତାର—**ହୃଷି-ହୃତି-ପଲୁଯେର କର୍ତ୍ତା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅବଭାବୀ ।
ତୀହାର ତିନଟି ପୁରୁଷ ରୂପ ଆଛେ । ପ୍ରଥମ ରୂପ ମହତ୍ତମେର ହୃଷିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରକୃତିର ବା
ସମଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ—କାରଣାର୍ଗବଶ୍ୟାମୀ ସହର୍ଷଣ, ବିତୀୟ ରୂପ ବ୍ୟାଷି ବ୍ରଜାଣ୍ଡେର
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗର୍ଭୋଦଶ୍ୟାମୀ ପ୍ରଥାମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବେର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ
ଶ୍ରୀରୋଦଶ୍ୟାମୀ ଅନିନ୍ଦ୍ରିୟ (ଲ. ଭା. ମ୍ବ., ପୂର୍ବ ଖ୍ୟ ୨୧୯ ; ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧୩୧ ଶ୍ଲୋଃ ;
ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୦୨୧୩-୨୧୭) । **ଜୀଲାବତାର—** ବିବିଧ ବୈଚିଜ୍ଞାନିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ମାଣ
ନବ ନବ ଉତ୍ସାହରଙ୍ଗେ ତରଙ୍ଗାୟତ, ଭଗବାନେର ସ୍ଵେଚ୍ଛାଧୀନ ଚେଷ୍ଟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦିକେ
'ଲୀଲା' କହେ । ଏକପ ନାନା ଲୀଲା ଉତ୍ୟାପନେର ଜଣ୍ଠ ଭଗବାନ୍ ମଂଞ୍ଚ, କୂର୍ମ,
ବରାହ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୃତି ରୂପେ ଧରାଧାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ । ଇହାରା ଲୀଲାବତାର ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମତେ ମଂଞ୍ଚ, ଅଶ୍ଵ, କୂର୍ମ, ନୃସିଂହ, ବରାହ, ହଂସ, ରାମ, ପରମତମ
ଏବଂ ବାମନ ପ୍ରଭୃତି ଲୀଲାବତାର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୦୨୧୨-୧୩ ; ୨୯୪-୯୬ ;
ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୦୧୪୦ ଶ୍ଲୋଃ ; ଭାଃ ୧୦୧୨୪୦) । ଅଯଦେବେର ଦଶାବତାର ତୋତେ ଦଶଭାବ
ଅବଭାବେର ଉତ୍ସେଖ ଆଛେ ; ଯଥା—ମୀନ, କୂର୍ମ, ଶୂରୁ. ନରହରି (ନୃସିଂହ), ବାମନ,
ତୃତୀୟ (ପରମତମ), ରାମ, ହଲଧର (ବଲରାମ), ବୁନ୍ଦ ଓ କର୍କି । ଅଯଦେବ ଭାଗବତେର**

অথ ও হংসের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য চরিতামৃত মতে কলিযুগে জীৱাবতার নাই, এজন্য বিষ্ণুৰ অপৰ নাম ‘ত্রিযুগ’। তিনি কলিতে স্বয়ংকুলে অবতীর্ণ হন (চৈ. চ. ২১৬।৭-১৮)। শুণাবতার—বিশ্বের শষ্টি, শ্রিতি ও সংহারের জন্য রজঃ, সৰ্ব ও তমো গুণের অধিষ্ঠাত্রকে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেৱ আবিৰ্ভাব হয়; সেজন্য ইহাদিগকে শুণাবতার বলে (চৈ. চ. ২।২০।১২৪৯)। অমৃতন্ত্ৰাবতার—প্রতি মৰ্ষস্তৱে একজন অবতার হন, তাহাকে মৰ্ষন্ত্ৰাবতার বলে। ১৪টি মৰ্ষস্তৱে ব্ৰহ্মার একদিন। এই একদিনে ১৪ জন মৰ্ষন্ত্ৰাবতার অবতীর্ণ হন। যথা—স্বায়ত্ত্ব মৰ্ষস্তৱের অবতার যজ্ঞ, স্বারোচিষেৱ বিভু, শুক্রমেৱ সত্যসেন, তামসেৱ হরি, বৈবতেৱ বৈবুণ্ঠ, চান্দ্ৰমেৱ অজিত, বৈবস্ততেৱ বামন, সাবৰ্ণিৱ সাৰ্বভৌম, দক্ষ সাবৰ্ণিৱ ঋষভ, ব্ৰহ্ম সাবৰ্ণিৱ বিশ্বক সেন, ধৰ্ম সাবৰ্ণিৱ ধৰ্মসেতু, কুত্ৰ সাবৰ্ণিৱ সুধাম, দেব সাবৰ্ণিৱ যোগেশ্বৰ এবং ইন্দ্ৰ সাবৰ্ণিৱ অবতারেৱ নাম বৃহস্থানু। বৰ্তমানে সপ্তম মৰ্ষস্তৱ বৈবস্তত, শুক্রবাৎ বামন অবতারেৱ কাল চলিয়াছে। ১০০ দিব্য বৎসৱ ব্ৰহ্মার আযুক্তাল। ব্ৰহ্মার জীৱন মহাবিষ্ণুৰ এক খাস সময় মাত্ৰ। মহাবিষ্ণুৰ নিঃশ্বাসেৱ অস্ত নাই। শুক্রবাৎ মৰ্ষন্ত্ৰাবতারও অনস্ত। মৰ্ষস্তৱ দ্রঃ (চৈ. চ. ২।২০।২৬৯-১৮)। যুগাবতার—প্রতি যুগেৱ অবতারকে যুগাবতার বলে। যুগভেদে যুগাবতারেৱ বৰ্ণভেদ হয়। “কথ্যতে বৰ্ণনামাভ্যাং শুক্রঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্রামঃ ক্রমাং কৃষ্ণস্ত্রেতায়াৎ দ্বাপৱে বলো॥” (ল. ভা. যুগাব—২৯)। অর্থাৎ সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপৱ ও কলি যুগে যুগাবতারগণেৱ বৰ্ণ সাধাৱণতঃ যথাক্রমে শুক্র, রক্ত, শ্রাম ও কৃষ্ণ। কিন্তু যে দ্বাপৱে স্বয়ং ভগবান् শ্ৰীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপৱেৱ শ্রামবৰ্ণ যুগাবতার শ্ৰীকৃষ্ণে প্ৰবিষ্ট হন এবং তাহার বৰ্ণ কৃষ্ণবৰ্ণ হয়। ইহা বৈবস্তত মৰ্ষস্তৱেৱ অষ্টাবিংশ চতুৰ্থুগেৱ দ্বাপৱে ঘটিয়াছিল। তৎ পৱবতী কলিতে শ্ৰীমত্ত্বাপ্তভু অবতীর্ণ হন এবং কলিযুগেৱ কৃষ্ণবৰ্ণ যুগাবতার মহাপ্ৰভুতেই প্ৰবিষ্ট হইয়া পীতবৰ্ণ ধাৱণ কৰেন। যথা—“শুক্র রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্ৰমে চাৰিবৰ্ণ। চাৰিবৰ্ণ ধৱি কৃষ্ণ কৱায় যুগধৰ্ম॥” (চৈ. চ. ২।২০।১৮০)। সত্যযুগেৱ ধৰ্ম ধ্যান বা তপস্তা, ত্ৰেতার যজ্ঞ, দ্বাপৱেৱ অৰ্চনা এলং কলিৱ নামকীৰ্তন (ভা: ১।২।৩।৫৫)। শক্ত্যাবেশ অবতার—যে সকল মহত্তম জীৱ জননীনৰে স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্ৰত্যুতিৰ কলা বা অংশ দ্বাৰা আবিষ্ট হন, তাহাদিগকে শক্ত্যাবেশ বা আবেশ অবতার বলে। শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য। ইহাৱা ছিবিধ—মূখ্য ও গৌণ। ধীহাতে সাক্ষাৎ শক্তিৰ আবেশ, তাহাকে মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমনঃ সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নাৱদে

ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି, ବ୍ରଜାୟ ହଟି ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଭୂଧାରଣ ଶକ୍ତି, ଶେଷେ କୃଷ୍ଣ ମେବା ଶକ୍ତି, ପୃଥୁତେ ପାଳନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରଶ୍ରାମେର ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ଶକ୍ତିର ଆବେଶ । ଇହାରା ମୂର୍ଖ ଶକ୍ତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର । ଆର ସାହାତେ ଶକ୍ତିର ଆଭାସେର ଆବେଶ ହୁଏ, ତୋହାକେ ଗୋପ ଶକ୍ତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବା ବିଜ୍ଞୁତି ବଲେ (ଲ. ଡ. ମ., ପୂର୍ବିଥିତୁ ୧୧୮ ; ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୩୩-୩୪, —୨୧୨୦୧୦୦୪-୧୦ ; ଗୀ. ୧୦୪୧-୪୨) ।

ଅବତରି—ଅବତରଣ କରିଯା (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୩୧) । **ଅବତାରୀ—**ଅବତାର କର୍ତ୍ତା (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୬୭) । **ଅବତାରି—**ଅବତିର୍ କରାଇଯା (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୨୨୬) ।

ଅବଧାର—ଦୃଷ୍ଟି (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୫୭) ; ମନୋଯୋଗ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୨୪୬) ।

ଅବଧି—ଶେଷ ସୀମା ; ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୪୩) । ଅଧିଗମ ଦ୍ରଃ ।

ଅବଧୂତ—୧. ସର୍ବ ସଂକାର ମୂଳ ସମ୍ବ୍ୟାସୀ ; ସମ୍ବ୍ୟାସାଶ୍ରମୀ (ଶବ୍ଦ କଲ୍ପନାମାତ୍ର) । ଅବଧୂତ ଚାରି ପ୍ରକାର—ବ୍ରଜାବଧୂତ, ଶୈବାବଧୂତ, କୁଳାବଧୂତ ଓ ବୀରାବଧୂତ । ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଧୂତଙ୍କେ ପରମହଂସ ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୮୨) ; ୨. ପାଗଳ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୧୧୩) ।

ଅବଜ୍ଞ୍ଣୀ—ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିନୀ । ସିପ୍ରାତୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମାଲବ ଦେଶେର ଓ ଏହି ଦେଶେର ରାଜଧାନୀର ନାମ । କୃଷ୍ଣ ବଲରାମେର ଅଧ୍ୟାପକ ସାନ୍ଦ୍ରିପନ ମୂନିର ବାସସ୍ଥାନ ।

ଅବସର—ସୁରୋଗ (ଚୈ. ଚ. ୩୦୩୧୬) ; ଅବକାଶ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୮୧) ।

ଅବମାନ—ଦ୍ଵିଧା (ଚୈ. ଚ. ୧୭୧୬୧) ; ଅବସନ୍ନତା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୩୨) ।

ଅବଞ୍ଚି—ହରବସ୍ତା ; କଷ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୪୧୧୧) ।

ଅବହି—ପ୍ରା. ଏକଣଇ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୧୧୬୦) ।

ଅବହିଥ୍ବ—ବ୍ୟାଚିରୀ ଭାବ ଦ୍ରଃ ।

ଅବିଷ୍ଟା—ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟା ; ମାୟାଜନିତ ଅଜ୍ଞାନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୪୧୪୬) । ପାତଙ୍ଗଲେ ଅବିଶ୍ଵାର ପଞ୍ଚପର୍ବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଉଭ୍ୟ ହଇଯାଛେ ; ଯଥା—ଅବିଷ୍ଟା, ଅସ୍ତ୍ରିତା, ରାଗ, ଦେଷ ଓ ଅଭିନିବେଶ ।

ଅବିଷ୍ଟି—ବିଦେଶୀଆଂଶ—କୋନ ବାକେୟ ବିଦେଶୀଆଂଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକରଣେ ବଣିତ ନା ହଇଲେ ତାହାକେ ଅଲକ୍ଷାନ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅବିଷ୍ଟି ବିଦେଶୀଆଂଶ ଦୋଷ ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୧୨୧୭୦ ; ୧୧୬୧୯୨) । ଅମୁବାଦ ଦ୍ରଃ ।

ଅବ୍ୟାୟ—ବ୍ୟାୟହୀନ, କ୍ଷମ୍ୟ (ଗୀ. ୨୧୨୧) ; ବେଦମୂଳ, ଅକ୍ଷୟ ଫଳବାନ ; ଅବିନାଶୀ (ଗୀ. ୪୧୧) ।

ଅବ୍ୟକ୍ତ—ଇଞ୍ଜିଯେର ଅଗୋଚର (ଗୀ. ୮୨୧) ; ପ୍ରାପତ୍ତିର ନିଜାବସ୍ଥା—ଶକ୍ତି (ଗୀ. ୮୧୮) ; ପ୍ରକାତୀତ—ତ୍ରିଧର ; ଅପ୍ରକାଶ—ଶକ୍ତି (ଗୀ. ୨୨୪) ; ଉତ୍ପତ୍ତି-ବିନାଶରହିତ (ଭାଃ ୩୨୬୧୦) ।

অন্তর—মোক্ষ (চৈ. চ. ২১৯২৫ শ্লোঃ) গ্রন্থ, বিনাশ, জন্ম রহিত ।

অঙ্গাগিস্তা—গ্রা. হতভাগা (চৈ. চ. ২১৮২১৩) ।

অভিক্রম ভাশ—আরম্ভের নাশ (গীঃ ২১৪০) ।

অভিচার—অন্তের অনিষ্ট বা নিজের ইষ্ট সাধনের জন্ম তরোকু প্রক্রিয়া বিশেষ ।

অভিজল—চিত্রজল শ্রঃ ।

অভিধা—১. শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে অভিধা বলে ; শব্দের অর্থবোধক শক্তি (চৈ. চ. ১১১১০৩, ১২৪ ; —২১৬১২৬) ।

২. নাম, সংজ্ঞা, উপাধি । **অভিধাবৃত্তি**—মৃখ্যাবৃত্তি । **অভিধান**—শব্দকোষ ।

অভিধেয়—কর্তব্য, নামধারী, বাচ। **অভিধেয় উত্ত**—অভীষ্ঠ বস্ত প্রাপ্তির উপায় । ব্রহ্মবস্ত লাভের উপায় বা উপাসনা পদ্ধতি চারিটি ; যথা—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি । ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয়ে পাচটি বিধি শাস্ত্রে আছে । যথা—১. অস্ত্রয় বিধি—অর্থাৎ উপায়টি সম্বন্ধে শাস্ত্র-নির্দেশ আছে কি-না ; ২. ব্যক্তিরেক বিধি—অর্থাৎ ইহা ব্যক্তিরেকে হয় না একপ কি-না ; ৩. অন্ত নিরপেক্ষ বিধি—অর্থাৎ অন্য উপায়ের সাহচর্য প্রয়োজন কি-না ; **সার্বত্রিকভা**—অর্থাৎ সর্বত্র প্রয়োজ্য কি-না ; এবং ৫. **সদা উন্নত**—অর্থাৎ সব সময়ে প্রয়োজ্য কি-না । কর্ম মার্গের অভিধেয়সত্ত্ব নাই, কারণ নরমারা স্বর্গাদি লাভ করিলে পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্তে আগমন করিতে হয় । যথা—‘ক্ষোণে পুণ্যে মর্ত্যলোক’ বিশিষ্ট’—(গী. ৩২১) ; ‘প্রবাহেতে অনৃতা যজ্ঞকপা’—(মুওক ১১২১) । যোগমার্গ ও আনন্দমার্গ অভিধেয় হইলেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নহে । কারণ এইসব মার্গ ভক্তির উপর নির্ভরশীল । সুতরাঃ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় (চৈ. চ. ১১১১০৫, ২১২০।১০৯-১০, ২১২২।০-৪) ।

বেদ শাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন । কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥ অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন । (চৈ. চ. ২।২০।১০৯-১০) ।

অর্থাৎ বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । সম্বন্ধ—
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—সাধন ভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেম ।

অভিধান—১. দণ্ড, অহকার ; ২. ‘বহু রমণীয় বস্ত খাকিলেও ইহাই আমার চাই’—একপ নিষ্ঠাকরণকে অভিযান বলে । মহত্তময় বস্ততে অন্ত্য মহত্তমম সকল ।

অভিধান—স্মৃতি, রমণীয় (চৈ. চ. ২।২।২৪) ।

অভিধান ঠাকুর—গামদাস অভিধান শ্রঃ ।

অভিলাষ— ১. প্রিয়জনের সঙ্গলাভার্ত ব্যবসায় (চৈ. চ. ২১৪।১১) ;
২. ইচ্ছা, বাস্তু, স্মৃতি ।

অভিসারু— মিলনাভিলামে নায়ক নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন ।

অভিসারিকা— প্রণয়ীর অঙ্গ সঙ্কেত স্থানে গমনকারী নারী (উ. গী.—
নায়িকা ভেদ—৩৯.) ।

অভ্যাস অর্ধন— তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন ।

অভ্যাস যোগ— সকল বিষয় হইতে চিন্তকে সমাহত করিয়া কোন দেবতার
মানস মূর্তি বা প্রতিমাদির আলমনে পুনঃ পুনঃ উহাতে চিন্ত নিবেশ
করার নাম অভ্যাস যোগ । চিন্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা (গী. ১২।৯) ।

অমৰ্ত্ত— ১. অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ ; ২. ক্রোধী, ব্যক্তিচারী ভাব দ্রঃ ।

অমূর্ত— ১. নিরাকার ; ২. ভগবৎ শক্তি সমূহের দুইজনে স্থিতি । শক্তিরপে
অমূর্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে মূর্ত । (চৈ. চ. ১৪।৫২, ৫৫) ।

অমেষ্ট্য— অপবিত্র (চৈ. চ. ২।৯।৪৯) ।

অমোঘ— ১. অবৰ্ধ ; সার্থক ; ২. সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা ; কস্তা
ষাঠীর বর । ইনি ভোজন কালে মহাপ্রভুর নিন্দা করায় সার্বভৌম কর্তৃক গৃহ
হইতে বিতাড়িত হন । পরে বিশৃঙ্খিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মহাপ্রভুর
কৃপায় রক্ষা পান এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া মহাপ্রভুর ভক্ত মধ্যে গণ্য হন
(চৈ. চ. ২।৫।২৪২-২৫০) ।

অমৃত লিঙ্গশিব— কাবেরী তীরের বিগ্রহ বিশেষ । শ্রীচৈতন্ত এই বিগ্রহ
দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।১০) ।

অমৃতনস— প্রা. আপোষ (চৈ. চ. ৩।৬।৩৩) ।

অমৃতনৃহ— পদ্ম (ভা. ১।০।৩।১।১৯ ; চৈ. চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ) ।

অমৃত্যা মুলুক— বর্ধমান জেলার কালনার সংলগ্ন গ্রাম অধিকা । বর্তমান
প্যারীগঞ্জ । এখানে নকুল অক্ষচারীর শ্রীপাট ছিল (চৈ. চ. ৩।২।১৫) ।

অমুলিঙ্গ ঘাট— ২৪ পরগনার ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট । এখন গঙ্গা বহুদূরে
সরিয়া গিয়াছেন ।

অচ্ছি, অচি— অশিশিখা (ভা. ১।১।৪।১৯ ; চৈ. চ. ২।৪।১৮ শ্লোঃ) ।

অর্থ— ১. ধন, সম্পত্তি ; ২. প্রয়োজন, হেতু ; ৩. দ্বিতীয় পুরুষার্থ, কাম্য বা
প্রয়োজনীয় বস্তু । **অর্থবান—** অতিরিক্ত প্রশংসন বাক্য (চৈ. চ. ১।১।৬।৬) ।

অর্ধালক্ষার— অলক্ষার শাস্ত্রে ব্যবহৃত উপমা, বিরোধাভাস, অমূলন প্রভৃতি ।

অর্ধার্থী— আর্ত দ্রঃ ।

অর্থকুটী শাস্ত্র—হৃষ্টার পশ্চাস্তাগ ডিষ্ট প্রসব করে বলিয়া পূর্বার্থ কাটিয়া আহার করিয়া পশ্চাস্তাগ রাখিয়া দিলে সেই পশ্চাস্তাগ আর ডিষ্ট প্রসব করে না। উভয়ই নষ্ট হয়। “কোন একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত বেখানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সেখানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে ‘অর্থকুটী শাস্ত্র’ বলে। ইহার আরা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।” (ডঃ নাথের টাকা, চৈ. চ. ১১১১৫৪)।

অর্থ’র্থ—মহারথ শ্রঃ।

অর্পিল—অর্পণ করিল (চৈ. চ. ২১৪১৬৪)

অর্জক—বালক (ডাঃ ১০।৩৭।১৯ ; চৈ. চ. ৩।১৯।৩ প্লোঃ)।

অয়ম—আশ্রয় (চৈ. চ. ১২।২৯)।

অলঙ্কার—১. ধাতু নির্মিত ভূষণ ; ২. কাব্য শাস্ত্রে শব্দার্থের শোভাবিধানক রসের উপকারক অহুপ্রাপ্ত উপমাদি ; ৩. নায়িকাদের ঘৌবন কালে কাস্তের প্রতি অভিনিবেশ বশ তৎসূচণ জনিত ভাব বিকার, (চৈ. চ. ২।৮।১৩৫-১৩৬, ২।২।৪।১৬৩-৬৪)। ইহা বিশতি প্রকার, অঙ্গজ, অয়জ, অয়জুজ ও স্বভাবজ ভেদে ত্রিভিধ। **অঙ্গজ**—অলঙ্কার তিনটি, যথা—হাব, ভাব, হেলা। অয়জুজ অলঙ্কার সাতটি, যথা—শোভা, কাস্তি, দীপ্তি, শার্দুল, প্রগল্ভতা, ঔদার্থ ও ধৈর্য। স্বভাবজ অলঙ্কার দশটি, যথা—লৌলা, বিলাস, বিচ্ছিন্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, সোটারিত, কুটামিত, বিবোক, মলিত ও বিকৃত।

ভাব—শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রূপি নামক স্থায়ী ভাবের আচর্তাবে চিত্তের প্রথম বিকার।

হাব—নায়িকার গ্রীবার বক্রতা, জ্ঞ নেতৃত্বের বিকাশ, ‘ভাব’ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশ পাইলে তাহাকে ‘হাব’ বলে।

হেলা—যে অবস্থায় নায়িকার হাবের বিকাশ স্পষ্ট করে শৃঙ্গার সূচক হয়, তাহাকে ‘হেলা’ বলে।

শোভা—ক্লেশ ও ভোগাদি আরা অঙ্গের বিভূষণ।

কাস্তি—কন্দর্পের তৃপ্তি জনিত উজ্জল শোভার নাম ‘কাস্তি’।

দীপ্তি—বৱস, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি আরা ‘কাস্তি’ অভিশয় প্রকাশ পাইলে তাহাকে ‘দীপ্তি’ বলে।

শার্দুল—সর্বাবহার চেষ্টার মনোহারিত্বের নাম ‘শার্দুল’।

প্রগল্ভতা—সঙ্গেগ বিষয়ে নিঃশেষত্ব।

গুরুবৰ্ষ—সর্বাবস্থায় বিনয় প্রদর্শন ।

বৈর্ষ—উন্নত অবস্থায় চিকিৎসের হিসেব ।

জীলা—রঘুনাথ বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অঙ্গুকরণ ।

বিলাস—প্রিয় সঙ্গে হঠাতে মিলনে নায়িকার গতি, স্থান ও আসন, এবং মুখ ও নেতৃাদির ভঙ্গী ও ক্রিয়াদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য ।

(চৈ. চ. ২।১৪।৮-৯ খ্রোঃ)

বিচ্ছিন্নি—যে বেশ রচনা অন্ন হইয়াও দেহ কুস্তির পুষ্টি সাধক ।

বিভূতি—বলভ সমীপে অভিসার কালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্য, ভূষণ প্রভৃতির স্থান বিপর্যয় ।

কি঳ কিঞ্চিত—হৰ্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, দ্বিষৎ হাস্ত, অস্ত্রা, ভয়, ক্রোধ এই সাত ভাবের যুগপৎ প্রাকটা (চৈ. চ. ২।১৪।৬-৭ খ্রোঃ) ।

সোট্টায়িন্ত—কাস্তের স্বরণে ও বার্তাদি অবগে স্বাস্থী রক্তির ভাবন। বশতঃ হস্তয়ে অভিলাষের প্রাকটা ।

কুট্টায়িন্ত—নায়ক নায়িকার বক্ষ অথবাদি স্পর্শ করিলে নায়িকার হস্তয়ে আনন্দ হইলেও সন্তুষ্ম বশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশ (চৈ. চ. ২।১৪।১২ খ্রোঃ) ।

বিবেক—গর্ব বা মানবশতঃ কাস্তের প্রতি বা কাস্তদন্ত স্বেচ্ছের প্রতি অনাদর ।

জলিত—অঙ্গ সকলের বিজ্ঞাস ভঙ্গী, সৌকুমার্য ও জবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশক ভাব বিশেষ (চৈ. চ. ২।১৪।১০-১১ খ্রোঃ) । **বিকৃত**—সজ্জা, মান, উর্ধ্যাদি বশতঃ যে স্থলে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পাওয়া, তাহাকে বিকৃত বলে । (উ. নী. অনুভাব প্রকরণ, ৫৭-৭৯) ।

অজল্পিট—অনাসক্ত (চৈ. চ. ১।১৩।১১৬) ।

অজস—আগ্রহের অভাব (চৈ. চ. ১।২।৯৯) ।

অজ্ঞাত—জল্পন কাঠ (চৈ. চ. ২।১৩।৭৭) ।

অঞ্চল—সাধিক ভাব দ্রঃ ।

অঞ্চলু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাঙ্গ, লৌহ, দস্তা, পারদ, সীসা ও রাঙ ।

অঞ্চলায়িকা—(বসন্তাত্মে) অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকৃষ্টিতা, বিশ্রামকা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, ধার্মিনভূত্তকা ও প্রোবিতভূত্তকা ।

অঞ্চল বন্ধ—সভুর্বগ দ্রঃ ।

অঞ্চল বন্ধ—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অঞ্চল গণদেবতা, যথা—আগ, শ্ৰব, সোম, ধৰ (বিশু), অনিল, অনল, প্ৰচূৰ ও প্ৰতাস—বহিপুৰাণ । “তগবান্ বহনাঃ পাবকঃ”—(গী. ১০।২৩) ।

অষ্টম অনু—সার্বিণি।

অষ্ট সবী—গুলিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবলিকা, ডুঙ্গজ্ঞা, ইন্দুলেখা, রঞ্জদেবী ও সুদেবী। ইহারা শ্রীরাধিকার অষ্ট সবী।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—বাহযুগল, চরণযুগল, আহযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, মৃষ্টি, ঘন ও বচন—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণতি।

অষ্টাঙ্গশ পুরুণ—অক্ষ, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গুরুত, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, ক্ষম, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কৃষ্ণ ও ব্রহ্মাণ।

অষ্টাঙ্গশ সিদ্ধি— ১. অনিমা (শিলার মধ্যেও প্রবেশযোগ্য ক্ষমতা) ; ২. লাধিমা (দেহকে হাল্কাকরণ, ইহাতে স্থৰণশি ধরিয়াও উপরে আরোহণ করা যায়) ; ৩. মহিমা (দেহকে পর্বতের মত বৃহৎকরণ) ; ৪. প্রাপ্তি (যাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা ও চৰকে স্পর্শ করা যায়) ; ৫. প্রাকাম্য (শ্রুত, দৃষ্টি ও দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য) ; ৬. ইশিতা (অন্ত জীবে নিজের শক্তি সঞ্চার) ; ৭. বশিতা (ভোগ বিষয়ে সংক্ষৰণতা) ; ৮. কামাবশায়িতা (ইচ্ছার চরম সীমায় গমন) ; ৯. কৃৎ পিপাসাদি রাহিত্য ; ১০. দূর প্রবণ ; ১১. দূর দর্শন ; ১২. মনোজব (মনের মত জ্ঞত গতিতে দেহকে চালনা) ; ১৩. কামরূপতা (অভিজ্ঞত রূপ ধারণ) ; ১৪. পরকায় প্রবেশ (পরের শরীরে নিজের স্তৰ দেহকে প্রবেশ করানো) ; ১৫. ইচ্ছা মৃত্যু ; ১৬. দেবক্রীড়া প্রাপ্তি (দেবতাদের শায় অপ্সরাদের সহিত ক্রীড়া) ; ১৭. সকলামুকুপ সিদ্ধি (সকলিত বিষয় প্রাপ্তি) ; ১৮. অপ্রতি-হতাঞ্জতা (আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতি-হত রাখা)।—ইহার প্রথম আটটি ভগবদীশ্বিত, পরের দশটি সন্তুষ্ণের কার্য। অনিমা, লাধিমা ও মহিমা—দেহের সিদ্ধি।

অষ্টাঙ্গশাক্তৰ অনু—শ্রীগোপীজন বঞ্জল শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভাবাঙ্কক উপাসনার আঠার অক্ষযুক্ত মন্ত্রাঙ্গ।

অষ্টাপদ—স্বর্ণ (বি. মা. ১৬০)।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব—স্তোর, জীব, প্রকৃতি, স্বত্বাব, স্মৃত, মহৎ, অহক্ষান, ঘন, পঞ্চ-আনেক্ষিয়, পঞ্চকর্মেক্ষিয়, পঞ্চতয়াত্ম ও পঞ্চ মহাস্তুত।

অসমোক্ত প্রেম—যে প্রেমের সমকক্ষ বা উর্দ্ধে আর কিছু নাই (চৈ. চ. ১৪। ১২১)।

অসৎ সজ—যাহা সৎ নয়, তাহার সজ (সন্তুষ্য, ধাতু হইতে সজ শব্দ নিষ্পত্ত, সন্তুষ্য, অর্থ সাহচর্য, আসক্তি), অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত অস্ত বস্তুর সাহচর্য, বা অস্ত

বস্তুতে আসক্তিই অসৎ সঙ্গ । কিন্তু সাধন ভক্তির অমৃষান ব্যতৌত অন্ত কার্যাদিত্ব
অমৃষান বা অন্ত কার্যাদিতে আসক্তিকেও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে অসৎ সঙ্গ বলে । সৎ-
সঙ্গ—সতের সাহচর্য বা সতে আসক্তি । অসৎ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পত্তি ।
অসৎ ধাতু অন্তর্থে । স্মৃতরাং যিনি অনাদি কাল হইতে ছিলেন, আছেন ও
ধাকিবেন, তাহার সাহচর্য বা তাহাতে আসক্তিই সৎ সঙ্গ । অতএব বৈষ্ণবীয়
শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মনন ইত্যাদিই সৎ সঙ্গ ।

অপ্রেস—মনে মনেও পরম্পরাব্য অগ্রহণ (ভা: ১১১৯।৩৩) ।

অহিবল্লিকাস্মৃদলবীটিকা—অহিবল্লিকা অর্থাৎ পানের লতা, তাহার স্মৃদল
(সুস্মর পত্র) নির্মিত বীটিকা (খিল) ; পানের খিল (গো. লী. মৃ. ৮।৮ ;
চৈ. চ. ৩।১৬।১০ প্লো:) ।

অঠেতুকী ভক্তি—ভূক্তি (ঐহিক ও পারম্পরিক স্বীকৃত শাস্তি, পঞ্চবিধ মুক্তি এবং
অষ্টাদশ সিদ্ধি)—কামনায়ে ভক্তির প্রবর্তক নহে, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি কামনাই যে
ভক্তির প্রবর্তক, তাহাই অঠেতুকী ভক্তি । উক্তাভক্তি । (চৈ. চ. ২।২৪।১২ প্লো:,
২।২৪।২০-২২) ।

অহোবত্ত—আহা (গী. ১।৪৫) ।

অহোবল লুঙিঙ্গ—দক্ষিণাত্যে কর্ণ জেলায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস বিগ্রহ
(চৈ. চ. ২।১।৯৭, ২।৯।১৪) ।

আ

আই—প্রা: শাতা (চৈ. চ. ২।৩।১৪২) ; যুই ফুল (চৈ. চ. ২।১৪।৬৩) ।

আইটোটা—যুই ফুলের বাগান ; রমণীয় উষ্টান । (চৈ. চ. ২।১৪।৬৩, ৮৯ ;
৩।১।৫৭) ।

আউটে—প্রা. আল দেয় (চৈ. চ. ২।১৪।২০১) ।

আউল—প্রা. আকুলতা (চৈ. চ. ৩।১৯।২০) ।

আউলাই—প্রা. এলাইয়া পড়ে (চৈ. চ. ১।৮।২০) ; বিশ্বাল হইয়া যান
(চৈ. চ. ৩।১।৪৩) ।

আৰ্থরিয়া—প্রা. পুঁধি লেখক (চৈ. চ. ১।১০।৬৩) ।

আগম—মন্ত্র বিধি শাস্ত্র ; বৃহৎ গৌতমীয়, কুমুদীপিকা এবং মাস্তক পঞ্চ রাত্রাদি
শাস্ত্র ; বেদাদি শাস্ত্র ; তত্ত্ব শাস্ত্র । **আগমাপালিম**—উৎপত্তি ও বিমোচনীয়
(গী. ২।১।৪) ।

আগম—প্রা. অগ্রগণ্য (চৈ. চ. ১।৬।৪৪) ।

আগে—প্রা. পুর্বে (চৈ. চ. ১১১৪।৩০) ; পরে, ভবিষ্যতে (চৈ. চ. ২।১।৬৯) ;

অগ্রে, সম্মুখে (চৈ. চ. ১।৫।১৮৭) ; অগ্রে, তুলনায় (চৈ. চ. ১।৭।৯৩)।

আগেত—পরে, পরবর্তী কালে (চৈ. চ. ৩।৩।১৩৬)। **আগে হৈলা—**অগ্রসর হইলেন (চৈ. চ. ৩।৪।১৮)।

আগুবাড়ি—প্রা. অগ্রসর করিয়া (চৈ. চ. ২।১।৬।৪০)।

আজটিয়া-পাতা—প্রা. অথও কলাপাতা (চৈ. চ. ২।৩।৪০)।

আজিমা—প্রা. অঙ্গন, উঠান (চৈ. চ. ৩।১।২।১।১৮)।

আজিরস—দেবগুরু বৃহস্পতি।

আচর্ষিতে—প্রা. হঠাৎ (চৈ. চ. ৩।১।৪২)।

আচরি—প্রা. আচরণ করিয়া (চৈ. চ. ১।৪।৩৭)। **আচরিয়ে—**আচরণ করি (চৈ. চ. ২।৩।২।৪৮)।

আঁচল—প্রা. কাপড়ের শেষ প্রাণ (চৈ. চ. ৩।৩।৩৮)।

আচার্য রিধি—শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত। প্রতি বৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে অভুক্ত দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন এবং শুণিচা মার্জনাদিতে যোগ দিতেন (চৈ. চ. ২।১।০।৮০, ৩।১।০।৩)।

আচার্য রস্ত—চন্দ্রশেখর আচার্য। শ্রীচৈতন্য শখা। আদি নিবাস শ্রীহট্টে। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি নীলাষ্টম চক্রবর্তীর এক কন্যা—শচীমাতার ভগিনীকে বিবাহ করেন। জগন্মাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর ইনি শ্রীগোরামের অভিভাবকস্থরূপ ছিলেন। ইনি কাটোয়ায় শ্রীগোরামের সমাধি গ্রহণ সময়ে অভিভাবকস্থ করেন। পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। প্রতি বৎসর ইহাকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। গৌরগণেৰদেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি মূর্বনিধির একত্ব (চৈ. চ. ১।১।৩।৫৩; ২।১।০।৮০)।

আছুয়—প্রা. আছে (চৈ. চ. ২।৮।৬৪)। **আছুয়ে—**আছে (চৈ. চ. ১।১।৬।৭৮)।

আছাড়—প্রা. হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া (চৈ. চ. ২।৩।১।৬০)।

আছুক—প্রা. ধাতুক (চৈ. চ. ১।৬।৯।৩)।

আঁছো—প্রা. আছি (চৈ. চ. ২।১।৫।৫৩)।

আজুল—চিরজল দ্রঃ।

আজা—প্রা. মাতামহ (চৈ. চ. ৩।৭।১।৯৩)।

আজাড়—প্রা. ধালি (চৈ. চ. ৩।১।০।১৪)।

আজুক—প্রা. অঞ্চকার।

আজ্ঞা—সত্ত্ব।

আঠাপ—প্রা. হার গর্জন উল্লক্ষণাদি।

আঠার মালা—গ্রীকের একটি সুস্থ নদী। ইহার উপরে পূরীর নিকটে একটি সেতুতে আঠারটি খিলান আছে। এজন্য ইহার মাম আঠার মালা। এই সেতু পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আঠিষ্ঠা কলা—প্রা. বীচিকলা (চৈ. চ. ২১৩১৪০)।

আড়ানী—প্রা. বড় পাতা (চৈ. চ. ২১৩১২২)।

আড়ে—আড়ালে (চৈ. চ. ৩১৬১৩৮), তৌরে, ঘাটে (চৈ. চ. ৩১৪১১০)।

আঁড়েল গ্রাম—প্রয়াগে ক্রিবেণী সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটি গ্রাম। ইহাতে বল্লভ ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২১৩১৫৭, ৭৬)।

আতঙ্ক—সর্ব ব্যাপক (ভাঃ ১০।৩।১৯)।

**আতঙ্কায়ী—“অগ্নিদো গৱদশৈব শঙ্গপাণির্মাপহঃ। ক্ষেত্রদ্বারাপহায়ী চ
ষড়েতে আতঙ্কায়িনঃ”। অর্থাৎ গৃহদ্বাহক, বিষদাতা, ভূমি, স্তৰ বা ধন অপহারক,
শঙ্গপাণি—আতঙ্কায়ী (গীঃ ১।৩৬)।**

**আত্মবিজ্ঞা—সংবিধ (জ্ঞান) শক্তির অভিযুক্তি প্রাধান্ত লাভ করিলে, বিশুদ্ধ
সহকে আত্মবিজ্ঞা বলে। আত্মবিজ্ঞার বৃত্তি দুইটি,—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক।
ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্ম বিজ্ঞা ; পরমার্থ বিজ্ঞা ;
ব্রহ্ম বিজ্ঞা।**

**আত্মধর্ম—যে সমস্ত ধর্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সমষ্টি আছে
অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুকরণ, তাহা আত্মধর্ম। জীব স্বরূপতঃ
কৃষ্ণ দাস। স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য।**

আত্মনাথ—নিষ্ঠতে অঙ্গীকার ; স্বকীয়ত্ব রূপে প্রেরণ (চৈ. চ. ১।১।২)।

**আত্মা—অঙ্গ, দেহ, মন, যজ্ঞ, ধৃতি, বৃক্ষ ও স্বভাব—(বিশপ্রকাশ ; চৈ. চ.
২।১।৪।৯)। আত্মারাম—আত্মাতে রমণ করেন যিনি (ভাঃ ১।১।১০)।**

আত্মরক্ষি—পরমাত্মাতে প্রীত। আত্মতৃষ্ণ—পরমাত্মাতে তৃষ্ণ (গীঃ ৩।১৭)।

**আত্ম কেশব—দাক্ষিণাত্যে পঞ্চোধিনী নদী তৌরে অবস্থিত বিশ্বহিনীরে
(চৈ. চ. ২।৯।২।১৭)।**

**আত্ম চতুর্বুজ—বাহুকার বাহুদেব, সহৰ্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিকৃষ্ট ; ইহারা অন্ত
চতুর্বুজের মূল (চৈ. চ. ২।২০।১৫৮)।**

আদিদেব—সর্ব প্রথম অবতার। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ স্থষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাদের মধ্যে কারণার্থবশায়ী পুরুষই সর্বপ্রথম স্থষ্টি কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এজন্ত ইহাকে আদিদেব বলে।

আদিবস্তু—প্রা. স্বেহ স্থচক গালি (চৈ. চ. ৩১০।১১৩)।

আদো—প্রথমে। (চৈ. চ. ৩।৫।৯৭)।

আধাৱশক্তি—বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন সংক্ষিমী শক্তিৰ (সত্ত্বাবিষয়ক শক্তিৰ) অভিব্যক্তি প্রাধান্ত লাভ কৰে, তখন তাহাকে আধাৱ শক্তি বলে।

আধিদেবৰিক—অধিদেব+ইক নিবারণার্থে। দৈবজাত; অতিবাত, অতি-বৃষ্টি, বজ্রাপাত প্রভৃতি দৈব উৎপাতজনিত (বিপদ, দুঃখ)। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আধিতৌতিক—অধিভৃত+ইক জাতার্থে। প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্ম হইতে উৎপন্ন, ভূতাধীন; (সাংখ্যমতে) জগত্যাজ, অগুজ, স্বেদজ ও উত্তিজ্জ—এই চতুর্বিধ জীবজাত (বিপদ, দুঃখ)। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্ম+ইক ভাবার্থে, সম্বৰ্কার্থে। আজ্ঞা সংক্রান্ত, আজ্ঞা হইতে জ্ঞাত (বিপদ, দুঃখ)। ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রান্ত। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আন—প্রা. অন্ত (চৈ. চ. ১।১।৩৮); অন্তথা (চৈ. চ. ১।৫।২০১)। **আমেৰ**—অন্তেৱ (চৈ. চ. ৩।২।০।১৯)।

আনম—১. প্রা. আনয়ন কৰা (চৈ. চ. ৩।১৮।৬৯); ২. বদন, মৃথ।

আনহ—লহিয়া আস (চৈ. চ. ৩।২।১।০২)।

আৰুণ—১. পাহাড়া (চৈ. চ. ২।১৬।২৪২); ২. বেড়া বা প্রাচীর (চৈ. চ. ২।১৯।১৩৯); ৩. আচ্ছাদন।

আৰ্বত—ঘৰ্ণপাক (চৈ. চ. ২।২।৫।২৩১)।

আৰিভাৰ—১. প্রকাশ, উদয়; ২. যানাদিন সাহায্য ব্যতীত, কোন লৌকিক উপায়ে না গিয়া অন্ত কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ (চৈ. চ. ৩।২।৩)।

আৰেগ—উৎকর্থ। ব্যাডিচাৰী ভাব দ্রঃ।

আৰেশ—অধিষ্ঠান, ভৱ। **আৰেশ অবতার**—অনাদিমেৰ দীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রচৃতিৰ অংশ দ্বাৰা আবিষ্ট যত্নতম জীৱ। শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। (চৈ. চ. ১।১।৩১-৩৪)। ‘যদ্বৈকেক শক্তি সঞ্চার মাজ় স আৰেশঃ; যথা—ব্যাসাদয়ঃ’—চক্ৰবৰ্তী। ধীহাতে এক একটি মাজ শক্তিৰ সঞ্চার হয় তাহাকে আৰেশ কহে, যেমন—ব্যাসাদি।

আৰ্তাস—অভিপ্রায়; উপজ্ঞাযণিক। (চৈ. চ. ১।৪।৩)।

আমুখ—নাটকের প্রচ্ছাদনা (চৈ. চ. ৩।।১১৮)। **আমুখ বীথী**—নাটকের ভাস্তুতী বৃত্তির বীথী নামক অঙ্গ। অঙ্গ দ্রঃ (চৈ. চ. ৩।।১৩৬)।

আম্বাশ—দৈর্ঘ্য (চৈ. চ. ১।।৫৮১)।

আম্বাশ—নিকটে (চৈ. চ. ২।।৩।।৯ প্লোঃ)।

আম্বাশ—১. বাগান ; উপবন (চৈ. চ. ১।।১০৬, ২।।৩।।৯৬) ; ২. আনন্দ, সুখ ; ৩. আরোগ্য।

আরিট গ্রাম—অরিষ্ট গ্রাম ; মধুরা মণ্ডলের অস্তর্গত গোবর্ধনে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাহুর বধ লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীশিশুমুণ্ড রাধাকৃষ্ণ এই গ্রামে অবস্থিত (চৈ. চ. ২।।১৮।।২-৩)।

আরিজ্জা—প্রা. ধাজানার টাকা বহনকারী (চৈ. চ. ৩।।৩।।৭৮)।

আরোপণ—রোপণ (চৈ. চ. ২।।১৯।।১৩৪)।

আর্ত—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার সুস্থিতীলোক ভগবান্কে ভজন করেন (গী: ৭।।১৬)। **আর্ত**—রোগাদি দ্বারা অভিভূত বা ভয়ে ভীত ব্যক্তি। **অর্থাৎ**—ধনকামী, অর্থলিপ্স, সিদ্ধিকামী।

জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছ, ভগবৎ তত্ত্ব জানে ইচ্ছুক। জিজ্ঞাসু অবস্থা ভেদে আর্ত ও অর্থাৎ হইতে পারেন। যেমন ভগবদ্বিগ্নে আর্ত, ভগবৎ কৃপা অভিলাষে অর্থাৎ। **জ্ঞানী**—আত্মবিদ্ব, ভগবৎ তত্ত্ববিদ্ব। জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানের কল্প দর্শন করেন। ইনি নিষ্ঠাম। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থাৎ সকাম। কিন্তু যখন আর্ত প্রেমের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসু জানের দৃষ্টিতে আর অর্থাৎ সকলের কল্যাণ দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া দর্শন করেন, তখন তাহারা নিষ্ঠাম।

আর্য—পূজনীয় (চৈ. চ. ১।।৬।।১০৪)। **আর্দ্ধপথ**—সংপথ (চৈ. চ. ১।।৪।।১৪৪)।

আলবাটী—প্রা. পিকদানী (চৈ. চ. ৩।।৬।।১২৩)।

আলস্য—১. আশ্রয় ; ২. আধার ; ৩. গতি ; ৪. রত্ন্যাদির যোগ্য (উদ্দীপন, অহুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবেরও) বিষয় কল্পে শ্রীকৃষ্ণকে এবং আশ্রয় কল্পে শক্তগণকে ‘আলস্য’ বলে। যাহার উদ্দেশ্যে গতি প্রবৃত্ত হব তাহাকে ‘বিদ্যম’ এবং গতির আধারকে ‘আলস্য’ বলে। বিভাব দ্রঃ।

আলস্য—অড়তা। ব্যাভিচারী ভাব দ্রঃ।

আলাঙ্ক, আলাঙ্ক—জলস্ত অস্তার।

আলাঙ্কার্য—পুরী হইতে ১।।১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে যাহাপ্রভু আলাঙ্কার্যে গিয়া ধাক্কিতেন। সেখানকার বিগ্রহের নামও আলাঙ্কার্য। (চৈ. চ. ২।।১।।১৪)।

আলী—সখী (চৈ. চ. ১১১১৬ স্তোঃ) ।

আলোয়ারু—মগ্ন বা ভাবমগ্ন । দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ । প্রাচীন কালে দ্বাদশ আলোয়ার দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন । যথা—১. পঞ্জোই বা সরোয়োগী, ২. পুদ্রস্ত বা স্তুত যোগী, ৩. পের বা মহৎ যোগী, ৪. তিকুমড়িশৈ বা ভক্ষিসার, ৫. নম্ম বা শর্ত কোপ, ৬. মধুর কবি, ৭. কুলশেখুর, ৮. তিকন্ধন বা যোগিবাহন, ৯. পেরিয় বা বিষ্ণুচিন্ত, ১০. অঙ্গাল বা গোদা, ইনি গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন, ১১. তোওর ডিপোড়ি বা ভক্ত পদরেণু এবং ১২. তিকুমজ্জৈ বা পরকাল । আলোয়ারগণ বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন । সমস্তই উগবৎ প্রেমে ভরপূর ।

আশীর্বাদ—মঙ্গলাচরণ স্তোঃ ।

আশৰ্য—যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অস্তুত বা পূর্বে অদৃষ্ট তাহাই আশৰ্য । যথা—সপ্ত মায়া ইন্দ্রজালাদি—নীলকণ্ঠ (গী. ২১২৯) ।

আশ্রয়—১. যাহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাহাকে প্রেমের আশ্রয় বলে । আর যাহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রেমের বিষয় বলে (চৈ. চ. ১১৪।১১৪) । স্বেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অহুরাগ, ভাব ও মহাভাব—এই কয়টি প্রেম বিকাশের স্তর । মহাভাবের আবাব দ্রুইটি স্তর আছে—মোদন ও মাদন । স্বেহ হইতে মোদন পর্যন্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণে, গোপীগণে ও শ্রীরাধার আছে । কিন্তু মাদন কেবল শ্রীরাধার আছে, স্তুতরাঃ মাদনের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, আর শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ইহা দ্বারা সেবা করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিষয় (চৈ. চ. ১১৪।১১৪, ১৬৯) । ২. দশম পদার্থ । পদার্থ স্তোঃ ।

আশ্রয়ালভন—বিভাব স্তোঃ ।

আশ্রিত দোষ—যে শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অর্থে শক্তির প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ প্রয়োগকূপ দোষ (চৈ. চ. ২।৬।২৪৬) ।

আলোয়ারু—প্রা. অস্ত্রি (চৈ. চ. ২।১৪।১২২) ।

আলোয়ারু—প্রা. অশ্বরোহী (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩) ।

আশ্রিত—বেদাদী শাস্ত্র বিদ্যাসী ।

আশ্রে ব্যক্তে—প্রা. উদ্বিগ্ন চিন্তে, খ্ৰ তাড়াতাড়ি (চৈ. চ. ১।১।১।১) ।

আহৰ—যুক্ত (গী. ১।৩।১) ।

ই

ইন্দ্ৰাকু—সূর্য বংশীয় প্রথম রাজা । বৈবস্তু মুনিয় ইচ্ছিৰ সময় নাসা হইতে

অস্থ বলিয়া প্রথিত। বশিষ্ঠের সহিত জ্ঞানালোচনা করিয়া ইনি যোগ করে দেহত্যাগ করেন (ভাঃ ৩৬১৪) ।

ইজ্যা—১. বৈদিক কর্ম ; ২. যজ্ঞ ; ৩. দেবপূজা (ভাঃ ৩৩১৫) ।

ইড়া—মেরুদণ্ডের বামভাগে অবস্থিত নাড়ীবিশেষ। ডান ভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম পিঙ্গলা। আর ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী মেরুদণ্ডের বহির্দেশে অবস্থিত নাড়ীর নাম স্বমুঘ্না। স্বমুঘ্না মূলাধাৰ হইতে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরক্ষে প্রসারিত। স্বমুঘ্নার যোগে উর্ধবদিকে উপর্যুক্ত হইতে পারিলে উপাসক মোক্ষ লাভ করেন (ভাঃ ১০৮৭।১৮ ; চৈ. চ. ২।২৪।৫৫ শ্লোঃ) ।

ইত্তর—১. অন্ত ; ২. যাহারা সংস্কৃত জানে না (চৈ. চ. ২।২।৭৪) ।

ইত্তিউত্তি—প্রা. এদিক ওদিক (চৈ. চ. ১।৭।৮৫) ।

ইথিলাগি—প্রা. এইজন্ম (চৈ. চ. ১।৪।৫১) ।

ইথে—ইহাতে (চৈ. চ. ১।২।৯৫) ; এই হেতু (চৈ. চ. ১।৭।১০) ।

ইথ্যুল্ত শুণ—এতাদৃশ শুণ সম্পর্ক (চৈ. চ. ২।২৪।২৮-২৯) ।

ইন্দ্রীয়বন—নীলপদ্ম (চৈ. চ. ৩।১।৫।৫৬) ।

ইন্দ্রগোপ—এক প্রকার রক্তবর্ণ কৃত্র কীট (চৈ. চ. ২।১।৫।৩ শ্লোঃ) ।

ইন্দ্রমীল—মরকত মণি, পাত্র।

ইন্দ্ৰিয়—জ্ঞানকর্মসাধন। ইন্দ্ৰিয় ত্রিবিধি, যথা—জ্ঞানেন্দ্ৰিয় (চক্ষু, কৰ্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও অক), অস্তিৱেন্দ্ৰিয় (মনঃ, বুদ্ধি, অহঃকাৰ ও চিন্ত) এবং কর্মেন্দ্ৰিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায় ও উপস্থ)। মন ইন্দ্ৰিয় গণের নিয়ামক।

ইত্ত—হস্তী (চৈ. চ. ২।১।৭।১ শ্লোঃ) ।

ইষ্টকাম্বুক—অভীষ্ঠ ভোগপ্রদ, অভীষ্ঠ ফলদানকারী (শী. ৩।১০) ।

ইষ্টগোষ্ঠী—১. অভীষ্ঠ মণি ; ২. পরম্পর আলোচনাদি ; ভগবৎ কথা (চৈ. চ. ২।৬।৯।১) ।

ইষ্ট সমীক্ষিত—ইষ্ট দেবতা যাহু ভালবাসেন সেকলপ শারীরিক ব্যবহার (চৈ. চ. ১।৪।১।৭৫) ।

ইষ্টাস—থৃক (শী. ১।৪) ।

ইলা, ইলা—গৃথিবী ।

ইঁহ, ইঁহো—প্রা. ইনি (চৈ. চ. ১।২।২।, ৪০) । **ইঁহা**—প্রা. এইহানে— (চৈ. চ. ১।২।৬৪) । **ইহার**—প্রা. ইহাতে (চৈ. চ. ১।৭।৯৬) ।

উ

উপা—১. উপর ; ২. প্রভু, পাত্রী ; ৩. বিশু ; ৪. মহাদেব ; ৫.

শ্রীগোরাক্ষ (চৌ. চ. ১১১১ শ্লোঃ) ; ৬. নায়ক ; ৭. ই, ঈ, উ, উ, অ, ঝ, ঙ, ঝ—এই অষ্ট স্বরবর্ণ। ঈশ প্রকাশ—শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্তিগণ। ঈশ শক্তি—শ্রীবাগাদি ঈশ্বরের শক্তগণ। ঈশ শক্তি—শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিসমূহ। ঈশ্বাৰতাৱাৰ—শ্রীঅৰ্দ্ধতাচাৰ্যাদি ঈশ্বরের অবতাৱগণ (চৌ. চ. ১১১১ শ্লোঃ)।

ঈশান—১. শচীমাতার গৃহস্থত্ব ; ২. মহেশ্বর (ভা: ৮৪।১) ; ৩. শিবের অষ্ট মূর্তিৰ সূর্যমূর্তি ; যথা—ঈশানায় সূর্য মূর্তয়ে নমঃ।

ঈশান মাগন—বৈষ্ণবাচার্য অবৈত প্রভুৰ শিষ্য। শ্রীহট্টেৰ লাউডেৱ অস্তর্গত নবগ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম (১৪৯২ খ্রীঃ)। ঈনি ১২ বৎসৰ বয়সে শাস্তিপুরে গিয়া অবৈতেৰ ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঈনি প্রায় সকল সময়ে অবৈতেৰ সঙ্গে থাকিতেন। ঈনি পৰে শ্রীহট্টে ফিরিয়া ‘অবৈত প্রকাশ’ নামে এক বাঙালা গ্ৰহ রচনা কৰেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। ঈহার বংশধরেৱা বৰ্তমান গোঘাল-নন্দেৰ নিকটবৰ্তী বালপাল গ্ৰামে আছেন (নৃতন বাঙালা অভিধান)।

ঈশানু কথা—ঈশ্বরেৰ অবতাৱ ও সাধুগণেৰ চৱিত কথা। পদাৰ্থ দ্রঃ।

ঈশ্বরকোটিঅজ্ঞা—অক্ষা দ্রঃ।

ঈশ্বরকোটিক্লজ—কন্দ শিবমূর্তি বিশেষ। কন্দ দ্বিধি—জীৰ কোটি ও ঈশ্বর কোটি। কোন কলে যোগা জীৰ পাইলে, ভগবান্ সেই জীবেই সংহার শক্তি সঞ্চালিত কৰিয়া তাহা দ্বাৰা কন্দেৰ কাজ কৰান, ইহাকে জীৰকোটিক্লজ বলে। আৱ যে কলে একপ জীবেৰ উন্নত হয় না, সেই কলে ভগবানই কন্দক্ষে অগতেৰ সংহারকাৰ্য সমাধা কৰেন। ঈহাকে ঈশ্বরকোটিক্লজ বলে।

ঈশ্বরপুরী—কুমাৰহট্টে রাঢ়ীয় আক্ষণ বংশে আবিৰ্ভা৬। ঈহার পিতা শাম-স্মৰ আচাৰ্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ৰ পুৱীৰ শিষ্য। শ্রীগোরাক্ষ মহাপ্ৰভু ঈহার নিকটে দীক্ষা গ্ৰহণ লীলা অভিনন্দ কৰেন। কুমাৰহট্টে বৰ্তমান ২৪ পৱনগণা জেলাৰ হালিসহন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তিৰোভা৬। গ্ৰহ—‘কুমুলীলামৃত’। পুৱী গোৱামীৰ আদেশ অমুদারে তাহাৰ তিৰোধানেৰ পৱ দৌৰ সেবক পোবিদ্ব দাস ও শিষ্য কালীখৰ গোসাই মহাপ্ৰভু শুক্ৰ অগ্ৰহান কুমাৰহট্টেৰ মুক্তিকা বহন কৰিয়া নিয়াছিলেন।

ঈছা—চেষ্টা, ঈছা, আকাঙ্ক্ষা (ভা: ১১।২।৪৭)।

উ

উকালিতে—পা. খুলিতে (চৈ. চ. ২১২১৯) ।

উখড়া—পা. মৃড়কি (চৈ. চ. ৩১০১২৯) ।

উখাড়ে—পা. ঘোলে (চৈ. চ. ৩৭১০৩) । **উখাড়িয়া**—খুলিয়া ।

উচ্চাটন—উৎ-চট + নিচ, অনই, ভাব বা. করণ বা. । **উচ্চুলন**, কঞ্চল করণ ;
উৎপাটন (চৈ. চ. ২১১৫১২ শ্লোঃ) ।

উচ্ছেঃশ্রবাঃ—ক্ষীরোদ সম্মত হইতে উত্তৃত অথ ; ইন্দ্রের অথ (শী. ১০১২৭) ।

উজ্জড়—পা. অনশ্বৃত (চৈ. চ. ২১১৮১২৬) ; ধ্বংস (চৈ. চ. ১১৭১২০৪) ।

উজীর—প্রধান রাজ কর্মচারী, মন্ত্রী (চৈ. চ. ৩৩১৫১) ।

উজোর—পা. উজ্জল (চৈ. চ. ৩১৯১৩৪) ।

উজ্জল—চিরজল দ্রঃ ।

উজ্জলসন—শৃঙ্গার রস, মধুর রস (চৈ. চ. ১১১৯ শ্লোঃ) ।

উঝালি—পা. ছড়াইয়া (চৈ. চ. ২৩০১১) ।

উটজ—পর্ণশালা ; কুটীর ।

উতুপক্রষ্ট—দাক্ষিণাত্যে মধ্যাচার্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীক্লফের বালগোপাল
বিগ্রহ । কথিত আছে, কোন বণিক আরক্ষ হইতে নৌকা যোগে গোপীচন্দন
আনিতেছিলেন । দৈবাৎ সেই নৌকা তুবিয়া গেলে শ্রীপাদ মধ্যাচার্য স্বপ্নাদেশ
পাইয়া সেই নৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্যে এই শ্রীগোপাল স্মৃতি প্রাপ্ত হন
এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন (চৈ. চ. ২১৩।২২৮-৩২) ।

উতুম্ভুর—১. যজ্ঞতুম্ভু ; ২. তাত্ত্ব ।

উতুরাজ—নক্ষত্রাধিপতি চক্র (ভাঃ ১০।২৯।২) ।

উচ্চি—পা. উড়ানী, চাদর (চৈ. চ. ৩।১৪।৯২) ।

উত্তরে—পা. নামিয়া আসে (চৈ. চ. ২।১৮।৩৭) ।

উত্তার—পা. ঘোল (চৈ. চ. ৩।১২।৩৬) ।

উৎকষ্টিভা—নাস্তিক দ্রঃ । **উৎসিমা** ।

উত্তর কৃতি—অস্ত্রোষি কর্ম—চক্রবর্তী (বি. মা. ২৭০) ।

উত্তরিলা—পা. নামিল (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩) ।

উত্তরঘোক—১. উৎ অর্থাৎ উদ্গত বা দূরীভূত হয় তথ্য : (তমোগুণ) যাহাৰ
ঝোক (কীর্তন) আৱা নিৰ্মলকীর্তি । ২. যাহাৰ যশঃ শ্রবণে বা কীর্তনে তমো
নাশ হয় (চৈ. চ. ২।২৩।১২ শ্লোঃ) ।

উত্তোলনশৰণ—চিৎ হইয়া শয়ন (চৈ. চ. ১।১৪।৪) ।

উৎপন্ন—পদ্ম, কুম্ভ।

উৎপ্রেক্ষা—(অলঙ্কার শাস্ত্র) উপরের বস্তি যেন উপরান বস্তি—এইরূপ কলনা।

উৎসজ—১. আলিঙ্গন ; ২. উক ; ৩. ক্রোড়।

উৎসিল—প্রা. উত্থিত হইল (চৈ. চ. ৩১৫১৭৪)।

উৎসার—প্রশস্ত চিত্ত (চৈ. চ. ১১১২৯)।

উৎসাস—উপেক্ষা (চৈ. চ. ২৩১৪৪) ; উদ্বাসীগ্রস্ত (চৈ. চ. ২১৪১৮)।

উৎসীটী—উত্তর দিক।

উৎসুখল—ধান ভানিবার যন্ত্র বিশেষ (চৈ. চ. ২১৯১১৯)।

উৎস্ত্রাত্মক—বিচারার্থ তর্ক (চৈ. চ. ২১৩৩৭ ; ৩৭১৮৪)।

উৎস্থাত্মক্যক—১. অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অর্থ বোধের জন্য যথম অন্ত পদের সঙ্গে যোজনা করা হয়, তখন তাহাকে উৎস্থাত্মক বলে। ২. নাটকের প্রস্তাবনার অঙ্গের একটি নাম বিশেষ। অঙ্গ দ্রঃ। (সাহিত্য দর্পণ ৬২৮৯ ; চৈ. চ. ৩১১৪০ খ্রোঃ)

উৎস্থুর্ণী—১. উৎস্থুর্ণ+স্তী আপ। শুণিতা। ২. উৎ-স্থুর্ণ+অ ভাব বা +স্তী আপ। চিন্তা। যোহনাথ মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ, ইহাতে নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য-চেষ্টা আছে। দিব্যোন্মাদ। (চৈ. চ. ২১১৭৮ ; ২১৩৩৮ ; উ. নী.—শ্বাসীভাব ১৩১)।

উৎসীপন—যাহা শারীভাব প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশিত করে। বিভাব দ্রঃ।

উৎসীপ্ত—একই সময়ে পাচ, ছয় বা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব উদ্দিত হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করিলে তাহাকে উৎসীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। (চৈ. চ. ২১৬১১, ২১৮১৩৫ ; ভ. র. সি. ২৩১৪৬)।

উৎসেশ—উল্লেখ (চৈ. চ. ২১১৬৯)।

উৎসুব—শ্রীকৃষ্ণের ধারকা মথুরা পরিকর। ইনি বস্তুদেবের ভাতা দেবভাগের পুত্র, মাতার নাম কংস। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের যদ্রী ও ভক্ত ছিলেন। (চৈ. চ. ১৬৩৫৪, ১১৩৩৯)।

উৎসারণ কুল—সপ্তগ্রামে স্বৰ্বৰ্ণ বণিক কুলে আবিষ্ট। পিতা শ্রীকুর, মাতা জ্ঞানেবী। এক পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও অস্তরঙ্গ পার্থক্য। গোরগণেশদীপিকার মতে ত্রিজের স্বৰ্বাহ গোপাল; ইনি ধারণ গোপালের একত্র।

উৎসেশ—বিস্তু সময়ে চক্রলতাকে উৎসেশ বলে। ইহাতে দীর্ঘবাস, চপলতা,

সন্তুষ্টি, চিষ্ঠা, অঙ্গ, বিবর্ণতা, ধর্ম প্রভৃতি প্রকাশ পাই (চৈ. চ. ১২১৫০ ; ৩১১১১৩)।

উদ্ভূতাভ্যর—অমুভাব স্তুৎ :।

উদ্ভূত—আড়বর, ঘটা (চৈ. চ. ১১৭১১২০)।

উদ্ভাবন—যে বাগানে ফলের গাছ বেশী। **উদ্ভবর**—যে বাগানে ফলের ভাগ বেশী (চৈ. চ. ২২১৯)।

উদ্ভৃত উজ্জ্বল রস—শৃঙ্খল রস, মধুর রস। ইহাতে শাস্ত্রের কুঞ্জনিষ্ঠা, দাস্তের কুঞ্জ সেবা, সথ্যের কুঞ্জে অসঙ্গোচ ভাব, বাঁসলের মমতাধিক্য এবং মধুরের নিজাত্ম স্বার্থ সেবন আছে। স্বতরাং এই রসে সর্বাপেক্ষা স্বাদাধিক্য ও সর্বাপেক্ষা গুণাধিক্য আছে বলিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা উদ্ভৃত ও উজ্জ্বল। এজন্য শৃঙ্খল রসকে ‘উদ্ভৃত উজ্জ্বল রস’ বলে। (চৈ. চ. ১১১৪ খ্রোঃ, ২১৮৩৭)।

উদ্বাহন—ব্যাচিয়ারী ভাব স্তুৎ :।

উপকর্তা—হিতকারী (চৈ. চ. ২১৬১৫৭)।

উপজ্ঞান—প্রা. উৎপন্ন হয় (চৈ. চ. ২২২১২৯)।

উপবর্জন—উজ্জ্বান স্তুৎ :।

উপমা—অর্ধাঙ্গার বিশেষ। ‘উপমানোপমেয়যোর্ধাকথফিদ্ যেন কেনাপি সমাসেন ধর্মেন উপমা’। উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম-স্বার্থ যে সম্বন্ধ, তাহাকে ‘উপমা’ বলে (অঙ্গার কৌষ্টভ)। ইহাতে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুত্বের সামৃদ্ধ করিতে হয়। **উপমান**— যাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহা উপমান। **উপজ্ঞেন**—যাহাকে উপমা করা হয় তাহা উপমেয়। **উপমিতি**—সমৃদ্ধীকৃত, তুলিত; যাহার উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে একল।

উপযোগ—উপভোগ, আহার (চৈ. চ. ৩১০১৩)।

উপরাগ—চন্দ্ৰগ্ৰহণ (চৈ. চ. ১১৩১৬), (চন্দ্ৰগ্ৰহণ ও সূর্যগ্ৰহণ উভয় অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়।)

উপল কোগ—ছত্ৰ ভোগ, বাল্য ভোগ, প্রাতঃকালীন ভোগ (চৈ. চ. ২১১৪৮)।

উপাংশ—উপ-অন্ত, +ট কৃত্বা। **অপরের অবগ**—অমোগ্য কৃপ বিশেষ।

উপাংশ অপ কেবল নিজের কর্মেই গ্রাহ হয়।

উপাহার কার্য—বিমিস্ত কার্য স্তুৎ (চৈ. চ. ১৩১৫০)।

উপাহার—১. সাধন ; ২. সাম, দান, জেদ, দণ্ড—(অর্ধাং শব্দের সহিত সংক্ষি-

শত্রুকে অর্থাদি দানে বশ, শত্রুর গৃহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং শত্রুর সহিত যুক্ত) —
গ্রাজ্য রক্ষার চতুর্ভিধ পদা ; ৩. উপার্জন।

উপেন্দ্র—পরবোয়াম চতুর্ভুজের অস্তর্গত সংকর্ষণের বিলাস (চৈ. চ. ২১২০।১৭৩-
৭৪, ২০৫) ; বিষ্ণু ইন্দ্রলোকের উপরে আছেন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্দ্র বলে।
অথবা বামনাবতারে বিষ্ণু ইন্দ্রের পরে আবিষ্ট'ত হওয়ায় তাঁহাকে উপেন্দ্র
বলে। •

উপেন্দ্র বিঞ্চি—শীহটুনাসী। শীমন মহাপ্রভুর পিতামহ। “বৈষ্ণব পতিত
ধনী, সদ্গুণ প্রধান।” পুত্র কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মবান্ড, সর্বেশ্বর, অগ্নাথ,
জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথের পুত্র মহাপ্রভু। জগন্নাথ স্নঃ (চৈ. চ.
১।১৩।৫৪-৬২)।

উপেয়—সাধ্য, প্রয়োজন, প্রাপ্য।

উপোষ্ঠৰ্ণ—উপবাস (চৈ. চ. ২।১।১।১০২)।

উবরিল—প্রা. উদ্বৃত্ত (বেশী) হইল (চৈ. চ. ২।১।৪।৪১)।

উক্তক্রম—যাহার ক্রম বড়। ক্রম শব্দের অর্থ—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প,
পরিপাটি, যুক্তি ও শক্তি দ্বারা আক্রমণ। যিনি বিভুরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া
আছেন, শক্তিদ্বারা সকলকে ধারণ ও পোরণ করেন, মাধুর্য শক্তিদ্বারা
গোলোক ও ঐশ্বর্য শক্তিদ্বারা পরবোয়াম প্রকাশ করেন এবং মাঝে শক্তিদ্বারা
ব্ৰহ্মাণ্ডি পরিপাটারূপে স্থষ্টি করেন তিনিই উক্তক্রম। বামন দেব; বিষ্ণু;
শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. চ. ২।২।৪।১৫-১৮)।

উক্তগান্ধ—উক্ত—বহু+গায় (যাহার মহিমাদি বহু গীত), ভগবান्।—(ভা:
৩।১।১।১, চৈ. চ. ১।৩।২০ শ্লোঃ)।

উরোজ-কোক—সন্তুপ চক্ৰবাক (চৈ. চ. ৩।১।৪।৭ শ্লোঃ)।

উজ্জিঞ্জা—দৃঢ়া (ভা: ১।১।১।৪।২০)।

উবৰ্বীশ—উবৰ্বী—পৃথিবী+ঈশ, পৃথিবীপতি (চৈ. চ. ১।৩।২৯ শ্লোঃ)।

উচ্ছাটি—কিৰিয়া (চৈ. চ. ২।৪।৯।৭)।

উচ্ছূক—পেচক (চৈ. চ. ১।৩।৬।৯)।

উচ্ছু—অৱামু (গী. ৩।৩৮)।

উচ্ছাস—উচ্ছাস (চৈ. চ. ১।৪।৬।৯)।

উচ্ছৰা—অকাচাৰ্য (গী. ১।০।৩।৭)।

উবিমিবি—প্রা. উস্পিসু; অহিন্দভাবে উঠা বসা, মড়াচড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১।১।৫)।

ত

উত্তি—১. কর্ম বাসনা ; ২. লীলা (চৈ. চ. ২২১১২ শ্লোঃ)। পদাৰ্থ জ্ঞাঃ ।

উত্তরপুণ্ডু—চন্দনাদি দ্বারা লম্বাটাঙ্গিত উত্তরপুণ্ড সৱল রেখা ।

উত্তুবৰ্তুব্রি—লবণাক্ত অহুৰ্বৰা ভূমি (চৈ. চ. ২৬১৯৯)।

থ

আত্ত—পৰত্ৰী, সত্য।

আত্তিক—পুরোহিত, যজ্ঞকৃৎ।

আজি—১. সমৃদ্ধি ; ২. স্বত্ত্বাচনেৰ অঙ্গ বিশেষ (চৈ. চ. ২১১১২০ শ্লোঃ)।

আবন্ত—১. বৃষ ; ২. সঙ্গীতে স্বরগ্রামেৰ দ্বিতীয় স্বর—ৱে ; ৩. শ্রেষ্ঠ—(চৈ. চ. ২২৪১২৭ শ্লোঃ) ; ৪. দক্ষ সাবর্ণি মহস্তৱে মহস্তৱাবতার (চৈ. চ. ২১২০১২৭৬)।

আবন্তপৰ্বত—দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ কৰ্ণাটে মাতৃৱা জেলার একপ্রাচ্যে অবস্থিত।
বর্তমান নাম ‘পালনি হিলস’।

আবন্তপুণ্ড—অবস্থান সংস্কৰণে মতভেদে আছে। নিজাম রাজ্যেৰ বেলারি জেলার হাস্পি গ্রামেৰ নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীৰ তীব্ৰেৰ অপ্রশস্ত গিৰিবস্তৰেৰ পার্শ্ববৰ্তী পৰ্বতকে খণ্ডনুখ বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কাহারো মতে ইহা মধ্যপ্রদেশেৰ ‘হাস্পি’ পৰ্বত। আবার কেহ বলেন—পম্পা নদীৰ উৎপন্নি স্থলেৰ পৰ্বতই খণ্ডনুখ ।

ঘ

একাক্ষর—প্রণব (গী. ১০১২৫)।

একাঠাঙ্গি—প্রা. একহানে (চৈ. চ. ১৪১৫০)।

একাত্ম—একাস্ত (চৈ. চ. ২৬১২৩১)।

একল, একলা, একলি, একলে—প্রা. একাকী (চৈ. চ. ২১১৫৯)।

একাদশ তত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চেন্দ্ৰিয় ও আত্মা (ভাঃ ১১২২১২—সামি-টিকা)।

একাদশ অঙ্গু—ব্ৰহ্মার ১৪জন পুত্ৰ মহু নামে খ্যাত। একাদশ মহুৱ নাম—ধৰ্ম সাবর্ণি। মহস্তৱ জ্ঞাঃ। **একাদশ অৰ্বতুৱ**—একাদশ মহু ধৰ্ম সাবর্ণিৰ কাল (ভাঃ ৮। ১৩। ১৪)।

একাদশ কুঞ্জ, একাদশ তত্ত্ব—মহাদেবেৰ ভিৰ ভিৰ এগাৱটি মূৰ্তি, যথা—অজ, একপাথ, অহিত্ব, পিনাকী, অপমাঞ্জিত, অ্যাদৰ, যহেৰ, বৃষাকণি, শত্রু, হৃষণ, জৈবৰ।—(মহাভাৰত)।

একেশ্বর—একাকী (চৈ. চ. ২১১৫।১৯৩) ।

এড্ডাইল—প্রা. পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল (চৈ. চ. ১।৭।৩০), অব্যাহতি পাইল (চৈ. চ. ২।৪।১৮১) ।

গ্রণ—হরিণ (চৈ. চ. ২।১।৭।১ শ্লোঃ) ।

গ্রথা, এথাকে—প্রা. এইস্থানে (চৈ. চ. ৩।২।৩৯) ।

গ্রথ, এথঃ—ইন্দুন, কাট (ভাঃ ১।১।৪।১৯ ; চৈ. চ. ২।২।৪।১৮ শ্লোঃ) ।

গ্রেঙ্গো—প্রা. এথনও (চৈ. চ. ৩।১।২।১৯) ।

গ্রেহো—প্রা. ইহাও (চৈ. চ. ১।৪।৫, ৮২) ।

ত্রি

ঞ্জন—প্রা. এইরূপ (চৈ. চ. ১।১।৩।৯৭) ।

ঞ্জে—প্রা. এইরূপ (চৈ. চ. ১।২।১৪) ।

ঞ্জিলাবজ্ঞ—ঠিক্সের হস্তী ।

ঞ্জৰ্ষ্য—নম লীলার ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া যে স্ত্রীরত্বের প্রকাশ, তাহাকে ঐশ্বর কহে, যেমন শ্রীনিবাসের জয়কালে পিতামাতাকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন ।
মাধুর্য—যেখানে ঐশ্বর প্রকাশিত হইলেও বা না হইলেও নম লীলার ভাব অস্তিত্ব করে না, তাহাকে মাধুর্য কহে ।

ত্রি

ওঁ—প্রণব, ওকার, আচ্ছবীজ । **প্রণব স্তুৎঃ** ।

ওঁ তৎসৎ—পরব্রহ্মের অবয়বত্ত্ব যুক্ত নাম । পুরাকালে উহা হইতে ত্রাঙ্গণ, বেদসকল ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছিল । ওঁ ব্রহ্মপূর্ণ, তৎ স্তুত্যর নির্দেশক এবং তৎ এবং নিমিত্ত যে কর্ম তাহাই সৎ । আবার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে দৃঢ়তাকেও সৎ বলে । সুতৱাঃ বৈশুণ্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিধিবিহীন অনুষ্ঠান করিতে হয় (গী. ১।৭।২৩-২৮) ।

ওঁৰো—রোজা, সর্প বিষের চিকিৎসক, যে ভূত নামায়, (চৈ. চ. ৩।১।৮।৫৩) ।

ওড়ফুল—জবাফুল (চৈ. চ. ১।১।৭।৩৫) ।

ওড়মপাড়ুন—লেপ তোষক (চৈ. চ. ৩।১।৩।১৮) ।

ওড়ু—উড়িয়াবাসী । **ওড়ু কুকুরস্ত,** **ওড়ু শিবামস্ত,** **ওড়ু সিংহেশ্বর—** শ্রীচৈতন্য শাখার উড়িয়াবাসী তিন জন ভক্ত (চৈ. চ. ১।১।০।১৩৩, ১৪৬) ।

ওচ্চাস্ত—প্রা. উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় (চৈ. চ. ৩।১।৩।৬৮) ।

ওড় হৈয়া—প্রা. দেহকে গোপন করিয়া (চৈ. চ. ২।২।৪।১৫৬) ।

শুধা—প্রা. ঐশ্বানে (চৈ. চ. ৩১৮।৫৬) ।

শুধু—১. অস্ত ; ২. ভক্ত—শ. ক. স্ত. ।

শুরু—প্রা. সীমা (চৈ. চ. ২।৩।১১) ।

শুরুপার—প্রা. সীমা পরিসীমা (চৈ. চ. ৩।২।০।৯১) ।

শুলাহুন—প্রা. দোষ, তিরস্কার, মৃত্যু অভিযোগ (চৈ. চ. ১।১৪।৩৪ ; ৩।৭।১৪০ ; ৩।৭।৩১) ।

(৩)

ঙ্গ্রে—ব্যভিচারী ভাব স্তুৎ ।

ঙ্গুলুরু—১. যমরাজ ; ২. তাম্রময় পাত্র ।

ঙ্গুলোমি—অঙ্গবাদী খণ্ডি । ভেদাভেদবাদের প্রবর্তক বা সমর্থক ।

ঙ্গুলীর্থ—অলকার স্তুৎ (চৈ. চ. ২।৮।১৩৬) ।

ঙ্গুলুর্দেহিক, ঙ্গুলুর্দেহিক—মৃত্যুর পরে প্রেতাভাব উদ্দেশ্যে কৃত্যাদি ।

ঙ্গুলুক্য—ব্যভিচারী স্তুৎ ।

ক

কংসারিসেন—সদাশিব স্তুৎ ।

কঁকুক—১. কাঁচুলি, স্তন আচ্ছাদনের জামা ; ২. জীর্ণত্বক, সর্পজ্বর (ভাঃ ১।০।৮।৭।১৮) ।

কঞ্জ—ক্রসা, কেশ, অমৃত, পদ্ম (ভাঃ ২।১।৮) ।

কড়চা—১. সূল কথা ; ২. সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দিনলিপি ; ৩. যে পুস্তকে অনুবালী বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হয় (চৈ. চ. ৩।১।৩১) ।

কড়ার—প্রা. প্রসাদী চন্দন (চৈ. চ. ৩।১।৬৫) ।

কত্তি—১. কড়া (চৈ. চ. ১।১।৩।১০৮) ; ২. দধি ও বেসম সংযোগে প্রস্তুত খাষ্ট বিশেষ (চৈ. চ. ২।৪।৬৯) ; ৩. ছাদের লম্বা কাঠ, লোহা ইত্যাদি ; ৪. চড়াহুর ।

কটক—উড়িশ্বার গঙ্গা বংশীয় রাজাদের রাজধানী । বর্তমানে দেশ আধীন হওয়ার পরে উড়িশ্বা রাজ্যের রাজধানী কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী ।

কত্তি—প্রা. কোথাওয় (চৈ. চ. ১।১।২।৪০) । **কত্তে—**কত রকম (চৈ. চ. ২।৪।৫৭) । **কত্তেক—**কত পরিমাণ (চৈ. চ. ১।১।৪৮) ।

কমুক—সমুহ (চৈ. চ. ১।১।৪ ঝোঁ) ; বৃক্ষ বা পুষ্প বিশেষ ।

কলক—কলা (চৈ. চ. ২।১।৪।২৪) ।

কম্ভুক—খেলার লাটিম।

- করি—** ১. বিদ্বান् (ভা: ১১৩১৯); ২. কর্মনিপুণ (ভা: ৩২০। ৩);
 ৩. সর্বজ্ঞ (ভা: ১০৮৬। ১৩); ৪. ব্রহ্মবিৎ (ভা: ১১২৯। ৬); ৫.
 অধ্যাত্মবিদ, জ্ঞানী (ভা: ৪। ২১। ১); ৬. নব মহাভাগবতের অন্তর্গতম
 (ভা: ৫। ৪। ১১); ৭. যজ্ঞরূপী বিশ্ব ও দক্ষিণার অষ্টম পুত্র (ভা: ৪। ১। ৬);
 ৮. তুরিত্বদেবগণের অন্তর্গতম (ভা: ৪। ১। ১); ৯. [বিবৰানের (সূর্যের)]
 পুত্র (ভা: ৩। ১। ১২); ১০. ক্ষত্রিয় দুর্বিতপয়ের পুত্র (ভা: ৩। ২। ১। ১৯);
 ১১. শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কালিঙ্গীর গর্ভজাত পুত্র (ভা: ১০। ৬। ১। ১৪);
 ১২. বিবেকী; ১৩. ভাবুক; ১৪. ক্রান্তদর্শী (সর্বজ্ঞ) (গী. ৮। ৯);
 ১৫. শুক্রচার্য; ১৬. ভগবন্তক, পশ্চিত; ১৭. অমুভবী; ১৮.
 সবীজবা ক্রি (শ্রষ্টা); ১৯. লেখক।—বৈ. আ. ২০. সর্বদৃক (উপোঃ ৮)।
কর্ম্ম— ১. কূর্ম, কচ্ছপ (চৈ. চ. ৩। ১। ৭। ১৫ শ্লো:); ২. সম্মাসীদের জলপাত্র
 বিশেষ।

কমলাপুর— পুরী হইতে তিনি ক্রোশ দূরে একটি প্রাচীন গ্রাম। এখান
 হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

কমলাকুর পিঙ্গলাই— রাঢ়ীয় পিঙ্গলাই শাখাভুক্ত আঙ্গণ। লগলী জেলার
 মাহেশ ইছার শ্রীপাট। আদশ গোপালের একত্তম, ঝজের মহাবল—গোপাল।
 সুন্দরবনের নিকটবর্তী ধালিঙ্গলি গ্রামে ইছার আবির্ভাব। নিত্যানন্দ
 শাখাভুক্ত। ইছার পুত্রের নাম চতুর্ভূজ। চতুর্ভূজের পুত্রের নাম নারায়ণ
 ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পুত্র রাজীব লোচন।
 শ্রীবান্দ নামে একজন নিষিদ্ধন ভক্ত মাহেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা
 করিয়া বৃক্ষাবস্থায় কমলাকুরের হস্তে তাহার সেবার ভার অর্পণ করেন।
 ইছার বৎশের রাজীব লোচন ১০৬০ সালে মুসলমান নবাবের নিকট হইতে
 শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্ম ১১৮৫ বিষ্ণু জমি দান অরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা
 হইতে বিগ্রহের সেবাপূজা চলিতেছে।

কমলাকান্ত বিশ্বাস— অষ্টৈত শাখা। অষ্টৈতের কিন্দর ও হিসাব বৃক্ষক।
 অষ্টৈতের শখ দেখিয়া ইনি রাজা প্রতাপকুন্তের কাছে সাহায্য চাহিয়া এক পত্র
 দেন। কিন্তু সে পত্র রাজার হাতে না পৌছিয়া পাকেচকে মহাপ্রভুর
 হাতে পড়ে। ঈশ্বর তত্ত্ব অষ্টৈতের দৈন্য জানাইয়া পত্র দেওয়ায় মহাপ্রভু
 অত্যন্ত বিবরণ হন এবং কমলাকান্তকে তাহার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া
 ‘ঠার মান’ করেন। পরে কমলাকান্তকে অষ্টৈতের শ্রিয় সেবক জানিয়া

ক্ষমা করেন এবং উপদেশ দিয়া বলেন—“বাহাতে আচার্যের লজ্জা বা ধর্মহানি হয়, এমন কাজ করিব না। “প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। বিষয়ীর অন্ন থাইলে দুষ্ট হয় ঘন।” ঘন দুষ্ট হইলে নহে ক্ষেত্রে শ্রবণ॥” (চৈ. চ. ১১২১২৬-৫২)।

কম্পি—সাধিক ভাব স্তুৎ।

করুজ—প্রা. জলপাত্র (চৈ. চ. ৩১৬১৩৭)।

করঙ্গিয়া—জলপাত্র বহনকারী (চৈ. চ. ২১২৫১১৩৬)।

করড়িয়া শোম—এক রকম লবণ (চৈ. চ. ৩১০১১৪৬)।

করমা পাটৰ—করণের অর্ধাং ইঞ্জিয়ের অপাটৰ অর্ধাং অপটুতা। ইঞ্জিয়ের অসামর্থ্য (চৈ. চ. ১২১৭২)।

করঘ—করে (চৈ. চ. ১১৭১২৫১)।

করঘে লাগানি—বিকল্পে কথা বলে (চৈ. চ. ২১১১৬৩)।

করপিণ্ডি—আসিয়া কর (চৈ. চ. ৩১৬১১১)।

করপুষ্কর—হস্তরূপ শুও (চৈ. চ. ১১৮১৮১)।

করাঙ—করাইব (চৈ. চ. ৩১৬১৭৬)।

করাকরি—হাতে হাতে (চৈ. চ. ৩১৮১৮৪)।

করিচু—করিলাম (চৈ. চ. ১৩১১৫২)।

করিয়াছেঁ।—করিয়াছি (চৈ. চ. ২১৩৩৬)।

কর্ণগুৰ—বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পৱনমন্দ সেন। কবি কর্ণপুর নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু পরিহাস করিয়া ইহাকে পুরী দাস বলিয়া ডাকিতেন। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাফন পল্লীতে (বর্তমান কাঁচড়া-পাড়ায়) আবিভাব। সাত বৎসরের বালক খোকে ব্রজপ্রদানাগণের কর্ণ-ভূষণের বর্ণনা করায় চৈতান্তদেব ইহাকে ‘কর্ণপুর’ আখ্য প্রদান করেন। কবি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থের নাম আর্যশতক, অলক্ষ্ম কৌস্তু, শ্রীচৈতান্ত চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতান্ত চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ বৃন্দাবন, চম্পু প্রভৃতি। ইনি পিতার সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন। ইহার অনেক বর্ণনা তাহার গ্রন্থে আছে।

করুণ রস—গোণ রস স্তুৎ (চৈ. চ. ২১১১৬০)।

করোঘা—জলপাত্র (চৈ. চ. ৩১৭১১)।

কর্ম—কার্য, ক্রিয়া, লোকপ্রসিদ্ধ দেহাদি চেষ্টা, শাস্ত্রবিহিত অস্থান। বিকর্ম—শাস্ত্রমিষিক ব্যাপার—(স্থামী)। **অকর্ম—ক্রিয়ার অভাব,**

শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিক্ষণকাচরণ—(শামী)। **অপরাধ—কর্ম—স্বধর্মাচরণ**। **বিকর্ম**—বিশেষ কর্ম। **স্বধর্মাচরণের** বাহু কর্মের সহায়ক মানসিক কর্ম। কর্মের সহিত মনের সংযোগ। **অকর্ম**—বাহু কর্ম ও বিকর্ম বা মানসিক কর্ম এককল হইয়া চিত্তের পূর্ণসূক্ষ্ম, শাস্ত্র ও বাসনাহীন অবস্থার নাম অকর্ম (শী. ৪।১৬।১৮)।

কলম—১. দর্শন, গণন (চৈ. চ. ৩।১৫।১৩ শ্লোঃ) ; ২. চিহ্ন, দোষ, ভুগ ;
৩. বেতস বৃক্ষ।

কলহাস্ত্রিতা—মারিকা দ্রঃ।

কলা—১. অংশের অংশ (চৈ. চ. ১।১।৭ শ্লোঃ) ; ২. কদলী, রসা ;
৩. চন্দ্রের যোড়শ ভাগের এক ভাগ ; ৪. বিভূতি—(ক্রম সন্দর্ভ) ;
৫. নৃত্য গীতাদি চৌষট্টী বিজ্ঞা। ভাগবতের (১।০।৪।২।৩৬) শ্লোকের
শ্রীধর সামিক্ষণ টিকায় উন্নত শিবতন্ত্রোত্ত ৬৪ কলার বিবরণ এইকল্প :—

১. গীত ; ২. বাঞ্ছ ; ৩. নৃত্য, ৪. নাট্য ; ৫. আলেখা, ৬. বিশেষকচ্ছেষ্ট,
৭. তঙ্গুল-কুমুম-বালি-বিকার ; ৮. পুস্পাস্তরণ, ৯. দর্শন-সন্মাঙ্গরণ ;
১০. মণিভূমিকা-কর্ম ; ১১. শয়ন-রচনা ; ১২. উদক বাঞ্ছ, উদক ঘাত,
১৩. চতুর্যোগ ; ১৪. মাল্য গ্রথন বিকল্প ; ১৫. শেখরা পীড় যোজন ;
১৬. মেপথ্য যোগ ; ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ; ১৮. স্বগন্ধ ঘূর্ণি ; ১৯. ভূষণ যোজন,
২০. ঐন্দ্রজাল ; ২১. কোচুমার যোগ ; ২২. হস্তলাঘব ; ২৩. চিত্রশাকাপুণ ভক্ষ্য
বিকার ক্রিয়া ; ২৪. পানক-রস-রাগাসব-যোজন ; ২৫. স্মৃচ্বায় কর্ম ; ২৬.
- স্মৃত্র ঝীড়ী ; ২৭. রীনা উমরক বাঞ্ছাদি ; ২৮. প্রহেলিকা ; ২৯. প্রতিমালা ;
৩০. দুর্বচক ষোগ ; ৩১. পুষ্টক বাচন ; ৩২. নাটকাধ্যায়িকা দর্শন ;
৩৩. কাব্য সমস্তা পুরণ ; ৩৪. পটিকা বেত্রবাণ বিকল্প ; ৩৫. তর্ক কর্ম সমূহ ;
৩৬. তক্ষণ ; ৩৭. বাস্ত্র বিশ্বা , ৩৮. কুপ্য রস্ত পরীক্ষা ; ৩৯. ধাতুবাদ ;
৪০. মণিরাগ জ্ঞান ; ৪১. আকার আন ; ৪২. বৃক্ষাযুবেদ যোগ ; ৪৩. মেষ-
কুকুট-লাবক-যুক্তবিধি ; ৪৪. শুক-সারিকা প্রলাপন ; ৪৫. উৎসাদন ; ৪৬.
- কেশ মার্জন কৌশল ; ৪৭. অক্ষয়-মুষ্টিকা-কথন ; ৪৮. প্রেচ্ছিত কুতুক বিকল্প ;
৪৯. দেশ ভাষা জ্ঞান ; ৫০. পুণ্য শকটিকা-নির্মিত জ্ঞান ; ৫১. যন্ত্র মাতৃকা
ধারণ মাতৃকা ; ৫২. সম্পাট্য ; ৫৩. মানসী কাব্য ক্রিয়া ; ৫৪. অভিধান
কোশ ; ৫৫. ছন্দোজ্ঞান ; ৫৬. ক্রিয়া বিকল্প ; ৫৭. ছলিতক যোগ , ৫৮.
- বস্ত্র গোপন ; ৫৯. দ্রুত বিশেষ ; ৬০. আকর্ম ঝীড়ী ; ৬১. বাল ঝীড়ুনক,

৬২. বৈনায়িকী বিজ্ঞান জ্ঞান; ৬৩. বৈজ্ঞানিকী বিজ্ঞান জ্ঞান এবং
৬৪. বৈতালিকী বিজ্ঞান জ্ঞান।

কলার সরলো—আন্ত কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগা।

কলা—অঙ্গার এক দিনকে কলা বলে। মহস্তর দ্রঃ।

কল্যাণ—পাপ, ভক্তি বিবোধী ধর্ম, অধর্ম (চৈ. চ. ২১১৫২৭০)।

কল্যাণ—১. মোহ, ঘূর্ছা (ভাঃ ৩১৪।১৬); ২. শিষ্টজন নিন্দিত মালিঙ্গ,
মোহ (গী. ২।২)।

কলিলে মা হয়—বলা যায় না (চৈ. চ. ১।১০।৩৯)।

কহো—কহি (চৈ. চ. ১।৮।১২)।

কাঁকড়ু—কক্ষ (চৈ. চ. ২।১২।১০)।

কংসারি মিঞ্চি—মহাপ্রভুর পিতৃব্য। মহাপ্রভুর পিতৃব্য ছয়জন, যথা—কংসারি,
পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ (চৈ. চ. ১।১৩।৫৫-৫৬)।

কাকভাজীয়—শায় বিশেষ। তালগাছ হইতে পাকা ফল আপনা আপনি
পড়ে। গাছে কাক বসার পর স্বভাবতঃ পাকা তাল পড়িলে কাকের বসার
দফণ একপ ঘটনা ঘটিয়াছে, কখন কখন অমুমান করা হয়। এ ভাবে কার্য
কারণ সমস্কৃতী দুইটি ঘটনা ঘটিলে এই ‘শ্যায়’ প্রযোজ্য হয়।

কাচ—ছদ্মবেশ (চৈ. ভা. ২।৪।২।৪)।

কাঞ্চন পঞ্চালিকা—সোনার পুতুল (চৈ. চ. ২।৮।২।২২)।

কাটোয়া—বর্ধমানের অস্তর্গত কটক নগর। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব
ভারতীর নিকটে সংযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাঢ়—আ. বাহির কর (চৈ. চ. ২।৪।৩৬)।

কাঞ্জায়ঝী—পরম বৈকল্পী শিবপ্রিয়া পার্বতী, যোগমায়া (ভাঃ ১।০।২।১।,
চতুঃ—১।১।২)।

কামাই খুঁটিয়া—নীলাচলবাসী উৎকল দেশীয় ত্রাক্ষণ। কৃষ্ণ অন্ধ যাত্রা
লীলাভিময়ে ইনি নদীবেশে শ্রীনন্দ মহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী
মহাপ্রভুর নমস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ‘আবেশে বিজাইল ঘরে যত
ছিল ধন’। (চৈ. চ. ২।১।৫।২০; ৩০-৩১)।

কামাইর মাটশালা—গৌড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিনি ক্রোশ দূরে।
মহাপ্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কাঞ্জু ঠাকুরু—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। বৈষ্ণ। যশোহর জেলার বোধখানাবাসী
পুরুষের দাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহবা দেবী। নদীয়ার

ভাজন ঘাটের গোমারীগণ ইহারই বংশধর। কামু ঠাকুর, তাহার পিতা পুরুষোত্তম দাস, পিতামহ সদাশিব কবিরাজ ও প্রপিতামহ কংসারি সেন—এই চারি পুরুষই গৌর পরিকল্পন ভুক্ত।

কাঞ্জা প্রেম—গোপী প্রেম। কৃষ্ণজ্ঞয় প্রীতিবাঞ্ছ। কাঞ্জা বলিতে পরবীয়া ভাবাপন্না প্রিয়া বুঝায়। কাঞ্জা প্রেমে শাস্তের নিষ্ঠা, দাস্তের সেবা, সখ্যের অসঙ্গে ভাব, বাঁসল্যের লালন ও মমতাধিকা ত আছেই, অধিকল্প কৃষ্ণ-স্থার্থে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবাও আছে। সেজন্য ইহা সর্বসাধ্যসার (চৈ. চ. ২১৮।৬৩, ২১৯।১৮৯-১২)।

কাঞ্জারতি—যথুরা রতি। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম। রতি দ্রঃ (চৈ. চ. ২২৪।২৭)।

কাঞ্জি—অলঙ্কার দ্রঃ।

কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের নদী। পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। ভারতবর্দের সাতটি পবিত্র নদীর অন্যতম। ইহাকে অর্ঘন্মা ও বলা হয়। শিব সম্মুখ, শ্রীরঞ্জপাটনা, শ্রীরঞ্জ প্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণব তীর্থগুলি ইহার তীরে অবস্থিত। প্রায় ৫৪ মাইল দীর্ঘ।

কাম—আঘেস্ত্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছিয় তৃপ্তি। “কাম অক্ষতম, প্রেম নির্মল ভাস্তু”—(চৈ. চ. ১৪।১৪৭)। প্রেম দ্রঃ। গোপী প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, ইহাতে স্বস্থ বাসনার লেশ মাত্র নাই এবং ইহা অপ্রাকৃত। কাম ক্রীড়ার সহিত সান্দৃশ্য আছে বলিয়া গোপী প্রেমকে কাম বলা হয়, যথা—“সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম”।—(চৈ. চ. ১৪।১৪০-৪৭, ২৮।১৭৪-৭৬)।

কামকোষ্ঠিপুর—দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈল ও মাতৃরার মধ্যে অবস্থিত। তাঙ্গোর জেলার কুষ্ঠকোনম।

‘**কাম গায়ত্রী**—“কামদেবায় বিজ্ঞহে পুঁশবাণায় ধীমহি তরোহনঙ্গপ্রচোদয়াৎ”।’ এই গায়ত্রী ব্রজেন্দ্রন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা মন্ত্র। ইহা কৃষ্ণবৰ্কপ। ইহাতে সার্ধ চবিশ অক্ষর আছে। ‘কামদেবায়’ শব্দের ‘য়’-কে অর্ধ অক্ষর বলা হয় (চৈ. চ. ২৮।১০২, ২২।১০৪-১৪)। ‘কাম’ শব্দে বুঝায় শৃঙ্খলীয়তা ও কামনীয়তা। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিলাস ও বৈদ্যত্যে কৃষ্ণই সর্বোত্তম কাম্য বস্ত। এই মন্ত্র অপে কৃষ্ণবাসনা, কৃষ্ণে গাঢ় প্রীতিয়রী উর্বেলতা অয়ে।

কামলেশ—নিজের প্রেম প্রকাশক পত্র (চৈ. চ. ৩।।।১২০; উ. নী. পুরুষাগ—২৬)।

কাম্যবন—অজমগুলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীখ আছে।

কায়বৃহ—কায়—যুর্তি; বৃহ—সমৃহ। যোগবলে এক শরীরীর বহুতর শরীর প্রকটকরণের নাম কায়বৃহ। যথা—একই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রস বিশেষ আস্থান করাইবার জন্য অজগোপী রূপে বহু হইয়াছেন। (চৈ. চ. ১।।।৪২, ২।।।০।।।৪২)। “আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়বৃহকূপ তাঁর রসের কারণ”—(চৈ. চ. ১।।।৬৩)। ঘোল হাজার মহিষী বিবাহে ও রাসমালায় শ্রীকৃষ্ণ কায়বৃহ করেন নাই। সেখানে তাঁহার শ্রেকাশ-কূপ। কিন্তু সৌভাগ্যী ঋষি যোগবলে কায়বৃহ প্রকাশ করিয়া বহুর্মুর্তিতে বহু স্তু উপভোগ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ১।।।৩৫-৩৭)।

কারণার্থবশায়ী, **কারণার্কিশায়ী**—আগ অবতার; প্রথম পুরুষ অবতার; সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অস্তর্ধায়ী। ইনি সহস্রশীর্ষ। স্থষ্টির পূর্বে দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনি সাম্যাবস্থাপন্ন মায়া বা প্রকৃতিকে বিশূল্ক করেন। এই অস্তাভাসেই জীবকূপ বীর্যের আধান হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড সকলের জন্ম হয়। ইনি স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ইহার অংশ। ইনি মৎস কুর্মাদি অবতারের অঙ্গী এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত ইহার স্পর্শ নাই। কারণার্থবশায়ী পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্বেদজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং গর্ভোদকশায়ী বিত্তীয় পুরুষ রূপে পরিচিত হন। গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অস্তর্ধায়ী। ইহার নাভিপদ্ম হইতে ব্যষ্টি জীব অষ্টা ব্রহ্মার উন্নতি। ইনি ব্রহ্মারূপে ব্যষ্টি স্থষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন এবং বন্দুরূপে স্থষ্টি সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগঞ্জ-অস্তর্ধায়ী, সহস্রশীর্ষ, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত। ইনিই আবাহ তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে ব্যষ্টি জীবের অস্তর্ধায়ী এবং অগতের পালনকর্তা। ক্ষীরোদ সমন্বের অস্তর্গত শ্বেতস্বীপ ইহার নিজ ধাম বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলে। ইনি প্রতি যুগে ও প্রতি যমস্তৱে নামা অবতার রূপে ধর্ম সংহাপন ও অধর্ম সংহার করেন (চৈ. চ. ১।।।৪০, ১।।।৬৪-৬৯, ১।।।৭৮, ২।।।০।।।২৩০-৫৩)।

কারণার্থ, **কারণ সমুজ্জ**—বিমুজ্জ। সিঙ্গ লোকের বাহিরে যে চিন্ময়

জলপূর্ণ সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা নিত্য, চিমুয়, ‘সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তমুসম’। ইহারই এক কণিকা—পতিত পাবলী গঙ্গা। (চৈ. চ. ১৫১৪৩-৪১)।

কার্লিকর—শিল্পী (চৈ. চ. ৩১১৪১৪১)।

কার্লগ্য—করণ। পরহংখ সহ করিতে অসমর্থ্যক্তিকে করণ বলে। করণের ভাব কারণ (ভ.র.সি. ২১১৬৪ চৈ. চ. ২৮১১২৮)।

কারে—কাহাকেও (চৈ. চ. ১৫১৪২); কাহারও নিকটে (চৈ. চ. ১১৭১২৬)।

কালসাম্য—তুল্যধর্ম বিশিষ্ট সময় বর্ণনা প্রসঙ্গ (চৈ. চ. ৩১১১৮)।

কালাকৃষ্ণনাস—শুক কুলীন আক্ষণ। নিত্যানন্দ শাখা। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাহি হাটে শ্রীপাট। মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রার সঙ্গী। ইনি দাদশ গোপালের একতম; ব্রজের লক্ষ্ম সন্ম।

কার্ত্তা—মর্যাদা; নিত্যাধার (ভাঃ ১১১২৩)।

কালিন্দাস—রঘুনাথ দাস গোষ্ঠীর জ্ঞাতি খূড়া। কায়ন্ত। সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। বৈষ্ণবের পদবজে ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইহার অচলা নিষ্ঠা ছিল।

কালিঙ্গী—যমনা নদী।

কাশী—উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসী।

কাশীমিঞ্চি—উৎকলবাসী আক্ষণ। উৎকলের রাজা প্রতাপ কল্পের শুক ও শ্রীজগম্বাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইহারই গৃহস্থিত গঙ্গারায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক।

কাশীখর গোষ্ঠাঞ্জি—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ও সেবক। পুরী গোষ্ঠামৌর নির্ধানের পর তাহার আদেশে ইনি নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে থাকেন।

কাহা—কোথায় (চৈ. চ. ১৯১০২), কি (চৈ. চ. ৩৬৩৩৫), কাহাও (চৈ. চ. ২১২১৫)। **কাহা কাহা**—কি কি (চৈ. চ. ২৪১১১২), **কাহাতে**—কোনও স্থানে (চৈ. চ. ৩১১৬১), **কাহামো**—কাহারও সহিত (চৈ. চ. ২১২১৫), **কাহে**—কেন (চৈ. চ. ১১২১৪৭), **কাহো**—কোনও স্থানে (চৈ. চ. ১৫১১১১), **কাহো**—কোনও স্থানে (চৈ. চ. ২২৫১২১৯)।

কিঞ্জক—কেশর (ভাঃ ৩১৫১৩, চৈ. চ. ২১৭১৯ প্লোঃ)।

কিঞ্চব—শঠ (ভাঃ ১০৩১১৬)।

কিলকিঞ্চিত—অলসার দ্রঃ।

কিলিষ—পাপ (গী. ৩১৩)।

କୀତା—କୌଟ, ପୋକା (ଚେ. ଚ. ୨୧୧୩୩-୭୫) ।

କୁଞ୍ଜା—ଜଳପାତ୍ର ବିଶେଷ (ଚୈ. ଚ. ୩୬୧୨୯୦) ।

କୁଡ଼ା—ଶ୍ରୀ ଜୁଣ ଥଣ (୮୦. ଚ. ୨୧୨୧୧୨୮) ।

କୁଟ୍ଟମିତ—ଅଲକାର ଦ୍ରୁଃ ।

କୁଡ଼ାଙ୍ଗ—କୁଡ଼ାଙ୍ଗ (ଉ. ନୀ. ସଥୀ—୪) ।

କୁଣ୍ଡିକା—ଭାଗ (ପେ. ଚ. ୨୧୩୧୫୦) ।

କୁଣ୍ଡଳ—୧. ସ୍ତତି ପାଠକ ; ୨. ନଟ, ଅଭିନେତା ।

କୁଆର ହଟ୍—ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ପରଗଣୀ ଜେଲାର ହାଲି-ଶହର । ଶ୍ରୀପାଦ ଈଶ୍ଵର ପୁରୀର ଆବିର୍ତ୍ତିବ ସ୍ଥାନ । ମହାପ୍ରଭୁର ସମ୍ୟାସେର ପର ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏହି ହାନେ ଆସିଯାବାସ କରିଯା ଛିଲେନ ।

କୁମାରିଲ ଶ୍ଟ୍ରେ—ପୂର୍ବ ମୀମାଂସାବାଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ । ଇନି ଖୃଷ୍ଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ହିତେ ଦେଶକେ ଉଦ୍ଧାର କରେନ । ପୂର୍ବ ମୀମାଂସାର ଭାଷ୍ୟ ଓ ବୈଦିକ ଦେବତତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଇହାର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକ୍ରତି । କଥିତ ଆଛେ ଇନି ଛାଗବେଶେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ ନିକଟେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବିଚାରେ ଗୁରୁଦେବକେ ପରାଜିତ କରେନ । ବିଚାରେର ସର୍ତ୍ତ ଅହୁମାରେ ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ବିଚାରେ ପରାଜିତ ହିୟା ଯୁତ୍ୟାବନ୍ଧ କରେନ । ଇହାର ପ୍ରାୟଶିତ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ଇନି ନିଜେକେ ତୁଥାନଲେ ଦଶ କରେନ । ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଶକ୍ତରାତରେ ସହିତ ଇହାର ସାକ୍ଷାତ ହସ । ଇହାର ପରାମର୍ଶେ ଶକ୍ତ କୁମାରିଲେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖ୍ୟ ମତ୍ତୁମ ମିଶ୍ରକେ ବିଚାରେ ଆହ୍ସାନ କରେନ ଏବଂ ମତ୍ତୁମ ପରାଜିତ ହିଲେ ତୋହାକେ ଶିଶ୍ୱକୁପେ ସନ୍ଧ୍ୟାମୀ ସଜ୍ଜେ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।

କୁଳପଦ୍ଧତି— ଏହା ମନୋଗ୍ରହିତ ଧ୍ୟାନଶ ବନେର ଏକଟି ବନ ।

କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର — କଲିକାତା ହିତେ ୧,୦୫୧ ମାଇଲ ଦୂରବତୀ ଥାନେଶ୍ଵର ଟେଶନ । ଏଥାନେ ମହାଭାଗିତେ ଉପ୍ଲିଥିତ କୁରୁପାଣିବେଳ ସ୍ମୃତ ହିଁଯାଇଲି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ସ୍ଥାନେଇ ଅଞ୍ଜନେବ ନିକଟେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତୀତା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଲେନ । ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଶୁଭମ୍ଭାବମୁକ୍ତ ପକ୍ଷକ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ଛିଲ । ପରମାମ ପୃଥିବୀ ନିଃକ୍ଷତ୍ରିତ କରିଯା ଏଥାନେ ପାଚଟି ଶୋଣିତ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦ ପ୍ରସ୍ତତ କରିଯାଇଲେନ । ପରେ ଖବିଗଣେର ବରେ ଇହା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରେ ପରିଣତ ହସ । ଏବଂ ମହାରାଜ କୁରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକେ କର୍ଣ୍ଣ କରାଇଯାଇଲେନ ବଲିଯା ଇହା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ପରିଚିତ ହସ । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ମରେ ପୂର୍ବେ କୋନ ଏକ ଶୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଭମ୍ଭାବ ପକ୍ଷକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରେ ଗିଯାଇଲେନ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନେ ଶ୍ରୀରାଧିକାଦିର ସହିତ ତୋତାର ସାଙ୍କ୍ଷାଂ ହିଁଯାଇଲି ।

କୁଳବନ୍ଧ ଉତ୍ସୁ—କୁଳାଳନା । କୁଳବନ୍ଧ ଉତ୍ସୁ ଧର୍ମ—ସତୀଷ ଧର୍ମ (ବି. ଶା. ୧୧୦୩ ;—
ଚେ. ଚ. ୩୧୨୩ ଜ୍ଞାଃ) ।

কুলিয়া—নবদ্বীপ গঙ্গার যে তীরে, তাহার অপর তীরের একটি গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই এখন গঙ্গাগভে। বর্তমান সাতকুলিয়াই কুলিয়া বলিয়া অস্থিত হয়।

কুলিমগ্রাম—বর্তমান জেলায়, মহাপ্রভুর ভক্ত শুণগোজ খান ও রামানন্দ বস্ত্র বাসস্থান। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কিছুকাল কুলিমগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্তু—নাসিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা সহান্তি কুশট বা কুশাবর্তু নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরী নদীর উৎস। (চৈ. চ. ২১৯২৮৯)।

কুহক—ঐন্দ্রজালিক, যাহারা পুরুল নাচায়।

কুষ্টকর্ণ কপাল—দক্ষিণ ভারতে তাঙ্গোর জেলার অস্তর্গত বর্তমান কুষ্টকোনম।

কুটপু—১. নিবিকার, গৃঢ়, চিরস্থায়ী (গী. ৬১৮); ২. কৃটে মায়া প্রপঞ্চে অধিষ্ঠানদেন অবস্থিতম্ স্থায়ী; মায়াধিষ্ঠিত (গী. ১২১৩)। **কুট**—মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত।

কুর্প—কক্ষ (ভাঃ ১০। ৭। ১। ১৯, চৈ. চ. ১। ৪। ২৬ শ্লোঃ)।

কুর্পর—অধীন, দাস, ভৃত্য (চৈ. চ. ২। ১। ১। ৮২)।

কুর্মক্ষেত্র—বর্তমান শ্রীকুর্মম। দক্ষিণ ভারতের গঙ্গাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে। শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম অবতার মন্দিরের জন্ম বিথাত।

কুত—১. সত্যবুঝ (ভাঃ ১২। ৩। ৫২); ২. যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত; ৩. শিক্ষিত।

কুতক্ষণ—১. কৃতকর্মাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ; কৃতকর্ম যিনি জানেন (চৈ. চ. ২। ২। ২। ১। ১); ২. উপকারীর উপকার স্বীকারকারী।

কুতমালা—নদী। বর্তমান নাম ভাইগ়া বা ভাগাই। মলয় পর্বত হইতে উৎপন্ন। মাছরা সহুর ইহার তীরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্ত ইহার পবিত্র অল্পে আন করিয়াছিলেন।

কুৎস্তকর্মকৃৎ—(কুৎস্ত—সকল) সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা; সর্বকর্মকারী—(গী. ৪। ১৮)। **কুৎস্তবিত্ত**—আনী, সর্বজ (গী. ৩। ২। ৯)।

কুপণ—১. শুদ্ধাশয়, দীন, কাতৰ (গী. ২। ৪। ৯ শ্লোঃ, ভাঃ ১০। ৩। ০। ৩। ৯, (চৈ. চ. ১। ৬। ১। ০ শ্লোঃ); ২. ব্যঞ্জকৃষ্ট; ৩. যো বা এতদক্ষয়ং গার্গি অবিদিষ্মা অস্মাদ্ব লোকাদ প্রেতি স কুপণঃ।—(বৃহঃ উপ. ৩। ৮। ১। ০) অর্থাৎ যিনি এই অক্ষর অঙ্কাকে না আনিয়া ইহলোক হইতে প্রাণ করেন তিনি কুপণ (গী. ২। ৭)।

কুশ—দেবকীর অষ্টম গর্জাত পুত্র। পিতা বস্ত্রদেব। ইনি শৈশবে গোকুলে

নন্দগোপের গৃহে যশোদার পুত্রকে পালিত হন। ইহার লৌকিক জীবন-
অধানতঃ তিনি ভাগে বিভক্ত, যথা—অজলীলা, মথুরালীলা ও অস্ত্যলীলা (ঘারকা
ও প্রভাস লীলা)। শকট ভঙ্গ, পুত্রনাবধ, যমলাজুন ভঙ্গ, কালিয় দমন,
ধেৰুক—প্রলম্বস্থুর বধ, গিরিয়জ্ঞ, গোবর্ধন ধারণ, অরিষ্ট বধ, রামলীলা প্রভৃতি
অজলীলার অন্তর্গত। কেশীবধ, ধৃতভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, কংসবধ, উগ্রসেনের
অভিযোক, বিষাধ্যয়ন প্রভৃতি মথুরালীলা। মহাভারত বণিত কুরু পাণব
সংবর্মে এবং জরাসন্ধবধ, যুধিষ্ঠিরের রাজস্থ যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইনি পাণব সহায়।
কুরুক্ষেত্র যুক্তে ইনি পার্থ সারাধি। অস্ত্যলীলায় যদুবংশ ধৰ্মস ও যোগাবিষ্ট
অবস্থায় ব্যাধশরে লীলাবসান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যদুবংশ ধৰ্মস ও ব্যাধ
শরে কুফের দেহাবসান কুফের মায়া বা ছল। প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে।
ইহার বিবরণ মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্ম
পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গুরুত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্বল্পপুরাণ,
কৃমপুরাণ, আদি পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বিস্তৃত হইয়াছে। মহাভারতের
ভৌগ পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মৃগপন্থ বিনিঃসৃত।
যিনি ইহাকে যে ভাবে ও যতটুকু দেগিয়াছেন, ততটুকু বিবৃত করিয়াছেন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ‘কুষ্ঠস্ত ভবগবান্ স্বয়ঃ’—(ভাৎ ১৩।২৮, চৈ. চ.
১১।১৩ শ্লোঃ)। ইনি সমস্ত অবতারের অবতারী। ব্রহ্ম সংহিতা (৫।১)
মতে—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর,—সচিদানন্দ বিশ্বাহ, অনাদি কিঞ্চ সকলের আদি,
গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ।

কুষ্ঠ শব্দের অর্থঃ—কুষ্ঠভূত্বাচকঃ শব্দে গৃহ নিয়ুক্তি বাচকঃ।

তয়োরৈকঃ পরং ব্রহ্ম কুষ্ঠ ইত্যাভিধীয়তে ॥—

(মহাভারত উত্তোগ পর্ব ৭।১।৪, চৈ. চ. ২।২৯।৪ শ্লোঃ)।

কুষ্ঠ—কুষ + ন + ক। কুষিভূত্বাচক অর্থাৎ সন্তানাচক আৱ ‘গ’ নিয়ুক্তি বাচক
অর্থাৎ আনন্দ বাচক শব্দ। এই উভয় শব্দের ঐক্যে বা মিলনে কুষ্ঠশব্দ নিষ্পন্ন।
অতএব কুষ্ঠ শব্দে সৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে বুৰায়। অপর অর্থ—
কুষি শব্দের অর্থ সংসার ও গ শব্দের অর্থ নিয়ুক্তি বা ঘোচন কৰা। অতএব
যিনি সংসার হইতে ঘোচন (অর্থাৎ উদ্ধার) কৰেন, সেই পরব্রহ্মকেই কুষ্ঠ
বলে। **অপৰা—**কৰ্যয়েৎ সর্বং জগৎ স্থাবরজন্মম্।

কালক্রমেন ভগবাংস্তেনায়ঃ কুষ্ঠ উচ্যাতে ॥—অর্থাৎ স্থাবর-
জন্মাত্মক সমস্ত জগৎকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে এমন কি নিজেকে পর্যন্ত যিনি
আকর্ষণ কৱিতে সমর্থ, সেই আনন্দ বিশ্বাহ শ্রীকৃষ্ণ।—(বৃহৎ গোত্তঃ)। বিভিন্ন

স্বরূপে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে মরলীলাই সর্বোত্তম । এই লীলায় তাহার স্বরূপ নয়বপু এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকুর, নবকিশোর, নটবর । ব্রজলীলার তিনি দ্বিতীয় । অন্যান্য স্বরূপে কথনও দ্বিতীয় কথনও চতুর্ভুজ ।

কৃষ্ণধার্ম শঙ্খ—“ক্রাণে মধ্যে চতুর্দশ ভূবন—সপ্তস্তর্গ ও সপ্ত পাতাল । তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর বিরাজা, কারণ সমুদ্র । তনুর্ধে সিঙ্গ লেক, সায়জ্যমুক্তিস্থান অথবা নিবিশেষ জ্যোতির্ময় লোক, সিঙ্গ লোকের উর্বে পরবোম ; শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি—শ্রীনারায়ণ ইচ্ছার অধিপতি । পরবোমে মৎস্য কৃষ্ণাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ স্ব পরিকরণগণের সহিত বিহার করেন । ঈশাদের প্রতোকেরই ভিন্ন বৈকুণ্ঠ আছে—কাজেই—পরবোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সংষ্ঠিতি । যে ভগবৎ স্বরূপ যখন প্রাকৃত ব্রাহ্মণে প্রকট বিহার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ধার্ম পরিকরাদির সহিত তিনি আবিষ্ট হয়েন । সন্দ পুরাণে উক্ত আছে যে প্রত্যোক ভগবদ্ধামই বৈকুণ্ঠে ও পৃথিবীতে—উপরে ও নীচে—স্থিত আছে । একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন যুগপৎ বহু প্রকাশ মূর্তি ধরিতে পারেন, তদ্বপু ধার্ম ও যুগপৎ এই ব্রজাদে বিরাজমান থাকিতে কোনই বাধা হয় না । ভগবদ্ধাম—সর্বগ, অনন্ত, বিভূতি ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যেখন পরমতম স্বরূপ, তদ্বপু তদীয় ধার্ম ও সর্বোপরি বিরাজমান । সর্বোপরি বিরাজ করিলেও শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীকৃষ্ণধার্মত্বাত্মক তদীয় ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেও অভিন্ন ক্লপে প্রকাশ পান । ধার্মত্বের তত্ত্বতঃ অভিন্নতা থাকিলেও লীলা মাধুরী প্রকটনের তারতম্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপবৎ তারতম্য উজ্জ্বল করেন । শ্রীবজেন্দ্র নন্দন—স্বরূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অন্য সাধারণ মাধুরী প্রকটিত হয়, তদ্বপু শ্রীবৃন্দাবন ও অসমোর্ধ্ব ধার্ম বলিয়া স্বীকার্য । আবার উপরিতম গোলোক সৃন্দাবন হইতেও ভৌম গোকুলের অধিকতর মাধুরী রসগ্রাস সমূহে সিঙ্গাস্তিত হইয়াছে । ভৌম ধার্ম ও প্রপঞ্চাত্মীত, নিতা, অলৌকিক এবং শ্রীভগবানের নিত্য বিহার ভূমি । কদাচিত এই অপ্রাকৃত গোলককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে হালোক, স্বর্গ, কাষ্ঠা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

ধার্মের প্রকাশ দ্বিধি—অপ্রকট ও প্রকট । প্রাপক্ষিক লোকের অগোচর হইলে অপ্রকট এবং তদগোচর হইলে প্রকট প্রকাশ বলা হয় । অপ্রকট প্রকাশে ধার্ম পৃথিবীত হইলেও অন্তর্ধান শক্তি বলে তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, পক্ষান্তরে প্রকট প্রকাশে কৃপা করিয়া ঐ ধার্ম পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই ধাকেন, লীলার অপ্রকট কালে দর্শন পার্থিব চক্রতে সম্বপ্ত নহে, প্রকট কালের যথাযথ দর্শনও কৃপা সাপেক্ষ । প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বিহার

କରିଲେ ଇଚ୍ଛକ ହିଲେ ଧାର ଶୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକେ ସ୍ଥିକାର କରେନ । ଆବାର ଅପ୍ରକଟ କାଳେ ଧାରା ଯେମନ ପୃଥିବୀକେ ଶର୍ପ ନା କରିଯାଇ ବିରାଜ କରେନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ଵପ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ପର୍ଶେ ବିରାଜଯାନ ଥାକେନ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧେ କଥନାର ଭେଦେ, କଥନାର ବା ଅଭେଦେ ବିବରଣ୍ୟ ହୁଏ” ।—ବୈ. ଅ. ।

କୁକୁର ଚତୁର୍ବତ୍ତି ଶୁଣ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶୁଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଇହାର ମଧ୍ୟେ ୬୪ଟି ପ୍ରଧାନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୪୬) । ଭକ୍ତିରସାମ୍ଯତ ସିନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗେ, ବିଭାବ ଲହରୀତେ (୨୧୧୧-୧୨) ଇହା ବିବୃତ ହିଲାଛେ ଏବଂ ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୨୪-୩୮ ପ୍ଲୋକେ ଉଚ୍ଛବ୍ରତ ହିଲାଛେ । ଶୁଣଶୁଣି ଚାରିଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ନିଶ୍ଚଲିଥିତ ପଞ୍ଚାଶଟିଶୁଣ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ, ସାଧାରଣ ଜୀବେ ସଭ୍ବପର ନହେ; ତବେ କୋମ କୋନ ଜୀବେ ଶୁଣେର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯଥ—ନାରକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ—୧. ଶୁରମ୍ୟାଙ୍ଗ (ଇହାର ଅନ୍ତ ସମ୍ବିନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ), ୨. ସର୍ବସଙ୍କଳ-ଗାସିତ (ଇନି ସମ୍ପତ୍ତ ସ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ), ୩. କଟିର (ନୟନାଭିରାମ), ୪. ତେଜ-ଶାସିତ, ୫. ବଳୀହାନ୍, ୬. ବସନ୍ତାଶିତ (ନବ କିଶୋର), ୭. ବିବିଧ ଅନ୍ତ୍ର ଭାଷାବିଳ, ୮. ସତ୍ୟବାକ୍ (ଇହାର ବାକ୍ୟ କଥନାର ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନା), ୯. ପ୍ରିୟବଦ, ୧୦. ବାବନ୍ଦୁକ (ଇହାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ସର୍ବଗାସିତ), ୧୧. ଶ୍ଵପଣିତ, ୧୨. ସୁକ୍ରିଯାନ୍, ୧୩. ପ୍ରତିଭାଶିତ, ୧୪. ବିଦନ୍ଧ (ଚୌଷଟି ବିଶ୍ଵାସ ଓ ବିଲାସାଦିତେ ନିପୁଣ), ୧୫. ଚତୁର (ଏକଇ ସମୟେ ବହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନେ ସମର୍ଥ), ୧୬. ଦର୍ଶକ, ୧୭. କୁତ୍ତଙ୍କ (ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବିତେ ସମର୍ଥ), ୧୮. ଶୁଦ୍ଧଚରତ, ୧୯. ଦେଶକାଳ ଶୁପାତ୍ରଙ୍ଗ (ଦେଶକାଳ ପାଆନ୍ତୁମାରେ କାଜେ ନିପୁଣ), ୨୦. ଶାନ୍ତ-ଚକ୍ର (ଶାନ୍ତାନୁମାରେ କର୍ମ କରେନ), ୨୧. ଶୁଚି, ୨୨. ବଶୀ (ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ), ୨୩. ହିର, ୨୪. ଦାନ୍ତ (ଦୁଃଖ ହିଲେଓ କ୍ଲେଶ ସହମଣୀୟ), ୨୫. କ୍ଷମାଶୀଳ, ୨୬. ଗଞ୍ଜୀର, ୨୭. ଧୂତମାନ (ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ଓ କ୍ଷୋଭେର କାରଣ ସହେଓ କ୍ଷୋଭଶୂନ୍ୟ), ୨୮. ସମ (ରାଗଦେଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣା), ୨୯. ବଦାନ୍ତ, ୩୦. ଧାର୍ମିକ, ୩୧. ଶୂର (ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଅନ୍ତ ପ୍ରୋଗେ ନିପୁଣ), ୩୨. କର୍କଣ (ପର ଦୁଃଖେ ଅନ୍ତହିସ୍ତୁ), ୩୩. ମାନ୍ଦ୍ରମାନକ୍ରୁଦ୍ଧ (ଶୁଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୃକ୍ଷାଦିର ପୂଜକ), ୩୪. ଦକ୍ଷିଣ (ଶୁଦ୍ଧଭାବ ବଶତଃ କୋମଳଚରିତ), ୩୫. ବିନ୍ଦୀ, ୩୬. ହୀରାନ୍ (ସ୍ଥିର କ୍ଷତିବେ ସଙ୍କୁଚିତ), ୩୭. ଶରଣାଗତ ପାଳକ, ୩୮. ଶୁଧୀ, ୩୯. ଡକ୍ଷମହାଦୁ, ୪୦. ପ୍ରେମବଶ, ୪୧. ସର୍ବଶୁଦ୍ଧର (ସକଳେର ହିତକାରୀ), ୪୨. ଶ୍ରୀତାମୀ, ୪୩. କୌରିତମାନ, ୪୪. ରଙ୍ଗଲୋକ (ସକଳ ଲୋକେର ଅଭ୍ୟାସଗେର ପାତ୍ର), ୪୫. ସାଧୁ ସମାଧିଯ, ୪୬. ନାରୀଗଣ ମନୋହାରୀ, ୪୭. ସର୍ବାଗ୍ରାଧ୍ୟ, ୪୮. ଶୁକ୍ରିଯାନ୍, ୪୯. ରବୀହାନ୍ (ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ) ଏବଂ ୫୦. ଈଶ୍ଵର (ଇନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ଇହାର ଆଜ୍ଞା କୁର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ୍ୟ) ।

গিরিশাদিতে (শিবাদিতে) অংশতঃ বিষ্ঠমান् থাকিলেও নিম্নলিখিত পাঁচটিগুণ শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত, যথা—১. সদাচরণ সম্মাপ্ত (সর্বদা স্বরূপে বিরাজিত), ২. সর্বজ্ঞ, ৩. নৃতন, ৪. সচিদানন্দ সাক্ষাৎ (সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্ত বস্তুর স্পর্শও তাঁহাতে নাই), ৫. সর্বসিদ্ধি নিয়েবিত (সমস্ত সিদ্ধি তাঁহাকে সেবা করে) ।

নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণে অঙ্গুত ভাবে বিষ্ঠমান । যথা—৬. অবিচ্ছ্য যহাশক্তি (ইহার মহাশক্তি চিন্তার অভীত), ৭. কোটি-ত্রিশাশ-বিগ্রহ (ইহার দেহ কোটি ত্রিশাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত), ৮. অবতারাবলী বীজ (অবতার সমূহের মূল, অবতারী), ৯. হতারি-গতি-দায়ক (নিপাতিত শত্রুর মৃত্তিদাতা), ১০. আআরামগণকযী (আআনন্দে বিভোর মুণ্ডিগণের চিন্ত আকর্ষণকারী) ।

নিম্নের চারিটি অসাধারণ গুণ চরাচরের বিশ্ব, এমনটি আর কোন স্বরূপে নাই, যথা—১. লীলামাধুর্য, ২. প্রেমমাধুর্য, ৩. বেণুমাধুর্য ও ৪. রূপ-মাধুর্য ।

কৃষ্ণের ষড়বিধি বিজ্ঞাস—ষয়ংকৃপ, ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ আরো ছয় রূপে বিজ্ঞাস করেন, যথা—প্রাত্ব ও বৈত্ব দুইটি প্রকাশ রূপে ; অংশ ও শক্ত্যাবেশ,—দ্বিবিধি অবতার রূপে ; এবং বাল্য ও পৌগণ দুইটি দেহ ধর্মে । (চৈ. চ. ১২।৮০-৮৩) ।

স্বয়ংকৃপে—শ্রীকৃষ্ণ অজে গোপমূর্তি,—গোপবেশ, বেশুকর, নব কিশোর, নটবর । **স্বয়ংকৃপ**—অন্ত নিরপেক্ষ স্বয়ং সিদ্ধরূপ । আকার, গুণ ও জীলায় সম্যক রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিশ্বাহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে—(চৈ. চ. ১।১।৩৪ খোঃ)

প্রকাশ ছিবিধি, প্রাত্ব প্রকাশ ও বৈত্ব প্রকাশ, যথা—প্রাত্ব—বৈত্ব রূপে ছিবিধি প্রকাশে । একবপু বহুরূপ যৈছে হৈলরাসে ॥ মহিষী বিবাহে হৈল মূর্তি বহুবিধি । ‘প্রাত্ব প্রকাশ’ এই শাস্ত্রে পরমিতি—(চৈ. চ. ২।২।০।১।৪০-৪১) । একই দেহ সর্বতোভাবে সমান বহু দেহরূপে আবিষ্কৃত হইলে সেই বহু দেহের প্রত্যেককে মূল দেহের প্রাত্ব প্রকাশ বলে । রামলীলায় প্রত্যেক গোপীর পার্থে এবং দ্বাপর লীলায় ঘোল হাজার মহিষী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রাত্ব প্রকাশ । এই প্রকাশ স্বয়ং রূপ হইতে অভেদ । একই দেহে থাকিয়া যদি ভাব ও আবেশ ভেদে বর্ণ বা অঙ্গ সংবিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহাকে বৈত্ব প্রকাশ বলে । প্রাত্ব প্রকাশ অপেক্ষা বৈত্ব প্রকাশে

শক্তির বিকাশ কিছু বেশী। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিশেষের জন্য অন্ত আকারে প্রতিভাত হইলে এবং এই অন্ত আকারের শক্তি প্রায় স্বয়ং রূপের তুল্য হইলে, তাহাকে বিজ্ঞাস বলে। (চৈ. চ. ১১১৩৫ স্নোঃ)।

বিলাস ত্রিবিধ—প্রাঙ্গণ বিলাস ও বৈষ্ণব বিলাস। বাস্তুদেব, সমুর্ধণ, প্রদূষণ ও অনিকৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের প্রাঙ্গণ বিলাস। আর কেশব, মারায়ণ, মাধবাদি বৈষ্ণব বিলাস। অজে গোপবেশে বলরাম বৈষ্ণব প্রকাশ কিন্তু দ্বারকায় ক্ষত্রিয় বেশে প্রাঙ্গণ বিলাস (চৈ. চ. ২১২০। ১৫৪-১৬০)।

অংশ ও শক্ত্যাবেশের জন্য অবতার স্নঃ।

কৃষ্ণলোক—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিয়ায় পরব্যোগ বৈকৃত অবস্থিত। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক বা শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ইহার ত্রিবিধ অভিধাতি, ধর্ম—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। গোকুলের অপরাপর নাম ব্রজলোক, গোলক, খেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন। গোকুলের অবস্থিতি সর্বোপরি। ইহা মাধুর্য, ঈশ্বর ও কৃপাদির ভাগীর। এই ধর্মেই রাসাদি লীলাসার প্রকটিত হয়। সমস্ত কৃষ্ণলোক—সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তত্ত্ব সম। ইহার উর্বর অধের নিয়ম নাই, সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রজাণ্ডে প্রকটিত হন, তাহার ধামও ব্রজাণ্ডে প্রকটিত হন। প্রাকৃত চর্চাক্ষে ইহা প্রাকৃত বস্ত্র ত্যায় ঘনে হইলেও সেখানকার ভূমি চিন্তায়নি ও এন কঠুন্দময়। প্রেমনেত্রে দর্শন করিলে তাহার স্বরূপ ও গোপ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস প্রকাশ পায়। (চৈ. চ. ১১১১৩-১৪, ২১২০। ১৮২-৮৩, ২২১। ৩৩-৩৪)। কৃষ্ণধাম তত্ত্ব স্নঃ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচয়িতা। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অস্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্ম। ডক্টর দৌমেশ চন্দ্র সেন ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে’ লিখিয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা ও ভাস্তার নাম শ্রামদাস। পিতা কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। অল্প বয়সেই কবিরাজ গোস্বামী পিতৃমাতৃহীন হন। এ সমস্ত তথ্য কোথা হইতে পাইয়াছেন, ডক্টর সেন লিপিবদ্ধ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর জন্মসন সমৰ্জে পাঞ্চিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর মাধা গোবিন্দ নাথের মতে আশুমানিক ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই তিনি ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অভিযত। কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ছিলেন। অপ্য যোগে তাহার আদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব

গোপাল ভট্ট দাস রম্যনাথ ॥”—তাহার শিক্ষা গুরু ছিলেন (চৌ. চ. ১১১১৮-১৯)। ইহাদের শিক্ষায় ও বৃদ্ধাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীদের কৃপায় ও সাহচর্যে কৃষ্ণদাস সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং শীরাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাত্মক ‘শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্’ এবং বিষ্ণুপ্রস্ত ঠাকুরকৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের ‘সারঙ্গ রম্পদা’ নামী টাকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমন् মহাপ্রভুর লীলা ও জীবনী সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান—মূরারিগুপ্তের কড়চা (শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতামৃতম্), কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতামৃত চন্দ্রাদয় নাটক ও শ্রাচৈতামৃত মহাকাব্যম্, লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতামৃত মঙ্গল এবং বৃদ্ধাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতামৃত ভাগবত। শেষোক্ত গ্রন্থ বৃদ্ধাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শৰ্কার সহিত আগ্রাদন করিতেন। কিন্তু ইহাতে শ্রীচৈতামৃতের অস্ত্যলীলা বিশেষ না থাকায় বৈষ্ণবগণের আদেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—তাহার মতে তথম—“অক্ষজরাতুর আমি অক্ষ বধিৱ। হস্ত হালে, মনোবৃক্ষি নহে ঘোৱ হিহ ॥”—(চৌ. চ. ৩২০।৮৪) হইলেও শ্রীশ্রীচৈতামৃত চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং নয় বৎসরের অক্রান্ত পরিশ্রমে ১৬১৫ থঃ অন্তে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তথাবহুল বাষটি পরিচ্ছদে এই বিশাল গ্রন্থ রচনা সমাপন করেন। এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত। প্রতি পরিচ্ছদে বিষয়বস্তুর উপাদান উল্লেখ করায় গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বন্দৃঢ়। গ্রন্থ রচনার পর কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

কৃষ্ণদাস—শ্রীচৈতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস ব্যতীত সেই গ্রন্থে ও শ্রাচৈতামৃত ভাগবতে বার (১২) জন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।
যথা—১. মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ অঘণের সঙ্গী। কালাকৃষ্ণ দাস ঙ্গঃ।
(চৌ. চ. ১১০।১৪৩ ; ২।১০।৬০, ১২, ১৩)।

২. কৃষ্ণদাস পত্রিত—দেবানন্দের আতা, নিত্যানন্দ শাখা, (চৌ. চ. ১১১।৪৩)।
৩. দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, রাঢ়ে জন্ম, নিত্যানন্দ শাখা (চৌ. চ. ১১১।৩৩,
২।১৬।১০-১১)।

৪. কৃষ্ণদাস—অষ্টৈত শাখা (চৌ. চ. ১।১২।৬০)।

৫. কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দ শাখা, শৰ্দুলাস সরথিলেৰ আতা (চৌ. চ. ১।১।১২২)।

৬. অগ্রজাধ সেবক পর্ববেত্তারী কৃষ্ণদাস (চৌ. চ. ২।১০।৪০)।

৭. কৃষ্ণদাস বৈত—শ্রীচৈতামৃত শাখা (চৌ. চ. ১।১০।১০১)।

৮. কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—গদাধর শাখা (চৈ. চ. ১১২১৮৩)।
৯. কৃষ্ণদাস রাজপুত—মধুমাবাসী। বজ মণ্ডল, প্রয়াগে ও আড়েল গ্রামে অবগ কালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন (চৈ. চ. ২১১৮।৭৫-৮৩, ১২৮, ১৪৮-২০৮, ২১৩।৮২)।
১০. কৃষ্ণদাস হোড়—বড়গাছি নিবাসী ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ শাখা। ইনি মুগ্ধমাথ দাস প্রদক্ষ চিড়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ৩৬।৬১)।
১১. কৃষ্ণদাস—অব্দেতাচার্দের দ্বিতীয় পুত্র। মহাপ্রভুর ভক্ত। (চৈ. চ. ১১২।১৬)।
১২. প্রেমী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবন বাসী, ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য।

কৃষ্ণবেষ্টা—নদী। সহান্ত্রি পর্বতের মহাবালেশ্বর হইতে উদ্ভূত। ইহার তীরে বিষমঙ্গল ঠাকুরের বাসস্থান ছিল।

কৃষ্ণা—১. জ্ঞাপনী; ২. দক্ষিণ ভারতের একটি পরিত্র নদী।

কেবল—১. অধিগম দ্রঃ; ২. অভিপ্র; ৩. শুক; ৪. বিকার রহিত (চৈ. চ. ২১১৯।১৬৫)। **কেবল ভ্রজোপাসক**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ।

কেবলারতি—যে রতিতে ঐশ্বর্য গক্ষ নাই, শুধু নিজের মমতাময় সমস্ক সর্বদা শূরিত হয়, তাহার নাম কেবলারতি—(চৈ. চ. ২১১৯।১৬৬)।

কেশব—১. কৃষ্ণ (কেশী নামক অশুরের বধকারী)—(ভাঃ ১।১।২০); ২. শ্রীরাধার কেশ বাধিয়া দেন যিনি তিনি কেশব; ৩. হরি, বিষ্ণু।

কেশবছত্তী—গোড়েখর জন্মেন সাহের কর্মচারী। মহাপ্রভু রামকেলিতে গেলে জন্মেন সাহ ইহাকে মহাপ্রভুর গতিবিধি জানার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কেশব ভারতী—আঁচেতনের সম্মানার্থের শুক। কন্টক নগর বা কাটোয়ায় গৃহাতীরে ইহার আশ্রম ছিল। ইনি শশব্রাচার্য প্রবর্তিত ‘ভারতী’ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। মহাপ্রভু শুভ্যাত্মক করিয়া কাটোয়াতে গিয়া ইহার নিকটে সম্মান গ্রহণ লৈলার অভিনয় করেন।

কেশাৰতাৱ—কেশ+অবতার। কৌরোদ শায়ী বিশুব শুক ও কৃষ্ণ কেশ হইতে উৎপন্ন অবতার। আবাৱ.কেশ অৰ্থ জ্যোতিঃ। অতএব কেশাৰতাৱ অৰ্থ শুক ও কৃষ্ণছত্তি বিশিষ্ট বলৱাম ও কৃষ্ণ।

কেশীজীৰ্ণ—শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশী ঘাট।

কৈতব—অজ্ঞানাক্ষকাৰী, কপটতা, আত্মবঞ্চনা, যাহা ভগবন্তকিৰ সাধক।

অজ্ঞান তমেৱ নাম কহিয়ে কৈতব। ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম-মোক্ষ-বাহ্য-
আদি সব। তাৰ মধ্যে মোক্ষ বাহ্য কৈতব প্ৰধান। যাহা হৈতে
কুফভঙ্গ হয় অস্তৰ্ধাৰণ। কুঞ্চ ভঙ্গিৰ বাধক যত শুভাঙ্গভ কৰ্ম।
সেহো এক জীবেৱ অজ্ঞান-তমো ধৰ্ম। (চৈ. চ. ১১১৫০-৫২)।

ভগবানেক সহিত জীবেৱ সেব্য সেবক সম্বক। তাহা ভূলিয়া ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম
ও মোক্ষ লাভেৱ আকাঙ্ক্ষা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা। বৰ্ণাশ্রম ধৰ্মেৱ আচৰণে
যে স্বৰ্গাদিলাভ, ধনৱত্তাদি লাভে যে আচ্ছেদিয় তৃষ্ণি, কাম অৰ্থাৎ ইচ্ছিয় তৃষ্ণিতে
যে স্থথ, মুক্তি বা ব্ৰহ্ম সায়ুজ্য লাভে যে আনন্দ তাহা কৈতব অৰ্থাৎ
কপটতা বা ঘোৱ অজ্ঞানতা প্ৰস্তুত আত্মবঞ্চনা। মানব ফল লাভেৱ আশায়
ধৰ্মকৰ্মাদিয় অমুষ্টান কৱে, হৃতৰাঃ এইসব ধৰ্মাকৰ্মাদি কৈতব। তবে
ধৰ্মকৰ্মাদিয় অমুষ্টানে হৃদয়ে ভঙ্গিৰ উৎসেক হৈতে পারে, কিন্তু মুক্তিকামী
ব্যক্তিৰ হৃদয়ে কথনও ভঙ্গিৰ স্থান নাই, কাৰণ ‘সোহহস্ম’ অৰ্থাৎ আমি সেই
অৰ্ক্ষ—এইভাৱ মনে আসিলেই মন হৈতে সেব্য সেবক ভাৱ অৰ্থাৎ ভঙ্গি দূৰ হয়,
সেজন্ত মোক্ষ লাভেৱ ইচ্ছা কৈতব প্ৰধান।

কৈশোৱ—১১শ হৈতে ১৫শ বৰ্ষ বয়ঃক্রম পৰ্যন্ত। কৈশোৱে কুক্ষেৱ নিত্যাস্থিতি
(চৈ. চ. ২১২০।৩।১৮)।

কৌমারং পঞ্চমাদ্বাস্তং পৌগণং দশমাবধি।

কৌমারমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনস্ত ততঃপৱম। (ভাঃ ১০।১৩।৩৭ শ্ৰীধৰ
স্বামী টাকা)।

কোকড়—বাঁকা, কোকড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১৯৭)।

কোঙৰ—কুমাৰ, পুত্ৰ (চৈ. চ. ২।২।০।১৭০)।

কোণার্ক—তৰ্কতীর্থ। বৰ্তমান নাম ‘কোনারক’। পুৱী হৈতে ১৯ মাহিল
উত্তৱে, সমুদ্রতীৱে। ইহার সূৰ্য মন্দিৰ স্থাপত্য শিল্পেৱ অপূৰ্ব নিৰ্দৰ্শন।

কোঢলী—প্রা. খ়িলৰা (চৈ. চ. ৩।১।০।২।১)।

কোথাকে—প্রা. কোথায় (চৈ. চ. ২।৩।২।২)।

কোমপাকে—প্রা. কোনও প্ৰকাৰে (চৈ. চ. ১।১।২।২৮)।

কোলাপুৰ—বোঝাই প্ৰদেশেৱ একটি রাজ্য। এখানে অনেক দেৱমন্দিৰ
আছে (চৈ. চ. ২।৩।২।৫৪)।

কোলি—প্রা. কুল, বদৱি (চৈ. চ. ৩।১।০।২।২)।

କ୍ଲୋଥ—ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରର ଦାହ ; ଝୋଷ । ଇହାତେ ପାକ୍ଷି, ଅକୁଟି, ନେଙ୍ଗୋହିତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଟ ହସ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୧୧) ।

କ୍ଲୋଶେ—ଚୀରକାର କରେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୧୧) ।

କ୍ଲପା—ରାତ୍ରି ।

କ୍ଲର—ନୟର (ଗୀ. ୮୧୪) ।

କ୍ଲାନ୍ସି—କୋଡ ଶୃନ୍ତା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୩୮ ଶ୍ଲୋଃ)

କ୍ଲୌରୋଫ—ପୁରାଣୋକ୍ତ ହଳ୍କ ସମ୍ମ୍ରେ, ଯାହାତେ ବିଶ୍ଵ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାରେନ ।

କ୍ଲୌରୋଫଶାମୀ, କ୍ଲୌରୋଫକଶାମୀ—କାରଣାର୍ଥ ଶାମୀ ଦ୍ରୁଃ ।

କ୍ଲେକ୍ଟ— ୧. ପୁରୀଧାର ; ୨. ପ୍ରକୃତି ; ୩. ଭାର୍ଯ୍ୟ ; ୪. ଦେହ, ପଞ୍ଚମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅହକାର, ବୃଦ୍ଧି (ମହତ୍ୱ) ; ପ୍ରକୃତି, ଦଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟ, ମନ, ଶ୍ରୋତାଦି ପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେର ପଞ୍ଚ ବିଷୟ, ଇଚ୍ଛା, ଦେବ, ସ୍ଵର୍ଗ, ଦୁଃଖ, ସଜ୍ଜାତ (ଶରୀର ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେର ସଂହତି), ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ଧୃତି—ଏ ସମ୍ପଦ ସବିକାର (ବିକାରେର ସହିତ) ‘କ୍ଲେକ୍ଟ’ । (ଗୀ. ୧୩୬-୭) ; ସାଂଖ୍ୟୟମତେ—ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ଵରେ ଏକତ୍ରେ କ୍ଲେକ୍ଟ ନାମେ ଅଭିହିତ । “ସବିକାରମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟାଦି ବିକାର ସହିତମ୍”—ଆଧିର ; “ସବିକାରର ଜନ୍ମାଦି ସତ୍ୱ, ବିକାର ସହିତମ୍”—ବିଶ୍ଵନାଥ । [ଜନ୍ମାଦି ସତ୍ୱ, ବିକାର—ଜନ୍ମ, ଅନ୍ତିମ, ବୃଦ୍ଧି, ବିପରିଗାମ, ଅପକ୍ଷୟ ଓ ବିନାଶ] ।

କ୍ଲେକ୍ଟେଜ— ୧. ଅର୍ତ୍ତର୍ଧାମୀ (ଭାଃ ୧୧୧୧୧୪୪) ; ୨. ଜୀବାଜ୍ମା (ଗୀତା ୧୩୧) ।

କ୍ଲେକ୍ଟ ସର୍ଜ୍ୟାଜ—ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବାସେର ସଂକଳନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୧୨୯) ।

କ୍ଲେମ— ୧. କଲ୍ୟାଣ ; ୨. ମୋକ୍ଷ (ଭାଃ ୧୧୩୧୩) ।

କ୍ଲୋଶୀ—ପୃଥିବୀ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୧୧ ଶ୍ଲୋଃ) ।

କ୍ଲୋଶ— ୧. ରେଶମୀ ବତ୍ର ; ୨. ଶୁଦ୍ଧ ଅତ୍ସୀ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାତ ବତ୍ର ।

୪

କ୍ଲୁଣ୍ଟ— ୧. ଗଡ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୦୧୨୩) ; ୨. ଶ୍ରୀଥତ୍ତ୍ଵ, ବର୍ଧମାନ ଜ୍ୱେଳାର । ଶ୍ରୀଲ ନର-ହରି ସମକାର ଠାକୁରେର ଶ୍ରୀପାଟ ।

କ୍ଲୁଣ୍ଟା—ନାନ୍ଦିକା ଦ୍ରୁଃ ।

କ୍ଲିନିକ୍ସମ—ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଆଦଶବନେର ଏକଟି ବନ ।

କ୍ଲୁନ୍ସା—ଆ. ଚୁଲକୁନି (ଚୈ. ଚ. ୩୧୪୪) ।

କ୍ଲାପରା—ଆ. ୧. ଭାବୀ ଷଟ୍ଟେର ଖୋଲା ; ୨. ଶୁଦ୍ଧ କରେନ ଅଙ୍ଗଳି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୯୯) ।

বেলাত্তীর্থ—অজ মণ্ডল একটি ভৌর্থ।

খোলা—বকল (চৈ. চ. ৩১৬৩১)।

গ

গঙ্গাজাম পশ্চিম—মহাপ্রভুর ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। পরে ইনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব লীলায় ইনি শ্রীরঘূনাথের শুল্ক বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

গঙ্গাজাম বিঞ্চি—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। নবদ্বীপ লীলায় ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ম নীলাচলেও যাইতেন। রাঢ় দেশের চতুর্ভুজ পশ্চিমের পুত্র। ইহার অপর হই আত্মার নাম বিষ্ণুজাম ও নন্দন। কাজীর ভয়ে সপরিবারে নিশা ভাগে দেশাস্ত্রী হওয়ার উদ্দেশ্যে খেয়া ঘাটে মৌকা। ম। পাইয়া ইনি অগতির গতি ভগবানের শরণ লইলে মহাপ্রভু ইহাদিগকে মৌকায় গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলেন।

গঙ্গপতি—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপকুন্দের উপাধি।

গড়খাই—আ. পরিথা (চৈ. চ. ২১১৫।১৭৪)।

গড়বড়ি—প্রা. হট্টগোল (চৈ. চ. ২১৮।১৩৮)।

গড়া—প্রা. ঘড়া, ঘট (চৈ. ভাঃ ২৩৮।১।১২)।

গড়িকার—প্রা. গড়ের (চুর্গের) ফটক (চৈ. চ. ২২০।১৫)।

গণ—প্রা. পার্বদ, সঙ্গীয় লোক (চৈ. চ. ৩।১০।১৩৫)।

গঢ়াধর দাস—শ্রীচৈতন্য শাখার ভক্ত। ইনি গোপী ভাবে তন্ত্র থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে শ্রেষ্ঠ ভক্তি প্রচারের জন্য গৌড়ে প্রেরণ সময়ে বাস্তুদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধর দাসকেও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইনি তদবধি নিত্যানন্দের সঙ্গী। নবদ্বীপেই বাস করিতেন।

গদাধর পশ্চিম গোস্বামী—পঞ্চতন্ত্রের শক্তি-তত্ত্ব। শ্রীগোঁড়াঙ্গের আবাল্য সঙ্গী ও সহপাত্র। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে আবির্ভাৰ। পিতার নাম মাধব মিশ্র ও মাতার নাম রঘুদেবী। কনিষ্ঠ ভাতা বাণীমাথ। অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসেন। ইনি পশ্চিম পুত্রৱিক বিজ্ঞানিধির শিষ্য। অজলীলায় গদাধর পশ্চিম ছিলেন শামসুন্দর-বলভাব বৃক্ষাবন-সংকীর্তি (শ্রীরাধা)। লঙিতাঙ্গ তাহাতে প্রবিষ্ট। গদাধরে কুঁড়ী দেবীর ভাবও ছিল।

গঙ্গীরা—অভ্যন্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জন গৃহ (চৈ. চ. ২২১৬)।
মহাপ্রভু মৌলাচলে কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গঙ্গীরার বাস করিতেন, তাহা
অঙ্গাপি বিশ্বান আছে। তাহাতে মহাপ্রভুর পাছকা ও ছেঁড়া কাথা
যুক্ত হইয়াছে।

গম্ভীর—কষ্ট নদীর তৌরে অবস্থিত বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গম্ভীর পিতৃ
তর্পণ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ডান প্রশংস্ত।

গৱাঙ়া—প্রা. চঞ্চল (চৈ. চ. ২১৭১২০২)।

গৱাঙ্গুলি—১. পুরীর অগ্নিপথ মন্দিরের গুরুত স্তুত (চৈ. চ. ৩১৬১৯);
২. পক্ষিকাজ, বিষ্ণুর বাহন, কঙ্গপ-বিমতার পুত্র; ৩. ঝিল পক্ষী।

গৱাঙ্গুলিকা—বিষ্ণু।

গৱাঙ্গুলি পশ্চিম—শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রাহ্মণ মহাস্ত। শ্রীপাট—নবদীপ,
আকনা। নামের বলে ইনি সর্পবিষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতেন।
গোয়গণোদ্দেশ দীপিকার মতে ইনি ছিলেন গুরুত।

গৰ্ব—ব্যক্তিগতি ভাব অৰ্থঃ।

গৰ্জেনশায়ী, গৰ্জেনকশায়ী—কারণার্গবশায়ী অৰ্থঃ।

গাগনী—কলসী (চৈ. চ. ৩১২১০২)।

গাঢ়ে—প্রা. গর্ত (চৈ. চ. ৩১৬৩৮)।

গাঁথুলি গ্রাম—গোবর্ধন পর্বতের পশ্চিম দিকে নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

গাত্রু—প্রা. তোষক (চৈ. চ. ৩১৩১৭)।

গায়ত্রী—‘গায়ত্রং ত্রায়তে যস্মাং গায়ত্রী অং ততঃ স্তুতঃ।’ গানকারীকে
যিনি আপ করেন তাহাকে গায়ত্রী বলে। অণব অৰ্থঃ।

গায়ত্রম—প্রা. ১. গান, কৌর্তন (চৈ. চ. ১৭১৩৯); ২. গায়ক (চৈ. চ.
২১৩১৩৩)।

গিরিশ—মহাদেব (চৈ. চ. ২২৩৩২ শ্লোঃ)।

গুজাকল—কুঁচ।

গুড়স্তুক—স্বাক্ষরিতি (চৈ. চ. ৩১৬১০২)।

গুড়াকেশ—গুড়াকা (মিঞ্জা), তাহার জৈশ (জেতা); জিভবিঞ্জ (গী ১৪)।

গুণ—১. উৎকর্ষ; ২. সব, মজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই তিনি গুণ;
৩. কাবোর বা অলকার শাস্ত্রের গুণ প্রধানতঃ তিমটি, যথা—প্রসাদ,
যামুর ও গুজঃ (চৈ. চ. ১১৬৪২)।

গুণবায়ী—শক্তি অৰ্থঃ।

শুণ্গরাজথান—বাংলা পয়ানাদি ছলে বিখ্যাত “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” রচনিতা বর্মান জেলার কুলীন গ্রামবাসী শালাধর বস্তু। গৌড়ের প্রদত্ত উপাধি শুণ্গরাজথান। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বস্তু। উপাধি সত্যরাজথান। লক্ষ্মীনাথের পুত্র ভক্ত রামানন্দ বস্তু। শুণ্গরাজথান শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে আবিষ্ট'ত হইয়াছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে’ ভাগবতের গল্লাংশ প্রধানভাবে অনুসৃত। ইহার রচনা ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩-৭৪ খঃ) আবর্ণ এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খঃ) শেষ বলিয়া অনুমিত।

শুণ্গোবত্তার—অবতার দ্রঃ।

শুণ্গোৎ সন্তুষ্টি—মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ।

শুণ্গি—প্রা. শুণ্ডা, চৰ্ণ (চৈ. চ. ৩১০।১৫)।

শুণ্গিচা—রথযাত্রা (চৈ. চ. ২।১।৪৩-৪৪)। **শুণ্গিচা অম্বিকা**—পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে এক ক্রোশ পূর্বোক্তরে এই মন্দির অবস্থিত। রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ এক সপ্তাহকাল এই মন্দিরে অবস্থান করেন (চৈ. চ. ২।১।২।১০)।

শুণ্গত—প্রা. শুণ্গ বা রঞ্জিত (চৈ. চ. ১।১।০।২৪)।

শুনুর—আনাঙ্গিক শলাকা দ্বারা যিনি শিশ্যের অজ্ঞান-অক্ষকার দ্রু করেন, তিনিই শুনুর। শুনুর দ্বিধি—দীক্ষা শুনুর ও শিক্ষা শুনুর। উপাস্ত দেবের মূলমন্ত্র প্রদাতা দীক্ষা শুনুর, আর শাস্ত্রাদি বা ভজন বিষয়ে শিক্ষাদাতা শিক্ষাশুনুর। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা শুনুর কৃষ্ণতুল্য, শ্রীকৃষ্ণ শুনুর জন্মেই ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। শিক্ষা শুনুরকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া গ্ৰহণ কৰিতে প্ৰয়োজন হইবে। চিত্তের অন্তর্যামী ভগবান् শুনুরপে জীবের দৃষ্টি গোচর হন না, তাৰে মহাস্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তকে কৃপা কৰিয়া থাকেন। তাঁর একে ‘চৈতন্ত শুনুর’ বলা হয়। আর যাহা হইতে ভগবানের নাম শীলন+ এবং শুনুর শীলন যায়, তিনি কখনও কখনও ‘অবশ শুনুর’ বলিয়া কথিত হন। তিনি এই হউন, সন্নামীই হউন, শুনুরই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই এই হইতে পারেন (চৈ. চ. ১।১।২১, ২৯; চৈ. চ. ২।৮।১।০০ এবং ভা. ১। ১।৮।২।৭)। শুনুর শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। বিবেক চূড়ান্তি’ (৩৩) মতে সদ্শুনুর লক্ষণ—‘শ্রোতৃরোহ বৃজিনোহ কামহতো যো ক্রুক্ষি ত্যঃ’। শুনুর আদেশ শাস্ত্র বিরক্ত হইলে পালনীয় নয়। অবলিপ্ত, শুনুর প্রধানামী শুনুর পরিত্যাজ্য, যথা—শুনুরপ্যবলিপ্রস্তু কার্যাকার্যম্ জ্ঞানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্থ পরিত্যাগো বিধীয়তে। ভক্তি সমৰ্থ—২৩৮।

শুনুর গুরুস্তাৱা—মাধুগৌড়ের শুনুরস্তাৱা (মহাপ্রাচু পৰ্যন্ত) দ্রঃ।

গুহবিষ্টা—হ্রদাদিনী শক্তির অভিযোগ্যি—আনন্দ-প্রাধান্ত লাভ করিলে বিশ্বক সত্ত্বকে গুহবিষ্টা বলে। গুহবিষ্টার দুইটি বৃত্তি—ডক্টি ও ডক্টির প্রবর্তক। ইহারামা শ্রীত্যাঞ্চিকা ডক্টি বা প্রেমভণ্ডি প্রকাশিত হয়।

গেলাঙ্গ—প্রা. পিয়াচিলাম (চৈ. চ. ১৮৩৬৮)।

গেলুঁ—প্রা. গেলাম (চৈ. চ. ১১৭১৮২)।

গৈরিক—প্রা. গিরিমাটি (চৈ. চ. ৩১৩১৬)।

গোকুল—১. অজ, গোলক, বৃন্দাবন ও খেতবীপ (চৈ. চ. ২১১৮১৬২); ২. মথুরার দক্ষিণ পূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গো-খর—প্রা. গোগণের মধ্যেও অবিবেকী; অতিযুর্ধ (চৈ. ভা. মধ্য পঞ্জদশ-অধ্যায় ২৩৩।১।১৫)।

গোঙাইতে—প্রা. কাটাইতে (চৈ. চ. ২১২১৫০)। **গোঙাইমু**—কাটাইলাম (চৈ. চ. ২১২০।৯৩)।

গোকাবরী—নাসিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত (মতান্ত্রে জটাফটক পর্বত) হইতে উৎপন্ন দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। বঙ্গোপসাগরে পতিয়াছে। ভারতের সপ্ত পরিত্র নদীর অন্তর্গত।

গোপাল—১. গোপালক, গোবালা; ২. কৃষ্ণ; ৩. অব্দেতাচার্যের পুত্র। ইনি নীলাচলে গুণিচা মলিন মার্জনের সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে মৃত্যু করিতে করিতে ঘূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অব্দেতাচার্য নুসিংহ মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের চৈতন্ত সম্পাদনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ না করায় বিহুল হইয়া পড়েন। তখন মহাপ্রভু তাহার বুকে হাত দিয়া “উঠে গোপাল বলি উচ্চস্থরে কৈল”। ইহাতে গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া মৃত্যু করিতে থাকেন। (চৈ. চ. ২১১২।১৪০-১৪৬)।

গোপাল গোপাল—নিমোন্তু দাদশ জন গৌরাঙ্গ-পরিকর ব্রজলীলায় কৃষ্ণ-সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ,—সখা—১. উকারণ দাস—ব্রজের স্বাক্ষ গোপাল, ২. কমলাকর পিণ্ডলাই—ব্রজের মহাবল গোপাল, ৩. গৌরীদাস পশ্চিত—ব্রজের স্ববল সখা, ৪. ধনঞ্জয় পশ্চিত—ব্রজের বসুদাম সখা, ৫. পরমেশ্বর দাস—ব্রজের অর্জুন সখা, ৬. পুরুষোন্তম দাস—ব্রজের দাম সখা, ৭. পুরুষোন্তম পশ্চিত—ব্রজের স্তোক কৃষ্ণ, ৮. মহেশ পশ্চিত—ব্রজের মহাবাহ সখা, ৯. রামদাস অভিযাম—ব্রজের শ্রীদাম সখা, ১০. শ্রীধর পশ্চিত

(খালাবেচা শ্রীধর)—অজের কুমুদাস সন্ধা বা মধু মঙ্গল, ১১. কুমুদাবল্দ
ঠাকুর—অজের সন্ধাম সন্ধা, ১২. কালা কুঞ্জাস—অজের আশুবঙ্গ।
ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থ মধ্যে সন্তুষ্টিপূর্ণ হইয়াছে।

গোপাল কৃষ্ণ গোষ্ঠীজী—শ্রীরামমুখাসী বেক্ট ভট্টের পুত্র। দক্ষিণ ভারত
অঘণকালে মহাপ্রভু বেক্ট ভট্টের গৃহে চতুর্মাস্য যাপনের সময়ে ইনি প্রাণ ভরিয়া
মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর
নিকটে দীক্ষিত। পরে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কৃপ
সন্মানের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠীবীর অন্তর্গত।
শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে এবং শ্রীবৃন্দাবনে
শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপী—গুণ্ধাতু রক্ষণে। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ যোগ্য প্রেম
(মহাভাব) বক্ষা করেন, তাহারাই গোপী। গোপীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।
ধীহারা অনাদিকাল হইতেই কাষ্টাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন,
তাহারা নিত্যসিদ্ধা, স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি। ইহাদের দেহাদি চিয়ায়,
প্রাকৃত কিছুই নাই। আর ধীহারা সাধন প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া অজে
গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরিকরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতেছেন,
তাহারা সাধন সিদ্ধা। ইহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব।

গোপীগণ রস বৈচিত্রীর জন্ম আকৃতি ও অকৃতি ভেদে শ্রীরাধার কাখব্যাহ কৃপ।
(চৈ. চ. ১৪।১৬৮)। শৃঙ্গার রাসাঞ্চিকা লীলার সহায়ের অন্যই শ্রীরাধার
অজদেবী বিগ্রহে বহু কাষ্টাকৃপে প্রকাশ। গোপী প্রেম নিত্যসিদ্ধ, কামগন্ধীন
এবং দশ্ম হেমের ত্বায় শুক, নির্মল ও উজ্জ্বল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্য,
তাহার শুক, বাঙ্কব, প্রেয়সী, প্রিয়া, শিশু, স্থী ও দাসী (চৈ. চ. ১৪।১৭৩-৭৪)।

গোপী শ্রেষ্ঠ—অধিকার মহাভাব, বিশুদ্ধ ও নির্মল। ইহা প্রাকৃত কায় নহে।
কামক্রীড়ার সাম্যে ইহাকে রস শাস্ত্রে কাম বলা হয়। ইহা হ্লাদিনী শক্তির
বিলাস বৈচিত্রী। কামের তাৎপর্য নিজ স্থ সঙ্গেগ, তাহার গুরুমাত্রও গোপী
প্রেমে নাই। গোপী প্রেম কৃষ্ণ স্থ তাৎপর্যময়। সাধন সিদ্ধা গোপীগণ
ঘোষিকী ও অঘোষিকী ভেদে বিবিধ। ধীহারা একইভাবে ভাবিত হইয়া
দলবক্ষভাবে সাধন ভজন করেন, তাহারা ঘোষিকী আর ধীহারা দলবক্ষ না
হইয়া গোপী ভাবের প্রতি অসন্তোষী হইয়া রাগাত্মকা ঘার্গে সাধন করেন
তাহারা অঘোষিকী। ঘোষিকী গোপীগণ অবিচর্তী ও শ্রান্তিচর্তী ভেদে
আবার বিবিধ। ঘোষিকী অবিচর্তী গোপীগণ সাধনকালে দণ্ডকারণ্যবাসী।

মুনি ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বরে যোগমায়ার সহায়তায় ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট সৌনায় গোপীগণ হইতে গোপকন্তারপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

গোপীমাথ আচার্য—শ্রীচৈতন্য শাখা। সার্বভৌম উট্টাচার্যের ভগ্নীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্বভৌম উট্টাচার্যের গৃহে বাস করিতেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী। অজনীলায় ইনি রস্তাবঙ্গী সর্থী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

গোপীমাথ পট্টমালক—রামানন্দ রায়ের ভাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি উড়িয়ার রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে শালজাঠ্যাদগুপ্তের শাসন কর্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা বাকী পড়ায় ও বড়রাজপুত্রকে উপহাস করায় রাজপুত্র ইহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভুর কৃপা ভাজন জানিয়া রাজা তাহাকে ক্ষমা করেন।

গোকু—শুহা (চৈ. চ. ২১১৮৫৫)।

গোবর্ধন—মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত। ইহার অন্নকৃত নামক গ্রামে গোপাল দেবের মন্দির অবস্থিত ছিল। গোবর্ধন পর্বতকে মহাপ্রভু ও বৈকল্প আচার্যগণ কৃষ্ণল্য জ্ঞান করিতেন, তাহারা ইহাতে আরোহণ করিতেন না। শ্রীগোপাল দেব কোন অচিলায় নিম্নে নামিয়া আসিতেন। তখন ইহারা সেখানেই বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত ঋতুতে গোবর্ধন পর্বতে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ (বিগ্রহ)—১. গো (ইন্দ্রিয়) বিন্দুতি, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা; অথবা গাং বিন্দুতীতি, শৃথিবীর পরিপালক শ্রীকৃষ্ণ; ২. নীলাচলে অগ্নমাথ মন্দিরস্থ বিগ্রহ বিশেষ, ইনি জলকেলি আদি সৌনাতে অগ্নমাথ দেবের প্রতিনিধিত্ব করেন (চৈ. চ. ৩১০১৪০, ৫০), ৩. শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ; ৪. পরব্যোম চতুর্বুজ্যহের অস্তর্গত সক্ষর্বগের বিলাস, ইনি অজেন্ত নমন গোবিন্দ নহেন।—(চৈ. চ. ২১২০।১৬৫, ১৬৮)।

গোবিন্দ (সাম)—১. নীলাচলে চৈতন্য প্রভুর অঙ্গ সেবক। শূদ্র। ইনি পূর্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলেন। অস্তর্ধানের সময়ে পুরুষ গোস্থামী গোবিন্দ দাসকে শ্রীমন্তি মহাপ্রভুর সেবা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেভাবে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি তাহার সেবার ভাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ অবগেন্ন বৃক্ষাস্ত “গোবিন্দ মাসের কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ। অজনীলায়

ইনি ভঙ্গুর নামক শ্রীকৃষ্ণভূত্য ছিলেন। (চৈ. চ. ২১১০।১২৮-১৩৮)। কড়চাতে ইনি নিজেকে ‘কর্মকার’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ২. শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ দাস ঘোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্ট হন। ইনি বিজ্ঞাপত্রিয় অমুকরণে অজগুলীতে বহু পদ রচনা করায় ইহাকে ‘স্বিভীয় বিজ্ঞাপত্রি’ বলা হইত। ইহার রচিত প্রায় ৫০০টি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্বারা ইনি সংস্কৃতে ‘সঙ্গীত মাধব’ মাটক ও ‘কর্ণায়ত’ কাব্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে ইনি ‘কবিগ্রাজ’ উপাধিতে ভূষিত হন।

গোবিন্দ কবিগ্রাজ—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত (চৈ. চ. ১১১।৪৮)।

গোবিন্দ কুণ্ড—গোবর্ধন-পর্বত-তটে একটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গোবিন্দ গোসাঙ্গি—কালীখন গোস্বামীর শিষ্য ও বন্দুবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের প্রিয় সেবক।

গোবিন্দ ঘোষ—বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি উত্তর রাজ্যের কাষেত্র। বাস্তুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। নীলাচলে ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিত্যানন্দ মৃত্যু করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। রামকেলি গমন সময়ে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রসৰীপে রাখিয়া যান। সেখানে ইনি গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে ইহার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিলে ইহার আর শাক্তাধিকারী নাই বলিয়া ইনি বিচলিত হইলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে জানাইলেন, তিনি ঘোষ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইহার আক্ষ করিবেন। তাহাই হইয়াছিল এক এখনও গোপীনাথ বিগ্রহ স্বারাই তিরোভাব তিথিতে ঘোষ ঠাকুরের আক্ষ ক্রিয়া সম্পন্ন করান হয়। অজগুলীয়ার ইনি ছিলেন কলাবতী। ইনি বিশাখা রচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ মন্ত্ৰ—থড়দহের নিকটে স্থৰ্থচৰ গ্রামে শ্রীপাট। নবঘীপে শ্রীচৈতন্যের কীর্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ বৈজ্ঞানিক শুচনায় বাস্তুদেব মন্ত্ৰ, গোবিন্দ ও মুকুদের বদন। করিয়াঁছেন। এজন্ত ইহারা তিনি জন সহোদর ছিলেন বলিয়া অনেকে অস্থমান করেন। ইনি পূর্বগুলীয়ার বৈকৃত মণ্ডলে পুণৰীকাক্ষ ছিলেন।

গোবিন্দ—ইঙ্গিয় বর্গ (উ. নী. সং—৪)।

গোবোঁত—আ. কাটাইব (চৈ. চ. ২১১।১৪১)।

গোলোক—বৈকুণ্ঠের উপনিরতন স্বনাম শ্রীকৃষ্ণ লোক। গোলুকের বৈজ্ঞানিক বিশেষ। (চৈ. চ. ২১২১১৪)।

গোসাঙ্গি, **গোসাঙ্গি**—গোসাঙ্গী (চৈ. চ. ১৭১৯৮), শগবান্ (চৈ. চ. ২১১১৯৯)।

গোহারি—(উড়িয়া) নালিশের আর্জি (চৈ. ভা. ১২১২১১৬)।

গোড়ু—১. বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম। নবদ্বীপ ও তদুতরে 'মালদহের অর্থগত রামকেলি প্রভৃতি স্থান; ২. উৎকল দেশীয় গোয়ালা (চৈ. চ. ২১৩১২৬)। ৩. 'কালাপিটিয়া' নামে খ্যাত শ্রীজগনাথের রথ আকর্ণণকারী লোক। **গোড়ীরীতি**—ওজোগুণ প্রকাশক দীর্ঘ সমাপ্ত বছল রচনাই গোড়ীরীতি।

গোড়েরে—গোড়দেশে (চৈ. চ. ২১১১৩৮)।

গোঁগভজি রস—গোঁগভজি রস ৭টি। যথা—হাস্ত, অচূত, বীর, করুণ, রোম্ব, বীভৎস ও ভর। (চৈ. চ. ২১১১১৬০)।

হাস্ত—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্ত বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা (ভ. র. সি. ২১৫৩০) কৃষি সম্বন্ধে চেষ্টা জনিত হাস্ত, অয়ঃ-সঙ্কোচময়ী কৃষিরতি কর্তৃক অমুগ্ধীত হইলে হাস্তরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাস্তরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে হাস্ত-ভক্তি রসে পরিণত হয়। (ভ. র. সি. ৪১১২)।

অচূত—অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিকৃতি জন্মে তাহাকে বিশ্বয় বলে (ভ. র. সি. ২১৫৩৩)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদি জনিত বিশ্বয় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অমুগ্ধীত হইলে, বিশ্বয় রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ও আস্থাত্ত হইলে বিশ্বয় রতিকে অচূত ভক্তিরস বলে। নেত্র বিস্তার, অঙ্গ, স্তন, পুলকাদি ইহার অঙ্গভাব। আবেগ, হৃদ, জড়তা প্রভৃতি সংক্ষারী ভাব।

বীরু—যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসনীয় যোগ্য, সেই যুক্তাদি কার্যে শ্বিতর ঘনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে (ভ. র. সি. ২১৫৩৪)। কাল বিজয়ের অসহন, ধৈর্যত্যাগ ও উত্তম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তাদি কার্যে উৎসাহ, অকৃষ্ণরতি কর্তৃক অমুগ্ধীত হইলে উৎসাহ রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ও আস্থাত্ত হইলে উৎসাহ-

রতিকে বীৱি ভক্তি রস বলে। স্তুতাদি সাহিক অনুভাব। গবেষণা, ধৃতি, বীড়া, মতি, হৰ্ষ, শুভি প্ৰভৃতি সঞ্চারী।

কুলগ—ইষ্ট বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাত্মককে শোক বলে (ড. র. সি. ২১৫৩৫)। শ্রীকৃষ্ণ সমৰ্পক শোক, শ্রীকৃষ্ণরতি কৃতক অনুগৃহীত হইলে শোকৰতি বলিয়া কথিত হয়। আঘোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে শোক রতিকে কুলগ ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, বিলাপ, অনুগাতৰতা, খাস, ক্রোশন, স্তুপতন, ও বক্ষ তাড়নাদি অনুভাব। জাভা, নিৰ্বেদাদি সঞ্চারী ভাব।

রৌজ্ব—প্রাতিকুল্যাদি জনিত চিন্তজনকে ক্রোধ বলে (ড. র. সি. ২১৫৩৬)। শ্রীকৃষ্ণ সমৰ্পক প্রাতিকুল্যাদি জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কৃতক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধৰতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্ট লাভ কৰিলে ক্রোধৰতি রৌজ্ব ভক্তি রসে পরিণত হয়। রক্তনেতৃতা, উষ্ট দংশন, ঘোন প্ৰভৃতি অনুভাব। স্তুতাদি সাহিকভাব। আবেগ, জড়তা, গবাদি সঞ্চারী।

বীভৎস—অহঙ্ক বস্তুৱ অনুভব জনিত চিন্ত-নিয়মীলনকে জুণ্পা বলে (ড. র. সি. ২১৫৩৭)। শ্রীকৃষ্ণরতি-কৃতক অনুগৃহীত জুণ্পাকে জুণ্পারতি বলে। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট জুণ্পারতিকে বীভৎস ভক্তি রস বলে। নিষ্ঠিবন, মুখ বাঁকা কৱা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। মানি, অঘ, উন্মাদ, মোহ, দৈশ্যাদি সঞ্চারী।

ক্ষয়—পাপ ও ভয়ানক দৰ্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে (ড. র. সি. ২১৫৩৮)। শ্রীকৃষ্ণ-রতি কৃতক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়-রতি বলে। স্বৰোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট ভয়-রতিকে ভয়ানক-ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্ঘৃণা, রক্ষাকৰ্তাৱ অৰ্পণাদি অনুভাব। অঞ্চ ভিন্ন সাহিক ভাব ; আস, মৱণ, আবেগ, দৈশ্যাদি সঞ্চারী।—(নাথ)

গৌণী-বৃক্ষি—বৃক্ষি অঃ।

গৌৱ, গোৱাজ, শ্ৰীগোৱাজ—শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য। ১৪৮৫-১৫৩৩ অঃ (১৪০৭-১৪৮৮ শকা�্দ)। আটচলিশ বৎসৱ কাল প্ৰকট ছিলেন। পিতা অগ্ৰৱাথ মিৱ পুৱনৰ, মাতা শচী দেবী। অগ্ৰৱাথ মিৱ ও শচী দেবীৱ পিতা নীলাৰূপ চক্ৰবৰ্তীৱ পূৰ্ব নিবাস শ্ৰীহট্ট জেলাৱ ছিল। পৱে ঠাহারা সংস্কৃত শিক্ষাৱ শীঠলান, পুণ্যস্তীৰ্থ নববৰ্ষীপে আসিয়া বাস কৰিতে থাকেন। এখানে ১৪৮৯ অঃ অক্ষেয় কালৰ পূৰ্ণিমাৱ শ্ৰীগোৱাজেৱ অঘ হৈ। শৈশবে ভিন্নি

বিশ্বস্তর, গোৱ, গোৱা, গোৱাঙ্গ ও নিমাই নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন। আৰো বহু নামে ভক্তগণ তাহাকে ডাকিতেন, যথা—গৌৱকঞ্জ, গৌৱচন্দ্ৰ, গৌৱধাম, গৌৱ ভগৱান, গৌৱ রায়, গৌৱ হৱি, চৈতন্য কুষ্ঠ, প্রভু, মহাপ্রভু, শচীমৃত, শচীনলন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। যৌবনানন্দে বলভাচার্যের কল্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীৰ সহিত শ্রীগৌৱান্দেৱ বিবাহ হয়। কিন্তু অতি অল্প বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীৰ তিরোধান ঘটিলে নিমাই পণ্ডিত সনাতন পণ্ডিতেৰ কল্যা বিশ্বপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ কৱেন। নিমাই অপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে নবদ্বীপে টোল স্থাপন কৱিয়া অধ্যাপনা কৱিতে থাকেন। ইনি পিতৃবিয়োগেৰ পৰে বিশ্বপন্দে পিণ্ডানন্দেৰ জন্য গয়ায় গমন কৱেন এবং শেখানে শ্রীপাদ উথৰ পুৱীৰ নিকটে দীক্ষা গ্ৰহণ কৱেন। ৩৫পন্ন হইতে কুষ্ঠ ভক্তিতে বিভোৱ হইয়া নাম কৌর্তনে মগ্ন হইয়া পড়েন। ২৪ বৎসৰ বয়সে সংসাৱ ত্যাগ কৱিয়া, ৫০৯ শ্রীঃ মাঘ মাসেৰ শুক্ল পক্ষে কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভাৱতীৰ নিকটে সন্ধ্যাস গ্ৰহণ কৱেন। চৈতন্য চৱিতামৃতে আছে (২১৩২)—“চৰিষ বৎসৰ শেষ যেই মাঘ মাস। তাৰ শুক্লপক্ষে প্রভু কৱিয়া সন্ধ্যাস”। সন্ধ্যাসাম্রে তাহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সন্ধ্যাসেৰ পৰে মাত্ৰ আজ্ঞা গ্ৰহণ কৱিয়া ইনি প্ৰকট লৌলাৰ বাকী ২৪ বৎসৰ নীলাচলে বাস কৱিয়া ছিলেন। ইহাৰ মধ্যে (১৫০৯-১৫১৫ শ্রীঃ) ছয় বৎসৰ দুষ্কিৰণ ভাৱত, দ্বাৱকা, গোড়, কাণী, মথুৱা, বৃন্দাবন প্ৰত্তি ভ্ৰমণ কৱিয়া সারা ভাৱতবৰ্ষ কুষ্ঠ-নাম-প্ৰেমেৰ বন্ধুয় ভাসাইয়া দেন। শেষ দ্বাদশ বৎসৰ নীলাচলে “গভীৱায়” বাস কৱিয়া রাখাভাৱে কুষ্ঠ প্ৰেমেৰ অনন্ত বৈচিত্ৰীৱশ আৰ্থাদন কৱিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্মেৰ প্ৰবৰ্তক ও অচিষ্ট্য ভোাভেদ তত্ত্বেৰ উদ্গাতা। শ্রীমৎ গৌৱ গোবিল্দানন্দ ভাগবত স্থায়ি পাদেৰ যতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্ৰদায় মধ্যে সম্প্ৰদায়েৰ অস্তৃত একটি শাখা, যথা—“স্বনিঃখসিত বেদোহপি গৌৱ মাধৰমতঃ গতঃ।” “সম্প্ৰদায়েক দীক্ষাগাং মিধঃ কিঞ্চিত্তাস্তুৰাত। শাখা ভেদো ভবেশ্মাঙ্গ সম্প্ৰদায়ো ন ভিত্ততে।”—কুহুমসৱোবৱস্থ শ্রীলক্ষ্মদাসজী মহারাজেৰ সম্পাদিত ‘শ্রীকৃষ্ণত গোবিল্দ ভাস্তুম’ গ্ৰহে ধৃত শ্রীমৎ ভগবৎ স্থায়িপাদেৰ ‘শীঘ্ৰাংসা পত্ৰম্’।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিবাজ গোস্বামী-বিয়চিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চৱিতামৃত ভগৱান্ শ্রীচৈতন্যেৰ সৰ্ব প্ৰধান ও প্ৰামাণিক জীবন চৱিত। এতদ্ব্যতীত বাংলা পঞ্চ বৃন্দাবন দাস ঠাকুৱেৱ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস ঠাকুৱেৱ চৈতন্য মুক্তি, সংস্কৃতে অৱলুপ্ত দামোদৰ ও শুভামি শুণ্ডেৰ কড়চা, কবি কৰ্ণপুরেৰ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চক্রোদয় নাটকম—শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ জীবন চরিত। বাংলা পঞ্চ গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

গৌর অবতারের হেতু—ভগবান্যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন কৃপে জয় পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা সমস্ত শ্রীচৈতন্য-জীবনীকারেরই সুস্কার্ষ। কিন্তু কৃষ্ণাবতরণের কারণ সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামী বলিয়াছেন—শ্রীঅর্জুনের আরাধনা ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়াই কলিহত জীবকে নাম প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে ভক্তাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নাম প্রেম বিতরণ আমুষক বা বহিরং কারণ। মুখ্য কারণ—হাপর লৌলাৰ তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ, যথা—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরণ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্যই বা কিরণ এবং সেই মাধুর্য আস্থাদন করিয়া শ্রীরাধা যে স্থ অস্তুব করেন, তাহাই বা কিরণ—ইহা আস্থাদন। কবিরাজ গোস্থামী শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (চৈ. চ. ১১১৫-৬ শ্লোঃ, ১১৪১৯-২২৩)। শ্রীপাদ স্বরূপগোস্থামী বলিয়াছেন—যে উর্ভৱ উজ্জল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম ভক্তি চিরদিন অনর্পিত ছিল, সেই প্রেম ভক্তি সম্পদ সর্ব সাধারণকে বিতরণের উদ্দেশ্যে গৌরহরি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন (চৈ. চ. ১১১৪ শ্লোঃ)। বাস্তুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন—কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ ও বৈবাগ্য বিশ্বা শিক্ষা দেওয়াৰ জন্মই পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবিভাব (চৈ. চ. ২১৬২০-২১ শ্লোঃ)। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—‘রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্থাদিতে করিয়াছ অবতার। নিজ গৃচকার্য তোমার প্রেম আস্থাদন। আমুষকে প্রেমময় কৈলে ত্রিভূবন।’ তৎপরে তিনি দেখিলেন—‘রসারাজ মহাভাব দৃষ্টি একরূপ।’ (চৈ. চ. ২১৮২৩০-৩১, ২৩৩), শ্রীপাদ আজীব গোস্থামী ভাগবত সম্বর্তে (ষষ্ঠ সম্বর্তের প্রথম (১১২) সংখ্যকত্ব সম্বর্তে) বলিয়াছেন—সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ প্রচারাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল (‘চৈ. চ. ১৩১১৪ শ্লোঃ)। শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন—অধর্মের অভ্যাস নিৰাবৃণ, ধৰ্ম-সংৰাপন এবং নাম-প্রেম-প্রচারাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ত্ববেদ কারণ।

গৌর অবতারের শাস্ত্ৰীয় অৱৰ্ণন—চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—ভাগবত ভারত শাস্ত্ৰ আগম পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ।—(চৈ. চ. ১৩১৩১)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ :—আসন্ন বর্ণাস্ত্রয়োহস্ত গৃহতোহম্ময়গং তন্মঃ ।

তঙ্গো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কুঞ্চতাং গতঃ ॥—ভাৎ ১০।৮।৯

কুঞ্চবর্ণং দ্বিষা কুঞ্চং সাঙ্গোপাঙ্গাঙ্গ পার্ষদং ।

যষ্টেঃ সংকীর্তন-প্রার্যের্জন্তি হি মুমেধসঃ ॥—ভাৎ ১১।৫।৩২

অর্থাৎ সত্য ত্রেতা, দাপর ও কলির অবতারের অঙ্গের বর্ণ যথাক্রমে—
শুক্র, রক্ত, কুঞ্চ এবং পীত । কলিযুগে কুঞ্চবর্ণ ভগবান् অকুঞ্চবর্ণ অর্থাৎ পীতকাণ্ডি
ধারণ করেন এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র ও পার্শবর্ণ দ্বারা পরিবৃত্ত থাকেন ।
মহুক্তি বাক্তিগণ তাঁহাকে সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা আচন্দন করিয়া থাকেন ।
এই সমস্ত শুণ্গাবলী একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গেই প্রযোজ্য হয় । মহাভারত, দান
ধর্মে, বিষ্ণু সহস্র নাম স্নোত্ত্বের (১২।১।১৫) শ্লোকও শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারস্থের
প্রমাণ স্বরূপ, যথা—“স্তুব্র্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গচন্দনাঙ্গদী । সর্বাস কুচ্ছমঃ
শাঙ্গেনিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ ॥” অর্থাৎ হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “কুঞ্চ” এই
উত্তম বর্ণন্দ্বয় সর্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘স্তুব্র্ণ বর্ণ’ । অঙ্গ
স্বর্ণের স্থায় উজ্জল বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘হেমাঙ্গ’ । সাধারণ লোক
অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ সম্মুখ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘বরাঙ্গ’ । চন্দনের
অঙ্গদ (কেঁচুর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘চন্দনাঙ্গদী’ । সর্বাস
গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘সর্বাসী’ । ভগবত্তির্থ বুদ্ধি বলিয়া তাঁহার
নাম ‘শৰ্ম’ । অচঞ্চল চিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম ‘শাস্তি’ । কুঞ্চ ভক্তিতে
নিষ্ঠা এবং নিয়ন্তি পরায়ণ বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘নিষ্ঠা-শাস্তি-পরায়ণ’ ।
এই সমস্ত নামই শ্রীকুঞ্চচৈতন্যের প্রতি প্রযোজ্য । দেবী পুরাণাদি উপপুরাণে
ইহার সমর্থক শ্লোক আছে, যথা—‘অহমেব কচিদ্ অঙ্গন, সম্যাসাঞ্চম মাণ্ডিতঃ ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলো পাপহতান্নরান্ম ॥’—অর্থাৎ শ্রীকুঞ্চ ব্যাসদেবকে
বলিতেছেন—হে ব্যাসদেব ! কোনও কলিযুগে আমি স্বয়ং সম্যাসাঞ্চম
গ্রহণ করিয়া পাপহত মহুজাদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ॥—ইহাও শ্রীচৈতন্যের
অবতারস্থের সমর্থক ।

মুগুকোপনিষদে (৩।।।।৩) পর অঙ্গের এক কুঞ্চবর্ণ (স্তুব্র্ণ) দ্বারপের উরেখ
আছে, যথা—‘যদা পশ্চ পশ্চতে কুঞ্চবর্ণ কর্তারমীশং পুরুষং অক্ষয়েনিষ্য ।
তদা বিষ্ণান् পুণ্যপাপে বিষ্ণু নিমন্তনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥’ অতএব
ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ ও অতি—সকলেই শ্রীকুঞ্চচৈতন্যের অবতারস্থের
সমর্থক ।

গৌর গোপাল মন্ত্র—চারি অঙ্কর যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং।

গৌরীদাস পশ্চিম—দাদশ গোপালের এক গোপাল। অঙ্গের স্থল সখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবিভাব। পিতা কংসার মিথ্র (ঘোষাল), মাতা কমলা দেবী। কংসার মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সুর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। সকলেই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অস্বিকায় আসিয়া নির্জনে সাধন ভজন করিতে থাকেন। পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমতী বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাহাদের দুই পুত্র—বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক ও নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য।

গ্রাব—প্রস্তর (চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ)।

গ্রাহ—হৃষ্টীর (চৈ. চ. ১।২।১ শ্লোঃ)।

গ্রাম—ব্যভিচারী ভাব স্তুৎ।

ঘ

ঘটপটিলা—প্রা. তার্কিক (চৈ. চ. ৩।৩।১৮৮)।

ঘটি একে—প্রা. এক ঘটিকার মধ্যে (চৈ. চ. ১।১৬।৩৪)।

ঘড়া—প্রা. কলস (চৈ. চ. ১।১০।১৪২)।

ঘরভাত—প্রা. ঘরে রাঙ্গা করা অঙ্গাদি (চৈ. চ. ৩।১০।১৫২)।

ঘর্ষ—প্রা. রৌপ্য (চৈ. চ. ৩।২।০।১৯)।

ঘটাইলা—প্রা. কমাইলা (চৈ. চ. ৩।৯।২২)।

ঘাতি—প্রা. কর আদায়ের স্থান (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩)। **ঘাটিঅল**—প্রা. কর আদায়কারী।

ঘাটিমূল্য—প্রা. কম মূল্য (চৈ. চ. ৩।৯।২৫)।

ঘোড়াগিটা—প্রা. ঘোড়া ও অগ্নাঞ্জ জিনিষ (চৈ. চ. ২।১৮।১৬৪)।

চ

চকিত—প্রিয়তমের অগ্রভাগে ডয়ের অস্থানেও যে শুরুতর ভয়, তাহাকে চকিত বলে (চৈ. চ. ২।১৪।১৬৩-৬৪)।

চক্রজমি—প্রা. চাকার মত ঘুরিয়া (চৈ. চ. ২।১৩।৭৭)।

চটকপর্বত—পূরীতে সমুদ্র তীরস্থ বালুর পাহাড়কে চটক পর্বত বলে।

চঢ়াঝো—প্রা. উঠাইয়া (চৈ. চ. ২।৩।৩১)। **চঢ়াইলা**—উঠাইয়া (চৈ. চ. ৩।১।১৬১)। **চঢ়াইল**—উঠাইল (চৈ. চ. ২।১৬।১৬১); বসাইল (চৈ. চ.

৩। ১৩। ৪৮)। চার্টাইলা—লাগাইলেন (চৈ. চ. ২। ৪। ১। ৭৩)। চার্ট, চার্টিং—আরোহণ করিয়া (চৈ. চ. ২। ২। ১। ৮২)। চট্টে—উটে (চৈ. চ. ১। ৫। ১। ৪২)। চঙ্গীদাস—শ্রেষ্ঠ বৈকল্পিক পদকর্তা। চঙ্গীদাস নামে বহু পদকর্তা ছিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা বড় চঙ্গীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা দীন চঙ্গীদাস ও উজি চঙ্গীদাস সম্বিধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্রি চঙ্গীদাস ও বিশ্বাপতিয়র পদাবলী, রামানন্দ রায়ের অগন্ধার্থবল্লভ নাটক ও পদাবলী এবং বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুরকৃত ‘কৃষ্ণকর্ণায়ত’ গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২। ২। ৬৬)। চৈতন্যদেব বড় চঙ্গীদাসের পদাবলীই আস্থাদন করিতেন। বড় চঙ্গীদাসের পিতা নাম্বুর শ্রামে বাঞ্ছলী-দেবীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চঙ্গীদাস দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরের পরিচারিকা রামী রঞ্জিনী তাহার সাধনার নামিক ছিলেন। চঙ্গীদাস লিখিয়াছেন—‘রঞ্জিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম গচ্ছ নাহি তায়। রঞ্জিনী প্রেম নিকষিত হেম, বড় চঙ্গীদাস গায়’।

চতুর্দশ শুব্রম—চৌদ্দভুবন দ্রঃ।

চতুর্দশ অমু—স্বারভূব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, বৈবৰত, চাক্ষুষ, বৈবৰত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, কুম্ভ সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্র সাবর্ণি (চৈ. চ. ১। ৩। ৭)।

চতুর্দশি—মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরে চতুর্দশির অবস্থিত। সাধারণ নাম চৌদার।

চতুর্দশি—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম আরা প্রথম ত্রিবর্গ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মস্থান। চতুর্দশি বর্গ মোক্ষ লাভ হয়।

চতুর্ব্যাহ—বাস্তবে, সক্রিয়, প্রত্যাহ ও অনিকৃত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ব্যাহ। ইহার মধ্যে স্বারকা চতুর্ব্যাহ অগ্নান্ত চতুর্ব্যাহের অঙ্গী, তুরীয় (মায়াভীত) ও বিশুদ্ধ (চিদঘন মূর্তি)। পরব্যোগ বৈকুণ্ঠে নামায়ণের চারি পার্শ্বে স্বারকা চতুর্ব্যাহের দ্বিতীয় প্রকাশ। ইহারাও তুরীয় ও বিশুদ্ধ। বাস্তবে—দেবকী গর্ভজাত, পিতা বশদেব। ইনি অজ্ঞেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। অজ্ঞেন্দ্রনন্দন বিভুজ, তাহার গোপবেশ এবং গোপ অভিমান। বাস্তবে কথনও বিভুজ, কথনও চতুর্ভুজ। বাস্তবের ক্ষত্রিয় বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। **সপ্তর্ষি—**বলরাম যে স্বরূপে স্বারকা মধুরায় লীলা করেন, তাহার নাম সপ্তর্ষি। দেবকী গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ‘ইহাকে সপ্তর্ষি বলে। বর্ণে ও অঙ্গসংবিশে ব্রজবিলাসী

বলয়ামে ও দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্করণে কোনও প্রভেদ নাই, উভয়েই বিভুজ
ও শ্বেতবর্ণ। অঙ্গে ইহার গোপভাব, দ্বারকা মথুরায় ক্ষত্রিয় ভাব। অগ্ন্যাঞ্জ—
কৃষ্ণীয় দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। অনিলকুমাৰ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র।
কৃষ্ণীয় কণ্ঠা কৃষ্ণবতীৰ (বিষ্ণুপুরাণ মতে কৃষ্ণতীৰ) গর্ভে প্রদ্বামের পুত্র
(চৈ. চ. ১১১৩৯, ১৫১৯-২০, ৩০-৩৪; ২১২০। ১৪৬০-১৬৬, ১৭৫, ১৯৪)।

চতুঃশ্লোকী—শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় সংস্করের ৯ম অধ্যায়ের ৩০; ৩১, ৩২, ৩৩,
৩৪, ও ৩৫ সংখ্যাক ছয়টি শ্লোক (চৈ. চ. ২। ২। ১৮-২৩ শ্লোক) শ্রীভগবান্
অঙ্গাকে বলিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ভূমিকা এবং ৩২-৩৫ শ্লোক চতুঃশ্লোকী।
ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।
জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ বোধ এবং বিজ্ঞান—তত্ত্বালোকন; শ্রীভগবান্ সংস্কৰে জ্ঞান-বিজ্ঞানই
সমষ্টি তত্ত্ব। রহস্য—প্রেমভক্তি বা প্রয়োজন তত্ত্ব এবং তদঙ্গ—সাধন ভক্তি বা
অভিধেয় তত্ত্ব। এই চারিটি বিষয়কে দর্শনে অন্তুষ্ঠক চতুর্ষষ্ঠ খলে।

চতুঃষষ্ঠি কলা—কলা স্তুৎ।

চতুঃসম্প্রদায়—বেদান্তের ভাঙ্গ ভেদে চারিজন প্রধান আচার্যের প্রতিতি
চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। রামায়জ স্বামী শ্রীসম্প্রদায়ের, মধোচার্য বা মাধবি
স্বামী চতুর্মুখ সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী কৃত্তি সম্প্রদায়ের এবং নিষাদিত্য স্বামী
চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রত্যৰ্থক। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্তুৎ।

চতুঃসংঘ—চন্দন, অশুক, কস্তুরী ও কুমকুমের মিশ্রণে প্রস্তুত স্মরণীয় স্তুত্য বিশেষ।

চন্দ্রশেখর আচার্য—আচার্য রত্ন স্তুৎ।

চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব—শ্রীচৈতন্য শাখার কাশীবাসী ভক্ত। জাতিতে বৈষ্ণব।
লিখনবৃত্তি দ্বারা জীবিক। অর্জন করিতেন। তপন মিশ্রের বন্ধু। কাশী
বাস কালে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে
ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহেই মহাপ্রভুর সহিত সনাতন
গোষ্ঠীয় মিলন হয়। চন্দ্রশেখর ও কাশীবাসী অন্যান্য ভক্তের অনুরোধে
মহাপ্রভু মাঝাবাদী সম্বাসীদের নিকটে বেদান্তস্মৃতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা
করিলে ইহারা সকলে বৈষ্ণব হইয়া যান।

চৰিবশ আট—যমুনার চৰিবশ আট, যথা—অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার মোচন,
প্রয়াগ, কমখল, তিমুক, শৰ্ষ, বটস্বামী, শ্রুতি, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন,
সংযমন, নাগ, ঘটাভৱণ, অক্ষলোক, সোম, সরস্বতী, চক্র, দশাখ্যমেধ,
বিষ্ণুরাজ ও কোটি।

চৱাঙ্গা—প্রা. উপভোগ করিয়া (চৈ. চ. ৩। ২। ১১৮)

চরায়—প্রা. পালন করে (চৈ. চ. ১১০৮১) ।

চলয়ে—প্রা. নড়ে (চৈ. চ. ২৩৩৯) ।

চলিলা—প্রা. বিচলিত হইলে (চৈ. চ. ৩১১১৪৫) ।

চলে ছালে—প্রা. নড়ে বা হেলিয়া পড়ে (চৈ. চ. ২১৩১৪৮) ।

চাধি—প্রা. পরীক্ষার্থ আস্থাদন করি (চৈ. চ. ১১২১৯৩) ।

চাঙড়া—প্রা. ভাগ (চৈ. চ. ৩১১১৭৮) ।

চাঙ্গে—প্রা. উচ্চমঞ্চে (চৈ. চ. ৩৩১১২) ।

চাতুর্মুখ্য—শয়ন একাদশী হইতে উথান একাদশী পর্যন্ত চারিমাস (চৈ. চ. ২৩১৯৮) ।

চান্দা চাবান্দা—শুক ছোলা (চৈ. চ. ২১২৫১১৫৭) ।

চান্দপুর—হগলী জেলার ত্রিবেনীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম ; সপ্তগ্রামের পূর্বদিকে । **হিরণ্য দাস—**গোবর্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শুরু যত্নমন দাস এই চান্দপুরে বাস করিতেন ।

চাপল—ব্যভিচারী ভাব স্তুৎ ।

চাপ—চর্ম (চৈ. চ. ২১১০১১২) ।

চারিবিধি পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক । অথবা, অপ্রারক ফল, ফলোন্মুখ, বৌজ ও কৃট । **কৃট—**প্রারক ভাবে উন্মুখ, বৌজ—বাসনাময়, ফলোন্মুখ—প্রারক, অপ্রারক ফল—যাহা এখনও কৃটাদি রূপ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই (চৈ. চ. ২১২৪১৪৫) ।

চারিভিত্তে—চারিদিকে (চৈ. চ. ২৩১২১৫) ।

চালাইল—ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিল (চৈ. চ. ৩১১১৪৫), ছাড়িয়া দিল (চৈ. চ. ২১২১৯৫) ।

চালায়—আচরণ করে (চৈ. চ. ১১৭১১৯৯) ।

চাহঁসে—প্রা. চাহে (চৈ. চ. ১১৬৪৮২) ।

চিৎকণ—চিৎ শক্তির কণিকা, জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমাত্র (চৈ. চ. ২১১৮১১০৫) ।

চিন্ত—অচূলকানাস্তিকা বৃত্তি (চৈ. চ. ২১২১২৭) ।

চিত্ত—অচূত, আশৰ্য (চৈ. চ. ২১৩১৩৬); **চিত্তবর্ণ—**বিচিত্ত বর্ণের (চৈ. চ. ১১৩১০৯) ।

চিত্তজ্ঞ—শোহনাধ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ । প্রিয়তমের কোনও স্বন্দের দর্শনে গৃঢ় মৌষ বশতঃ বিবিধ ভাবময় অন্ন বা বাগ বিস্তাস । ইহার অবসানে

তৌৰ উৎকৃষ্টা প্রকাশ পায়। চিৰজলেৱ দশটি অঙ্গ, যথা—প্ৰজন্ম, পৰিজন্ম, বিজন্ম, উজন্ম, সংজন্ম, অবজন্ম, অভিজন্ম, আজন্ম, প্ৰতিজন্ম ও হৃজন্ম। অমুৰ-গীতায় ইহাদেৱ বিবৰণ প্ৰদত্ত হইয়াছে (চৈ. চ. ২২৩।৩৮-৪০)। সংক্ষিপ্ত বিবৰণ এই : **জন্ম**—অস্থৱা, ঈৰ্ষা, মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বাৰা অবজ্ঞা প্ৰদৰ্শন পূৰ্বক প্ৰিয় ব্যক্তিৰ অকোশল (অপটুতা) বৰ্ণন। **পৰিজন্ম**—প্ৰভু কৃত্বক প্ৰেৰিত দৃতেৱ নিকটে প্ৰভুৰ নিৰ্দিষ্টা, শৰ্ততা ও চাপল্যাদিৰ উল্লেখ কৰিয়া ভঙ্গীতে মোহন ভাবতীৱ নিজেৰ বিচক্ষণতা প্রকাশক জন্মকে পৰিজন্ম বলে। **বিজন্ম**—প্ৰিয়তমেৱ প্ৰতি ভিতৰে গৃঢ় যান, অথচ বাহিৰে সুস্পষ্ট অস্থৱা প্রকাশক কটাক্ষোক্তি। **উজন্ম**—যাহাৰ ভিতৰে গৃঢ় গৰ্ব আছে, এৰূপ ঈৰ্ষা দ্বাৰা প্ৰিয়তমেৱ কুহকতা কীৰ্তন ও অস্থৱাযুক্ত আক্ষেপ। **সংজন্ম**—হৃগম দোষৰ্ঘণ (উপহাসাত্মক) আক্ষেপ দ্বাৰা প্ৰিয়তমেৱ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। **অবজন্ম**—প্ৰিয়তম অত্যন্ত নিষ্ঠুৱ, কামুক ও ধূৰ্ত, তাহাতে আসক্তিতে ভয়েৱ কাৰণ আছে, এৰূপ ভাব প্ৰকাশক ঈধাৰ্পূৰ্ণ উত্তি। **অভিজন্ম**—প্ৰিয়তম পক্ষিগণকে পৰ্যন্ত খেদাপিত কৰেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ কৰা কৰ্তব্য, এৰূপ অমুতাপমূলক বচন। **আজন্ম**—অনুত্তাপ বশতঃ শ্ৰীকৃষ্ণেৱ কুটিলতা ও দুঃখ-প্ৰদৰ্শাদি এবং ভঙ্গিক্রমে অগ্ৰে সুধাদায়িতাৰ কীৰ্তন। **প্ৰতিজন্ম**—‘দুন্দুভাব (মিথুনীভূত অবস্থা) যাহাৰ পক্ষে দৃষ্ট্যজ্যা, তাহাৰ সঙ্গপ্ৰাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে’—এই বিনয়গত অথচ দৃতেৱ সম্মানসূচক বাক্য যে অবস্থাৱ উভ হয়, তাহাকে প্ৰতিজন্ম বলে। **স্তুজন্ম**—যাহাতে সৱলতা নিবন্ধন গাণ্ডীৰ্ধ, দৈন্য, চপলতা এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্টাৰ সহিত শ্ৰীকৃষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, তাহাকে স্তুজন্ম বলে। (উ. নী. স্থ. ১৪০-১০৩)।

চিৰোৎপলা মদী—মহানদীৰ যে অংশ কটকেৱ নিকটে তাহাকে চিৰোৎপলা নদী বলে।

চিৎক্ষিণি—শক্তি দ্রঃ।

চিষ্টা—বজিচাৰী ভাৰ দ্রঃ।

চিৱিচিৱি—ছিৱ কৱিয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।১৭)।

চিত্তিত্বে—চিনিতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৯)।

চিত্তোৰ্ধ সন্তুষ্টি—মহাপুৰুষেৱ লক্ষণ দ্রঃ।

চীৱ ঘাট—যমুনাৰ একটি ঘাট। এখানে বস্ত্ৰহৱণ লীলা হইয়াছিল।

চুলা—চুলী, উহুন (চৈ. চ. ৩।১৩।৫৪)।

চেষ্টী—দাসী (চৈ. চ. ১।১৩।১১০)।

ଚୈତନ୍ୟ—୧. ଚେତନା, ୨. ଜୀବନେର ଲକ୍ଷণ, ୩. ଜ୍ଞାନ, ୪. ଚୈତନ୍ୟଦେବ, ଗୋର ଦ୍ଵାରା ।

ଚୈତ୍ୟ—ଚିନ୍ତା+ଝ୍ୟ । ଚିନ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅର୍ଥାମୀ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୨୯) । ଚୈତ୍ୟ—ବୌକ୍ଷମର୍ତ୍ତ ; ମନ୍ଦିର ।

ଚୋକା—ଆ. ସାହା ଚୁବିଆ ଖାଓୟା ହଇରାଛେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୦୨) ।

ଚୌଟାଜ୍ଞ—ଆ. ଚତୁର୍ଭଜନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୯୩) ।

ଚୌଟୀ—ଆ. ଚାରିଭାଗେର ଏକଭାଗ (ଚୈ. ଚ. ୩୮୧୫୦) ।

ଚୌତରୀ, ଚବୁଡ଼ରୀ—ଆ. ଚତୁର (ଚୈ. ଚ. ୩୬୧୫୯) ।

ଚୌମୋଳା—ଆ. ଚତୁର୍ଦୋଳା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୨୬) ।

ଚୌଢକୁର୍ବନ୍ଦ—ସ୍ତ୍ରୀ, ଭୁବ୍, ସ୍ବେ, ମହୀ, ଜନ, ତପ୍ତି, ସତା, ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତମାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ ଓ ପାତାଳ । ବିରାଟ ପୁରୁଷେର ପଦୟୁଗଳ ଭୁଲୋକ, ମାତ୍ୟୁଗଳ ଭୁଲୋକ, ଦୁଦୟ ସ୍ଵଲୋକ, ବକ୍ଷ ମହଲୋକ, ଶ୍ରୀବା ଜନଲୋକ, ଉଚ୍ଚଦୟ ତପୋଲୋକ, ମନ୍ତ୍ରକ ସତ୍ୟଲୋକ, କଟି ଅତଳ, ଉକୁଦୟ ବିତଳ, ଜାମୁଦୟ ସୁତଳ, ଜଜ୍ୟାଦୟ ତଳାତଳ, ଗୁଲ୍ଫଦୟ ମହାତଳ, ଚରଣୟୁଗଳେର ଅଗ୍ରଭାଗ ରସାତଳ ଏବଂ ପଦତଳ ପାତାଳ (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୮୨) । ଡାଃ ୨୧୦୩-୪୨ ଅନୁମାରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷେର ଚରଣ ହଇତେ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତଳାଦି ସମ୍ପାତାଳ ଏବଂ ଜୟନ ହଇତେ ମନ୍ତ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁରାଦି ସମ୍ପାତାଳ ଉର୍ବଲୋକ କଲ୍ପିତ । ବିଶ୍ୱପୁରୀଣ ମତେ ପାତାଳଶୁଦ୍ଧିର ନାମ କିଞ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ, ଯଥା—ଅତଳ, ବିତଳ, ନିତଳ, ଗଭତିମଣ, ମହାତଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁତଳ ଓ ପାତାଳ (ବି. ପ୍ର. ୨୧୧୨) ।

ଚୌରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନି—ଜୀବ ଲକ୍ଷ ବାର ଜଳଜ ଯୋନିତେ, ୨୦ ଲକ୍ଷ ବାର ସ୍ଥାବର ଯୋନିତେ, ୧୧ ଲକ୍ଷ ବାର କୁମି ଯୋନିତେ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ବାର ପଞ୍ଚ ଯୋନିତେ, ୩୦ ଲକ୍ଷ ବାର ପଞ୍ଚ ଯୋନିତେ ଏବଂ ୪ ଲକ୍ଷ ବାର ମହୁୟ ଯୋନିତେ ଅମନ କରେ । ପରେ ସାଧନ ବଳେ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ତ୍ୟାଗ କରିଯା ବର୍କ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୨୨୫) ।

ଚୌରାଶି ଅଜ ସାଧନ ଭକ୍ତି—ସାଧନ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ।

ଛ

ଛଟା—ଆ. ଲେଖମାତ୍ର (ଚୈ. ଚ. ୩୧୫୧୯) ।

ଛତ୍ର—ଆ. ଅନ୍ନାଦି ବିତରଣେର ସ୍ଥାନ (ଚୈ. ଚ. ୩୬୧୨୭) ।

ଛତ୍ରଭୋଗ—ଚବିଶ ପରଗନା ଜେଲୋର ଜୟନଗର-ମଜିଲିପୁର ହଇତେ ଦୁଇ-ତିମ କ୍ରୋପ ଦକ୍ଷିଣେ । ଏଇ ପ୍ରାମକେ କେହ କେହ ‘ଥାଡ଼ି’ ବଲେନ । ଏ ସ୍ଥାନେ ‘ବୈଜ୍ଞାନିକାଧି’ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହାର କିଛୁ ମୁହଁରେ ‘ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରେଶ୍ୱରୀ’ ଆଛେନ । ପ୍ରତି ବ୍ୟସର ଚୈତ୍ର ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ଅତିପଦେ ମନ୍ଦ-ମାନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଥାନେ ମେଲା ହୁଏ ।

ছল—ছল (চৈ. চ. ২১১০।১৫০) ।

ছয় গোস্বামী—শ্রীরঞ্জ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস । যথা—“জয় কৃপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এ ছয় গোস্বামির করি চলণ বদ্ধন । যাহা হৈতে বিস্তুনাশ অভৈষ্ঠ পুরণ ॥ এ ছয় গোস্বামি যবে অজে কৈলেন বাস । রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা কুরিলেন প্রকাশ ॥”—নরোক্তম দাস ঠাকুর ।

ছল তত্ত্ব—বড়, তত্ত্ব শ্রঃ ।

ছল—বক্তার উক্তির মর্মের বহিভৃত কল্পিত দোষারোপ (চৈ. চ. ২।৬।১৬১) ।

ছাওমি—প্রা. চালা, ডেরা (চৈ. চ. ৩।।৩।১৬৯) ।

ছাওয়াল—প্রা. সক্তান (চৈ. চ. ১।।৭।।১০৫) ।

ছানি—প্রা. মিশাইয়া (চৈ. চ. ৩।।১।।৩৩) ।

ছার—প্রা. তৃচ্ছ (চৈ. চ. ২।।১।।২৭৫) ।

ছিঙুকারি—প্রা. ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র (চৈ. চ. ৩।।৬।।৩০৬) ।

ছিঙুয়া—প্রা. ছিড়িয়া (চৈ. চ. ১।।৭।।৫৮) ।

ছুঁই—প্রা. স্পর্শ করিয়া (চৈ. চ. ১।।৭।।২১২) ; ছুঁইতে—স্পর্শ করিতে (চৈ. চ. ১।।৭।।২৮) ।

ছুটিলুঁ—নিষ্ঠার পাইলাম (চৈ. চ. ২।।২।।০।২৯) ।

ছোট হরিদাস—ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন । ভগবান্ আচার্যের আদেশে ইনি মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য বৃক্ষ তপস্থিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন । প্রকৃতি (নারী) সন্তানশে মহাপ্রভুর নিষেধ ছিল । এই আদেশ অবায় করায় মহাপ্রভু ইহাকে বর্জন করেন (চৈ. চ. ৩।।২।।১০০-১৪২) ।

জ

জগজন—প্রা. জগদ্বাসী লোক (চৈ. চ. ২।।২।।১।।২২৮) ।

জগদ্বাসী পঞ্জিত—কাঞ্চন পলী নিবাসী মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ ডক । পূর্ব লীলায় সত্যভামা । সন্ধ্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন শাস্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখন ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন । সাধারণতঃ নীলাচলে ধাক্কিতেন । মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশে নববীপে ধাইতেন । ইনি মহাপ্রভুকে স্থখে রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ধাক্কিতেন । মহাপ্রভুর বায়ুরোগ নিবারণের জন্য ইনি এক ভাঙ্গ সুগক্ষি পাক তৈল গৌড় হইতে

আনিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহা অঙ্গীকার না করায় ইনি অভিমান ভরে উপবাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু ইহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ইহার মানবজ্ঞন করিয়াছিলেন। মথুরায় তীর্থযাত্রা কালে ইনি সনাতন গোষ্ঠামীর সঙ্গে বাস করিতেন। একদা গোষ্ঠামী পাদ মহাপ্রভু ভিন্ন অঙ্গ এক সন্ধ্যাসীর রূপকর্ণ বহির্বাস মন্ত্রকে ধারণ করায় ইনি সনাতন গোষ্ঠামীকে প্রহার করিতে উচ্ছত হন। জগদানন্দের মহাপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্মই গোষ্ঠামী-পাদ একপ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বন্ধ খুলিয়া ফেলিয়া দেন।

অগদীশ পশ্চিম—শ্রীচৈতন্য পার্বদ। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট, পরে নববৰ্ষীপবাসী। ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। ইহারা কৃষ্ণকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অদৈতাচার্যের সভায় সর্বদা কৃষ্ণকথা শুনিতেন। একদা এক একাদশী তিথিতে তাহারা শ্রীকার সহিত বিবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেগ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ তখন শিশু। তিনি কিজন্তু খুব কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। সকলে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগ্ন্যান দিনের শায় হরিনামে প্রভুর কান্না বন্ধ হইল না। তিনি বলিলেন—জগদীশ ও হিরণ্য পশ্চিম বিষ্ণুর নৈবেগ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই নৈবেগ্য তাহাকে আনিয়া দিলে কান্না বন্ধ হইবে। সকলে বিশ্বিত হইলেন। কারণ সেই শিশুর পক্ষে পশ্চিমবন্ধুর বিষ্ণুপুজার আয়োজনের কথা জানা সম্ভব নয়। কান্না যখন কিছুতেই থামিল না, তখন জগদীশ ও হিরণ্য পশ্চিমকে সমস্ত জানানো হইল। তাহারা গোপাল জ্ঞানে মহাপ্রভুকে সেই নৈবেগ্য প্রদান করিলেন, নৈবেগ্য থাইয়া মহাপ্রভুর কান্নাও বন্ধ হইল। পূর্ব লীলায় উভয় পশ্চিম যজ্ঞপঞ্চী ছিলেন।

অগৱাথ (ক্ষেত্র) —পুরী। শ্রীশ্রিজগন্ধার্থ দেবের স্থান।

অগৱাথ মিশ্র—শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা। এবং উপেক্ষ মিশ্রের পুতৃ। ইহার পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ধার্মিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পশ্চিম ছিলেন। পুরন্দর ইহার উপাধি ছিল। ইনি গঙ্গাতীরে বাস ও সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে স্বার্যভাবে নববৰ্ষীপে চলিয়া আসেন। এখানে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শটী দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ক্রমে ক্রমে জগৱাথ-শচীমাতার আটটি কন্তুর মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ জয়গ্রহণ করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রীঃ) শ্রীগোরাঙ্গের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ অদৈতাচার্যের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অস্ত বয়সেই অসাধারণ পশ্চিম হইয়া উঠেন। ইনি যৌবনে পদার্পণ করিলে অগৱাথ মিশ্র পুজোর বিবাহ দিতে মনস্ত করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের সংসারে স্মৃতা ছিল না। তিনি গোপনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অসাধাৰণ প্রতিভাদৰ হইলেও শৈশবে অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। শিক্ষণৰ অঙ্গে নানাক্রম ভগবৎ চিহ্ন থাকিলেও জগন্মাথ ইহাকে পুত্ৰবৎ লালন পালন কৱিতেন এবং নানাভাৱে শিক্ষা দিবাৰ চেষ্টা কৱিতেন। বিখ্যুপ সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৱায় জগন্মাথেৰ দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইনি অল্পকাল পৱে পৱলোক গমন কৱেন।

জগন্মাথ-বন্ধু-উত্তীৰ্ণ—পূৰীধামে জগন্মাথ মন্দিৰ ও গুগুচা মন্দিৰেৰ মধ্যবৰ্তী একটি উত্তীৰ্ণেৰ নাম।

জগন্মোহন—প্ৰা. জগন্মোহন, সমস্ত জগতে (চৈ. চ. ১১৩৯৪)।

জগন্মোহন—দেৱমন্দিৰেৰ সমুখস্থ দালান যাহা হইতে বিগ্ৰহ দৰ্শন কৱা হয় (চৈ. চ. ২১৪১১২)।

জগাই মাধাই—ইহারা নববৰ্ষীপৰ কোটাল ছিলেন। ভাল নাম জগন্মাথ ও মাধব। সদ্ব্রান্ধণ বংশে জন্ম। পূৰ্ব জয়ে ইহারা বৈকুণ্ঠেৰ আৱপাল জয় ও বিজয় ছিলেন। সদ্ব্রান্ধে অমগ্রহণ কৱিলেও ইহারা অতিশয় মগ্নপ, অত্যাচাৰী ও অসৎ-চৰিত্র ছিলেন। মহাপ্ৰভুৰ আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হৱিদোস হৱিনাম প্ৰচাৰ কৱিতেন। কিন্তু ইহারা তাহাতে বাধা দিতেন। শেষে একদিন মাতাল অবস্থাৰ মাধাই কল্পনীৰ কানা ছুড়িয়া নিত্যানন্দ প্ৰভুৰ মাথায় আঘাত কৱেন এবং ইহাতে বন্ধু কৱিতে থাকে। মাধাই আবাৰ মাৰিতে চাহিলে জগাই তাহাকে বাধা দেন। মহাপ্ৰভু এই দুর্ঘটনাৰ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসেন এবং ক্রোধে ইহাদিগকে শাস্তি দিতে উত্তীৰ্ণ হন। দয়াল নিতাই প্ৰভুকে শাস্তি কৱেন এবং ইহাদিগকে উক্তাৰ কৱিতে প্ৰভুৰ চৱণে বিমীত আবেদন কৱেন। জগাই নিত্যানন্দ প্ৰভুকে আবাৰ প্ৰহাৰে মাধাইকে বাধা দিয়াছেন আনিয়া মহাপ্ৰভু জগাইকে কোল দেন। তিনি ইহাতে কৃষ্ণপ্ৰেমে বিভোৱ হইয়া পড়েন। প্ৰভুৰ ইঙ্গিতে মাধাই নিত্যানন্দেৰ চৱণে লুটাইয়া পড়িলে নিতাইও তাহাকে ক্ষমা কৱিয়া আলিঙ্গন কৱেন। তখন মহাপ্ৰভুও মাধাইকে কোল দেন। সেই হইতে ইহারা সমস্ত দুর্ক্ষ পৰিত্যাগ কৱিয়া পৱন ভাগবত কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন। ইহারা প্ৰতিদিন গঙ্গাস্নান কৱিয়া দুইলক্ষ বাৰ কৃষ্ণাম জপ কৱিতেন।

জগাতি—প্রা. ১. চুলী, বিজেয় প্ৰবেৱ কৱ আদাৰেৰ স্থান; ২. জঙ্গল; ৩. বঞ্চাট; ৪. আপদ বিপদ (চৈ. চ. ২১৪১৮২)।

জগম—উকৰছয়েৰ মধ্যবৰ্তী স্থান ও নিতম্ব।

জগম—গতিশীল (চৈ. চ. ২১৪১২৭); যথা—মহুষ, পন্থ, পক্ষী প্ৰভৃতি।

জ্বাৰু—হিতিশীল, যথা—বৃক্ষাদি।

ଜଡ଼ଶତ୍ରୁ—ଶକ୍ତି ଦ୍ରଃ ।

ଜଡ଼ିଆ—ଜଡ଼ତା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୭୧୧୬) ।

ଜମ୍ବୁମଲ୍ଲ—ଜମ୍ବୁମଳ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୦୧୨୪୫) ।

ଜାମ୍ବାଇଛ—ପ୍ରା. ଉତ୍ପାଦନ କରିଓ (ଚୈ. ଚ. ୩୩୧୨୮) ।

ଜପ—ନାମାଭାସ ଦ୍ରଃ । ପତଙ୍ଗଲି ଯତେ ଯତ୍ରେର ଅର୍ଥ ଭାବନାଇ ଜପ ଏବଂ ମନୋକ୍ଷେପ ଦେବତାର ଯୁଣିତ ଚିନ୍ତାଇ ଧ୍ୟାନ । ମନ୍ତ୍ରଶ୍ଵର ଉଚ୍ଚାରୋ ଜପଃ (ଭ. ର. ସି. ୨୬୫) ।

ଜରଜରେ—ପ୍ରା. ଜର୍ଜରିତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୧୨୦) ।

ଜରମନଗବ—ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୧୫୯) ।

ଜରେ—ପ୍ରା. ଜର୍ଜରିତ ହୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୧୨୧) ।

ଜଳାକ୍ଷଳି—ପ୍ରା. ଜଳ ଫେଲାଫେଲି (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୧୮୪) ।

ଜଳ—ପରମ୍ପରା ଗୋଟିଏ ବାଦାଶୁବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ କଥା (ଉ. ନୀ., ଗୌଣ ସଞ୍ଜୋଗ—୧୦) ।

ଜାଭ୍ୟ—୧. ଜଡ଼ତା (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୪୪) ; ୨. ସ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ରଃ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୧୧୫) ।

ଜାଡ଼ି—ପ୍ରା. ଜାଳା, ପାତ୍ର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧୧୨୦) ।

ଜାତପ୍ରେଷେଷଣକୁଳ—ଅଜଭାବେର ସାଧକେର ଚିନ୍ତେ କୃଷ୍ଣରତି ଗାଢତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନିତ ହଇଲେ ତାହାକେ ଜାତପ୍ରେଷେଷଣକୁଳ ବଲେ । ସାଧନ ମାର୍ଗେ ପ୍ରେମ ବିକାଶେର କ୍ଷର ଏହିରୂପ :—

ଆଦୌ ଅନ୍ତା ତତଃ ସାଧୁପଦୋହଥ ଭଜନ କ୍ରିୟା ।

ତତୋହନର୍ଥ ନିର୍ବୃତିଃ ଶ୍ଵାସ ତତୋ ନିଷ୍ଠା କୁଚିନ୍ତତଃ ॥

ଅଥାସକ୍ରିତ୍ତତୋ ଭାବତତଃ ପ୍ରେମାଭ୍ୟାଦକ୍ଷତି ।

ସାଧକାନାମୟଃ ପ୍ରେସଃ ପ୍ରାତ୍ତର୍ଭାବେ ଭବେ କ୍ରମଃ ॥ (ଭ. ର. ସି. ୧୫୧୧୧) ।

—ଅର୍ଥାଏ ସ୍ଥାବନ୍ତିତ ଦେହେ ପ୍ରେମ ବିକାଶେର ପୂର୍ବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ ଅବଣ ଥାରା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ର୍ୟପରେ କ୍ରମଃ ସ୍ଥିଯ ଉତ୍ତମେ ସାଧୁସନ୍ଦ, ଭଜନକ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିର୍ବୃତି, ଭଜନେ ନିଷ୍ଠା, ଭଜନେ କୁଚି, ଭଜନେ ଆସକ୍ତି, ତ୍ର୍ୟପରେ ରତି ବା ପ୍ରେମାକ୍ଷୁର ଏବଂ ସର୍ବଶେଷେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ । ସାଧକ ସ୍ଥାବନ୍ତିତ ଦେହେ ପ୍ରେମେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେହ, ମାନ, ଗ୍ରହଗ୍ରାହି କ୍ଷରେ ଉନ୍ନିତ ହଇତେ ପାରେନ ନା । ସ୍ଥାହାରା ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନିତ ହନ, ତାହାଦିଗକେ ଜାତ-ପ୍ରେଷଣକୁଳ ବଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାହାରା ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନିତ ହନ, ତାହାଦିଗକେ ଜାତ-ପ୍ରେଷଣକୁଳ-ଓ ବଲା ହୟ । ବିଦ୍ୱମ୍ବଳ ଠାକୁର ଜାତପ୍ରେଷଣକୁଳ ।— (ଭ. ର. ସି., ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗ—୧୧୩୮) ।

জ্ঞাতপ্রেমভক্তের লক্ষণ সমন্বয়ে মহাপ্রভু সনাতন গোষ্ঠামীপাদকে বলিয়াছেন—
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয় ।

তার বাক্য ক্রিয়া মূল্য (অর্থাৎ চেষ্টা) বিজে না বুবয় ॥

—(চৈ. চ. ২১২৩১১) ।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ইহাদের লক্ষণ (ভাঃ ১১১২১৪০) এইরূপ :—

• এবং অতঃ প্রশ়িঘনামকীর্ত্যা, জ্ঞাতান্ত্যাগে। জ্ঞতচিত্ত উচ্চেঃ ।

হস্তাখ্যে রোদিতি রৌতি গায়ত্যাম্বাদবন্ধুত্যাতি লোকবাহঃ ॥

অর্থাৎ জ্ঞাত প্রেম ভক্তের সাংসারিক মান অপমান বোধ লুপ্ত হয়। তিনি উন্মত্তের আয় ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, চীৎকার, গান বা মৃত্যু করিয়া থাকেন।

জ্ঞানুভিত্তিক্ষম্য—জ্ঞাতপ্রেমভক্ত স্তুৎ :—

জ্ঞানু—কদাচিং (গী. ঢাঁ) ।

জ্ঞানী—প্রা. রাজপুত্র (চৈ. চ. ৩১৩১২) ।

জ্ঞানি—প্রা. যেন, মনে হয় (চৈ. চ. ১১৪১৭) । **জ্ঞানিজ—**জ্ঞানিতে পারিল
—(চৈ. চ. ২১৬১২৫২) ।

জ্ঞানুচেতনামণ—হামাগুড়ি দেওয়া (চৈ. চ. ১১৪১৮) ।

জ্ঞানৈ—প্রা. জানি (চৈ. চ. ২১২১২০) ।

জ্ঞানুবন্ধন, জ্ঞানুবান্ধ—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী জান্মবতীর পিতা (চৈ. ভা. ৯১২১২৯) ।

জ্ঞানুণ—দাহ (চৈ. চ. ১১৩১২) ।

জ্ঞানো—প্রা. জজ'রিত করে (চৈ. চ. ২১২০১৯৬) ।

জ্ঞানিক—প্রা. জালিয়া (চৈ. চ. ৩১৮১৪৩) ।

জ্ঞানোচ্ছু—আর্ত স্তুৎ :—

জ্ঞানোগীর—প্রা. জীবমূর্ত্তি মহাপুরুষ (চৈ. চ. ২১২০১৪) ।

জীতে—প্রা. জীবিত ধাকিতে (চৈ. চ. ৩১৩১৪২) ।

জীব’—প্রা. জীবিত ধাকিব (চৈ. চ. ২৩৩১৭৩) ।

জীবকোটিভক্তা—বক্ষা স্তুৎ :—

জীবকোটি কুজ্জ—ঈশ্বর কোটি কুস্ত স্তুৎ :—

জীব গোষ্ঠামী—শ্রীজীব গোষ্ঠামী স্তুৎ :—

জীবক্ষত্য—ব্রহ্মাণ্ডে অনস্ত জীব বিদ্যমান, তাহারা চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ
করিয়া থাকে। ভগবান् বিভুটিং আর জীব ভগবানের চিকিৎস অংশমাত্র।
থেতাখতের উপনিষদ বলেন—জীব একটি চুলের অগ্রভাগের শতাংশের

ଶ୍ରୀମ କୃତ୍ତବ୍ୟ । ଜୀବ ସ୍ଥାବର ଓ ଜଗନ୍ମ ଭେଦେ ଦିଵିଧ । ବୃକ୍ଷଲତାଦି ସ୍ଥାବର ଏବଂ ମହୁୟ ପତ୍ରପଦ୍ମକୀ ପ୍ରଭୃତି ଗତିଶୀଳ ଜୀବ ଜଗନ୍ମ । ଜଗନ୍ମର ମଧ୍ୟେ ମହୁୟେର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଳ୍ପ । ଏହି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାକ ମହୁୟେର ମଧ୍ୟେ ଯେହି ପୁଲିନ୍ଦାଦି ବହ ଆଛେ ଯାହାରୀ ବେଦ ମାନେ ନା । ଯାହାରୀ ବେଦନିଷ୍ଠ, ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଧେକେହି ମୁଖେ ମାତ୍ର ବେଦ ମାନେ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପାଲନ କରେ ନା । ଯାହାରୀ ଧର୍ମଚାରୀ, ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେହି ଆବାର ଭକ୍ତିହୀନ କରିବିଷ୍ଟ । କୋଟି କର୍ମନିଷ୍ଠେର ମଧ୍ୟେ କଦାଚିଂ ଏକଜନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ଯାଏ । କୋଟି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥାକିତେ ପାରେନ । ଆର କୋଟି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ କୁର୍ବାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୯।୧୨୫-୧୩୧) ।

ଜୀବ ସ୍ଵରୂପତଃ ଭଗବାନେର ଶକ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ (୬।୭।୬୧) ବଳେ—

“ବିଷ୍ଣୁଶକ୍ତିଃ ପରା ପ୍ରୋତ୍ସନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାନ୍ୟା ତଥାପରା ।

ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ-ସଂଜ୍ଞାନ୍ୟା ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିରିଣ୍ୟତେ ।”

ଅର୍ଥାଏ ବିଷ୍ଣୁଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ଵରୂପଶକ୍ତି ପରାଶକ୍ତି, ଆର ଏକଟି ଶକ୍ତିର ନାମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ବା ତଟଷ୍ଠା ଜୀବଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ନାମ ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ବା ବହିରଙ୍ଗ ମାଯାଶକ୍ତି ।

ଜୀବ ଭଗବାନେର ଅଂଶ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲିଯାଛେ—

“ମୈମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବସ୍ତୁତଃ ସମାତନଃ” ।—(ଗୀ. ୧୫।୧) ।

ବେଦାନ୍ତ ମତେଓ ଜୀବ ଅକ୍ଷେର ଅଂଶ । ଭଗବାନେର ଅଂଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର—ସ୍ଵାଂଶ ଓ ବିଭିନ୍ନାଂଶ । ଶୀଳାବତାର ଗୁଣାବତାରାଦି ସ୍ଵାଂଶ ଏବଂ ଜୀବ ଭଗବାନେର ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଅର୍ଥାଏ ସ୍ଵରୂପଶକ୍ତି ହଇତେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ । ଜୀବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର—ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଓ ଅନାଦିବନ୍ଧ । ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଜୀବ କୁର୍ବନ ପାର୍ଶ୍ଵ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ । ଅନାଦିବନ୍ଧ ଜୀବ ଅନାଦି କାଳ ହଇତେ କୁର୍ବନ ବହିମୂର୍ତ୍ତ । ସେଜଣ୍ଠ ମାଯା ତାହାକେ ଶାନ୍ତି ଦିଯା ଥାକେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୧୫୧-୧୧) । ଜୀବ ସ୍ଵରୂପତଃ କୁର୍ବନ୍ଦାସ । ଶାଧୁସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତାହନ୍ତାସନେ ଚଲିଲେ ଜୀବ କର୍ମାନ୍ୟଥ ହୁଏ, ତଥନ ମାଯା ତାହାକେ ତ୍ୟାଗ କରେ ଓ ସେ ସଂଶାନେର ଦୁଃଖ ଯୁଦ୍ଧା ହଇତେ ଅବ୍ୟାହତି ଲାଭ କରେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୧୩୦-୧୩୧) ।

ଜୀବଶୁଭ୍ରତ—ସ ସ୍ଵରୂପାଥରେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳ୍ପ ସଂକାଳ କୁତେହଜ୍ଞାନ-ତ୍ରୈକାର୍ଯ୍ୟ ସଂକିଳିତ କର୍ମାଦୀନାଂ ବାଧିତର୍ବାଦଧିଲ ବକ୍ଷ ରହିତୋ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ: ଜୀବଶୁଭ୍ରତ:—ବେଦାନ୍ତସାର । ଅର୍ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଶିଳ୍ପକାରୀରେ ଜୀବେର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନକୃତ କର୍ମାଦି ଧର୍ମ ହଲେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମଶୁଭ୍ରତ ହଇଯା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହନ । ଏହି ଅବହାର ନାମ ଜୀବନଶୁଭ୍ରତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୨୨୦) ।

জীবঘাসা—স্বরূপ লক্ষণে জীবঘাসা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গন শক্তি, আর যোগঘাসা তাহার অস্তরঙ্গ। স্বরূপ শক্তি। যোগঘাসা প্রকট লৌলার সহায়কারীগুলি। তটস্থ লক্ষণে জীবঘাসার কার্য প্রাকৃত অঙ্গাণে, আর যোগঘাসার কার্য চিমুয় ভগবত্তাম্বৰে। জীবঘাসা শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখ জীবের মুক্তি জন্মায়। আর যোগঘাসা প্রকট লৌলায় লৌলারস আস্তাদনের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরিকর বা ভক্তগণের মুক্তি জন্মায়। যোগঘাসা দ্রঃ।

জীবশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

জীয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র—মাদ্রাজের বিশাখাপত্নম্ জেলার একটি তীর্থস্থান। সেখানে পর্বতের ঢুড়ায় শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে।

জীবাতু—১. জীবনোষধি; ২. জীবন ধারণের উপায় (চৈ. চ. ১১৪।২০৫)।

জীবিত—প্রা. জীবন (চৈ. চ. ৩।১৬।১২৬)।

জীবে—প্রা. জীবিত থাকিবে (চৈ. চ. ২।২।২২)। **জীবের স্বরূপ**—
১. কেশাগ্র শত ভাগশত শতাংশ সদৃশাভাবঃ।

জীবঃসৃষ্ট স্বরূপেহয়ঃ সঞ্চাতীতো হি চিকনঃ॥

(ভাঃ ১০।৮।৭।৩০,—ঞ্চতি ব্যাখ্যাপ্তি শ্লোক)।

—অর্থাৎ কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের স্থায় সৃষ্টি—ভগবানের চিকণ অংশ জীবের স্বরূপ। ২. জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবতত্ত্ব দ্রঃ।

জীয়ম—প্রা. জীবিত থাকে (চৈ. চ. ১।২।৩৮)।

জীয়াইতে—প্রা. বাঁচাইতে (চৈ. চ. ১।১।১।১৪)। **জীয়াইল**—প্রা. জীবিত করিল (চৈ. চ. ১।১।২।৬৬)।

জুলা—প্রা. জীবিত হইল (চৈ. চ. ২।২।৫।১১১)।

জুঘাস—প্রা. সঙ্গত হয় (চৈ. চ. ১।৪।১৮৮)।

জ্ঞানদাস—বিদ্যাত পদকর্তা। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী কাঁড়ড়া গ্রামে জন্ম। ব্রাহ্মণ। পদকর্তা বলরাম দাস ও গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক। গোবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান এবং জ্ঞানদাস চগীদাসের অনুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পঞ্জী আহবা দেবীর মন্ত্র শিশ্য ছিলেন।

জ্ঞানবার্গ—নির্বিশেষ ব্রহ্মসংক্ষানাত্মক সাধন পথ। জ্ঞানবার্গের সাধক বিবিধ, যথা—কেবলজ্ঞোপাসক ও শোকাকাঙ্ক্ষী। **কেবলজ্ঞোপাসক**—
ত্রুটি সম্পত্তি লাভের আশায় থাহারা উপাসনা করেন, যাওয়ামুক্তি বাসন।

ଥାହାର ଉପାସନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୟ, ତୋହାରୀ କେବଳ ବ୍ରକ୍ଷୋପାସକ । ଇହାରୀ ତ୍ରିବିଧ—ସାଧକ, ବ୍ରକ୍ଷମୟ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରକ୍ଷଲୟ । ସାଧକ—ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରକ୍ଷେର ଉପାସନାର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତୋଳ୍ପଳ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାଦିର ଶାୟ ମୁକ୍ତ ହଇଯାଏ ଯିନି ସାଧକେର ଶାୟ ଆଚରଣ କରେନ, ତିନି ସାଧକ । ବ୍ରକ୍ଷମୟ—ଥାହାର ସର୍ବତ୍ରେ ବ୍ରକ୍ଷୟୁତି ହୟ, ଅଥଚ ଯିନି ବ୍ରକ୍ଷେ ଲୀନ ନା ହଇଯା ଯଥାବହିତ ଦେହେ ଆଛେନ, ତିନି ବ୍ରକ୍ଷମୟ । ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରକ୍ଷଲୟ—ଯିନି ବ୍ରକ୍ଷେ ଲୀନ ହଇଯାଛେନ ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ରକ୍ଷଲୟ । ମୋକ୍ଷାକାଙ୍କ୍ଷୀ—ମାତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭେର ଆଶାୟ ଥାହାରୀ ବ୍ରକ୍ଷୋପାସନା କରେନ, ତୋହାରୀ ମୋକ୍ଷାକାଙ୍କ୍ଷୀ । ମୋକ୍ଷାକାଙ୍କ୍ଷୀ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗେର ଉପାସକ ତିନ ପ୍ରକାର, ଯଥା—ମୁକ୍ତ, ଜୀବମୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତମୁକ୍ତପ । ମୁକ୍ତ—ମୁକ୍ତିକାରୀ । ଜୀବମୁକ୍ତ—ଏ ସ୍ଵର୍ଗପାଥରେ ବ୍ରକ୍ଷନିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷାତ କ୍ରତେହଜ୍ଞାନ ତ୍ରୈକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖିତ କର୍ମାଦୀନାଂ ବାଧିତଭାଦିତିର ବନ୍ଧବହିତେ ବ୍ରକ୍ଷନିଷ୍ଠ: ଜୀବମୁକ୍ତ:—(ବେଦାନ୍ତମାର) । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାରେ ଜୀବେର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁତ କର୍ମାଦି ଧର୍ମ ହଇଲେ ତିନି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହଇଯା ବ୍ରକ୍ଷନିଷ୍ଠ ହନ । ଏଇ ଅବହ୍ୟ ତୋହାକେ ଜୀବମୁକ୍ତ ବଲେ । ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵରୂପ—ମାର୍ଯ୍ୟାକ ସ୍ଥଳ ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଦେହ-ବନ୍ଧନ ହିତେ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେର ସାଧକ ଯଥନ ମାଯାଜନିତ କର୍ତ୍ତ୍ବାଭିମାନ ହିତେ ମୁକ୍ତ ହଇଯା ବ୍ରକ୍ଷଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ଅବହ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ, ତଥନ ତୋହାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵରୂପ ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨|୧୬-୧୭) ।

ଜ୍ଞାନମିଆଭକ୍ତି—କୈବଲ୍ୟକାମାଭକ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଲିପ୍‌ସାର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଭଜନ । ଜ୍ଞାନେର ତିମଟି ଅନ୍ତ, ଯଥା—ତ୍ରୈପଦାର୍ଥେର ଜ୍ଞାନ ବା ଭଗବତ୍ତର ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ପଦାର୍ଥେର ଜ୍ଞାନ ବା ଜୀବତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜୀବ-ବ୍ରକ୍ଷେର ଐକ୍ୟଜ୍ଞାନ । ଭଜନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଯା ଏଇ ସମ୍ମତ ତତ୍ତ୍ଵାଲୋଚନାର ଲୋଭ ହଇଲେ, ଭଜନେ ବିନ୍ନ ସଟେ । ସ୍ଵତରାଂ ଇହା ଥାରୀ ସାଧାବନ୍ତ ଲାଭ ହୟ ନା (ଚୈ. ଚ. ୨୮|୫୭-୫୮) ।

ଜ୍ଞାନଶୁଣ୍ଟା ଭକ୍ତି—“ଜ୍ଞାନାପେକ୍ଷା ରହିତ ସ୍ଵରୂପ ସିଦ୍ଧା ଅକିଞ୍ଚନା ଭକ୍ତି” । ଭଗବାନେର ମହିମାଦି ଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ଵାଦି ଜ୍ଞାନଶୁଣ୍ଟା ଭକ୍ତି । ଭଗବାନେର ମହିମାଦି, ତତ୍ତ୍ଵାଦି ଜ୍ଞାନିବାର କୋନ ଚେଷ୍ଟା ନା କରିଯା କେବଳ ସାଧ୍ୟତ୍ୱେ ଭଗବନ୍ତ କଥାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଯା ଯେ ଭଗବନ୍ତ-ପ୍ରେମ ମନେ ଉଦିତ । ଏଇ ପ୍ରେମ ଥାରୀ ସାଧାବନ୍ତ ଲାଭ ହୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୮|୫୮-୫୯) । ଜ୍ଞାନମିଆଭକ୍ତି ଦ୍ରୁଃ ।

ଜ୍ଞାନି—ଆର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୁ: ।

ଜ୍ଞାନିପୁଡ଼ି—ଆ. ଜ୍ଞାନିପୁଡ଼ିଯା ପୁଡ଼ିଯା, ଅନ୍ତର୍ଦୀହ ତୋଗ କରିଯା (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭|୩୨) ।

ଜ୍ଞାନ୍ୟାୟସୀ—ଶ୍ରେଷ୍ଠ (ଶ୍ରୀ. ୩୧) ।

জ্যোতিশক্তি—১. যে চক্রে সূর্যাদি ও অশিষ্যাদি মন্ত্রগণ অবস্থান করেন, তাহাকে জ্যোতিশক্তি বলে; ২. রাশিচক্র; ৩. জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ পথ (চৈ. চ. ২১২০।৩২০)।

৪

ঝাটিমা—প্রা. ঝাট দিয়া সংগৃহীত আবর্জনা (চৈ. চ. ২।১২।৮৮)।

ঝামটপুর—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার হই ক্রোশ উপরে নৈহাটীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। কুঞ্জদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট।

ঝারিখণ্ড—বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্তমান আটগড়, ঢেকেনল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োক্ষর, বামডা, বোলাই, গাঙ্গপুর, ছেটনাগপুর, যশপুর, সরণজা প্রত্তি পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়া শ্রীচৈতান্তদেব পুরীধামে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঝাজি—পেটেরা (চৈ. চ. ১।১।০।২৪)।

ঝিকড়—প্রা. মাটির পাত্র ভাঙ্গা খোলা (চৈ. চ. ১।১।২।৮৫)।

ঝুট—প্রা. উচ্ছিষ্ট (চৈ. চ. ২।৩।৮৪)।

ঝুরি—প্রা. দশ্ম হইয়া (চৈ. চ. ২।১।১।৫)।

ঝুরেঁ—প্রা. ঝুরি, চিষ্ঠায় খ্রিয়মান হই (চৈ. চ. ৩।১।৩।১।৪২)।

ঝুলনি—প্রা. শিরোবেঁটেন, পাগড়ি (চৈ. চ. ৩।১।৪।১২)।

৫

ঝিঙ্গা—প্রা. এইস্থানে (চৈ. চ. ১।১।২।৩৪)।

৬

ঝাটি—প্রা. বেড়া (চৈ. চ. ২।৪।৮১)

ঝামাটাপ্রি—প্রা. বর্ণনার বৃথা চেষ্টা (চৈ. চ. ২।৩।৩।৩১)।

ঝুলী—ঝক (চৈ. চ. ২।১।৫।১।২।১)।

ঝুটি—ছিঁড়িয়া (চৈ. চ. ২।১।৪।২।৩।)।

ঝোটা—বাগান (চৈ. চ. ২।১।১।১।৫।)।



ঝাই, ঝাক্রি—প্রা. স্থানে (চৈ. চ. ১।১।৬।১২)।

ঝাকুর—১. শাসনকর্তা (চৈ. চ. ১।১।৭।২।০।৬); ২. দেবতা; ৩. পূজ্য ব্যক্তি।

ঝাকুর মহাশয়—মরোন্তম দাস ঙ্গঃ।

ঝাকুরালি—প্রা. ঝাকুরের ভাব বা সৌলা, প্রভুত্ব, মন, ছলনা।

ঠাট—প্রা. ১. সমূহ (চৈ. চ. ১১৭১২৭৫) ; ২. ভাবজনী, ছলাকলা ;
৩. কাঠামো ।

ঠাল—প্রা. শান, হিতি (চৈ. চ. ৩১৯১৩১) ।

ঠাম—প্রা. ভঙ্গী (চৈ. চ. ১১৩১১১) ।

ঠারে—প্রা. ইঙ্গিতে (চৈ. চ. ৩১৬১৫০) ।

ঠিকারী—প্রা. ছোট ছোট টুকরা (চৈ. চ. ২৪১১৩৮) ।

ত

তঙ্ক, ভাক—মন্ত্র দ্বারা যাহারা সর্প চিকিৎসা করেন (চৈ. ভা. ১০৫১২১১৮) ।

তঙ্গ—প্রা. ভঁয় (চৈ. চ. ৩৩১২২) ।

ভাকা—প্রা. ডাকাইত (চৈ. চ. ৩১৯১৮৯) । **ভাকাঙ্গিয়া**—প্রা. ডাকাইতের শায় (চৈ. চ. ৩১৫৬৫) ।

ভারা—প্রা. ঠেলিয়া দেওয়া (চৈ. চ. ৩৯১৯৬) । **ভারি, ভারিয়া**—প্রা.
ফেলিয়া—(চৈ. চ. ৩৯১১৩, ৪০) ।

ভিজা—প্রা. নৌকা (চৈ. চ. ২১৯১২৩০) ।

ডোঙা—প্রা. কলা গাছের খোলা দ্বারা প্রস্তুত পাত্র (চৈ. চ. ২১৩১৪৯) ।

ডোর—প্রা. বস্ত্রথণ (চৈ. চ. ২১১০১৬৫) । **ডোরী**—দড়ি, কাছি (চৈ. চ.
২১৪১২৭৪) ।

ত

চাকা দক্ষিণ—শ্রীহট্ট জেলায়, বর্তমান বাংলাদেশে। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃ-
পুরুষের আদি নিবাস। এখনও এখানে মহাপ্রভুর বাড়ীতে বিশ্ব আছেন।
রথযাত্রাদি উপলক্ষে রথ হয় ও মেলা বসে। চৈত্রাসেও প্রতি রবিবারে
মেলা বসে।

চেকা—প্রা. ধাকা (চৈ. চ. ২১১২১১২৫) ।

ত

তক্ষা—প্রা. টাকা (চৈ. চ. ১১২১৩০)

তক্ষণ লক্ষণ—স্বরূপ লক্ষণ হঁঃ ।

তক্ষা শক্তি—জীবশক্তি। জীবশক্তিকে তক্ষা শক্তি বলা হয়। কারণ
তাহা চৈতন্যমূর্তি বলিয়া শ্রীগবানে প্রবিষ্ট, আবার বহিমুখী বলিয়া অপ্রবিষ্ট।
শক্তি হঁঃ ।

“কৃষ্ণের তক্ষা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ।

“র্যাংশ কিম্বগ বৈছে অগ্নি আলাচন্ত” ॥ (চৈ. চ. ২১২০১১০১-০২) ।

জ্ঞতি—প্রা. সমুহ, সকল (চৈ. চ. ১১৩১২)।

তত্ত্বকে—প্রা. তাহাতে (চৈ. চ. ৩২০১৮০)।

তত্ত্ব—১. পারমার্থিক জ্ঞান ; ২. তথ্য, স্বরূপ, যথার্থ অবস্থা ; ৩. উপচৌকন।

তত্ত্ববাদী—শ্রীমধ্বাচার্য সম্মানযামী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীবিশেষ।

তত্ত্বজ্ঞি—তৎ (তাহাই, সেই তরঙ্গই) অম্ (তুমি, জীব) অসি (হও) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। ইহা সামবেদীয় ছালোগা উপনিষদের একটি বিশেষ বাক্য (ছালো. ৬।১৪।৩)। ইহাতে জীব ও ব্রহ্ম একত্ব বুঝায়। শক্রবাচার্য একপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কালে ‘তত্ত্বজ্ঞি’ সমষ্টে কেশের ভারতীকে বলেন—তত্ত্ব অম্=তত্ত্ব (ষষ্ঠীতৎ)। অতএব তত্ত্ব (তাহার—সেই ব্রহ্মের) অম্ (তুমি—জীব) অসি (হও); জীব ব্রহ্মেরই হয় অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের দাস হয়। মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যাও অনুকরণ। মহাবাক্য স্তুৎঃ।

তথ্য—সেই ব্যাপারে, সেই স্থানে (চৈ. চ. ১১৪।১৮)।

তথ্যাগত—১. বৃক্ষ ; ২. তথা (যে ক্রপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই ক্রপ) গত (জ্ঞাত)।

তথ্যি—সে স্থানে (চৈ. চ. ১।৫।৪৫)।

তথ্যিলাঙ্গি—সেজন্ত (চৈ. চ. ১।৩।৩১)।

তদেকাত্তুক্রপ—স্থায়ং ক্রপের সহিত যে ক্রপের স্বরূপতঃ ভেদ নাই, কিন্তু আকৃতি ও ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য থাকায় অন্তুক্রপ বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক পক্ষে অন্তুক্রপ নহে (ল. ভা. স্ব. ১৪, চৈ. চ. ২।২০।১৫২)।

তত্ত্ব—১. আগম নিগম শাস্ত্র ; ২. মন্ত্রবিদ্যা (তত্ত্বমন্ত্র) ; ৩. অধীন (পরতত্ত্ব)।

তপম মিশ্র—পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। চৈতন্তদেব পূর্ববঙ্গ অমগ্নে গেলে ইনি তাহার সঙ্গে বাস করিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্ব আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্ত মহাপ্রভু তাহাকে কাশীবাসের ও তারক ব্রহ্মনাম জপের পরামর্শ দেন। মহাপ্রভু বলেন, ষোল নাম বর্ত্তিশ অক্ষরাত্মক তারক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে প্রেমাঙ্গুর উৎপন্ন হইবে ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিতে পারিবে। সেই উপদেশ অমুসারে ইনি কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু বৃদ্ধাবন যাতায়াতের পথে কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে ভিত্তি গ্রহণ করিয়া চজশ্বের বৈত্তের গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রের আগ্রহে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশনাম্বস সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠামীর অস্তিত্ব বিধ্যাত রঘুনাথ
ভট্ট গোষ্ঠামী তপন মিশ্রের পুত্র।

তরলি—১. নৌকা, ভেলা; ২. শ্র্য (চৈ. চ. ৩৩৩১০ খ্রোঃ); আকন্দ বৃক্ষ;
তাপ্তি; ৩. উদ্ধারকর্তা।

তর্জনি—হর্ষোধ্য বাক্য। হেঁয়ালিল শ্বায় ইহার যথাক্ষণ্ট অর্থ এক এবং প্রকৃত অর্থ
অন্য (চৈ. চ. ২১১৬।৫৯)।

তলায়ে—প্রা. তলায় (চৈ. চ. ৩৩৬৫)।

তঙ্গি—প্রা. সেজন্ত (চৈ. চ. ১৩৩৮)।

তহিমধ্যে—প্রা. তাহার মধ্যে (চৈ. চ. ১১।১২)।

ত্বাঙ্গ—প্রা. তাহাতে (চৈ. চ. ৩।১৪।৩১)।

ত্বাঙ্গপর্য—উদ্দেশ্য।

তাঙ্গাঞ্জ্য—তাহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা; তদ্রপতা; তন্ত্রাব।

তাপীমন্ত্রী—বর্তমান ‘তাপ্তী’ নদী। স্বরাট নগর ইহার তীরে। বর্তমান
সাতপুরা পর্বত (বিজ্ঞপাদ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত
হইয়াছে। ইহার তীরে বহু তীর্থ বিশ্বমান।

তাঙ্গাপলী অঙ্গী—দক্ষিণ ভারতের একটি প্রতিত নদী। কোট্টেজাম পর্বতশ্রেণী
হইতে উৎপন্ন হইয়া তিঙ্গাড়েলী ও টিউটিকোরিনের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া
বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ইহাতে স্বান করিয়া নয়তিপদী দর্শন
করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৩।২০।১-২)।

তারক—মুক্তিদাতা। শ্রীরামচন্দ্রের বড়ক্ষফ্রান্তি মন্ত্র ও নাম (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪)।

তালবন্দি—অজ মণ্ডলের দাদশ বনের একটি বন।

তালাক—প্রা. ১. শপথ, দিব্য (চৈ. চ. ১।১।১।২।১৫); ২. মুসলমান বিবাহ
বিচ্ছেদ।

তালাগি—প্রা. সেইজন্ত (চৈ. চ. ১।৪।৪৭)।

তালি—কানে তালা (চৈ. চ. ১।১।১।২।০০), হাতে তালি ধারা বাস্ত (চৈ. চ.
২।৬।২।১৫)।

তাহাই—সেই স্থানে (চৈ. চ. ১।৫।৪৮)। **তাহাই**—সেই স্থানেই (চৈ. চ.
১।৭।৪৫)।

তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা, দুঃখ সহ করিবার ক্ষমতা (চৈ. চ. ২।১।৯।৩৭ খ্রোঃ)।

তিতি তত্ত্ব—গৌর, নিতাই, অবৈত (চৈ. চ. ১।৭।১।)।

তিতি রঘুনাথ—১. তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোষ্ঠামী; ২. ব্রহ্মপুর রঘুনাথ

অর্থাৎ রঘুনাথ দাস গোষ্ঠী; ৩. রঘুনাথ বৈজ্ঞ (চৈ. চ. ৩৬১২০১, ১১০।১২৪)। প্রথম দুইজন বৃদ্ধাবনের বিখ্যাত ছয় গোষ্ঠীর দুইজন। রঘুনাথ বৈজ্ঞ নীলাচলে মহাপ্রভুর ভক্তদের অন্তর্গতম।

তিশিরিজি—তিথিকে পর্যন্ত গিলিতে পারে একপ অভিকায় সম্মতজীব (চৈ. চ. ২১৩।১৩৫)।

তির্থক—বঙ্গীভূত; পশ্চপক্ষী প্রভৃতি (চৈ. চ. ২১৩।১২৭)।

তিরোহিত—বর্তমান তিহুত জেলা, প্রাচীন নাম মিথিলা।

তিলকাঙ্কী—দক্ষিণ ভারতে ‘তিলাভেলী’-র উত্তর-পূর্ব দিকে। বর্তমান ‘তেনকাশী’ বা দক্ষিণ কাশী। এখানে শিব বিশ্বাস আছেন।

তিঁহো—তিনি (চৈ. চ. ১২১২১)।

তুঙ্গভদ্রা নদী—তৃপ্ত ও ভদ্রা এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন নদী। স্থানীয় নাম ‘তুঙ্গস্ত্রা’। এই উভয় নদী ‘শিমোগা’ জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত তুঙ্গভদ্রা নদী মাদ্রাজ ও প্রাচীন নিজাম রাজ্যের সীমা ছিল।

তুণ্ড—বদন, মুখস্থিত জিহ্বা।

তুড়ুক—তুরস্ক দেশীয় মুসলমান (চৈ. চ. ৩৬।১৮)।

তুঁত কধার্তী—যবন শ্রেষ্ঠ। তুঁতক (যবন)+ধার্তী (প্রধান)।

তুরুয়ী—১. মায়াগঙ্কহীন (চৈ. চ. ১৫।২০)। তুল দেহ, শৃঙ্খল দেহ ও মায়া বা প্রকৃতির সহিত সমস্ত শূণ্য যে বস্তু তাহা তুরুয়ী (চৈ. চ. ১২।১০ শ্লোঃ); ২. ব্রহ্ম; ৩. চতুর্থ।

তুলী—তুলার বালিশ (চৈ. চ. ২।১৩।১০)।

তেঁহ, তেঁহো—তিবি (চৈ. চ. ১২।৫০, ১।১।২৫)।

তৈছে—সেইরূপ (চৈ. চ. ১২।১৩)।

তোক্তি—চোবুক (চৈ. চ. ২।১৩।৭)।

কষ্টা—বিশ্বকর্মা; তক্ষণকর্তা।

ত্রিষ্ণা—ত্রিই অর্থ কাস্তি, অতএব ত্রিষ্ণা অর্থ কাস্তিতে, ক্রপের ছটায় (ভা. ১।১।৩।২)। **ত্রিষ্ণাকুক**—ত্রিষ্ণা+অকুক; কাস্তিতে পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।১০ শ্লোঃ, চৈ. চ. ১।৩।৪৫)। **ত্রিষ্ণাপ্রতি**—(ত্রিষ্ণা-তেজ) শৰ্য।

ত্রিপা—লজ্জা। **ত্রিপালপ**—নির্বজ্জ (চৈ. চ. ২।১।৪ শ্লোঃ)।

ত্রিপী—ঝক, যজ্ঞ: ও সামবেদে; অক্ষা-বিষ্ণু-শিব।

ত্রিসরেণু, ত্রিসরেণু—আলোক রশিতে দৃশ্যমান ধূলিকণা, ছয়টি পরমাণু একত্র হইলে ত্রিসরেণু হয়।

ত্রাস—ব্যভিচারী ভাব স্বর্গ।

ত্রিকচ্ছবসমূহ—দেবক্রিয়ায় ত্রিকচ্ছ অর্থাৎ কাছা, কোচা ও কোচার প্রাপ্তভাগ বাম কঙ্কের দিকে গুঁজিয়া বস্ত্র পরিধান (চৈ. ভা. ১১১২৪)।

ত্রিকাল - স্তুত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

ত্রিকালহস্তী স্থান—দক্ষিণ ভারতে উত্তর আর্কটে ত্রিকপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে সুবর্ণযুক্তি নদীর তীরে অবস্থিত। রেণুগুটো অংশন ০ হইতে ২৪ কিলোমিটার। এখানে মহাদেবের তেজোলিঙ্গ। বর্তমান নাম ‘কালহস্তী’।

ত্রিকূপ—কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা ত্রিকুশিবপুর নগর। মতান্তরে সরুস্বতী নদীর তীরবর্তী কূপ বিশেষ।

ত্রিজাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ—শারীরিক ও মানসিক ভেদে ত্রিধি—বাত পিত্ত শ্লেষাদির প্রকোপ-জনিত তাপ—শারীরিক তাপ, আর কাম ক্রোধাদি জনিত তাপ—মানসিক তাপ। মাঝে, পশু-পক্ষী প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক, আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক (চৈ. চ. ২১২০১৬ ; ২১২১১১)। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক স্বর্গ।

ত্রিপদ্মী—ত্রিকপতি ; ত্রিকপাটুর। উত্তর আর্কটে বেঙ্গাচলের উপত্যাকায় অবস্থিত। উহী দুই অংশে বিভক্ত—নীচে নগর, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ; পর্বতের উপরে বালাজী বেঙ্গটেখরের মন্দির। শ্রীচৈতন্ত্য উভয় মন্দির দর্শন করিয়া স্তব-স্ফুর্তি করিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে শ্রীবেঙ্গটেখর বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিপুর্ণ—সত্যালোক (ভা. ২১১৪০)।

ত্রিবিক্রম—বামনদেব (চৈ. চ. ২১১১২)।

ত্রিবেণী—প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরুস্বতীর সঙ্গম স্থল।

ত্রিমল্ল—ত্রিকুমলয়। তাঙ্গোর জেলায় অবস্থিত।

ত্রিমুগ—বিষ্ণু। সত্য ব্রেতা দ্বাপর মুগে বিষ্ণুর লীলাবতার আছে, কলিতে নাই। সেজন্ত তিনি ত্রিমুগ (চৈ. চ. ২১৬১৭-১৮)।

ত্রিশঙ্খস্থূল—ত্রিশাণ্মিকা মামাশঙ্খের নিয়ন্তা ; মামা ধাহার শক্তি সেই—ভগবান् (ধামী)। অস্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটঙ্গ—এই ত্রিবিধি শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ (ভা. ২১৬৩২)।

ত্রিশঙ্গ—ত্রিভুক্ত সর্গ (সৃষ্টি) ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিশঙ্গের এবং এই গুণজুড় প্রধান বস্ত্র সৃষ্টি (ভা. ১১১১, চৈ. চ. ২১৮১১ প্রোঃ)।

জৰ্তি, জৰ্তী—১. মুনতা, ২. কৃতি, ৩. কণার্থ সমষ্টি (শৈথিৰ দ্বারা) ; এক ক্ষণের সাতাশ ভাগের একভাগ সমষ্টি ।

জ্যোৎৰ্ষৰ—১. অক্ষা, বিষ্ণু ও শিবের অধীৰ্থৰ ; ২. তিনি পুরুষাবতারের অধীৰ্থৰ ; ৩. গোলোক, পুরুয়োম ও অঙ্গাণ—এই তিনের অধীৰ্থৰ ; ৪. গোলোকাগা গোকুল, মুখুরা ও আৱকা—এই তিনি ধামের অধীৰ্থৰ (চৈ. চ. ২১২১২৭-৭৫) ।

খ

খেছ—প্র। হিৱতা (চৈ. চ. ২১৩১১) ।

দ

দক্ষিণ নামিকা—যে নামিকার মান নায়ক বিনয় দ্বাৰা ডাঙ্গাইতে সমৰ্থ তাৰাকে দক্ষিণা বলে । যেমন চন্দ্ৰাবলী প্ৰভৃতি (চৈ. চ. ২১১৪।১৫৬) ।

দক্ষিণ মথুৱা—বৰ্তমান ‘মাতৃৱা’, মাত্রাজ রাজো অবস্থিত । এথানকাৰ মীনাক্ষী মন্দিৰ ভাৱতে বিদ্যাত ।

দক্ষহেম—আগুনে পোড়ানো সোনা ।

দক্ষুকাৱণ্য—উত্তৰে খান্দেশ হইতে দক্ষিণে আহাশ্মদনগৰ এবং মধ্যে নামিক ও আটুৱাবাদ পৰ্যন্ত গোদাবৰী নদীৰ তীৰস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে দণ্ডকাৱণ্য নামে বন ছিল ।

দক্ষুপুৱণ্যা—প্র। দ ওৰ প্ৰণাম (চৈ. চ. ২১৯।২৬০) ।

দস্তাবেজ্য—মহৰ্ষি অত্ৰিৰ শুৱসে ও কৰ্দম কশ্যা অনশ্বয়াৰ গৰ্ভে নাৱায়ণেৰ অংশ সমূত । মন্দস্তুবাবত্তাৰ (ভাৰ. ২।২।৩।২৪) ।

দুষ্ম—বহিৰিন্দ্ৰিয় নিগ্ৰহ (চৈ. চ. ২।১।৩।৭ ঝোঃ ; ২।২।২।৪০ ঝোঃ) ।

দুষ্মস্তু—ৰাঘব পণ্ডিতেৰ ভগিনী । পানিহাটীতে শ্ৰীপাট । শ্ৰীচৈতন্য শাখা । অজনীলায় গুণমালা । ইনি শ্ৰীচৈতন্যেৰ প্ৰতি অতিশয় স্বেহবশতঃ বাৱ মাসেৰ উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্ৰস্তুত কৰিয়া বালি ভৱিয়া প্ৰতি বৎসৱ ৰাঘব পণ্ডিতেৰ সঙ্গে নীলাচলে পাঠাইতেন । প্ৰভুও ভক্তেৰ শ্ৰীভিন্নস-সিক্ষিত দ্রব্য বাৱ মাস উপভোগ কৰিতেন । এই বালি ‘ৰাঘবেৰ বালি’ বলিয়া কীৰ্তিত হইত ।

জয়লক্ষ্মি—প্ৰিয় ব্যক্তি (চৈ. চ. ২।১।২।১৩ ঝোঃ) । **জয়লক্ষ্মা**—জগত্বাদেৰ পাণি বিশেষ (চৈ. চ. ২।১।৩।৭) ।

জলহী, দণ্ডহী—বাৰপাল (চৈ. চ. ৩।১।৬।১৪) ।

দশ দশা—কৃষি বিভাগে গোপীদের যে দশটি অবস্থা হয়, যথা—চিষ্ঠা, আগৱণ, উরেগ, কৃশতা, মঙ্গনাঙ্গতা, প্রসাপ, ব্যাধি, উদ্বাদ, মোহ ও মৃত্যু।

দশ দেহ—ছত্র, পাতুকা, শয়া, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞস্থল, সিংহাসন ও পৃথিবী ধারণ। সহস্র বদন শেষ সম্পর্কে এই দশ দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন (চৈ. চ. ১৩০৬৫)।

দশমাত্তী সম্প্রদায়—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, পিরি, পর্বত, পুরী, ভারতী, সাগর ও সরস্বতী,—শঙ্করাচার্য-পছৌ সন্ন্যাসিগণ এই দশ নামে খ্যাত।

দশবাণ হেম—বিশুদ্ধ স্বর্ণ; বাণ অর্থ পাঁচ, পাঁচ দশ অর্থাৎ পঞ্চাশবাণ দশটি স্বর্ণ।

দহুর—স্মরণতত্ত্ব, জীবান্তর্ধানী। জীব-হৃদয়ে অবস্থিত অদ্বৃত্ত পরিমিত বৃক্ষ বৃক্ষের প্রবর্তক বিশ্রাম (ভাঃ ১০৮৭।১৮ ; চৈ. চ. ২।২৪।১৫ প্লোঃ)।

দাঢ়ুকা—লোহার বেড়ী (চৈ. চ. ২।২০।১১)

দান—পথকর (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩) ; ভিক্ষা (চৈ. চ. ১।১।২।১৪) ; মানে ছলপূর্বক ভূষণাদি প্রদান (উ. মী., মান-৫০)।

দান ঘাটি—খেয়া ঘাটি।

দানী—কর আদায়কাৰী (চৈ. চ. ২।৪।১১)

দান্ত—জিতেজ্জিয়।

দামোদর পণ্ডিত—ইনি শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত আশ্রম। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী শক্তির পণ্ডিত ইহার কনিষ্ঠ সহোদর। ইহার লোকাপেক্ষাহীনতায় ও নিরপেক্ষতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—“আমার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই ; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষি ভজন হয় না”। ইনি মহাপ্রভুর উপরেও বাক্যদণ্ড করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। শচীয়াতার রক্ষণাবেক্ষণের অন্ত মহাপ্রভু ইহাকে নববীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় প্রথম শৈব্যা ছিলেন এবং কথনও সরস্বতীও ইহাতে গ্রবেশ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

দানুরী—দাক (কাঠ) নির্মিত (চৈ. চ. ৩।২।১।১৭)।

দানুৰী—পরম্পরা (চৈ. চ. ৩।২।৩১)। **দানুৰী মাটুয়া**—পরম্পরা ও নর্তকাদি (চৈ. চ. ৩।২।৩১)।

দানুক্রান্ত—দাক (কাঠ) নির্মিত বিশ্রাম অগ্রাথ।

দানি—ভাইন (চৈ. চ. ২।৪।৬৬)।

দান্তুরভি—মতি দ্রঃ।

দিব্যোগ্রাদ—‘এতস্ত মোহনার্থ্যশু গতিঃ কামাপ্য পেষ্যঃ ।

অমাভাকাপি বৈচিত্রী দিব্যোগ্রাদ ইতীর্থাতে’ ॥

—মোহনার্থ ভাব কোনও অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে ভব সমৃশ বিচিৎৰ দশা সাত করে তাহাকে দিব্যোগ্রাদ বলে ।

দিষ্ট্যা—ভাগ্যবশতঃ (ভাঃ ১০৮২১৪৪) ।

দীপার্চি—দৌপৈর অর্চি (শিখ) = দৌপশিখ (ব্ৰ. সং. ৫৪৬) ।

দীপ্তি, দীপ্তি—অলঙ্কার ত্রঃ ।

দীয়টি, দেউটি—মশাল (চৈ. চ. ৩১৪১৫১) ।

দুর্গা—১. “(ভাঃ ১০১২১১) যোগমায়া ; ২. (ভগবৎ সম্ভৰ্ত ১২০) জগৎপ্রশংসন শক্তি ; ৩. (ভক্তি চল্লিকা পটল ২১৯) মাতৃকান্তাসে ক বর্ণের শক্তি ; ৪. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই দুর্গা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি, যায়াৎস্তৃতা দুর্গা নহেন । শ্রীনারদ পঞ্চবাত্রে ইহার নাম—নিরক্ষিত দ্রষ্টব্য । দুঃখে অর্থাৎ শুক্র-আরাধনাদি প্রয়াস স্বীকারে গমন (জ্ঞান) হয় ধাহার—তিনিই দুর্গা । যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, তিনিই মাত্র কাষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ত জানেন, সেই তদ্গতচিত্তা প্রকৃতিকেই ‘দুর্গা’ কহে । ইহা পরামর্শ মহাবিষ্ণু সুরপিণ্ডী শক্তি উত্তোলনি । এই অর্থে রসবজ্জ্বলা পরমা প্রকৃতিকে অতি দুঃখেই জানা যায় বলিয়া ইনি ‘দুর্গা’ । ইহারই আবরিকা শক্তির নাম মহামায়া, অথিলেশ্বরী ; তাহার মায়াতে নিখিল জগৎ ও দেহাভিমানী জীবনিক্য মৃগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রূপে যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি শক্তিমান् শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠাত্র দেবতা হইলেও কথনও দুর্গাকেও অভেদোপচারে বলা হয় ; ৫. অপরাজিতা—” (বৈ. অ.) । ৬. হষ্ট-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি (ব্ৰ. সং. ৫৪৪) । ৭. কাত্যায়নায় বিদ্যুহে, কশ্চাকুমারীঃ ধীমহি, তঙ্গো দুর্গঃ শুচোদয়া—তৈক্ষিকীয় আরণ্যকের অসৃত্য যাজ্ঞিকা উপনিষদ । এখানে দুর্গি ও দুর্গা সমার্থক ।

৮. দুর্গা দৈত্যে মহাবিষ্ণু ভববক্ষে কুকৰ্মণি ।

শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥

মহাভয়েহভিরোগে চাপ্যা শব্দেু হস্ত্বাচকঃ ।

এতান্ হস্ত্যেু যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥—শব্দকল্পজ্ঞম ।

—অর্থাৎ দুর্গ শব্দেৰ বাচ দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিষ্ণু, ভববক্ষ, কুকৰ্ম, শোক,

দুর্থ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ-শব্দ হস্ত্যাচক।
যিনি এ সকলকে হনন করেন, তিনিই দুর্গা।

* * *

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।

উকারো বিঘ্ননাশস্ত্র বাচকো বেদ-সম্মতঃ॥

বেফো রোগঘৰ বচনো গৃষ্ট পাপঘৰ বাচকঃ।

ভয় শক্রস্ত্র বচনশচাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥—শব্দকল্পদ্রুম।

* * *

হর্ণেতি দৈত্যবচনোহপ্যাকারো নাশবাচকঃ।

দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিত।

বিপত্তি বাচকো দুর্গশচাকারো নাশবাচকঃ।

তৎ মনাশ পুরা তেন বৃধৈদুর্গা প্রকীর্তিত।—শব্দকল্পদ্রুম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণসৰ্গত চতুর্মতে—দুর্গাদেবী দৃষ্টর সংসার সম্মতের তরণী।
অদ্বিতীয়া ব্রহ্মযী। নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের
হৃদয় বিহারিনী গৌরী। যথা—

দুর্গাপি দুর্গ ভব সাগর নৌরসঙ্গ।

শ্রীঃ কৈটভারিঙ্গদায়ক কৃতাধিবাসা।

গৌরী অমেব শশিমৌলিকত প্রতিষ্ঠা॥—চতুর্ভু ৪।১।১

দুর্গাপৈ দুর্গপাঞ্চায়—চতুর্ভু ৫।১।২

দ্বুর্বেশম—দক্ষিণ ভারতে রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।
বর্তমান নাম দর্ভশায়ন। এখানে জগন্নাথ, শ্রীদেবী, ভূদেবী, রাম-লক্ষণ-
সীতা, হর্ষমান প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃতমালা (বর্তমান
নাম ভাইগা) নদীতে স্বান করিয়া দর্ভশায়নে রঞ্জনাথ দর্শন করিয়াছিলেন।

দ্বুঃসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ, কুসঙ্গ (চৈ. চ. ২।২।৪।১০)।

দেউটি—মশাল (চৈ. চ. ১।১।০।৩।১)।

দেউল—দেৱালয়, মন্দির (চৈ. চ. ২।৫।১।৪।৩)।

দেথিছেু—দেথিত্তেছ (সঙ্গমার্থে) (চৈ. চ. ৩।১।৮।৫।২); দেথিলু—

দেথিলাম (চৈ. চ. ২।২।৩।৩); দেথিলাঙ্গ, দেথিলুঁ—দেথিলাম (চৈ. চ.

১।১।৭।১।০।৬, ২।৪।৬; দেথৰো—দেথি (চৈ. চ. ১।১।৩।৮।১), দেথিব (চৈ. চ.

১।১।৭।১।২।৮)।

দেঙ্গ—দিয়া থাকি (চৈ. চ. ৩।৩।১১৯) ।

দেবামলপত্রিত—হুলিয়া গ্রামবাসী। উপাধি ভাগবতী। ইনি ভজিহীন আনন্দাগার্ণি পত্রিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শেষে ইনি ভজিমার্গে প্রবেশ করেন। ইনি পূর্বলীলায় নন্দমহারাজের সভাপত্রিত ভাঙ্গির মুনি ছিলেন বলিয়া কথিত ।

দেবীধাৰ্ম—প্রাকৃত অক্ষাও ; মায়াদেবীৰ ধাম (চৈ. চ. ২।২।১।৩৯) ।

দেহশৰ্মকর্ম—কৃধা তৎপুর প্রভৃতি নিরুত্তিৰ জন্য কৰ্ম ।

দেহলী—বহিৰ্বার (উ. নী., সখী—৩৬) ।

দেশ্য—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

দেৰত—যথাৰ্থতঃ (চৈ. চ. ১।১।২।৩২) ।

দোমা—ডোঙা (চৈ. চ. ২।৩।৮৭) ।

দ্বাদশ—সম্যাসীদেৱ হাতেৱ দণ্ড (চৈ. চ. ৩।১।৪।৪২) ।

দ্বাদশ কানক—অজমগুলেৱ অস্তর্গত বারটি বন, যথা—১. মধুবন, ২. তালবন, ৩. কুমুদবন, ৪. কাম্যবন, ৫. বহলাবন, ৬. ভদ্রবন, ৭. খদিৱবন, ৮. মহাবন, ৯. লৌহজঙ্গবন, ১০. বেলবন, ১১. ভাগীৱবন, ১২. বৃন্দাবন (চৈ. চ. ২।১।২।২৫) ।

দ্বাৱকা—দ্বাৱাবতী। কাঠিয়াবার প্ৰদেশে কচ্ছ উপসাগৱেৱ উপৱে স্থিত, প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান ।

দ্বাৱকা চতুৰ্বৃহ—আদি চতুৰ্বৃহ দ্রঃ ।

দ্বিজৱাত—চন্দ ।

দ্বিষৎ—ব্রেকারী, শক্র (ভাঃ ১।১।২।৪৬) ।

দ্বৈপায়নী—দাক্ষিণাত্যেৱ তীর্থ বিশেষ, সম্ভবতঃ গোকৰ্ণ তীর্থেৱ নিকটে ।

শ্রীমদ্বাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকৰ্ণ তীর্থে শিবমূর্তি দৰ্শন ও দ্বৈপায়নী আৰ্য্যা দৰ্শনেৱ পৱে শূর্পারকে গমন কৱেন। ‘আৰ্য্যা’—এক দেৱীৰ নাম ।

জ্ঞাবাগৃহিণী—স্বৰ্গ ও পৃথিবী ।

জ্ঞাপতি—সৰ্গাদিৱ লোকপাল (ভাঃ ১।০।৮।৭।৪। শ্লোঃ) ।

জ্ঞাপণি পটল—স্বৰ্গ সমূহ (উ. নী., সখী—২৮) ।

জ্ঞব—আৰ্জি হওয়া (চৈ. চ. ১।১।০।৪৭) ।

জ্ঞবিশ—ধন (চৈ. চ. ৩।৩।৩ শ্লোঃ) ।

জ্ঞব্য—টাকাকড়ি (চৈ. চ. ৩।৩।১৯) ।

খ

ঘটা—ধড়া (চৈ. চ. ৩।৯।১০৫) ।

ঘড়া—বন্ধুরিশেষ (চৈ. চ. ২।৪।১২৭) ।

ঘড়ে—দেহে (চৈ. চ. ৩।১৮।৫০) ।

ধমঙ্গয় পশ্চিত—নিত্যানন্দ শাখা । চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে আবিভাব । পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী । হরিপ্রিয়া নৃঞ্জী একটি শুল্কী কণ্ঠার সহিত ইহার বিবাহ হয় । পিতা শ্রীপতি খুব ধনী ছিলেন । কিন্তু ধনঞ্জয় পশ্চিত সংসার ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের নিকটে শীতল গ্রামে আসিয়া লোকদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন । পরে তিনি নববীপে গিয়া শ্রাচৈতুন্দেব ও তাহার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্তনামন্দে বিভোর হইয়া পড়েন । বর্তমান বোলপুরের নিকটে জলন্ডি গ্রামে ও শীতল গ্রামে শ্রাবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন । ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম ছিলেন । পূর্ব লীলায় অজ্ঞের বস্তুদাম সথা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি ।

ধমুক্তীর্থ—সেতুবন্ধে । বর্তমান “পথম প্যাদেজ্” । লক্ষণের ধমুক্তীর্থ অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় “ধমুক্তীর্থ” নাম হইয়াছে ।

ধজ্জাল—চুচের খোপা (চৈ. চ. ২।৮।১৩৩) ।

ধর্ম—ধ+মন=ধর্ম । ধ ধাতুর অর্থ ধারণ করা আৱ মন् প্রত্যয় কর্তৃবাচ্য ও করণবাচ্য উভয়েই প্রয়োজিত হয় । মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইলে ধর্ম শব্দের অর্থ হইবে—ধারণ করে যে, ধরিয়া রাখে যে । আৱ মন্ প্রত্যয় করণ বাচ্যে প্রযুক্ত হইলে অর্থ দাঙ্ডায়—ধারণ করা যায় যদ্বারা, ধারণ করিয়া রাখা যাব যদ্বারা । অগ্নিবিদ্যাপক্ষ জলকে জলত দান করে বা জলকে জলতে ধারণ করিয়া রাখে, জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে; তাই অগ্নিবিদ্যাপক্ষ জলের ধর্ম (কর্তৃবাচ্যের অর্থে) ।

বৰফ ও বাল্প জলের বিকৃত রূপ । উত্তাপ প্রয়োগে বৰফ এবং শৈত্য প্রয়োগে বাল্প তরল হইয়া জলে পরিণত হইলে উহার অগ্নিবিদ্যাপক্ষ গুণ লাভ হয় । সুতৰাং উত্তাপ ও শৈত্য বিকৃতি প্রাপ্ত জলকে স্বীয় স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা কৰণ । এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত অবস্থা হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয় । সুতৰাং উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম বা জলতের সাধন ।

জীৱ স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস । কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণসেবাৰ দাসনা জীবকে স্বীয় স্বরূপে (কৃষ্ণ দাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে । সুতৰাং ইহা জীবের সাধ্য ধর্ম

(কর্তৃবাচ্যের অর্থে)। আর মায়াবক্ত জীবের স্বরূপ অবস্থা প্রকটিত করিবার নিমিত্ত যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গাদির শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান প্রয়োজন। স্ফুরাং এই সমস্ত ভজনাঙ্গ জীবের সাধন ধর্ম (করণবাচ্যে)।

ধর্মসেতু—ধর্মের মর্যাদা রক্ষক (১৮. চ. ১১৩৮৯)।

ধার্ম—১. ভগবানের লীলার স্থান, তীর্থস্থান ; ২. তেজঃ, দীপ্তি (চৈ. চ. ২১১১১ শ্লোঃ) ; ৩. ভগবানের স্বরূপশক্তি (ভাঃ ১১১—বিখ্যাত)।

ধাৰ্মতত্ত্ব—১. গৃহ, দেহ, প্রভাব, রশ্মি, স্থান, জন্ম—শ. ক. দ্র.। ২. প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড বৈগোলোক—তাহাতে সৰ্গমোক, তপোমোক, সত্তামোক বিদ্যমান। তাহার উপরে বিৱজা বা কাৰণ সমূদ্র, মহা প্রলয়ে জীৱ সূক্ষ্মরূপে শীঘ্ৰ কৰ্মফল আশ্রয় কৰিয়া ইহাতে অবস্থিতি কৰে। তাহার উপরে জ্যোতিৰ্ময় ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক। জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রহ্ম সাধুজ্য লাভ কৰিয়া এই ধার্মে ব্রহ্মানন্দে নিময় থাকেন। ব্রহ্মলোকের উপরে পৱবোম। ইহা শুগবৰ্জাম,—বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি এই ধার্মে অনন্বিত। মুক্তিকামী এই ধার্ম প্রাপ্ত হন। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক - বৃন্দাবন বা ব্রজলোক। শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বাৰা অন্তরে কৃতিৰ উন্মোচ হইলে কৰ্মফল ও মুক্তিৰ আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়। তখন সাধক ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড, বিৱজা, ব্রহ্মলোক, পৱবোম প্রভৃতি অতিক্রম কৰিয়া গোলোক ব্রজধার্মে শ্রীকৃষ্ণচৰণরূপ কল্পবৃক্ষে উপনীত হন। কৃষ্ণধার্মতত্ত্ব ও সিদ্ধলোক দ্রঃ।

ধীৱা, ধীৱাধীৱা, ধীৱাগ্নগ্নাভা, ধীৱমধ্যা, ধীৱলঙ্ঘিত—নায়িকা দ্রঃ।

ধূমৌ—নদী (১৮. চ. ১১৩১১৯)।

ধূতি—বাতিচারী ভাব দ্রঃ। “জিহ্বোপস্থজযোধৃতিঃ”—জিহ্বা ও উপস্থের বেগ ধারণ। অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু ভোগের লালসার এবং ঘোন সংসর্গের লালসার বেগ ধারণ (ভাঃ ১১১১১৩৬ ; চৈ. চ. ২১১১৩৭ শ্লোঃ)।

ধৈর্য—অলকার দ্রঃ।

ধোঁয়াপাথামা—ধোত কৱা, প্রকালন কৱা (চৈ. চ. ২১২১২০০)।

ধৃতবঢ়াট—মধুরায় যমুনার একটি ঘাট।

ধৃকুলত্রক্ষচারী—নৃসিংহের উপাসক। কালনার নিকটবর্তী পিয়ায়ীগঞ্জে শ্রীপাট। ইহার পূর্ব নাম অন্ত্যন্ত ত্রক্ষচারী; বীষ উপাস্ত নৃসিংহদেবে অতিশয় প্রীতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্তদেব ইহার নাম রাখেন নৃসিংহচারী। যহাপ্রভু গোড়পথে বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন, সঙ্গে

ଅଜ୍ଞ ଭକ୍ତ । ନୁସିଂହାନନ୍ଦ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁର ଗମନେର ଅନ୍ତ ଛାଯାଦନ ରତ୍ନଚିତ୍ତ ପଥ ରଚନା କରିତେ ଲାଗିଲେନ । କାନାଇ'ର ନାଟଶାଳା ପର୍ଦ୍ଦତ୍ତ ପଥ ରଚିତ ହାଇଲ । ଏର ପରେ ନୁସିଂହାନନ୍ଦେର କଲ୍ପନା ଅଗସର ହୟ ନା ଦେଖିଯା ଇନି ବଲିଯାଛିଲେନ, ଏବାର ମହାପ୍ରଭୁର ମୃଦ୍ଦାବନ ଯା ଓୟା ହାଇବେ ନା । ବାନ୍ତବିକିହି ମହାପ୍ରଭୁ କାନାଇ'ର ନାଟଶାଳା ହାଇତେ କିରିଯାଛିଲେନ । ନୁସିଂହାନନ୍ଦେର ଦେହେ ଏକବାର ଅସିକାତେ ମହାପ୍ରଭୁର ଆବେଶ ହଇଯାଛିଲ । ଇହାର ସାକ୍ଷାତେ ଅନ୍ୟେର ଅଗୋଚରେ ମହାପ୍ରଭୁର ଆବିର୍ତ୍ତାବ୍ଦୀ ହାଇତ ।

ମାଗରିଯା ଲୋକ—ପ୍ରା. ମଗରବାସୀ ଲୋକ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୧୫) ।

ଅପ୍ଲଜିତ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିଦୀ ନାଗଜିତ୍ତୀର ପିତା କୋଶଲରାଜ (ଚୈ. ଭା. ୯୧୨୨୯) ।

ଅଟକାନ୍ତ—ପ୍ରା. ବୁଲିଯା ଆଛେ, ନଡ ବଡ କରେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୧୬୯) ।

ଅନ୍ତବ୍ରତ୍ତେ—ପ୍ରା. ବୁଲିଯା ନଡେ ଚଢେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୧୫୦) ।

ଅନ୍ତନ ଆଚାର୍ୟ—ଆକଣ । ନବଦୀପେର ଚତୁର୍ବୁଜ ପଣ୍ଡିତେର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୋରାଙ୍ଗେର କୌର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗୀ । ନାନୀ ତୀର୍ଥ ଦ୍ରମ କରିଯା ନିତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନବଦୀପେ ଆସିଯା ଇହାର ଗୁହେ ଗୋପନେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ ଏବଂ ଇହାର ଗୁହେଇ ନିତାନନ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁର ଓ ଭକ୍ତବୁନ୍ଦେର ମିଳନ ହୟ । ଏକବାର ମହାପ୍ରଭୁକେ ପରୀକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ଅବୈତାର୍ୟ ଇହାର ଗୁହେ ଲୁକାଇଯାଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଧୀମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଇହା ଅଜ୍ଞାତ ରହିଲ ନା । ତିନି ଅବୈତକେ ଆନାର ଜନ୍ମ ରାମାଇ ପଣ୍ଡିତକେ ନନ୍ଦନାଚାର୍ଦେର ଗୁହେଟ ପାଠାଇଲେନ । ମହାପ୍ରଭୁର ଏକବାର ଶ୍ରୀବାସ ଓ ଅବୈତକେ ପରୀକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ନନ୍ଦନେର ଗୁହେ ଲୁକାଇଯାଛିଲେନ । କାଜୀ ଦମନେର ଦିନେ କୌର୍ତ୍ତନେ ଓ ଶ୍ରୀଧରେର ଗୁହେ ମହାପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତବ୍ୟାଃମୟ ପ୍ରକଟନେର ସମୟେବ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ୟ ସଙ୍ଗୀ ଛିଲେନ । ଇନି ରଥସାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନେର ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ବ୍ସର ନୀଳାଚଳେ ସାଇତେନ ।

ଅନ୍ତାଇ—ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ୍ୟ ଶାଖାର ବୈଷ୍ଣବ । ଇନି ନୀଳାଚଳେ ଗୋବିନ୍ଦେର ଆମୁଗତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ଦେବା କରିତେନ । ମହାପ୍ରଭୁର ସଙ୍ଗେ ଗୌଡ଼େଓ ଆସିଯାଛିଲେନ । ବ୍ରଜ-ଲୀଳାଯ ଇନି ଛିଲେନ ଜଲସଂକ୍ଷାରକାରୀ ବାରିଦ ।

ଅବ୍ରାହମ—ମ୍ଯୁରା ଜେଲାଯ । ଏହାନେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜେର ବାଡ଼ୀ ଛିଲ ।

ଅବସ୍ତୁ—ଜୟୁ ଶୀପେର ନଯାଟି ଭାଗ, ଇହାଦିଗକେ ବର୍ଣ୍ଣ ବଲେ । ସଥା—ଇଲାବୃତ, କେତୁମାଳ, ହିରଣ୍ୟକ, ଭ୍ରମାଶ, ହରିଧର୍ମ, ହିରମୟ, କୁକ, କିଂପୁର୍ବ ଓ ଭାରତ (ଚୈ. ଚ. ୩୨୯-୧୦) ।

ଅବସ୍ତୀପ—ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଜ୍ଞାନ । ଏଥାନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ହୟ ଏବଂ ତିନି ସଂସାରାଶ୍ରମେର ୨୪ ବ୍ସର ପାର୍ବଦଗଣେର ସହିତ ନାନା ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଯାଛିଲେନ ।

অববিধানভিত্তি—শব্দগং কীর্তনং বিষণ্ণোঃ শ্বরগং পাদ শেবনম্।

আর্চনং বন্দনং দাস্তং সধ্যামাঞ্জ নিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণো ভক্তিশেষের লক্ষণ।

ক্রিয়েত ভগবত্যক্তা তত্ত্বাত্মকেতুম্॥—ভাৎ ১১১২৩-২৪।

—অর্থাৎ বিষ্ণুর নামাদি শব্দগ, কীর্তন, শ্বরগ, পূজন, বন্দন, পরিচর্ষা, দাস্ত, সধ্য ও আত্মবিবেদন—এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গ পূর্বে শ্রীবিষ্ণুতে অপিত হইয়া পরে অমুষ্টিত হইলে শুক্তা-ভক্তি-সাধন বর্ণিয়া গণ্য হয়।

নববৃহৎ—বাস্তুদেব, সমৰ্থণ, প্রদায়ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হরগ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্ম (হরি),—এটি নয় ঘূর্ণি যথুরাদি পুরীর নয় দিকে বৃহস্পতে প্রকাশিত থাকেন (ল. ভা., পূর্বিথঙ—১১৭৫ ;—চৈ. চ. ২২০।২৯ শ্লোঃ)।

নবব্যক্তি—বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্ত, যথা : (১) বিশ্ব অনাদি অর্থাৎ জগতবিহীন, (২) জগৎ মিথ্যা, (৩) অহং তত্ত্ব, (৪) জগ্নাস্ত্র ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বৃক্ষই তত্ত্ব লাভের উপায়, (৬) নির্বানই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানবরচিত এবং (৯) দয়াদি সদাচারণই বৌদ্ধ জীবন।

নবযোগেন্ত্র—কবি, হাতি, অস্তুরীক, প্রবুদ্ধ, পঞ্চলাধন, আবিহোত্ত্ব, আবিড়, চমশ ও করতাজন।

নব্য শ্রান্ত—তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। ইহার প্রধান বিচার্য বিনয়—প্রমাণের সংখ্যা ও অক্রতি। এই শাস্ত্রদেতে পদার্থ ঘোড়শ অকার। ইহাদের জ্ঞানে আত্মাতত্ত্ব জ্ঞান হয়। ১৩শ হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বংলার রঘুনাথ, রামনাথ প্রভৃতি পঞ্জিতবর্গ এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। **প্রাচীন শ্রান্ত**—গৌতমের শ্রান্তমুক্ত।

নবস্কার্ণ—আশীর্বাদ ত্রুঃ।

নয়—অপ্রিগম ত্রুঃ।

নর বালক—নর বালক। চৈ. চ. ২।৮।১৪ শ্লোঃ।

নরহরি দাস—শ্রীচৈতন্তের প্রিয় ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর। দর্শন শ্রীখণ্ডে আচুম্বনিক ১৪৭৮ শ্রীঃ অবে বৈত্ত বংশে আবির্ভাব। পিতা নারায়ণ দাস সরকার। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুল সরকারের পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্তের অভিভূত তত্ত্ব ছিলেন বলিয়া কীর্তিত। নরহরি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন। অজেয় মধুমতী স্থী বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইহার অনেকগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ পদকল্পনাতত্ত্বতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার লিখিত ‘ভক্তি চক্রিকা পটল’ ও ‘ভজ্ঞামৃত অংক’ নামে দুইখানা সংস্কৃত

ଗ୍ରସ୍ତ ଆହେ । **ମରହରି ଚକ୍ରବର୍ଜୀ**—ନାମେ ଆହା ଏକଙ୍କନ ପଦକର୍ତ୍ତା ନରହରି ଦାସ ଛିଲେନ । ତିନି ସନ୍ଧାମ-ନରହରି ବଲିଯା ଖ୍ୟାତ ଛିଲେନ । ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ଜୀର ଏହି ‘ଆନିବାସ ଚରିତ୍ର’, ‘ନରୋତ୍ତମ ବିଲାସ’ , ‘ଭକ୍ତି ରଙ୍ଗାକର’ ପ୍ରତ୍ତି । ‘ଭକ୍ତି ରଙ୍ଗାକର’ ବୈଷ୍ଣବ ଇତିହାସେର ବିଶ୍ଵକୋଷବିଶେଷ । କିନ୍ତୁ ଇହାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସହକେ ନିଃପଦେହ ହେଉଥା ଯାଇନା ।

ଅରୋତ୍ସମ ସରୋବର—ପୁରୀର ଏକଟି ବୃଦ୍ଧ ଜଳାଶୟ । ଏହି ସରୋବରେ ଚନ୍ଦମ ଯାଆଦି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଅରୋତ୍ସମ ଦାସ—ବିଦ୍ୟାତ ବୈଷ୍ଣବ ପଦକର୍ତ୍ତା । ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗେ ରାଜ୍ସାହୀ ଜେଲାର ଗୋପାଲପୁର ପ୍ରାମେ ଆବିର୍ଭାବ । ପିତା ରାଜା କୁଷାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ, ମାତା ନାରାୟଣୀ ଦାସୀ । ଇନି ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାଗ କରିଯା ବୃଦ୍ଧାବନବାସୀ ଲୋକନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିକଟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଇନି ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜେ ଠାକୁର ଅହାଶୟ ବଲିଯା ପରିଚିତ । ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହିଲେଓ ଇହାର ଏହି ଆକ୍ଷଣ ଶିଷ୍ୟ ଛିଲେନ । ଏହି—
ସନ୍ତୋଷ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ବସଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସିଦ୍ଧଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅରଣ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମ, କୁଞ୍ଜ ବର୍ଣନ, ଚମ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ତି । ବିଦ୍ୟାତ କୌରନୀୟା, ଆଖର ବର୍ଜିତ ବଡ଼ ତାଲେର ‘ଗରେନ ହାଟି’ କୌରନେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ।

ଅର୍ଜନ୍ମା—ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟାତ୍ୟର ଏକଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନଦୀ । ଭାରତେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାଯିକ ନଦୀର ଏକଟି ।

ଅହିବ ଉଜ୍ଜ୍ଵାଳ—ଆ. ଭୁଲିବ ନା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୪୪) ।

ଅହିଲ—ଆ. ହଇଲ ନା (ଚୈ. ଚ. ୧୧୦୧୪୩), ହୟ ନାଇ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୧୧୮୧) ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—ଆ. ନାଚାନୋ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୦୩) ।

ଆଟ—ହୃତ୍ୟ ; ବାସନ୍ଧାନ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୩୧୦୨) ।

ଆଢ଼ା—ନାଚିଯାଳ ବଂଶଜ୍ଞାତ । ଅଦୈତାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରକରେର ନାଚିଯାଳ ଗ୍ରୀ ଛିଲ, ଏକଥି ଇହାକେ କୌତୁକ କରିଯା ‘ନାଢ଼ା’ ବଳା ହିତ । ରାଜା ଗଣେଶେର ମଞ୍ଜୁ ନରସିଂହ ନାଚିଯାଳ ଅଦୈତାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବପ୍ରକର୍ଷ ଛିଲେନ (ଚୈ. ଭା. ୧୪୫୧୧୧୪) ।

ଆମେ—ଆ. ଦେବ ନା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୩୪) ।

ଆମା—ବିବିଧ (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୦), ମାତାମହ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୧୪୩) ।

ଆମ୍ବାଦୀ—ମହିଳାଚରଣ । ଆଶୀର୍ବାଦ, ନମସ୍କାର ବା ବସ୍ତ ନିର୍ମିଶ୍ୟକ ମହିଳାଚରଣକେ ନାମ୍ବାଦୀ-
ବଳେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୦) ।—“ମନ୍ଦିର୍ଷ ଦେବତା ସମ୍ମାନ ତଥାମ୍ବାଦୀ ପ୍ରକାରିତିତା” ।

ଆମ୍ବାଦୁଖ—ବିବାହାଦି ଶ୍ରଦ୍ଧକର୍ମେ ହୃତ୍ୟ ଆଭ୍ୟାସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧ । ପିତା, ପିତାମହ,
ଅପିତାମହ, ମାତାମହ, ଅମାତାମହ ଓ ବୃଦ୍ଧପ୍ରମାତାମହ—ଏହି ଛୟାଜନେର ନାମ
ନାମ୍ବାଦୀମୁଖ । ନାମ୍ବାଦୀ (ଉତ୍ତେର) ମୁଖ (ଆରଣ୍ୟ) ଯାହା ହେତେ ।

নাম—১. নময়তি ইতি নাম। যে নামাইয়া আনে তাহাই নাম। নাম ও নামী অভিন্ন। নাম তাই নামীকে নিকটে নামাইয়া আনে। ২. আধ্যা, সংজ্ঞা ; ৩. ধ্যাতি ; ৪. বাক্যমাত্র ; ৫. ঝৈষৎ।

নামাপরাধ—যে অপরাধে ভগবৎ নাম (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভুতি) গ্রহণে হৃদয়ে বিকার অঘে না, বা বিকার জনিলেও নেত্রে জল বা শরীরে রোমাঙ্গ হয় না তাহাকে নামাপরাধ বলে (ভাৰ. ২।৩।২৪)। নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা—
 ১. সাধুনিদা ; ২. শিবের সন্তা, নাম, গুণ প্রভুতি নারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা ; ৩. শুরুদেবে অবজ্ঞা ; ৪. হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা ; অর্থাৎ হরিনাম মহিমাকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা ; ৫. নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি ; ৬. বেদাদি ধর্ম শাস্ত্রের নিদা ; ৭. ধর্ম, অত, দান প্রভুতির সহিত হরিনামের তুলনা ; ৮. শ্রীকাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অবিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া ; ৯. নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া ; ১০. নামে অহং মমতাপুর হওয়া।

অনবধান প্রযুক্ত নামাপরাধ কালনের উপায়—সর্বদা নাম সংকীর্তন, যথা—“জাতে নামাপরাধে পিণ্ডাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্যঞ্চাম তদেক শরণে ভবেৎ॥ (হ. ভ. বি. ১।১।২৮৭, চৈ. চ. ১।৮।২৬)।

নামাভাস—নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম উচ্চারণ তাহার নাম জ্ঞপ। আর নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও যে নাম উচ্চারণ, তাহার নাম নামাভাস।

নাম সঙ্কীর্তন—চতুঃষষ্ঠি ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন (সিঙ্গু. ১।২।১।৩০)।

...নাম সংকীর্তন কলো পরম উপায় ॥

সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন ।

সেই ত হৃষেধোপায় কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ ।

সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উজ্জ্বাস ॥

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন ।

চিত্ত শুক্তি, সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আরাধন ।

কৃষ্ণ প্রাণ্তি, সেবামৃত সম্মুদ্রে মজ্জন ॥—চৈ. চ. ৩।২।০।১-১১

ମାନ୍ୟ ସଂକରିତନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଦେଶ—

ତୃଗୁଦପି ହୁନୀଚେନ ତରୋରିବ ସହିକୁଣ୍ଠା ।

ଅଧାନିନା ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟଃ ସଦା ହରିଃ ॥—ଚୈ. ଚ. ୩୨୦୧୫ ଖୋଃ ।

—ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଗୁଦପି ହୁନୀଚ, ତରୁ ଅପେକ୍ଷା ସହିକୁଣ୍ଠ ଓ ନିଜେ ନିଯାନ୍ତିମାନ ହଇଯା ଏବଂ ଅପରେର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବିକ ସର୍ଦନା ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ।

ମାୟକ—୧. ନେତା ; ୨. ଗଲ୍ଲ ନାଟକାଦିର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଵର୍ଗି ; ୩. ପ୍ରଣାଳୀ । ।

ମାୟକା—ଶୃଙ୍ଗାର ରମେର ଆଶ୍ରୟାଲସନ ରୂପା ନାରୀ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରହେ (୫୧୦୦୧୦୨) ନାୟିକାର ବହୁ ଭେଦ ବଣିତ ହଇଯାଛେ । ହୁଲ ଗଣନାୟ ୩୬୦ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ମାୟକା ସ୍ଵକୀୟା ଓ ପରକୀୟା ଭେଦେ ଦ୍ଵିବିଧ । ଅକୀୟା—ଧୀହାରା ବିଧି ଅଭୁଦାରେ ବ୍ୟବାହିତା, ପତିର ଆଦେଶ ପାଲନେ ତ୍ର୍ୟପରା ଏବଂ ଧୀହାରା ଶାସ୍ତ୍ରୋତ୍ତ୍ଵ ପାତିତ୍ରତା ଧର୍ମେ ଅଟଳା, ତୀହାରା ସ୍ଵକୀୟା । ଯେମନ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ରାଜ୍ୟାଳ୍ୟ, ମତ୍ୟଭାବା ପ୍ରଭୃତି ମାହୟୀ (ଉ. ନୀ. ୩୪) । ପରକୀୟା—ସେ ନାୟକା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକେର ଧର୍ମାଦ ଉପେକ୍ଷା କରିଯା ଅନୁରମ୍ଭ ଅଭୁରାଗେଇ ପରମ୍ପର୍ଯ୍ୟ (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ) ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରେନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧୀହାକେ ବିବାହାୟକ ଧର୍ମେ ସ୍ତ୍ରୀକାର ନା କରିଯା ଅଭୁରାଗେଇ ଅନ୍ଧୀକାର କରେନ, ତିନିଇ ‘ପରକୀୟା ନାରୀ’ । ଯେମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବ୍ରଜଦେଵୀଗଣ (ଉ. ନୀ. ୩୧୭) । ଅକୀୟା ଓ ପରକୀୟା ନାୟକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମୃଦ୍ଗା, ମଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଗଲ୍ଭା । ମଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଗଲ୍ଭା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆବାର ତିନି ପ୍ରକାର—ଧୀରା, ଅଧୀରା ଓ ଧୀରାଧୀରା । ଇହଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅଭିସାରିକା, ବାସକମଜ୍ଜା, ଉତ୍ସକର୍ତ୍ତା, ଗନ୍ଧିତା, ବିପ୍ରଲକ୍ଷା, କଳହାନ୍ତରିତା, ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତକୀ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତକୀ ଭେଦେ ୧୨୦ ପ୍ରକାର । ନାୟକା ଆବାର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନମନେର ପ୍ରତି ପ୍ରେସ ତାରତମ୍ୟେ ଉତ୍ସମା, ମଧ୍ୟମା ଓ କମିଷ୍ଟା ଭେଦେ ୩୬୦ ପ୍ରକାର । ମୁଢ଼ା ନାୟକା—ମାନ ସମ୍ବନ୍ଦେ ବିଶେଷ ଚତୁରା ମହେନ । ମାନ ହଇଲେ ତିନି ମୂଳ ଆଚାଦନ କରିଯା କେବଳ ରୋଦନ କରେନ । କିନ୍ତୁ କାନ୍ତେର ବିନୟ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରସର ହନ । ପ୍ରେସରା ନାୟକା—ସଦ୍ଭବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରେନ, ତୀହାର ବାକ୍ୟ କେହ ଥଣ୍ଡନ କରିତେ ପାରେ ନା । ଯାହାର ପ୍ରଗଲ୍ଭ ବଚନ ଓ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ଭାଷଣ ଅପେକ୍ଷାକୁତ ନୂନ ତିନି ମୁଢ଼ୀ । ଆର ଏଇ ଶୁଣେର ଯାହାତେ ସମଭାବେ ହିତି ତିନି ସଜ୍ଜା ବା ଅଧ୍ୟା ।

ଅଗଲ୍ଭା ନାୟକା—ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋବନା, ମଦାକ୍ଷା, ଅତାଙ୍କ-ସଞ୍ଜୋଗେଜ୍ଜା-ଶାଲିନୀ, ପ୍ରଚୂର ଭାବୋଦକାମେ ଅଭିଜ୍ଞା, ରମ୍ଭାରା କାନ୍ତକେ ସ୍ଵାୟତ୍ତ କରିତେ ସମର୍ଥୀ । ତୀହାର ବଚନ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଅତି ପ୍ରୌଢ଼ଭାବାପର ଏବଂ ତିନି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟିନା (ଉ. ନୀ., ନାୟକା ୨୬) । ଅଧ୍ୟା ନାୟକାର କାମ ଓ ଲଜ୍ଜା ସମାନ; ତିନି ନବର୍ଯ୍ୟୋବନା, କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଗଲ୍ଭା, ମୋହ ପର୍ବତ ସ୍ଵର୍ଗକଷ୍ମୀ, ମାନେ ବଧନୀ କୋମଳା, କଥନୀ କରିଶା ।

ধীরা মায়িকা—মানের অবস্থায় কাস্তকে দূরে দেখিয়া গাত্রোথান করেন ও নিকটে আসিলে আসন প্রদান করেন। হৃদয়ে কোপ ধাকিলেও মুখে মধুর বচনে কথা বলেন। প্রিয় আলিঙ্গন করিতে চাহিলে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। অস্তরে ঘান বাহিরে সরল ব্যবহার অথবা পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান। অধাৱা মায়িকা—নিষ্ঠুর বাক্যে কাস্তকে ভৎসনা করেন, কর্ণভূষণ দ্বারা তাহাকে তাড়না কৰিয়া মালাদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া রাখেন।

ধীরা ধীরা মায়িকা—বজ্রবাক্যে কাস্তকে উপহাস করেন। কথনও তাহাকে স্তুতি, কথনও নিল্লা করেন, কথনও বা তাহার প্রতি উদাসীন হন।

অভিসারিকা—প্রগবীৰ সহিত মিলনাভিলাসে সঙ্গেত স্থানে গমনকারিণী নারী। বাসকসজ্জা—বাসকে বা বাসে সজ্জা যাহার। যে নায়িকা বেশভূষা কৰিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করেন।

উৎকৃষ্টিভা—উদ্বিগ্ন। নির্দিষ্টকালে বাসস্থানে নায়কের অনাগমন জন্ম নানা কারণ চিন্তা কৰিয়া যে নায়িকা অতিশয় শোকাকুল। হ্রস্ত্বা—নায়কের দেহে অন্য-স্ত্রী-সঙ্গ চিহ্ন দর্শনে কৃপিতা ও উর্ধ্বাস্ত্রিতা নায়িকা।

বিশ্রান্তজ্ঞা—সঙ্গেত স্থানে নায়কের অদর্শনে হতাশ নায়িকা। কলহাস্ত্রিভা—নায়কের সহিত কলহের পর অল্পতাপিনী নায়িকা।

প্রোষিত ভর্তৃকা—প্রোষিত (প্ৰ-স + কৃত কৰ্ত্তা)—বিদেশগত, নিৰুন্ত, অপগত) ভর্তা (স্বামী বা নায়ক) যাহার। যে নায়িকার স্বামী বা নায়ক দূর দেশে গমন কৰিয়াছেন।

প্রায়ীন ভর্তৃকা—স্বর (নিজের) অধীন ভর্ত' (পতি) যাহার। নায়ক যে নায়িকার বশীভৃত (চৈ. চ. ২১৪।১৪১-১১ ; উ. নী., নায়িকা ভদে)।

মায়মানু—দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম প্রচারক প্রাচীন সিঙ্ক পুরুষ। তেষ্টিজন নায়নার ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

আৱা—পারনা (চৈ. চ. ১।১।১।১৫৮) ; জীবসমূহ (চৈ. চ. ১।২।২৯)।

আৱাজ—কমলালেবু।
আৱাদ পঞ্চব্রাত্র—বৈষ্ণব তত্ত্বশাস্ত্র বিশেষ। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ নামক পাঁচটি উপাসনার বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

আৱারণী—শ্রীবাস পঞ্জিতের আত্মকৃতা এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃদ্ধাবন দাস ঠাকুরের মাতা। শ্রীগোবীন যথন শ্রীবাস অঙ্গনে কীৰ্তনাদি কৰিয়তেন, তখন নারামণীৰ বসন যাজ চারি বৎসৱ ছিল। এ সময়ে একদিন প্রচুর তাহাকে বলিয়াছিলেন—‘নারামণী, কৃষ্ণ বলিয়া কীদ’। অমনি নারামণী

প্রভুর কৃপায় “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্লব করিতে থাকেন। প্রভু এই শিখকে নিজের চর্চিত তাথুরুরূপ অবশেষেও দিয়াছিলেন। সেজন্ত ইহার খ্যাতি ছিল—“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র”। প্রেমবিজ্ঞান গ্রন্থতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমার হট্টেবাসী বিপ্র বৈকৃষ্ণ দাস। নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় স্বামী বিয়োগ হয় এবং পরে বৃদ্ধাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি অতি ভজিত্বী গ্রন্থী ছিলেন। যামগাছ গ্রামে গৌর পার্বত বাস্তুদেব দন্ত তাহার শ্রীবিগ্রহ সেবার ভার নারায়ণী দেবীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন; সেই হইতে এই সেবা “নারায়ণীর সেবা” নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্চিষ্ঠ ভোজনকারিণী কিলিষিকা—অস্থিকায় ভগিনী।

মারো—পারে না (চৈ. চ. ১২১৩)।

মাশাৰে—নষ্ট কৰাইবে (চৈ. চ. ২১২৫৭)।

মাসিক—বোৰ্ডাই রাজ্যে নাসিক জেলার সদর—নাসিক নগর। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, অপর তীরে পঞ্চবটী। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরে অনেক দেবালয় আছে। মহাপ্রভু এই স্থানে আশ্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

মাস্তিক—বেদে অবিদ্যাসী। জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক নাস্তিক দর্শন।

মিকাসিল—প্রা. বাহির হইল (চৈ. চ. ১২১১৩)।

মিকাশিলা—প্রা. বাহির করিয়া (চৈ. চ. ৩১৬৩১)।

মিগ্রাহ—নিরাকরণ। শাস্ত্র বিচার কালে প্রতিপক্ষকে কুক করিবার অভিযানে অকারণ ভৎসনা। (চৈ. চ. ২১৬১৬১)।

মিতি—প্রা. প্রত্যহ (চৈ. চ. ২১৩১৪৭)।

মিত্যাসিদ্ধ পার্বত—যে সমস্ত ভগ্নবৎ পার্বত নিজ দেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণে কোটিশুণ প্রেম বহন করেন, যাহারা শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য ও আনন্দ স্বরূপ। পার্বত দ্রঃ।

মিত্যাসিদ্ধাগোপী—গোপী দ্রঃ।

মিত্যামল্ল প্রভু—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আহুমানিক বার বৎসর পূর্বে ঘাস মাসের শুক্লা অঝোদশীতে রাঢ়দেশে বীরস্ত জেলার অস্তর্গত এক চক্র গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রি। স্বতন্ত্রাং নিত্যানন্দের আবির্ভাব আহুমানিক ১৪৭৩ খ্রি: এর কাছাকাছি। ইহার পিতার নাম হাড়াই পঙ্কিত বা হাড়াই শুবা (আসল নাম—মুকুল বল্লেঘাপাধ্যায়); মাতা পঞ্চাবতী দেবী। গৃহস্থান্ত্রে ইহার নাম ছিল ‘চিদামল’। কাহারো কাহারো ঘতে ‘কুবের’। বার বৎসর বয়সে ইনি

এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তৌর্ধ্ব পর্যটনে বাহির হন এবং বিশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের
বিভিন্ন তৌর্ধ্ব পরিকল্পনা করিয়া নববৌপণে নদন আচার্যের বাড়ীতে আসিয়া
লুকাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু দৈবযোগে ইহা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া
নিত্যানন্দ প্রভুকে আবিষ্ট করেন। এরপরে উভয়ে ‘একই স্বরূপ দোহে
ভিন্নমাত্র কার্য’—হইয়া নববৌপণে বাস পূজাদি বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।
অগাই মাধবই উকারে ইনি ও হরিদাস মহাপ্রভুর সহায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য
ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজলীলায় ছিলেন—কৃষ্ণ বলরাম বা কানাই বলাই, নববৌপণ
লীলায়ও ইহারা গোর নিত্যানন্দ বা গোর নিতাই। সন্ন্যাসাঞ্চল্যে নিত্যানন্দ
'অবধূত' ও 'নিত্যানন্দ স্বরূপ' রূপে কৌর্তিত হইতেন। 'স্বরূপ' শ্রীপাদ
শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মহাপ্রভুও দশনামী
'পুরী' সম্প্রদায়ে দীক্ষা এবং 'ভারতী' সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।
তৌর্ধ্ব পরিকল্পনার সময়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পূরীর সাক্ষাৎ
হইয়াছিল এবং উভয়ে কিছুকাল কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া একমে বাস
করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইনি পূরী গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্য
ভাগবত আদিলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে “মাধবেন্দ্র বোলে.....নিত্যানন্দ
হেন বকু পাইলু সংহতি”। আবার “মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুক্তি ব্যতিরিক্ত আর না করয়”। ভক্তিরত্নাকরের মতে ইনি শ্রীপাদ
মাধবেন্দ্র পূরীর গুরদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির শিষ্য। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর
মতে মাধবেন্দ্র পূরীর শিষ্য সঙ্কৰণ-পূরীর নিকটে নিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নববৌপণে হরিনাম প্রচারে মহাপ্রভুর প্রধান
সহায় ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ নীলাচলে ঝাহার
সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনাম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু ইহাকে গৌড়দেশে
পাঠাইয়া দেন। নিষেধ সর্বেও ইনি মধ্যে মধ্যে রথগাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে
যাইতেন, শ্রীচৈতন্যের প্রতি ইহার ছিল এতই শ্রীতি। পরে গৃহস্থদের
মধ্যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু ইহাকে গার্হণ্য ধর্ম গ্রহণ করিতে
বাধ্য করেন। ইনি তখন প্রভুর আজ্ঞায় গোরীদাস পঞ্জিতের জ্যোষ্ঠ সহোদয়
সূর্যদাস পঞ্জিতের দুই কন্তা আহবী দেবী ও বহুধা দেবীকে বিবাহ করেন।
শ্রীচৈতন্য ভক্তি মণ্ডের মূল ক্ষমতা শ্রীবীচন্দ্ৰ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্ৰ।
ঝাহার এক কস্তার নাম—গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে করেক
বৎসর মাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন। নিত্যানন্দ ঝাহারের স্বরূপ
প্রকাশ। যিনি ধাপর লীলায় হলধৰ বলরাম ছিলেন, তিনিই

নবদ্বীপ শীলায় নিত্যানন্দ। স্থং বলরাম বলিয়া ইনি ধারকার ও পরব্যোহের চতুর্বৃত্ত অঙ্গর্গত সংকরণের এবং কারণার্থবশায়ী, গর্ভোদয়শায়ী ও ক্ষীরোদয়শায়ী—এই তিনি পুরুষের অংশ। ধরণীধর শেষ ও সহস্রবদন অনঙ্গ নিত্যানন্দের অংশ। ত্রেতায়ুগে ইনি লক্ষণ ছিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্তের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু মহাপ্রভু ইঁহাকে গুরুপর্যায়ভূক্ত মনে করিতেন। নিত্যানন্দ কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্তের দাস বলিয়া জ্ঞান করিতেন (চৈ. চ. ১৫)।

নিজু—ব্যভিচারী ভাব অথঃ

নিবর্ত্তিজ্ঞ—নিবারণ করিলেন (চৈ. চ. ২১৩১৯৬)।

নিমিষ্ট কারণ—কর্তা। যিনি বস্ত প্রস্তুত করেন তিনি নিমিষ্ট কারণ আৱ যে দ্রব্য দ্বারা বস্ত প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে উপাদান কারণ। সাংখ্য মতে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিষ্ট কারণ উভয়ই মায়া; ত্রিশূলাত্মিকা মায়া আপনা আপনিই বিশে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

বেদান্ত দর্শনের (২১২১) স্মার্তাদেশে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যে সাংখ্যমত এইরূপে উক্ত হইয়াছে—“একেব বিষমণ্ণণা সতী পরিণাম শক্ত্য মহাদাদি বিচ্ছি রচনং জগৎ প্রমৃতে ইতি জগমিমিত্তোপাদানভূতা সেতি”। —অর্থাৎ একা (প্রকৃতি) বিষমণ্ণণা হইয়া (অর্থাৎ ত্রিশূলের সাম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া) পরিণাম শক্তিহীন যথৎ-আদি বিচ্ছি বস্ত রচিত অগৎ প্রসব করে। এই প্রকারে প্রকৃতি জগতের নিমিষ্ট কারণ ও উপাদান কারণ হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে—প্রকৃতি জড়বস্ত, ইহার অতঃপরিণামশীলতা নাই। স্মৃতিৰাং জড়কপা প্রকৃতি মুখ্য অগৎ কারণ বা নিমিষ্ট কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণই যুল নিমিষ্ট কারণ (চৈ. চ. ১৫১৫০-৫১)।

নিষ্ঠাকার্তার্থ—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুর্ষয়ের অন্তর্মত। অপর তিমজন—
রামাহুজ, মধোচার্য ও বিশ্বস্ত্রায়ী। বেদান্তের বৈতাদৈত তাত্ত্বকার। ইনি
চতুঃসন সম্প্রদায়ের যুল আচার্য। চতুঃসন—সনক, সনদ, সনাতন ও সনৎকুমার।
যাধাৰুক্ষ যুগল এই সম্প্রদায়ের উপাস্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান শাস্ত্র।
ভাগবতের শ্রীপাদ বিখ্নাত চক্ৰবৰ্তীকৃত ব্যাখ্যা ইহাদের আনুভূত। বেদান্ত-
পারিজ্ঞাত-সৌরভ, মধোমুখমৰ্মণ, বেদান্ত তত্ত্ববোধ, বেদান্ত সিদ্ধান্তবোধ,
সক্ষমাধৰবোধ, ঐতিহ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বচনগ্রহ ইহার রচিত। দক্ষিণ ভারতের
গোদাবৰ্ষী তৌরে বৈরুৰ্য পত্তনের নিকটে অকল্পাশ্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে
ইহার আবির্ভাব ঘটিয়া আনেকের অভিযন্ত। ইহার আবির্ভাব কাল সহকে

মতভেদ আছে। কাহারো কাহারো মতে ইহার আবির্ভাব কাল স্বাদশ শতাব্দী। ইনি স্বৰ্য্যবতার বলিয়া থ্যাত। ইহার নামকরণ সময়ে কিষ্টিপ্রতি এই: একদা এক জৈন সন্ন্যাসী ইহার অতিথি হইলে, অতিথি সেবা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহার তপঃপ্রভাবে স্বর্যদেব (অর্থাৎ অর্ক) নিষ্ঠ বৃক্ষের মধ্য দিয়া প্রভীয়মান হইয়াছিলেন। সেজন্ত জৈন সন্ন্যাসী ইহার প্রভাবে বিশ্বিত হইয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন নিষ্ঠার্ক বা নিষ্ঠাদিত্য।

মিষ্ট্রু—বেদান্ত সার মতে শৌচ, সংস্কোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও দ্বিতীয় প্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। তত্ত্বসার মতে নিয়ম দশটি, যথা—তপ, সংস্কোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম (চৈ. চ. ২।২২।৩৩)।

মিরঞ্জন—মিরঞ্জন (মাই)+অঞ্জন (উপাধি=ইহপরলোকে ইথ-ভোগ বাসনা) যাহাতে; নিরুপাধি (ভাঃ ১।৫।১২, চৈ. চ. ২।২২।৪ খোঃ)।

মিরোধ—পদার্থ দ্রঃ।

মির্গভিষ্ণোগী—যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসক যোগীগণ দ্বিবিধি—নির্গত ও সগতি। **মির্গভি যোগী—**যাহারা পরমাত্মাকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করেন না কিন্তু হৃদয়ের বাহিরে (ক্ষীরোদ সম্মে) শঙ্খচক্রগদাপদ্মাধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করেন। **সগতি যোগী—**যাহারা শঙ্খচক্রগদাপদ্মাধারী প্রাদেশ প্রমাণ চতুর্ভুজ পরমাত্মা পুরুষকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করেন (চৈ. চ. ২।২৪।১০৬)।

মিত্র—অবিষ্টা গ্রহহীন (মাঝার বক্ষন শৃঙ্গ), শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ; মূর্খ, নীচ ও মেচ্ছাদি শাস্ত্র বহিভূত বাস্তি, ধন সঞ্চয়ী, নির্ধন (চৈ. চ. ২।২৪।১৩-১৪)।

মিষ্ট্রু—কুকর্মবন্ত (চৈ. চ. ১।৫।১৮৫)।

মির্জিতে—পরাজিত করিতে (চৈ. চ. ১।২।৫১)।

মির্চম—কখা বলার শক্তিহীন (চৈ. চ. ১।২।৫৪)।

মির্বিজ্ঞা—উজ্জিয়নীর নিকটবর্তী মদী। বিজ্ঞ পর্যন্ত হইতে উত্তৃত, চথলে আসিয়া পড়িয়াছে।

মির্বিশেব—নিরাকার (চৈ. চ. ২।৬।১৩৩)।

মির্বিল—ধির (চৈ. চ. ২।৯।১৭০)।

মির্বেষ—ব্যক্তিগোত্র ভাব দ্রঃ।

মির্বহুম—সমর্পণ (চৈ. চ. ৩।৯।১৪)।

ମିର୍ରିସର—ପରେଇ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖିଲେଓ ଥାହାରା କୁକୁ ହନ ନା ; ଫଳାଭି-ସଙ୍କାମ-ଶୃଙ୍ଖଳା
ବ୍ୟକ୍ତି (ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୩୭ ପ୍ଲୋଃ) ।

ମିର୍ରାଣ—ଅର୍ଜ୍ଵାନ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧) ।

ମିର୍ଦ୍ଦାଜ—ସାବ (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୪) ।

ମିର୍ଦ୍ଦୋଗ—ଦୋହନ କାଳେ ଗାୟିଗଣେର ପାଦ ବକ୍ଷମ ରଙ୍ଗୁ (ଡା: ୧୦୧୩୫୯) ।

ମିଳିଯ—ବାସହାନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୫) ।

ମିଳିଙ୍କି—ଶାନିତ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୪୨ ପ୍ଲୋଃ) ।

ମିଳିଙ୍କଳ—କଳୀ (ଅଂଶ) ନାଇ ଯାହାର, ପୂର୍ବ (ଚୈ. ଚ. ୧୨୧୫ ପ୍ଲୋଃ) ।

ମିଳିଙ୍କଳ—ବିରତ, ସଂସାର ବିରାଗୀ (ଡା: ୭୫୧୩୨, ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୨୧ ପ୍ଲୋଃ) ।

ମିଳିଙ୍କଳି—ଯାହା ଅପ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭ୍ରତ ନହେ, ଯଥା—କଳମୂଳାଦି (ଚୈ. ଚ. ୩୬୧୧) ।

ମିଳିଙ୍କାର୍ଥୀ ଦୂତୀ—ନାଯକ-ନାୟିକାର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟଭାବ ଦିଆଇଲେ କୋନ
ଦୂତୀକେ ଅପରେଇ ନିକଟେ ପାଠାଇଲେ, ଯଦି ମେହି ଦୂତୀ ସୁଭିତରକଥାରୀ ଉଭୟକେ
ମିଲିତ କରିଲେ ପାରେନ, ତବେ ତାହାକେ ନିଷ୍ଠାର୍ଥୀ ଦୂତୀ ବଲେ (ଲଲିତ ମାଧ୍ୟବ
୧୫୦, ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୫୧ ପ୍ଲୋଃ) ।

ମୌଦୀ—କୋମରେଇ ସମ୍ମାନଭାଗେର ସମ୍ବ୍ର ପ୍ରଥି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୧୨୧) ।

ମୀଳାଦର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ—ଶ୍ରୀମାତାର ପିତା । ମହାପ୍ରଭୁର ମାତାମହ । ସାର୍ବଭୌମ
ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ମହେଶର ବିଶାରଦେଇ ସମାଧ୍ୟାୟୀ । ଆଦି ନିବାସ ଶ୍ରୀହଟ୍ଟେ ।
ପରେ ମବଦ୍ଦିପେ ବେଳ ପୁରୁଷିଯାତେ ବାସ କରିଲେନ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ
ପାରଦ୍ଵାରୀ ଛିଲେନ । ଇନି ମହାପ୍ରଭୁର କୋଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯାଛିଲେନ । ଦ୍ଵାପର-
ଲୀଳାଯ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲିଯା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।

ମୃଜିଙ୍କାରଙ୍ଗ—ନକୁଳ ଅକ୍ଷଚାନ୍ଦୀ ଝଟିବା ।

ମେଡ୍ରି—ଫିରିଯା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୮୧) ।

ମେନ୍ତଖଟୀ—ଶିରୋପା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୦୯) ।

ମୈନ୍ଦିରାରଙ୍ଗ୍ୟ—ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦେଶେ ଗୋଯତ୍ରୀ ନଦୀ ତୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ‘ନିମଥାର ବନ’ ବା
‘ନିମସାର’ ନାମେ ପରିଚିତ ଅରଣ୍ୟ ।

ମୈହାଟୀ—ବ୍ୟଧାନ ଜ୍ଞୋନ କାଟୋଯାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକଟି ଗ୍ରାମ । ପ୍ରାଚୀନ ମାନ୍ୟ
ନବହଟ୍ଟେ । କୁଞ୍ଚଦାସ କବିରାଜ ଗୋଯାମୀର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ହାନ ବାହଟପୁର ମୈହାଟୀର
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।

ମୈକ୍ରମ୍ୟ—୧. ନିର୍ଭୟ (ଶ୍ରଭାତ୍ମକ କରମଲେଖଶୃଙ୍ଖ ଅନ୍ତେର ସହିତ ଏକାକାର ବଲିଯା
ନିର୍ଭୟ ଶବ୍ଦେ ବ୍ରକ୍ଷ ବୁଝାଇ) + କ୍ଷୟ ; ବ୍ରକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ (ଡା: ୧୫୧୨୨) ; ୨. କର୍ମବ୍ରକ୍ଷ-
ଶ୍ରୋଚକସ (ଡା: ୧୩୧୮) ; ୩. ନିକାମ କର୍ମ (ଡା: ୧୨୧୧୨୧୨୧) ।

ক্রগোধ পরিষেবা—নিজ বাহ পরিমিত চারিহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত মহাপুরুষ (চৈ. চ. ১।৩।৩৩-৩৪)।

ক্লায়—তর্কশাস্ত্র। বড় দর্শনাস্ত্রগত দর্শন শাস্ত্র। বিচারার্থ নালিশ (চৈ. চ. ২।৫।৪১); তর্কিত বিষয়, মোকদ্দমা (চৈ. চ. ২।৫।৬৩)।

প

পঞ্চ—পাঁচ। **পঞ্চকর্ত্তাস্ত্র**—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থিৎ। **পঞ্চগব্য**—গোমত, গোময়, দুষ্ট, দধি ও ঘৃত। **পঞ্চজন**—চৈতন্ত, নিতানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ (চৈ. চ. ২।৪।২০৪)। **পঞ্চজ্ঞানেস্ত্র**—চক্র, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও অক্ষ। **পঞ্চতন্ত্র**—ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত্য, ভক্তস্ত্রূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভজা-বত্তার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, ভজাখ্য—শ্রীবাসাদি এবং ভক্ত-শক্তিক—শ্রীগদাধর (চৈ. চ. ১।১।১৪ ঝোঃ)। **পঞ্চঙ্গাত্ম**—শব্দ, শ্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অধিকারী। (সাংখ্যদর্শনে) স্মরণভূত। **পঞ্চমিক্যবন্ধু**—কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও জ্ঞান। ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া অড় বা অচেতন; জ্ঞান চিদ্বস্তু, বিভুটিৎ; জীব অণুচিত বা চিত্কণ। এখানে মায়া অর্থ প্রকৃতি এবং কর্ম অর্থ অদৃষ্ট। **পঞ্চবটী**—১. দণ্ডকারণ্যের অস্তর্গত একটি বন। বর্তমান ‘নাসিক’ সহরের নিকটে গোদাবরী নদী তীরে অবস্থিত। এখানে লক্ষণ স্মরণথার নাসিকাছেদন করিয়া-ছিলেন। যতান্তরে বিদ্র জিলায় ইহা অবস্থিত। ২. পঞ্চ-বৃক্ষের বন, যথা—অশথ, বট, বিষ, আমলকী ও অশোক। **পঞ্চবাণ**—১. সম্মোহন, উন্নাদন, শোষণ, তাপন ও স্তনন—মদনের পঞ্চশর। ২. অরবিন্দ, অশোক, আত্ম, নবমলিকা বা শিরীষ নীলোৎপল। এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণ। **পঞ্চভূত বা পঞ্চমহাভূত**—ক্ষিতি, অপ, (অল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ)। **পঞ্চমহাযজ্ঞ**—ক্রম্যজ্ঞ বা বেদপাঠ, ন্যজ্ঞ বা অতিথি সৎকার, পিতৃযজ্ঞ বা আক্ষ তর্পণাদি, দেবযজ্ঞ বা দেবতাপূজা, ভূত্যজ্ঞ বা ইতর প্রাণীর সেবা। **পঞ্চবুধ্যারভি**—শাস্ত্র, দাস্ত, সথা, বাত্সল্য ও মধুর। **মুখ্যারতি** দ্বার্যা ও পৰার্যা ভেদে দুই প্রকার। রতি ত্রঃ। **পঞ্চাপ-সন্নাতীর্থ**—শাতকর্ণিখৰির (যতান্তরে মাতৃকর্ণি অথবা অচূত খৰির) তণ্ডু ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ-সরা অভিশপ্তা হইয়া কৃত্তীর রূপে একটি লংগোবরে বাস করে। অর্জুন তীর্থ বাত্রাকালে এখানে আসিলে অপ-সন্নাতিগকে কুস্তীর যোনি হইতে উত্তাৰ কৰেন। তদবধি এই সমোবর তীর্থজ্ঞে পরিণত

হয়। **পঞ্চাশৃঙ্গ**—দধি, দুঃখ, দ্রুত, যথু, চিনি। **পঞ্চলুপ**—সংকরণ (বলরাম), কারণাগবশাস্ত্রী (মহাবিষ্ণু), গর্ভেদকশাস্ত্রী (সহস্রীর্থী দ্বিতীয় পুরুষাবতার), ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী), ক্ষৈরোদকশাস্ত্রী (চতুর্ভুজ বিষ্ণু) ও শেষ (অনন্তদেব)। **পঞ্চরোগ**—অবিষ্টা, অস্থিতা, রাগ, দ্রেষ, অভিনিবেশ। **পঞ্চশিখা**—পঞ্চ-প্রদীপ (চৈ. ভা. ১৭০।১।১১)।

পঞ্চালিকা—প্রতিমা, পুতুল (চৈ. চ. ২।৮।২২১)।

পঞ্চড়োরি—রেশমের দড়ি (চৈ. চ. ২।১।৪।২৩১)।

পঞ্চিহু—ছড়িডার, শ্রীজগন্নাথের সেবক বিশেষ (চৈ. চ. ২।৬।৪)।

পঞ্চিয়াছেঁ—প্রা. পড়িয়াছি (চৈ. চ. ৩।২।০।২৬)। **পঞ্চিঙ্গু**—পড়িলাম (চৈ. চ. ২।৫।১।৪৮)।

পঞ্চুমা—প্রা. পড়ুক (চৈ. চ. ২।২।২৬)। **পঞ্চেঁ**—পড়ি, পতিত হই (চৈ. চ. ৩।৪।১৯)।

পঞ্চুমা—প্রা. ছাত্র (চৈ. চ. ১।৭।২৭)।

পঞ্চেঁ—প্রা. পাঠ করি (চৈ. চ. ২।৯।৯৫)।

পতিত্রতা—সাধী নারী। পতি পরায়ণ। পতিত্রতার লক্ষণ : “আর্তাঞ্জে মুদিতে হষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে প্রিয়তে যা পতেো সা স্বী জ্ঞেয়া পতিত্রতা”॥—অর্থাৎ পতি কাতৱ হইলে যিনি কাতৱ হন, পতি হষ্ট হইলে যিনি হষ্ট হন, পতি বিদেশে গেলে যিনি কৃশা, মলিনা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে যিনি মৃতবৎ অথবা সহস্যতা হন, তিনিই পতিত্রতা। আবার ভাগবতে (ভা: ৭।১।১।২৮) সাধী নারীর আদর্শ সম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন :

সন্তোষলোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয় সত্যভাক্ত।

অপ্রমতা উচিঃ স্মিতা পতিঃ অপতিতঃ ভজেৎ।

—অর্থাৎ যথাগতে সন্তোষ, ভোগ বিষয়ে সোভানী, সর্বদা আলশ্তহীনা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, সত্যবাদিনী, শুচি ও স্মিতা হইয়া সাধী নারী অপতিত (অর্থাৎ মহাপাতক শৃঙ্গ) পতিকে ভজনা করিবে (চৈ. চ. ২।১।৫।৬ ঝোঃ)। সার্বভৌমের কষ্টা ঘাটীর পতি অমোদ মহাপ্রভুর নিম্না করিলে, অমোদ পতিত হইয়াছেন যন্মে করিয়া সার্বভৌম ব্যবস্থা দিলেন—

ঘাটীকে কহ—তারে (পতিকে) ছাড়ুক সে হইল পতিত।

পতিত হইলে ভর্তা ভ্যজিতে উচিত। (চৈ. চ. ২।১।৫।২৬।)

পঞ্চতেজজন্ম—পারে ইটা (চ. চ. ১।১।৪।২০)।

পদ্মাৰ্থ—পদ্মাৰ্থ দশটি, যথা : সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উত্তি, মহস্তুর, ইশাচুকথা, মিৱোধ, মুক্তি, এবং আশ্রম। **সৰ্গ**—প্ৰকৃতিৰ শুণ প্ৰিণাম আৱা পৱনেখৰ কৰ্তৃক পঞ্চমহাত্মত, পঞ্চতন্ত্ৰ, মহস্তুৰ ও অহক্ষয়েৰ স্মষ্টিৰ নাম সৰ্গ। **বিসৰ্গ**—অৰূপ হইতে যে চৱাচৱ স্পষ্টি, তাৰার নাম বিসৰ্গ। **স্থান**—বৈকুণ্ঠ বিজয়। **বৈকুণ্ঠ**=ভগবান्; **বিজয়**=উৎকৰ্ষ। **পোষণ**—ভক্তামুগ্রহ। **উত্তি**—কৰ্ম-বাসনা।। **মহস্তুৰ**—মহস্তুৰাধিপতিগণেৰ সন্দৰ্ভ। অহুগৃহীত সাধুদিগেৰ চৱিত্ৰে যে ধৰ্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাৰাই মহস্তুৰ। ইশাচুকথা—ঈশ্বৰেৰ অবতাৰ ও সাধুদিগেৰ চৱিত কথা। **মিৱোধ**—মহাপ্ৰলয়ে ভগবান্ যোগনিত্রাগত হইলে উপাধিৰ সহিত জীবেৰ তাৰাতে লয়। **মুক্তি**—মুক্তিহিত্যাকৃপণঃ স্বৰূপেন ব্যবস্থিতিঃ (ভা: ২।১০।৬)। অৰ্থাৎ কৰ্তৃত ও ভোক্তৃত প্ৰভৃতি ত্যাগ কৱিয়া জীবেৰ ভগবৎ স্বৰূপে ব্যবস্থিতই মুক্তি। **আশ্রম**—ধীহা হইতে বিশ্বেৰ উৎপত্তি ও সয় এবং ধীহা হইতে বিশ্বেৰ প্ৰকাশ, তাৰার নাম আশ্রম। ইহা হইতেই সৰ্গাদি নয়টি পদাৰ্থেৰ উন্নত হইয়াছে (ভা: ২।১০।১-২, চৈ. চ. ১।২।১৫ পঞ্জীঃ)।

পদ্মতি—পৰিসৱ দ্রঃ।

পদ্মাসন—অৰূপ (চৈ. চ. ১।১।১৮)।

পদ্মাশ—প্রা. প্ৰায়াণ, গমন (চৈ. চ. ২।১৬।৩৩)।

পদ্মচৰ্মী মহী—ত্ৰিবাস্তুৰ রাজ্যে “তিৰুবন্তুৰ” নদী।

পদ্মোক্ষী—দাক্ষিণাত্যে ত্ৰিবাস্তুৰ রাজ্যে নদী। বিষ্ণুপাদ পৰ্বতেৰ (বৰ্তমান সাতগুৱা রেঞ্জ) দক্ষিণে প্ৰবাহিতা। বৰ্তমান নাম ‘পূর্ণি’, মতান্ত্ৰে ‘পারপুনী’ নদী। মহাভাৰত, বনপৰ্ব্বে ৮শে অধ্যায়েৰ বৰ্ণনাহুল্যাবেৰ কুক্ষবেষ্টা জলোন্তুত আতিশ্য হৃদেৱ পৱে সৰ্বত্রদ, তাৰার পৱে পদোক্ষণী, ইহাৰ পৱে দণ্ডকারণ্য।

পৱৰকীয়া—যে সকল স্তুলোক ইহলোক ও পৱলোক সমন্বয়ৰ ধৰ্মেৰ অপেক্ষা না কৱিয়া আসক্তি বশতঃ পৱ পুৰুষেৰ প্ৰতি আত্মসমৰ্পণ কৱে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসাৰে দীক্ষাৰ কৱা হয় না, তাৰাই পৱকীয়া (উ. নী., কুক্ষবজ্জ্বলা ৬)। কষ্টা ও পৱোঢ়া ভেদে পৱকীয়া দুই প্ৰকাৰ (উ. নী., কুক্ষবজ্জ্বলা ৮)। প্ৰকটৰজে কাঞ্চাভাবময়ী ব্ৰহ্ম সুদৰ্শণ পৱকীয়া। পৱন্পৱ বিবাহ বজনে আবক্ষ পতি-পঞ্চায়ীৰ মধ্যে যে ভাৱ, তাৰার নাম পৱকীয়া কাঞ্চাভাব। যেহেন, পৌৰুষেৰ কলিঙ্গী, সত্যভামা প্ৰভৃতি। “পৱকীয়া ভাবে অতিৱিসেৱ উজ্জ্বল। অজ বিনা ইহাৰ অন্তৰ-নাহি বাস”। (চৈ. চ. ১।৪।৪১-৪২)।

পৱন্পৱ—শক্তাপন (গী. ২।৩)।

পরব্যোগ—মহা বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অস্ত্রাঙ্গ ভগবৎ স্বরূপের ধার সমষ্টির সাধারণ নাম পরব্যোগ। পরব্যোগ শ্রীকৃষ্ণলোকের নিষ্ঠদেশে অবস্থিত। পরব্যোগের অধিপতি শ্রীনারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিলাস রূপ। পরব্যোগে চিমুর নিত্যবস্ত ও চিছক্ষিত বিলাস (চৈ. চ. ১৫১১-১২)।

পরব্রহ্ম—১. পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তি আদির পূর্ণতম অভিযুক্তি বা বিকাশ তাহাই পরব্রহ্ম। ২. গোঢ়ীয় বৈফল্য মতে শ্রীকৃষ্ণ। —‘একোহপি সন্ময়ে বহু বিভাগি’ (গো. তা. প্রতি.)। ‘বহু ঘূর্ণ্যেক মুর্ণিকম্’ (ভাঃ ১০৪০৭)। যিনি একস্বরে বহুমূর্তি আবার বহুমূর্তিতে একমূর্তি তিনি পরব্রহ্ম। ৩. নির্বিশেষ পরতত্ত্ব (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)। অক্ষ দ্রঃ।

পরমধর্ম—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতির উদ্দেশ্যে সেবা ব্যতীত যাহাতে অন্ত কোন বাসনা নাই, তাহাই পরম ধর্ম। চতুর্বর্গ লাভ বা পঞ্চবিধি মুক্তিলাভের বাসনা যাহাতে আছে তাহা পরমধর্ম নহে। জীব অঙ্গের ঐক্যজ্ঞান সেব্য-সেবকত্ব ভাবের প্রতিকূল বলিয়া শক্তি ঘার্গের ভজন বিরোধী, স্বতন্ত্রাঃ ইহা পরমধর্ম নহে।

পরমাঞ্জা—অদ্য জ্ঞানতত্ত্বের যে স্বরূপ অন্তর্যামী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বব্যাপক, সর্বসাক্ষী ও পরমস্বরূপ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মধ্যবর্তী যে সমস্ত স্বরূপ, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্তায় সবিশেষ, সাকার। এই সবিশেষ স্বরূপ সমূহের মধ্যে যাহাতে সর্বাপেক্ষা ন্যান শক্তির বিকাশ, তিনিই যোগীদের ধ্যেয় পরমাঞ্জা। ইনি সাকার, কিন্তু লৌলা বিলাসের ঘোগ শক্তিম বিকাশ তাহাতে নাই (চৈ. চ. ২।২৪।৫৬-৬০)।

পরমাঞ্জ পুরুষ—শ্রীগাম মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ত্রিহতে আবির্ত্তাব। ভক্তি-কল্পতরুর মধ্যমূল। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ অঞ্চল সমষ্টে খৃষ্ণত পর্বতে (বর্তমান নাম পালনি হিল্স) ইহার সঙ্গে মিলন হয়। মহাপ্রভু ইহাকে নীলাচলে বাসের অস্ত অস্তুরোধ করেন। ইনি খৃষ্ণত পর্বত হইতে নববীপে আসিয়া শটীয়াতার গৃহে কিছুকাল বাসের পর নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু কাশিয়ের গৃহে ইহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে গোড়েও গিয়াছিলেন। পরে নীলাচলেই স্থায়ীভাবে ধারিতেন। মহাপ্রভু ইহার প্রতি শুভ্রবৃক্ষ পোষণ করিতেন। ইনি বাপর লীলার উক্তব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

পরমাঞ্জ অহাপাত্র—মহাপ্রভুর পরমভক্ত। নীলাচলবাসী। অগ্রাধের সেবক।

পরমেশ্বর হাস—আনিতানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গতম। অঙ্গের অঙ্গুল সথা। কাউ গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। আহুবা মাতা গোস্থামীর আদেশে ইনি হগলী জেলার ডড়া আটপুরে আসিয়া আজীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। ইনি আহুবা মাতাৰ সঙ্গে খেতুৱীৰ মহোৎসবে ও বৃদ্ধাবনে গিয়াছিলেন। ইহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল।

পরমামুক্ত সেন—কর্ণপুর দ্রঃ।

পরমেশ্বর মোদক—নববীপবাসী মিষ্টান্ন বিক্রেতা। চৈতন্যদেবের বাল্যকাল হইতেই ইহার মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ ছিল। বাল্যকালে মহাপ্রভু বার বার ইহার গৃহে যাইতেন এবং সেখানে ‘দুর্ঘথও-মোদকাদি’ গ্রহণ কৰিতেন। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য পত্নী ও পুত্র মুকুল সহ নীলাচলে গিয়াছিলেন। স্তীলোকের নাম শুনিয়া মহাপ্রভু অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রীতি বশতঃ কিছু বলেন নাই।

পরম্পর বেণুজীত—চুইটি বাঁশের পরম্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়।

পরামুরিঞ্জা—জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান। দেহ ও দৈহিক বস্তুতে অভিযান শূন্য শূন্য জীবাত্মার নিষ্ঠা বা স্বরূপ জ্ঞান (—চক্রবর্তী) (ভা: ১১১৩।৫৭)।

পরাবন্ধ—ভগবানের যে অবতারে পূর্ণভাবে সর্বশক্তির প্রকাশ, তাহাকে ‘পরাবন্ধ’ বলে। এই প্রকাশে ষড়গুণের পরিপূর্তি থাকে।

পরাবিষ্ঠা—পরা=শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি বিষ্ঠা, যথা—‘যয়া তদক্রমধিগম্যতে’—(মণ্ড),—যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় ব্রহ্মকে জ্ঞান। যায় তাহাই পরাবিষ্ঠা।

পরাশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

পরিকর—লীলাসঙ্গী।

পরিজন—চিরজন দ্রঃ।

পরিণামবান্ধ—১. আত্মক্রতে: পরিণামাদ (অক্ষ সূত্র ১।৪।২৬)। বস্তুর অবস্থাস্তু প্রাপ্তিৰ নাম পরিণামবান্ধ। যেমন ছন্দের পরিণাম দধি, মুক্তিকার পরিণাম ঘট, সেইক্রমে জগৎ ব্ৰহ্মের পরিণতি। অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে ব্ৰহ্মই জগৎক্রপে পরিণত হইয়া স্তুষ্টক মণিবৎ ‘অবিকারী’ আছেন (চৈ. চ. ১।৭।১।১৪, ২।৬।১৫)। ২. গৌড়ীয়-বৈক্ষণ দর্শন মতে এই জগৎ অঙ্গের পরিণাম, আবার অক্ষ অগন্তক্রপে পরিণত হইয়াও নিজ সচিদানন্দ স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত। অঙ্গের অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই ইহা সত্ত্ব হইয়াছে।

পরিণাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ—“তত্ত্বতোহস্তথাত্ব”—অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে

ଅଶ୍ରୁ ଡାବି ପରିଣାମ, ତଥେର ଅଶ୍ରୁ ଡାବ ନହେ । ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ରକ୍ଷେର ବହିରଙ୍ଗଠ ମାୟାଶକ୍ତିର ବିକାର ହିତେଇ ଏହି ଜଡ ଅଗ୍ର ଉତ୍ତ୍ରତ । କିନ୍ତୁ ମାୟା ଅକ୍ଷେରଇ ଶକ୍ତି ବଲିଯା ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତିକେ ଅଗତେର ଗୋଟ କାରଣ ଏବଂ ବ୍ରକ୍ଷେକେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବଲା ହୟ । ପ୍ରକୃତି ହୁଃ ।

ପରିଦେବମ—ପରିତାପ (ଶୀ. ୨୨୮) ।

ପରିଚିର୍ବାଣ—ମହାନିର୍ବାଣ, ଭବ ବକ୍ଷନ ହିତେ ମୁକ୍ତି ।

ପରିବ୍ରାଚ୍ଛ—ପ୍ରଭୁତ୍ସ (ଚୈ. ଚ. ୧୩୧୭ ଶୋଃ) ।

ପରିଭାବା—୧. କୋନେ ତଥ ବିଶ୍ୱେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ସାର ସିକ୍ଷାନ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୧୨୧୪୮) ; ୨. ବିଶେର ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସଂଜ୍ଞା ।

ପରିମୁଣ୍ଡ—ନିର୍ମଳନ, (ଅଗମାଧେର) ଚରଣୋପରି ମୁନ୍ତକ ସ୍ଥାପନ, ଯେମନ : ‘ଅଗମୋହନ ପରିମୁଣ୍ଡ ଯାଙ୍କ’ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୦୩ ଶୋଃ) ।

ପରିସର—ପରିତଃ (ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ) ସରଣି (ପ୍ରସାରିତ ହୟ) ଇତି ପରିସରାଃ । ଏକଥାନ ହିତେ ସର୍ବଦିକେ ପ୍ରସାରିତ ହୟ ବଲିଯା ନାଡ଼ୀଦିଗକେ ପାରିସର ବଲେ । ଶୁଣ୍ୟା ନାଡ଼ୀ ହଦୟ ଦିଯା ଅକ୍ଷରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହିୟାଛେ ବଲିଯା ହଦୟକେ ବଲେ ।

ପରକତି (ମାର୍ଗ ବା ରାତ୍ରା) (ଭାଃ ୧୦୧୮୧୧୮ ; ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୫୫ ଶୋଃ) ।

ପରୋକ୍ଷେତ୍ର—ପ୍ରା. ଅସାକ୍ଷାତେତ୍ର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୩୦) ।

ପଶ୍ଚ—ସିଂହ, ସଥା—“ବାଇଶ ପଶ୍ଚାର ତଳେ ଆଚେ ଏକ ନିମ୍ନ ଗାଡ଼େ” । ଗାଡ଼େ—ଗର୍ତ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧୮) ।

ପ୍ରସାର—ଆ. ଦୋକାନ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୭୫) । **ପ୍ରସାରି—**ଦୋକାନଦାର (ଚୈ. ଚ. ୩୬୨୦) ; ପ୍ରସାରିତ କରିଯା (ଚୈ. ଚ. ୨୨୧୧୦୯) ।

ପହିଳାହି—ଆ. ପ୍ରଥମେ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୫୨) । **ପହିଲେ—**ପ୍ରଥମେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧୮) ।

ପାଖାଳି, ପାଖାଳିଯା—ଆ. ଧୂଇଯା (ଚୈ. ଚ. ୨୬୩୩) ।

ପାତ୍ର—ଆ. ପାଇ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୧୯୨) ।

ପୌଚବାଧ—ମଦନେର ପଞ୍ଚବାଧ । ପଞ୍ଚ ହୁଃ ।

ପାଟୁଯା ଖୋଲା—କଳାଗାଛେର ଖୋଲା ଘାରା ପ୍ରକ୍ତ ଠୋଙ୍କା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୦୩) ।

ପାତ୍ରମ—ଆ. ତୋଷକେର ମତ ପାତ୍ରିବାର ଜିନିଷ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୧୮) ।

ପାତୁଗୁର—ପଚରଗୁର । ବୋର୍ଦାଇ ରାଜ୍ୟ ଶୋଲାପୁରେର ୩୮ ମାଇଲ ପଚିମେ । ଭୀମରଥୀ ତୀରେ ଅବସିତ ନଗର ।

ପାତୁ ବିଜାର—ଉଦ୍‌ବଳ ଭାବାର ପାତୁ ଅର୍ଦ—ହାତ ଧରିଯା ପଦବ୍ରଜେ ଗମନ । ଅଗରାକ

দেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পাতু বিজয় (চৈ. চ. ২।১৩।৪)।

পাঞ্জাবেশ—দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যস্থী প্রদেশ।

পাঞ্জা—চাউলশৃঙ্গ ধান, চিটা ধান (চৈ. চ. ১।১২।১০)।

পাঞ্জা, পাঞ্জাহা—বাদশা, রাজা (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৮, ১৫৯)।

পাঞ্জাহাতু—পা. প্রত্যয় (বিশ্বাস) করে (চৈ. চ. ২।১।৪৩)।

পাঞ্জ—১. নাটোর ব্যক্তি; ২. পরিকল্পনা; ৩. শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী।

বাধিকার গণ স্তুৎ।

পাঞ্জাহ—সাগর (চৈ. চ. ২।১।৭।২।১৯)।

পাঞ্জেজি—পাঠো অর্থাৎ জলে জল যাহার, পন্থ (চৈ. চ. ১।২।২ শ্লোঃ)।

পামাগড়ী তীর্থ—ত্রিবঙ্গমের পথে তিনেভেলী হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

পামা-মুসিংহস্থান—কৃষ্ণ জেলার বেজগোয়া সহরের সাত মাইল দূরে মঙ্গল গিরিয়ে অবস্থিত। এ স্থানে পর্বতের উপরে ত্রিমুখ বিশ্বাহ আছেন। কথিত আছে, এই মুসিংহ দেবকে সরবত ভোগ দিলে, তিনি তাহার অর্দেক গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১।৬০)।

পাণিহাটী—কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্ষেত্র দূরে, গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘব পশ্চিমের শ্রীপাট। এইস্থানে রঘুনাথ দাস গোকুলামীর দণ্ড মহোৎসব হইয়াছিল।

পারি, পারী—পা. জল (চৈ. চ. ১।২।৭); **পারীতোলা**—পা. গামোছা (চৈ. ভা. ১।৫।২।৩০)।

পাপলাশম—কৃষ্ণকোণম হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তিনেভেলী জেলার অস্তর্গত পালম-কোটা হইতে উত্তর মাইল পশ্চিমেও পাপলাশম নামে একটি নগর আছে।

পাবন কুণ্ড—পাবন শব্দের মধ্যে জেলায় নদীখনের নিকটে।

পারক—১. প্রেমদাতা, যথা—“কৃষ্ণাম ‘পারক’ হয়ে—করে প্রেমদান” (চৈ. চ. ৩।৩।২।৪৪); ২. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম; ৩. পরিক্রম কারক।

পারাবার ঘূর্ণ—গীর্যাহীন, অসীম (চৈ. চ. ২।১।৭।১২৪)।

পারামণ—সম্পূর্ণতা। পুরাণাদি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ।

ପାର୍ଶ୍ଵ—ଲୀଲାସଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତ । ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସ୍ଥା—ନିତ୍ୟସିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ସାଧନ-
ସିଦ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ଵ । **ନିତ୍ୟସିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ଵ**—ଥାହାର ଅନାଦି କାଳ ହିତେହି ଭଗବାନେର
ପରିକରନପେ ତୋହାର ଲୀଲାର ସହାୟକ, ଥାହାଦିଗକେ ମାୟାର କବଳେ ପତିତ ହିଲା
ସଂସାରେ ଆସିତେ ହୟ ନା, ତୋହାର ନିତ୍ୟସିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ଵ । ଈହାଦେଇ ମଧ୍ୟେ କେହ
କେହ ଭଗବାନେର ଘାଂଶ ବା ସ୍ଵର୍ଗପେର ଅଂଶ, ଯେମନ ସଂକରଣାଦି । ଆବାର କେହ
କେହ ଭଗବାନେର ଶକ୍ତିର ବିଲାସ, ଯେମନ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳେବୀଗଣ । **ସାଧନସିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ଵ**—
ଥାହାର ମାୟାମୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ସଂସାର ଭୋଗ କରିଯା ପରେ ଭଜନ ପ୍ରଭାବେ ସିଦ୍ଧିଲାଭେ
ପର ଭଗବନ୍-ପାର୍ଶ୍ଵର ଲାଭ କରେନ, ତୋହାର ସାଧନସିଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ଵ (ଚୈ. ଚ.
୧୧୧୩୧, ୨୧୨୧୮-୯) ।

ପାଲିଗାନ—ଗାନେର ଦୋହାର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୧୩୫) ।

ପାଶ—ରଙ୍ଜ; ଦୂର୍ବଳ ଗର୍ବ ବକ୍ଷନ ରଙ୍ଜ (ଡା: ୧୦୧୩୫୧) ।

ପାଶକ—ପ୍ରା. ପାଶା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧) ।

ପାଶୁଲି—ପ୍ରା. ପାଇଜୋଡ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୩୧୦୮) ।

ପାଶଙ୍କ—ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବିରୋଧୀ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୨୦୩) ।

ପାଶରାମ—ଭୁଲାଯ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧୧୨) ।

ପିଙ୍ଗ—ପ୍ରା. ପାନ କରିବ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧୧୬); **ପିତୋପିତୋ**—ପାନ କରିବ,
ପାନ କରିବ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧୯୧) ।

ପିତଳା—ଇଡା ଦ୍ରଃ ।

ପିତଳାମ—ତମଲୁକେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରପନାରାୟଣ ନଦେର ତୀରେ ଏକଟି ଗ୍ରାମ ।

ପିତଳାଡ଼ା—ପ୍ରା. ବହନକାରୀ ଲୋକ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୧୬) ।

ପିତଳୁ—ପ୍ରା. ଶିଥି ପୁଛ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୯୧) ।

ପିତଳାଜ—ପ୍ରା. ପିପାସା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୫୫୭) ।

ପିତଳମ—ହର୍ଜ'ନ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୧୨ ଝୋଃ) ।

ପିର—ଯହାପୁରସ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୧୧୫) ।

ପୁର୍ବୀ—ପ୍ରା. ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ; **ପୁର୍ବେ**—ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୭୧୪୮,
୩୬୧୨୭୧) ।

ପୁର୍ବା—ପ୍ରା. ପ୍ରୁପ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୧୧) ।

ପୁରୁଷୀକ—ଶେତପଦ । **ପୁରୁଷୀକାର**—ପୁରୁଷୀକେର (ଶେତପଦେର) ପାପଡ଼ିର
ଶାୟ ଅକ୍ଷି (ଚକ୍ର) ଥାହାର; ପଦାପଲାଶଲୋଚନ; ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହରି, ବିଷ୍ଣୁ ।

ପୁରୁଷୀକ ବିଜ୍ଞାନିଧି—ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେର ଅଞ୍ଚଳର ହାଟବାଜାରୀ ଧାନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ମେଖଲା ଗ୍ରାମେ ବାରେନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନିଧିର ଆବିର୍ଭାବ । ପିତାର ନାମ:

বাণেশ্বর, মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বিজ্ঞানিধি চট্টগ্রামের চক্ৰশালাৰ জমিদার ছিলেন। নববৰ্ষীপেও ইহার বাড়ী ছিল। সেখানে গিরাও মধ্যে মধ্যে বাস কৰিতেন। ইনি বাহিৰে বিলাসী, কিন্তু অন্তৰে কৃষ্ণপ্ৰেমে ভৱপুৰ ছিলেন। সেজন্ত ইহার আৰ এক নাম ছিল ‘প্ৰেমনিধি’। ইনি শ্ৰীপাদ মাধবেজ্জ্বল পুৰী গোৱামীৰ মন্ত্ৰিশিষ্য ছিলেন। মহাপ্ৰভু ইহাকে ‘পুণৰৱীক বাপ’ বলিয়া ডাকিতেন। ইনি মহাপ্ৰভুৰ অস্তৱন্ধ ভক্তদেৱ তত্ত্বতম ছিলেন। অজলীয়ায় ইনি ছিলেন শ্ৰীৱাদিকাৰ পিতা ব্ৰহ্মভাসু মহারাজ এবং ইহার পত্নী রঞ্জাবতী ছিলেন। শ্ৰীৱাদিকাৰ জননী কীৰ্তিদা।

পুনৰান্ত দোষ—ক্ৰিয়া, কাৰক, বিশেষণ প্ৰতিকৰণ পুনৰ্শৰেৱ সহিত অস্বয়ুক্ত কোন বাক্য সমাপ্তিৰ পৱণ ও বাক্যেৰ অন্তৰ্গত কোনও শব্দেৱ সহিত অস্বয়ুক্ত কোনও পদেৱ পুনঃপ্ৰয়োগকে ‘পুনৰান্ত দোষ’ কহে (চৌ. চ. ১১৬১৬২)।

পুনৰুক্তবদ্বাত্তাস—কোন বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ একাৰ্যবাচক বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও যদি তাহা বিভিন্ন অৰ্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰে ‘পুনৰুক্তবদ্বাত্তাস’ অলঙ্কাৰ বলে (চৌ. চ. ১১৬১৬৮-৭২)।

পুৱনৰ আচাৰ্য—শ্ৰীচৈতন্য শাখা। মহাপ্ৰভু ইহাকে ‘পিতা’ বলিতেন। মহাপ্ৰভুকে দৰ্শনেৱ অঙ্গ ইনি নীলাচলেও যাইতেন।

পুৱনৰ পশ্চিম—নিত্যানন্দ শাখা। চৈতন্যদেৱ পাণিহাটীতে রাধাৰ পশ্চিমেৰ গৃহে গেলে ইনি সেখানে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্ৰভুৰ গোড়ে নাম-শ্ৰেষ্ঠ প্ৰচাৰেৱ সময় ইনি অনেক সময় তাহার সঙ্গে ছিলেন।
পুৱট—স্বৰ্বণ (চৌ. চ. ১১১৪ খ্রীঃ)।

পুৱনৰচনণ—পুৱণ (অগ্রে, প্ৰথমে) অস্তুষ্টিত হয়, যে চৱণ (আচৱণ, অহঠান)। শ্ৰীগুৰুৰ কৃপায় যে মন্ত্ৰ লাভ কৰা যায়, তাহার সিদ্ধিৰ নিষিদ্ধ সৰ্বপ্ৰথমে যে অহঠানেৱ প্ৰয়োজন হয়, তাহাকে পুৱনৰচনণ বলে।

পুৱনৰক্ষাৱ—১. কৃতাৰ্থ (চৌ. চ. ১১১১১০৮); ২. পাৱিতোষিক, সমান।

পুৱী গোৱামী—পৱনানন্দ পুৱী দ্রঃ।

পুৱীদাস—কৰ্মপুৰ দ্রঃ।

পুৱনৰ্বাবতাৱ—অবতাৱ দ্রঃ।

পুৱনৰ্বাৰ্থ—পুৱনৰে (জীবেৱ) অৰ্থ (প্ৰয়োজন, কাম্যবস্তু)। জীবেৱ কাম্যবস্তু। ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম ও মোক্ষ এই চাৰিটি পুৱনৰ্বাৰ্থ। প্ৰেম পঞ্চম পুৱনৰ্বাৰ্থ। অশৃঙ্খি লক্ষণ ধৰ্মবাবা ত্ৰিবৰ্ণ—ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম এবং নিঃশৃঙ্খি লক্ষণ ধৰ্মবাবা চতুৰ্থ পুৱনৰ্বাৰ্থ মোক্ষ লাভ হয়। শ্ৰীকৃষ্ণেৱ রসবৰে চৱমতম বিবৰণ। স্বৰ্থ বাসনানুসৃত

କୁଳହୁଥ ଆସ୍ତାଦମେର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ପ୍ରେସ । ତାଇ ପ୍ରେସକେ ବଲା ହୁଯ 'ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶିରୋମଣି ପ୍ରେସ ମହାଧନ' (ଚୌ. ଚ. ୨୧୨୦/୧୧୦) ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ— ୧. ନୀଳାଚଳ ; ୨. ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ; ୩. ଅଗନ୍ଧାର୍ଥଦେବ, ଦୈତ୍ୟ, ଶ୍ରୀହୃଷି ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ— ନିତ୍ୟାମଳ ଶାଖା । ଇନି ନାଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବଲିଯା ଥାଏ । ନଦୀଯା ଜେଳାର ବାଲୀଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମେ ବୈତ ବଂଶେ ଆବିଭୃତ । ପିତା ସଦାଶିଵ କବିରାଜ । ବାଲୀଡାଙ୍ଗ ବା ବେଳୀଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ନଷ୍ଟ ହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଗରେ ଶ୍ରୀପାଟ ଶାନ୍ତିରିତ ହୁଯ । ଶୁଦ୍ଧ ସାଗରେ ଜାହବା ମାତାର ଓ ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵାମୀ ମାତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସେର ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵାମୀ ବେଡୁ ଗାମେ ଆନ୍ତିତ ହନ । ବେଡୁ ଗାମର ଧରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହିଲେ ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵାମୀ ଚାକଦହେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦୁଳ ଗ୍ରାମେ ଶାନ୍ତିରିତ କରା ହୁଯ । ଇନି ଦାଦଶ ଗୋପାଲେର ଅନ୍ତତମ । ଅଜେର ଦାଶ ମଥ ।

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ— ଅଜେର ସ୍ତୋକ କୁଣ୍ଡ । ଦାଦଶ ଗୋପାଲେର ଏକତମ । ନବଦୀପେ ଆଶ୍ରମ ବଂଶେ ଆବିଭୃତ । ପିତା ରଜାକର । ଇନି ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାମନନ୍ଦପଣ୍ଡିତ "ମହାତ୍ମ୍ୟମର୍ଯ୍ୟ" ଛିଲେନ ।

ପୁରୀଜୟ— ମୃଦ୍ଗ୍ରାମ ଓ ଦ୍ୱାରକା (ଚୌ. ଚ. ୨୧୨୧/୧୬୬) ।

ପୁଲକ— ରୋମାଙ୍କ (ଚୌ. ଚ. ୨୧୨୨) ।

ପୁଞ୍ଜାରାମ— ଫୁଲେର ବାଗାନ (ଚୌ. ଚ. ୨୧୪୪/୧୦୩) ।

ପୁର— ଅଲପ୍ରବାହ (ଚୌ. ଚ. ୨୧୨୫/୨୨୯) ।

ପୂର୍ବ କ୍ଷଗବାତ୍— ମୟୁଷ ଅଂଶେର (ଭଗ୍ୟ ସ୍ଵରଗେର) ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭଗବାନ୍ (ଚୌ. ଚ. ୧୪୧) ।

ପୂର୍ବପର୍ବତ— ପ୍ରାୟ, ଆପଣିତ । ସିକ୍ଷାତ୍ମେର ପ୍ରତିକୂଳ ଅର୍ଦ୍ଧ (ଚୌ. ଚ. ୨୧୬୧/୧୬୦) ।

ପୂର୍ବରାଗ— ରତ୍ନିଧି ସଜ୍ଜାର ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନିଜା ।

ତଥୋରୁଜୀଲାତି ପ୍ରାତିଃ ପୂର୍ବରାଗଃ ସଉଚାତେ ॥—ଉ. ନୀ., ପୂର୍ବ ୫ ।

—ଯେ ରତ୍ନ ନାରକ ନାରିକାର ସଜ୍ଜମେର ପୂର୍ବେ ପରମପାଦ ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟକ ହିତେ ଜାତ ହିଯା ଉତ୍ୟେର ବିଭାବାଦି ସମ୍ମିଳନେ ଆସ୍ତାଦମୟ ହୁଯ, ତାହାକେ ପୂର୍ବରାଗ ବଲେ ।

ପୂର୍ବରାଗ ପ୍ରୋଚ୍ଛ, ସାମରଶ ଓ ସାଧାରଣ ଭେଦେ ଅଭିଧି । ସମର୍ଦ୍ଦିତର ସ୍ଵରଗକେ ପ୍ରୋଚ୍ଛ ପୂର୍ବରାଗ, ସମରଶ ରତ୍ନିଧି ପ୍ରଦାନକେ ସାମରଶ ପୂର୍ବରାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ-ଆୟ ରତ୍ନିଧିକେ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବରାଗ ବଲେ । ରତ୍ନିଧି ।

ପେଟୋଜୀ— ପ୍ରା. ଆମା (ଚୌ. ଚ. ୩୧୨୧/୩୬) ।

ପେଟୋର୍ରି— ପ୍ରା. ଧାର୍ମ (ଚୌ. ଚ. ୧୧୩୧/୧୧୦) ।

লোমণ—ভজান্তগ্রহ। পদাৰ্থত্বঃ।

লৈপচুৰা—গ্রা. পয়সা (চৈ. চ. ২২১১১৬)।

লৈপচুৰ, লৈপচুৰ—পরনিদ্বা। খলতা, কুৱতা (গী. ১৬২)।

লোষ্টা—পালন কৰ্ত্তা (চৈ. চ. ৩১৩৮)।

লৌগঙ্গু—দশম বৰ্ষ বয়ঃক্রম পৰ্যন্ত।

প্ৰকট—অটুবিহীন। যে লীলা ভগবানু কৃপা কৰিয়া সময় সময় লোক নয়নেৰ গোচৰীভূত কৱেন তাহা প্ৰকট লীলা। শ্ৰীজীৰ গোৱামীৰ মতে প্ৰকট লীলায় স্বকীয়ায় পৰকীয়া ভাৱ। ব্ৰহ্মার একদিনে বা এক কৱে স্বয়ং ভগবানু শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডে একবাৰ লীলা প্ৰকট কৱেন। ভজেৰ প্ৰেমনিৰ্বাস আন্তৰাদন এবং তছামা অগতে রাগমার্গেৰ ভজিৰ প্ৰচাৱই ব্ৰজলীলা প্ৰকটনেয় উদ্দেশ্য। যে লীলা কথনও লোক নয়নেৰ গোচৰীভূত হয় না, তাহাকে অপ্ৰকট লীলা বলে।

প্ৰকটেহ—প্ৰকাশভাৱেই (চৈ. চ. ২১১৩১৪৮)।

প্ৰকৰ—সমৃহ, পুন্দাদিৰ স্তৱক (বি. মা. ১১৪১, চৈ. চ. ৩১১৩৩ প্ৰোঃ)।

প্ৰকাশ—ভগবানু ‘প্ৰকাশ’ ও ‘বিলাস’ রূপে আড়ি প্ৰকট কৱেন। আকাৰ, শুণ ও লীলায় সম্যকৰূপে একক্ষণ থাকিয়া একই বিগ্ৰহেৰ একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবিৰ্ভাৱ, তাহাকে প্ৰকাশ বলে। আৱ একই বিগ্ৰহ লীলাবশে ভিন্ন আকৃতিতে কিন্তু শক্তিতে প্ৰায় ঘূলেৰ তুল্যৰূপে প্ৰকটিত হইলে তাহাকে বিলাস বলে। দ্বাৱকায় শ্ৰীকৃষ্ণেৰ একই সময়ে একই রূপে ৰোল হাজাৰ মহিষীকে বিবাহসময়ে এবং শাৱদীয় মহারামে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ একই মূড়িতে প্ৰত্যোক গোপীৰ · নিকট অবস্থিতিতে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ মুখ্য ‘প্ৰকাশ’ হইয়াছিল। আৰাব বলদেৱ, পৱন্যোমেৰ অধিপতি নাৱায়ণ এবং ছাৱকাৰ চতুৰ্বৰ্ধ (বাস্তুদেৱ, সৰ্কৰণ, প্ৰদূৰ ও অনিকৰ্ম) — ইহামা সকলেই শ্ৰীকৃষ্ণেৰ ‘বিলাস’ রূপ (চৈ. চ. ১১১৩৬-৩৮; ল. ভা. ম., পূৰ্বথঙ ১২১; ল. ভা. ম., তদেকাত্মক কথন ১১৫)।

প্ৰকাশাভক্ষ সংস্কৃতী—অতিশয় প্ৰত্যোন্তিপত্রিশালী কালীবাসী মায়াবাদী সংস্কৃতী। ইহার বহু সহশ্র সংস্কৃতী শিল্প ছিলেন। ইনি মহাপ্ৰভুকে ‘নামে মাত্ৰ সংস্কৃতী, ভাবক, লোক প্ৰতাৱক’ প্ৰস্তুতি বলিয়া নিষ্ঠা কৰিতেন। পৰে চৈতন্ত মহাপ্ৰভুৰ ভজ এক মহারাষ্ট্ৰী আকৃণেৰ চেষ্টায় মহাপ্ৰভুৰ সহিত সংস্কৃতীদেৱ সাক্ষাৎকাৰ ঘটে। তখন মহাপ্ৰভুৰ মুখে বেদোন্ত ঘূৰেৰ অপূৰ্ব ব্যাখ্যা উনিয়া এবং কৃষ্ণনামে মহাপ্ৰভুৰ অষ্ট সাহিক ভাৰ উৎসম হয় দেখিয়া।

ପ୍ରକାଶନଙ୍କ ସମସ୍ତତୀ ଓ ତଦୀୟ ଶିଳ୍ପଗଣେର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବାଜୀବିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହନ ।

ପ୍ରକୃତି—ସମ୍ବଲପ୍ରକାଶନଙ୍କ ସାମ୍ଯାବଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତି । ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନ, ୧୬୧ ପୃଃ । ସମ୍ବଲପ୍ରକାଶନଙ୍କ ଓ ତଥଃ ଗୁଣର ସାମ୍ଯାବଦ୍ୟାର ନାମ ପ୍ରକୃତି । ସାଂଖ୍ୟ ଯତେ ମାଯାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, —ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଓ ଉପାଦାନ କାରଣ । ଜଗତେର ଉପାଦାନ କାରଣ ବା ଶୁଣାଯା ଏବଂ ନିମିତ୍ତରପେ ପ୍ରକୃତି ବା ଜୀବମାୟା । ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଯତେ ଜଗତେର ଉପାଦାନ କାରଣ ଓ ମାଯା । ଏବଂ ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଓ ମାଯା । କିନ୍ତୁ ଗୌଡୀଆ ବୈଶ୍ଵବ ଦର୍ଶନ ଅଛୁମାରେ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ବଲିଆ ପ୍ରକୃତିକେ ଜଗତେର ମୂର୍ଖ ନିମିତ୍ତ ଓ ଉପାଦାନ କାରଣ । ପ୍ରକୃତି ଗୋଗ କାରଣ ମାତ୍ର । କାରଣାର୍ଥବିଶ୍ଵାସୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଦୂର ହିତେ ମାଯା ବା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରେନ । ଏହି ଅନ୍ତାଭାସେହି ମାଯା ବା ପ୍ରକୃତିତେହି ଜୀବକ୍ରମ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଆଧାନ ହୁଏ । ଏଇକ୍ରମ ବୀର୍ଯ୍ୟାଧାନେ ଅହଶ୍ଵତ୍ତ ଜୟେ । ଇହା ହିତେ ସାଂଖ୍ୟିକ, ରାଜସିକ ଓ ତାମଗିକ ଏହି ଜ୍ଞାନିକ ଅହକାରେର ଉତ୍ତର ହୁଏ । ସାଂଖ୍ୟିକ ଅହକାର ହିତେ ଦେବତାଗଣ, ରାଜସିକ ଅହକାର ହିତେ ଇତ୍ତିଯଗଣ ଏବଂ ତାମଗିକ ଅହକାର ହିତେ ଶବ୍ଦ ମ୍ପର୍ଦ୍ଦାଦି ପଞ୍ଚମହାଭୂତେକ୍ଷ ଅନ୍ତର ହୁଏ । ଭକ୍ତାଓ ଯଦିପରି ଇହାହି ପ୍ରକରଣ ।

ପ୍ରକୃତିର ପାଇଁ—ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ମାଯାତୀତ, ଚିମ୍ବା ।

ଅର୍ଥବା—ନାୟିକା ତ୍ରଃ ।

ଅଗଣ୍ୟ—ଅଲକ୍ଷାର ତ୍ରଃ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୪୧୪୨-୧୫୦) ।

ଅଚାର— ୧. ଅଧିକରଣେ ଯାତ୍ରାତ (ଚୈ. ଚ. ୩୪୧୨୧) ; ୨. ଘୋଷଣା, ସର୍ବସାଧାରଣକେ ଜ୍ଞାପନ ।

ଅଜାତ—ଚିତ୍ରଜନ ତ୍ରଃ ।

ଅଗ୍ରବ—ତ୍ରୀ=ଅକାର, ଉକାର, ମକାର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଜ୍ଞ (ଗୋ. ତା. ୨୧୪) । “ଇହାର ଚାରି ଅଂଶେ ରାମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅନିକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଶହିଶ ଶକ୍ତି, ପାଲନୀ ଶକ୍ତି ଓ ନାଶନୀ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିମାନ ” । ଦୈଃ ଅଃ ।

... ପଦ୍ମପୁରୀଗ ଉତ୍ସର୍ଥତେ—“ପ୍ରଗବ ଧର, ବଜ୍ର: ଓ ସାମେର ଆକ୍ଷାତକ୍ରମ; ଅଗ୍ରବେର ଅ-କାର ବିଶ୍ଵକେ, ଉ-କାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ଓ ମ-କାର ନିଜ୍ୟଦେବକ ଜୀବକେ ବୁଝାଇ” । ... ପ୍ରଗବ ବେଦେର ନିଦାନ ଓ ମହାବାକ୍ୟ (ଭକ୍ତି ୧୭୮) । ... ଅ ଉତ୍ସ ମୂର୍ଖାର୍ଥ ବିଶ୍ଵ, ସହେତୁ ଓ ଭକ୍ତା—ଏହି ଜୟୀମନ ବୀଜ, ଯଥ—ପ୍ରଗବ: ସର୍ବବେଦେଶ୍ୱର ।

ଅକାରୋ ବିଶ୍ୱ କୁଦିଷ୍ଟ ଉକାରଣ ମହେଶ୍ୱର: ।

ଅକାରେଗୋଚାତେ ଭକ୍ତା ଅଗ୍ରବେଗୋ ଅମୋହିତା: ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদে শুকার ক্লপে বিমাজ করেন (গী. ৭।৮) ... শু মিত্যোকাঙ্গঝঁ অক্ষ। অর্থাৎ অক্ষের একাঙ্গের নাম শু (গী. ৮।১৩)। ... প্রণবই অক্ষ। শুম্ভ ইতি অক্ষ। শুম্ভ ইতি ইদং সর্বং (তৈ. উ. ১।৮); ... এতদ্বৈ সত্যকাম পরাম্ব অপরাম্ব অক্ষ যদৃ শুকারঃ। হে সত্যকাম! এই শুকারই পরাম্ব ও অপর অক্ষ। (প্রশ্ন. উ. ৫।২) .. এষ সর্বৈশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এথে অস্ত্র্যামী এষ যোনিঃ সর্বশ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম।—এই শুকার সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মামী, সর্বযোনি (সমস্তের কারণ), সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু (মাত্রুক্য, উঃ)। ...চৈতত্ত্ব চরিতামৃতের মতে (চৈ. চ. ২।২৫।৭৮।৮৪) প্রণবের অর্থ বিশ্লেষণ গায়ত্রী, গায়ত্রীর অর্থ বিশ্লেষণ চতুঃশোকী, চতুঃশোকীর ব্যাখ্যা ব্যাসমৃত এবং ব্যাসমৃতের ভাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত। অতএব প্রণবে যে সমস্ত, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বীজ নিহিত হইয়াছে, তাহাই ভাগ্যাকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রেণী—প্রেম দ্রঃ ।

প্রতাপকুজ্জ—উড়িগ্রা রাজ্যের গঙ্গাবংশীয় স্বাধীন রাজা। উপাধি গজপতি। পিতা পুরুষোন্তম দেব। রাজধানী কটক। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। জগন্নাথের সেবক ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত। রাজা প্রতাপকুজ্জ মহাপ্রভুর শুণাবলী শুনিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজদর্শন সন্ন্যাসীর অকর্তব্য বলিয়া মহাপ্রভু তাহার অশুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে বনগঙ্গী স্থানের উচ্চামে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুকে রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিয়া সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু ভাবাবিষে রাজাকে কোল দিয়াছিলেন। এর পরে মহাপ্রভু রাজাকে কর্যকৰ্ত্তা দর্শন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অস্তর্ধনের পর রাজা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। তাহার চিকিৎসের সাম্ভাব্য অন্ত কবিকর্পুরের শ্রীক্রীচৈতন্য চক্রোদয় নৃটক লিখিত হয়। ইনি পূর্বলীলায় ইন্দ্রজ্যোতি ছিলেন বলিয়া কথিত।

প্রতিজ্ঞা—চিত্রজ্ঞ দ্রঃ ।

প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃকসেৰা—গদাধর পণ্ডিতের শ্রীক্ষেত্রে বাস ও শ্রীকৃষ্ণ দেবার সকল (চৈ. চ. ২।১৬।১৩৬)।

প্রত্যগাত্মা—অস্তরাত্মা (গী. ১৪।২৭)।

প্রত্যুম্ভগম—আগত বাতিল সম্মানার্থ তত্ত্বদেশে অগ্রগমন (চৈ. চ. ১।৬।১৪৮)।

প্ৰদৃষ্টি—চতুৰ্ভুজ দ্রঃ।

প্ৰদৃষ্টি অক্ষাচাৰী—নকুল অক্ষাচাৰী দ্রঃ।

প্ৰদৃষ্টি মিশ্র—মহাপ্ৰভুৰ পৱন ভক্ত। আদি নিবাস শ্ৰীহট্ট জেলাৰ ঢাকা দক্ষিণ। পিতা কংসাৰি মিশ্র। পৱন ইনি নীলাচলে গিয়া বাস কৰেন। ইনি মহাপ্ৰভুৰ আদেশে রায় রামানন্দেৱ নিকটে সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি বিষয় অধৰণ কৰেন। শ্ৰীহট্টেৱ ইতিবৃত্ত, চতুৰ্থ ভাগে উল্লেখ আছে,—ইনি মহাপ্ৰভুৰ পৌহট্টে পিতামহী দৰ্শনেৱ ঘটনা উপলক্ষ্য কৱিয়া ‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ত্যোদয়াবলী’ নামক সংস্কৃত গ্ৰন্থ রচনা কৰেন। ‘শুভ্রাহিকাচাৰ’ নামক আৱৰ একথানা গ্ৰন্থ ইহাৰ বচতি।

প্ৰধাৰণ—প্ৰকৃতি দ্রঃ।

প্ৰপঞ্চ—১. জীৱ অড়াআক মায়িক অগৎ ; ২. প্ৰতাইগ ; ৩. মায়া।

প্ৰপঞ্চিত—১. আন্তিজ্ঞান বিষয়কৰপে সম্পাদিত ; ২. ভৰসঙ্কুল ; ৩. বিজ্ঞানিত (ভাৰ ১০।১৪।১২৫)।

প্ৰপঞ্চি—শৱণ, ভজন, সেবা (গী. ১৫।৪)। **প্ৰপঞ্চ—১.** ভক্ত ; ২. শৱণাগত ; ৩. প্ৰাপ্তি (ভাৰ ১১।২।২৯)।

প্ৰৱেশ—১. যুক্তি, অতিসংক্ষি (চৈ. চ. ২।৩।১৪) ; ২. সমৰ্ত্ত।

প্ৰৱেশক—নাট্যোক্তি ব্যক্তিৰ রূপহৰে প্ৰবেশসূচক নাটকেৱ অঙ্গ (চৈ. চ. ৩।১।১।১৮)।

প্ৰৱাস—পূৰ্বমিলিত নায়ক নায়িকাৰ দেশ, প্ৰাম, বন বা স্থানেৱ ব্যবধান (উ. নী., প্ৰৱাস ৬০)।

প্ৰৱজ্ঞা—সম্যাগ ধৰ্ম, প্ৰৱাস (ভাৰ ১।২।২)।

প্ৰভু—যিনি নিশ্চিহ ও অমুগ্ৰহে সমৰ্থ। গৌড়ীয় বৈশ্বব মতে প্ৰভু দুই জন, যথা—শ্ৰীঅৰ্দ্ধত ও শ্ৰীনিত্যানন্দ এবং মহাপ্ৰভু একজন, ইনি শ্ৰীচৈতন্ত্যদেৱ। কিন্তু বৈশ্বব শাস্ত্ৰে শ্ৰীচৈতন্ত্য সহজেও ‘প্ৰভু’ শব্দেৱ বহু প্ৰয়োগ আছে।

প্ৰৱাণ—জীৱ, অগৎ ও পদাৰ্থ (পৱনাজ্ঞা)—দৰ্শনেৱ মূল জিজ্ঞাসা। স্বতৰাং ইহাদিগকে প্ৰৱেশ বলে। আৱ ইহাদেৱ সহজে জ্ঞানলাভেৱ অস্ত যে বিচাৰ বা অবৰন কৰা হয়, তাৰাকে ‘প্ৰৱাণ বলে। প্ৰত্যক্ষ, অহুমান ও শৰী (শ্ৰিবাৰ্যা) ভেদে প্ৰমাণ তিনি প্ৰকাৰ। কাহাৰও কাহাৰও মতে এই তিনিটি ব্যক্তীত উপমান, অৰ্থাপত্তি, অমুগ্লক্ষি, ঐতিহ, অভাৰ, চোঁ ও সংক্ষেব—শোট দশটি প্ৰমাণ।

প্ৰৱাণীলি—মহনকাৰী ; বলবান (গী. ২।৩০)।

প্রেরাদ—অনবধানতা (শ. ক. জ.) ।

প্রেরণ—গ্রাম দ্রঃ ।

প্রেরাগ—জিবেণী । এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরুবতীৰ সঙ্গমস্থল ।

প্রেরোজনতত্ত্ব—যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রেরোজন । যদ্বারা সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার ফুর্তি হয় এবং কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব (চৈ. চ. ২১২০।১০২-১১০) । অভিধেয় দ্রঃ ।

প্রেরোচনা—অঙ্গ দ্রঃ ।

প্রেলয়—সাধিকভাব দ্রঃ ।

প্রেলাপ—ব্যর্থ আলাপ (চৈ. চ. ৩।১।১।১৩) ।

প্রেমভং—বলপূর্বক (গী. ২।৬০) ।

প্রেসাদ—১. ধর্ম প্রজাপতিৰ পুত্ৰ (ভাঃ ৪।১।৫০) ; ২. অহুগ্রহ ; কৃপা ; প্রসৱতা ; ৩. ভগবানেৰ অধৰাম্যত—সনা ।

প্রেস্তাবনা—প্রতিপাদ্য বিষয়েৰ স্মৃতিকা রচনা । ইহার প্রারম্ভে নান্দীপাঠ । নাটকেৰ যে অঙ্গবিশেষে নটী, বিদৃষক বা পারিপার্শ্বিক নিজেদেৱ সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়া নাটকেৱ বিষয়বস্তুচক কথাৰাৰ্ত্ত বলে ।

প্রেস্তান্ত্রিয়—উপনিষদ, বেদাস্তদৰ্শন ও শ্রীমদ্ভগবতগীতা । ইহাদিগকে যথাক্রমে শ্রতি প্রস্থান, শ্রায় প্রস্থান ও সৃতি প্রস্থান বলে ।

প্রেষ্ঠেদ—স্বেদ, ঘৰ্ম (চৈ. চ. ২।১।৬২) ।

প্রেহসম—হাস্তৰসাত্ত্বক পরিহাসময় নাট্যাংশ ।

প্রেহরণ—নমস্কাৰ, প্রণাম (ভাঃ ১।০।৪।৭।৬৬, চৈ. চ. ১।৬।১ প্রোঃ) ।

প্রোক্তত—১. নীচ, অধম ; ২. নৈসর্গিক, স্বাভাবিক ; ৩. কনিষ্ঠ (ভাঃ ১।।।।২।৪।৭, চৈ. চ. ২।২।২।৩২) ; ৪. ভাষাবিশেষ ।

প্রোক্তত খুজাণু—কারণ সম্বন্ধেৰ বাহিৱে বহিৱপ্তি মায়া শক্তিৰ বিলাসস্থান ।

প্রোক্তুজ্ঞলয়, প্রোগ্নুজ্ঞল—আনন্দার্থ দ্রঃ ।

প্রোক্তব প্রকাশ, প্রোক্তব বিলাস—কৃষ্ণেৰ ষড়বিধি বিলাস দ্রঃ ।

প্রোয়া—১. পতিৰুতা পঞ্জী ; ২. প্রণয়নী ।

প্রোম—আন্তেজ্ঞিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তাৰে বলি ‘কাম’ ।

কুকেজ্ঞিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধৰে ‘প্ৰেম’ নাম । (চৈ. চ. ১।৪।।।৪।)

কৃষ্ণেৰ স্বথই বাহাৰ তাৎপৰ্য, বা উদ্দেশ্য তাৰাই প্ৰেম । আৱ কাৰেৱ উদ্দেশ্য নিজেৰ ইন্দ্ৰিয়তত্ত্বি । প্ৰেম প্রোক্তত মনেৰ একটি প্ৰতিৰুতিৰ বৃত্তিবিশেষ

ନହେ । ପ୍ରେମ ସଙ୍କଳନଃ ଚିଦ୍ବନ୍ଧ । ଇହା ପ୍ରୋତ୍ସମତତ୍ୱ । କୁର୍ବନ୍ତକ୍ଷମଗେତ୍ର
ସ୍ଥାନିଭାବ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୩୨-୨) । ଭଗବନ୍ତ କୁପାଯ ସାଧନ ଅଭାବେ ଜୀବେର ଚିତ୍ତ
ହିତେ ଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତି-ବାହ୍ୟ-ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ମଲିନତା ନିଃଶେଷେ ଦୂରୀଭୂତ ହିଲେ ତାହାର
ଚିତ୍ତେ ଶୁକ୍ର ସର୍ବ ଆବିଭୂତ ହିଯା ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମରୂପେ ପରିଣତ ହିତେ ପାରେ ।
ଶ୍ରୀବନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନାଦି ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନେର ଫଳେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ
ମମତା ଜୟେ ଏବଂ ତୋହାର ଭଗବନ୍ତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହିଯା ଯାଇ । କ୍ରିଶ୍ମରେ, ଅମୁଦନ୍ତାନ
ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ । ଭକ୍ତ ତଥନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଉଦ୍‌ଧର ବଲିଯା ମନେ କରେନ ନା, ପରମାତ୍ମାର
ବଲିଯା ଜ୍ଞାନ କରେନ । - ପ୍ରେମେର ପରିଣତି—ପ୍ରେମ ସମୀଭୂତ ହିଲେ ସଥାଜ୍ଞେ
ମେହ, ମାନ, ପ୍ରଣୟ, ରାଗ, ଅଭୁରାଗ, ଭାବ ଓ ମହାଭାବ ଆଧ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ (ଚୈ. ଚ.
୨୨୩୧୨) । ମେହ—ପ୍ରେମ ଗାଢ଼ ହିଯା ଚିତ୍ତକେ ଦ୍ଵୀଭୂତ କରିଲେ ତାହାକେ
ମେହ ବଲେ । ମେହେ ପ୍ରେମେର ଅପେକ୍ଷା ମମତାବୁଦ୍ଧିର ଆଧିକ୍ୟ । ମେହେର ଉଦ୍ଦୟ
ହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଦର୍ଶନାଦିର ଦ୍ୱାରା ଓ ଦର୍ଶନାଦିର ଲାଲମ୍ବା ପରିତ୍ରପ୍ତ ହୁଏ ନା (ଚୈ. ଚ.
୨୧୯୧୫୧-୧୫୦) ।

ସାଂଜ୍ଞିକିତ ଅବଃ କୁର୍ବନ୍ତ ପ୍ରେମା ମେହ ଇତୀର୍ଥିତେ ।

କ୍ଷଣିକନ୍ତ୍ରାପି ନେହାୟିଶ୍ଵରସ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ॥ (ଡ. ର. ସି. ୩୨୧୦୩) ।

ମାନ୍ୟ—ପୃଥିକଭାବେ ବା ଏକତ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପରମ୍ପରା ଅନୁରକ୍ତ ନାୟକ ନାୟିକାର ସ୍ଵିର
ଅଭିମତ ଅମ୍ବ୍ୟାଯୀ ଆଲିମନ ଦର୍ଶନାଦିର ରୋଧକାରୀ ବ୍ୟାପାରକେ ମାନ ବଲେ ।
ମାନେ ନିର୍ବେଦ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ (କ୍ରୋଧ), ଚପଳତା, ଗର୍ଦ୍ଧ, ଅମ୍ବ୍ୟା, ଅବହିଥ୍ବା (ଭାବ
ଗୋପନ), ମାନି ଏବଂ ଚିତ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତାରୀଭାବ ଥାକେ । ଇହାତେ ମେହ ଅପେକ୍ଷା
ମମ୍ବ୍ୟାବୁଦ୍ଧିର ଆଧିକ୍ୟ । ତାଇ ସ୍ଵିରଭାବ ଗୋପନ କରିଯା କୁତ୍ରିମ କୁଟିଲତା ପ୍ରକାଶ
କରିଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେର ଶ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ “ପ୍ରେମା ଯଦି ମାନ କରି କରିବେ
ଭର୍ତ୍ତନ । ଦେବଭୂତି ହେତେ ହରେ ସେଇ ମୋର ମନ ।” (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୨୩) ।

“ମେହୁୟ-ୟକୁଟିତା ପ୍ରାପ୍ତୋ ମାଧ୍ୟୟ ମାନୟବୟମ୍ ।

ଯୋ ଧାରଯତ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ସ ମାନ ଇତି କିର୍ତ୍ତେ କିର୍ତ୍ତେ ॥” (ଉ. ନୀ. ହା. ୧୧) ।

ଓଣର—ମାନେର ସେ ଅବସ୍ଥାର ନିଜେର ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଦେହ, ପରିଚନ୍ଦାଦିର
ଶହିତ ପ୍ରିୟଜନେର ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଦେହ, ପରିଚନ୍ଦାଦିକେ ଅଭିନ୍ନ ବଲିଯା ମନେ
ହୁଏ, ତାହାକେ ଓଣର ବଲେ । “ପ୍ରାପ୍ତାର୍ଯ୍ୟାଂ ସମ୍ବନ୍ଧମାତ୍ରମାଂ ସୋଗ୍ୟଭାବ୍ୟାମପି ଶୁଟ୍ଟମ୍ ।
ତମ୍ଭକେନାପ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମତିଃ ପ୍ରଣୟ ଉଚାତେ ।...ମାନୋ ଦଧାନୋ ବିଅନ୍ତ ପ୍ରଣୟ
ଶ୍ରୋଚାତେ ବୁଦ୍ଧେଃ ॥” (ଉ. ନୀ. ହା. ୧୮) । ଏ ହାନେ ବିଅନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ବା
ମନ୍ଦମନ୍ଦତା । ରାଗ—ଅଭିନ୍ବିତ ବସ୍ତୁତେ ଆଭାବିକ ଆବେଶ ପରାକାରୀ ।
ସଥନ କୁର୍ବନ୍ତାପିତା ଅତି ଦୂରକେତେ ହୁଏ ବଲିଯା ଏବଂ କୁର୍ବନ୍ତର ଅପ୍ରାପ୍ତି

অভ্যন্তর স্থানকেও পরম দৃঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। “দৃঃখপ্রাপ্তি চিন্তে স্থানকে ব্যজাতে। যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষে স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥” (উ. নী. স্ব. ৮৪)। অচুরুরাগ—‘রাগ’-বশতঃ যখন সর্বদা অমুক্ত শ্রিয়জনকে প্রতি মুহূর্তে ন্তন ন্তন বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে অচুরুরাগ বলে। “সদাচুরুতমপি যঃ কুর্যান্বনবং প্রিয়ঃ। রাগে। ভবন্বনবঃ সোহস্তুরাগু ইতীর্থ্যতে॥” (উ. নী. স্ব. ১০২)। ভাব—অচুরুরাগের চরম পরিণতিকে ভাব বলে। যে দৃঃখের নিকট প্রাণ বিসর্জনের দৃঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, রুক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দৃঃখকেও ভাবেদয়ে পরম স্থথ মনে হয়। “অচুরুরাগঃ স্মবেষ্টদশাঃ প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিচ্ছেষ্টাব ইত্যভিধীয়তে॥” (উ. নী. স্ব. ১০২)। অহাভাব—ভাবের পরবর্তী উর্ক্ষন্তর (চৈ. চ. ১৪৫৯)। আদম—মহাভাবের দ্রুইটি শুন মোদন ও মাদন। শ্রীকৃষ্ণের ঘূলনে যত আনন্দ বৈচিত্রী জয়ে, মাদনে তৎসমস্ত যুগপৎ উদিত হয়। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে ইহা ব্যক্ত হয় না। মোদন—সাহিক ভাবসমূহ যাহাতে উদীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থার এই মোদনকে মোহন বলে। বিরহবিশতাহেতু সাহিক ভাবসকল ইহাতে স্বন্দরকল্পে প্রকাশ পায় (উ. নী. স্ব. ১২৫, ১৩০, ১৫৫)।

প্রেমবিলাসবিবর্ত—প্রেমবিলাস অর্থ প্রেমজীড়াঃ বিবর্ত অর্থ। ১. পরিপক্ষ অবস্থা (শ্রীজীব); ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্র); ৩. ভগ (সাধারণ অর্থে)। প্রেমের উৎকর্ষতায় যখন নায়ক নায়িকার মধ্যে এমন আস্তির উদয় হয় যে কে নায়ক কে নায়িকা এই ধারণা পর্যন্ত লোপ পায়, তখন তাহাকে প্রেম-বিলাসবিবর্ত বলে। তখন নায়ক নায়িকা ‘না সো রমণ ন। হাম রমণী’—অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (চৈ. চ. ২১৩। ১৫০-১৫৫)। “প্রেমের বহিবিলাসের পুনর্বাস অস্ত্মুখতা। প্রেম প্রথমতঃ বহির্বিলাসে স্তু-পুরুষ ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অস্ত্মুখতায় স্তু-পুরুষের পরৈক্য-প্রতিপাদক হয়। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন বিভাগাভাসকলে প্রতীয়মান হয়, তখন আদৌ ভিজ্ঞভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিজ্ঞভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। উহা শক্তি ও শক্তিমানের একান্ত অবৈত্তভাব—তত্ত্বস্তাদি বাক্যের চরম বিশ্঳েষণ”।—বৈঃ অঃ।

প্রেমবৈচিত্র্য—প্রেমজনিত বিচিত্রতা অর্থাৎ যখন স্থানে চিন্তের অবস্থিতি।

ପ୍ରିସ୍‌ଜନେର ନିକଟେ ଥାକିଲାଓ ପ୍ରେମୋର୍କର୍ ଅଭାବଶତ: ବିଜେନ୍ ବୁକ୍ଷିତେ
ପୀଡ଼ା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୧୩୭, ୨୧୩।୪୩; ଉ. ନୀ., ପ୍ରେମବୈଚିନ୍ତ୍ୟ ୫୧) ।

ପ୍ରେମଭକ୍ତି—ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତି ଦ୍ର୍ଵଃ ।

ପ୍ରୋଟ୍—ପ୍ରିସ୍‌ତମ ପରିକର ଭକ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୧୧) ।

ପ୍ରୋକ୍ରିତ—ପ୍ରକ୍ରିଯାପେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୧୧।୩୭ ପ୍ଲୋଃ) ।

ପ୍ରୋଷିତଭକ୍ତକ—ନାରିକା ଦ୍ର୍ଵଃ ।

**ପ୍ରୋତ୍—୧. ଅତିଶୟ ବୁଦ୍ଧିଶୂଳ (ଚୈ. ଚ. ୧୪।୪୪); ୨. ସମର୍ଥ ରାତି ବ୍ରହ୍ମପକ୍ଷେ
ପ୍ରୋତ୍ ବଲେ (ଉ. ନୀ., ପୂର୍ବ ୨) । **ପ୍ରୋତ୍ତି—ଅଗଲ୍ଭତାମୟ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୨।୦୭୬) ।****

ଶ୍ରୀ

ଫଳିତ—ଫଳଶୂଳ (ଚୈ. ଚ. ୧୧।୧୧୫) ।

ଫର୍କ୍ତୁ—ତୁଳ୍ଚ, ଅତିତୁଳ୍ଚ ବସ୍ତ୍ର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୨୪୩) ।

**ଫାକି—ଶାନ୍ତ୍ରୀଯ ବିତର୍କେର ସମୟେ ସମ୍ମତ ବିଷୟେର ଅସମ୍ଭବି ଦେଖାଇଯା ସମ୍ଭବିର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୬।୩୦) ।**

ଫୁଟ୍—ପ୍ରା. ଭାଙ୍ଗୀ, ଛିତ୍ରଶୂଳ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୦।୬୬) ।

ଫେଲାଫେଲି—ପ୍ରା. ସୁରାସ୍ତୁରି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୪) ।

**ଫେଲା—ତୁଳାବଶେଷ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬।୨୧) । **ଫେଲାଲବ—ତୁଳାବଶେଷର
କଣିକା ।****

ଫେଜାତି—ପ୍ରା. ଗୋଲମାଳ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୧୨୪) ।

କ

ବୈକପାତି—ପ୍ରା. ବକେର ସାରି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୧୧) ।

**ବକ୍ରେଶ୍ୱରପଣ୍ଡିତ—ଆଇଚେନ୍ତ ଶାଖା । ମହାପ୍ରଭୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆକଳି ଭକ୍ତ ଓ
କୌର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ । ନବଦୀପ ଲୀଲାର ଓ ନୀଲାଚଳ ଲୀଲାଯ ଇନି କୌର୍ତ୍ତନ ଓ ବୃତ୍ୟ
କରିଲେନ । ଗୌରଗଣୋଦେଶେର ମତେ ଇନି ଦ୍ୱାରକା ଚତୁର୍ବ୍ୟହେର ଅନିକ୍ରମ । ପ୍ରକାଶ
ବିଶେଷେ ଶଶିରେଖାଓ ଇହାତେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛେ । ଧ୍ୟାନଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଦ୍ଧାରୀଙ୍କ
ମତେ, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରଜେର ତୁଳନାତ୍ମକ ନିତ୍ୟ ଅବହାନ କରେନ ।**

ବକ୍ରି—ଆଇକ୍ରମେର ପ୍ରପୋତ୍ର । ଅନିକ୍ରମେର ପୁତ୍ର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୪୦) ।

**ବକ୍ରିମ—ଅବହାନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୧୬) । **ବକ୍ରିଲା—ବାସ କରିଲା (ଚୈ. ଚ.
୨୧୩।୩୮) ।****

ବକ୍ତ—କପମିକ, କଡ଼ି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩।୧୮୩) ।

ବକ୍ଟୁ—ବାଲକ । **ବକ୍ଟୁଲା—ବଟୁକ, ଛାତ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩।୧୫୩) ।**

বড়জামা—বড় মাঝপুত্র (চৈ. চ. ৩১১১২)।

বড় হরিদাস—কৌর্তনীয়া। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের সহিত মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। ইনি বিখ্যাত হরিদাস ঠাকুর নহেন। নীলাচলে তিনুজন হরিদাস ছিলেন (চৈ. চ. ১১০৪১, ১৪৫)।

বড়শঙ্গ—প্রা. আধাশঙ্গাপন, আশ্পর্য (চৈ. চ. ১১৩৬২)।

বড়—আবার (চৈ. চ. ৩১১৪৫ ঝোঃ)।

বড়ৎস, বড়ৎসক—তৃষণ।

বত্তিশা আঁটিপা কলা—বত্তিশ কান্দিসূক্ত কলার ছড়া যে আঁটিপা কলা গাছে আছে (চৈ. চ. ২১৩৪০)।

বয়ঃসঙ্গি—বাল্য অর্থাৎ পৌগণ ও যৌবনের সঙ্গি; প্রথম কৈশোরকে বয়ঃসঙ্গি বলে (উ.নী., উকীপন ৬)।

বর্ণসক্তর—বর্ণসক্তরের লক্ষণ, যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণনাম্ অবেদ্যা-বেদমেন চ।

স্বকর্মনাং চ ত্যাগেন জ্ঞায়স্তে বর্ণসক্তরাঃ ॥ (মহু ১০।২৪)।

অর্থাৎ বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তম বর্ণের কল্পার বিবাহ), অবেদ্য বেদন (মাতার সপিণা, পিতার সগোত্রা ও সমান প্রবর্তা কল্পার বেদন বা বিবাহ) ও স্ব কর্মত্যাগ (বর্ণহৃষ্যায়ী যে কর্ম তাহার ত্যাগ)।—এই ত্রিভিধ প্রকারে বর্ণসক্তর উৎপন্ন হয়।

আহুলোম্যেন বর্ণনাঃ যৎ জন্ম সঃ বিধিঃ শৃতঃ।

প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ সক্তরঃ।

(নান্দ সংহিতা ১২।১০২)।

অর্থাৎ সকল বর্ণের অহুলোম (অধম বর্ণের স্তৰ ও উত্তম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহা বৈধ এবং প্রাতিলোম (উত্তম বর্ণের স্তৰ ও অধম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণসক্তর বলে (গীতা ১৪০-৪১)।

বর্তন—বেতন, মাহিয়ানা (চৈ. চ. ৩১১০৪)।

বর্দ্য—শ্রেষ্ঠ।

বর্জনশুক্রাজ—অগ্রসাধ দেবের মন্দির ও শুক্রিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে অগ্রসাধ দেবের মাসীর বাড়ী (চৈ. চ. ২।১৩।১৮৫)।

বজ্রহেব বিজ্ঞাতুষ্ণি—অক্ষয়তের প্রাণোবিন্দ ভাষ্টকার। উড়িশার বালেহের জেলার রেশুগার নিকটে আহুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম। ইনি ব্যাকরণ, অলক্ষণ, স্থার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া যদীশ্বরে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন।

ପରେ ଇନି ଯାହା ସମ୍ପଦରେ ଯୋଗଦାନ କରେନ । ଇନି କାଞ୍ଚକୁଞ୍ଜବାସୀ ଶ୍ରୀଲ ରାଧା ଦାମୋଦରେର ନିକଟେ ସହ ସମ୍ଭବ ଓ ଶ୍ରୀଲ ବିଦ୍ୟାଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀପାଦେର ନିକଟେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟନ କରେନ । ଇନି ଶ୍ରୀମୂଳାବନେ ଶ୍ରୀଶ୍ରାମମୂଳର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ ।

ବଲଦେବ, ବଲରାମ—ଭଗବାନେର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର । ପିତା ବଲଦେବ ଓ ମାତା ରୋହିଣୀ । କଂସଭୟେ ଇନି ଦେବକୀର ଗର୍ଭ ହହିତେ ଆହୁଟ ହଇଯା ରୋହିଣୀର ଗର୍ଭେ ସାପିତ ହଇଯାଇଲେନ ବଲିଯା ଇହାକେ ସଂକରଣ ବଲେ । ଇନି ମନ୍ଦାଲୟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଲିତ ପାଲିତ ହନ । ସାଲ୍ଲିପନି ମୁନିର ଶିଶ୍ୱ । ଲାଙ୍ଗଲ ଇହାର ଅତ୍ମ । ଅଜେ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ କାନାଇ ବଲାଇ ନାମେ ବିଦ୍ୟାତ ଛିଲେନ । ବ୍ରଜ-ଶୀଳାଯ ଇନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଲାସର୍କପ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ, ଆଶ୍ରମବ୍ୟାହ, ଯୂଳ ସଂକରଣ । ଅଜେ ଇହାର ଗୋପଭାବ, ଗୋପବେଶ, ମୁଖ୍ୟା ଧାରକାୟ କ୍ଷତ୍ରିୟଭାବ କ୍ଷତ୍ରିୟବେଶ ।

ସଂକରଣକପେ ଇନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ବ୍ୟାହ ; ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠାଦି ଅପ୍ରାକୃତ ଭଗବକ୍ଷାମ-ସ୍ୟାହ ଚିଥକି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରେନ । ଛୟ କ୍ରମେ ଇନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାୟ ହୃଦୀ ଶୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଯା ଥାକେନ, ଯଥା—ବଲରାମ, ସଂକରଣ, ସଂକରଣେର ଅବତାର କାରଣାର୍ଥଶାୟୀ, କାରଣାର୍ଥଶାୟୀର ଅବତାର ଗର୍ଭୋଦଶାୟୀ, ଗର୍ଭୋଦଶାୟୀର ଅବତାର କ୍ଷୀରୋଦଶାୟୀ ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦଶାୟୀର ଅବତାର ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ । ଶେଷକପେ ଇନି ତତ୍ତ୍ଵ ଅବତାର । ସହ୍ୟ ବଦନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାନ କରେନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛାତ୍ର, ପାଦ୍ମକ, ଶୟା, ଉପାଧାନ, ବସନ, ଆରାମ (ଉପବନ), ଆବାଳ, ଯଜ୍ଞମୁଦ୍ର ଏବଂ ସିଂହାସନ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ଦେବୀ କରେନ । ଗୋତ୍ର ଅବତାରେ ଇନିଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିପ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତସ୍ତ ହୁଏ (୨୮. ଚ., ଆଦିଶୀଳା, ୫ମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ୨୨୦।୧୯୫-୧୬୨) ।

ବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଚାର୍ଯ୍ୟ—ଯହାପ୍ରଭୁର ମୂଳାବନ ଅମଗେର ସଙ୍ଗୀ । ଇନି ଚିତ୍ତବଲଦେବେର ମୂଳାବନ, କାଶୀ, ପ୍ରଯାଗ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନେର ସମ୍ମତ ଶୀଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଯାଇଲେନ । ଶେଷେ ନୀଳାଚଳେ ଆସିଯା ବାସ କରେନ ।

ବଲରାମ—ବଲଦେବ ତତ୍ତ୍ଵ ।

ବଲରାମ ଦାସ—ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାସ ନାମେ କହେକ ଅନ ପଦକର୍ତ୍ତା ଆଛେନ । ଇହାଦେବ ମଧ୍ୟେ ‘ପ୍ରେସ ବିଲାସ’-ରଚିତା ବଲରାମ ଦାସଙ୍କ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅସିଲ । ଇହାର ଯୁଲ ନାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ । ଅଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଖଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୧୯୩୧ ହୀନ ଅରେ । ପିତା ଆଶ୍ରମବାସୀ, ମାତା ସୌଦାଧିନୀ । ଇନି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଚୀ ଆହୁର୍ବା ମାତାର ମର୍ମଶିଖ ଏବଂ ପଦକର୍ତ୍ତା ଘୋରିଲ ହାନେର

ভাগিনেয়। পদাবলী সাহিত্যে চতৌদিশ, বিশ্বাপতি, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাসের পরেই ইহার স্থান।

বলাহক—মেষ (চৈ. চ. ৩১৫১৫৭)।

বল্লভ—প্রিয় (চৈ. চ. ১৪১৯১)।

বল্লভ শট্ট, বল্লভাচার্য—মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। আবির্ভাব ত্রৈমাস দেশের চম্পারণে ১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দে। পিতা লক্ষণ দীক্ষিত। পঞ্জী মহালক্ষ্মী দেবী। ইহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। ইনি প্রয়াগের নিকটে আড়েল গ্রামে চৈতান্তদেবকে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং সবৎশে মহাপ্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া নীলাচলে আসেন। কিন্তু ইহার মনে বিশ্বার গর্ব লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু ইহা শোনেন নাই। পরে ইনি স্বরূপ দামোদরের কৃপায় নিজের ক্রান্তি বুঝিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। ইনি আড়েল গ্রাম হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে চৈতান্তদেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবা করিতেন। পূর্ব লীলায় ইনি শুকদেব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি প্রথমে বালগোপাল ঘন্টে দীক্ষিত ছিলেন। পরে নীলাচলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর গোপাল ঘন্ট গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপিনী নামক বিধ্যাত টীকা ইহার রচিত। ইনি বলভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ভজন রীতিকে পৃষ্ঠমার্গ বলে। এই সম্প্রদায়ে ব্রত উপবাসের কর্তৃতা নাই। ইহাদের ৮৪ বৈষ্ণক, ৮৪ গ্রহ, ৮৪ ভক্ত ও ৮৪ কথা প্রসিদ্ধ। যশোমতী ক্রোড়ে লালিত শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব। ইনি ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে কাশীর হস্তান ঘাটে গঙ্গার ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

বল্লভ প্রিয়া, বল্লভাচার্য—মহাপ্রভুর প্রথমা পঞ্জী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা। ইনি সংকৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য ‘আচার্য’ উপাধি লাভ করেন। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ ও ‘স্বরূপ চরিত’ নামক গ্রন্থ অঙ্গুসারে ইহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। পরে ইনি মৰ্বণীপবাসী হন। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বল্লু—দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গায়ের শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

বল্লু—অষ্ট বহু খ্রঃ।

বল্লুরিদেশ—বল্লাচরণ জ্যোতি।

বল্লুক্ষণ—কাপড়ের ঢাকা (চৈ. চ. ১১৩১১০)।

বলাইয়া—গ্রা. বহন করাইয়া (চৈ. চ. ২১৬১)।

ବହି—ଆ. ବିନା, ସ୍ୟାତୀତ (ଚେ. ଚ. ୨୧୧୮୦) ।

ବହିର୍ଜାପଣ୍ଡି—ମାଯାଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତି ।

ବହୁବେଳି—ଆ. ବହୁବାର (ଚେ. ଚ. ୩୧୪୧୯୫) ।

ବା—୧. କିଂବା; ୨. ବାତାସ; ୩. ଅଳ (ଦ୍ୱାମୀ) (ଡାଃ ୧୦୧୩୩୧୨୨ ପ୍ଲେଃ) ।

ବାଉରି—ଆ. ପାଗଲିନୀ (ଚେ. ଚ. ୩୧୯୧୯୦) ।

ବାଉଳ—ଆ. ବାତୁଳ, ପାଗଲ (ଚେ. ଚ. ୨୧୨୧୪); **ବାଉଳି—**ଆ. ପାଗଲିନୀ (ଚେ. ଚ. ୩୧୭୧୪୩) । **ବାଉଳିଲ୍ଲା—**ପାଗଲା (ଚେ. ଚ. ୧୧୨୧୩୪) ।

ବାଓଦ୍ଧାସ—ଆ. ତବଳାର ଦୀର୍ଘା (ଚେ. ଭା. ୨୧୨୧୬) ।

ବାକୋବାକ୍ୟ—ଆ. ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷର (ଚେ. ଭା. ୧୩୨୨୭୩) ।

ବାଖାରି—ଆ. ପ୍ରଶଂସା କରି (ଚେ. ଚ. ୧୧୬୧୯୬); **ବାଖାରେ—**ପ୍ରଶଂସା କରେ (ଚେ. ଚ. ୩୫୧୦୯) ।

ବାଜାଳ—ସମ୍ବଦେଶୀୟ (ଚେ. ଚ. ୩୨୦୧୧୦୨) ।

ବାହି—ଇଚ୍ଛା କରି, ଚାହି (ଚେ. ଚ. ୩୨୦୧୪୩); **ବାହିଲେ—**ଆ. ଇଚ୍ଛା କରିଲେ (ଚେ. ଚ. ୨୧୫୧୬୭) ।

ବାଟ—ପଥ (ଚେ. ଚ. ୧୧୭୧୨୬୫); **ବାଟ୍‌ପାଡ଼—**ଠଗ, ଯାହାରା ପଥେ ରାହାଜାନିକ କରେ (ଚେ. ଚ. ୨୧୮୧୬୫) ।

ବାଟି—ଭାଗ କରିଯା (ଚେ. ଚ. ୨୧୮୧୮) ।

ବାଟୋଯାର୍—ବାଟପାଡ଼, ଦର୍ଶା (ଚେ. ଚ. ୨୧୮୧୯୯) ।

ବାଢ଼—ଶୁଣ, ଦାଖ, ପରିବେଶନ କର (ଚେ. ଚ. ୩୧୨୧୨୬) ।

ବାଢୁୟ—ବୁଝି ପାଇ (ଚେ. ଚ. ୧୪୧୧୧); **ବାଢୁଳ—**ବର୍ଧିତ ହଇଲ (ଚେ. ଚ. ୨୧୮୧୯୨) ।

ବାଲୀମାଧ ପଟ୍ଟନାୟକ—ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ ଶାଖା । ନୀଳାଚଳବାସୀ । ଭବାନନ୍ଦ ରାସ୍ତେର ପୁତ୍ର ଏବଂ ରାମାନନ୍ଦ ରାସ୍ତ ଓ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକେର ଭାତୀ । ଇନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାଯ ଆଜ୍ଞାନିରୋଗ କରିଯାଇଲେନ । ରଥ୍ୟାତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୌଡ଼ୀର ଭଜଗଣ ନୀଳାଚଳ ଗେଲେ ଇନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ତାହାଦେର ସେବା ଓ ବାସହାମାଦିର ସ୍ଵରଥା କରିଲେନ

ବାର୍ତ୍ତ—ଆ. ବାର୍ତ୍ତା, କଥା (ଚେ. ଚ. ୨୧୫୧୨୧) ।

ବାର୍ତ୍ତଲ୍ୟର୍ବତ୍ତି—ରତି ଦ୍ରୁତି ।

ବାର୍ତ୍ତାପାଣି—ଭୂତପଣି । ତ୍ରିବାସ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ନାଗରକୈକ୍ଷେର ଉତ୍ତରେ, ତୋବଳ ତାଲୁକେର ମଧ୍ୟେ ।

ବାର୍ତ୍ତଳ—ଆ. ପାଗଲ (ଚେ. ଚ. ୨୧୮୧୨୨) ।

বাধা—প্রা. গুরু রাখার স্থান (চৈ. চ. ৩।৬।১৭২)।

বাজ—কথা কাটাকাটি, তর্ক (চৈ. চ. ১।৬।১৫০), বাধাবিজ্ঞ (চৈ. চ. ১।৬।৫৪),
অঙ্গথা (চৈ. চ. ২।১।১।১০৭)।

বাহুবায়ু—আৰুকৃষ্ণপাইন বেদব্যাস। ব্যাস স্তুৎ।

বাহুল—প্রা. বৰ্ণ (চৈ. চ. ২।১।৩।৪৮)।

বাহিয়ার বুজী—বাহিয়ার যত আসুন সাজাইয়া (চৈ. চ. ২।১।৬।২।১০)।

বাপী—বড় পুরুষ (চৈ. চ. ২।১।৬।৪৯)।

বাঙ্গা—যে নায়িকা যান গ্রহণে সর্বদা উদ্যোগ করেন এবং নায়ক যাহার মান
ভাঙ্গাইতে অসমর্থ। যেমন—আৰুধিকাদি (চৈ. চ. ২।১।৪।১৫৬)। -

বারুদাসী—বারু মাসের (সপ্তমসংক্রান্ত) উপযোগী (চৈ. চ. ১।১।০।২।৩)।

বারুণসী—কাশী। ভারতের প্রসিক তীর্থস্থান, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত।

বারি, বাড়ি—প্রা. বেড়া (চৈ. চ. ৩।১।৩।৮০)।

বাল্কা—প্রা. ছেলেমাহুষ (চৈ. চ. ৩।৪।১।৫১)।

বালাই—দুঃখ কষ্ট (চৈ. চ. ৩।১।২।২২)।

বালিশ—১. উপাধান, ২. মূর্খ, অজ্ঞান (ভা: ১।১।২।৪৬)।

বাল্য—পক্ষম বর্ষ পর্যন্ত।

বাস—গৃহ (চৈ. চ. ২।৩।৩১); বস্ত্র (চৈ. চ. ২।১।২।৮৬); **বাসছ**—যনেকন
(চৈ. চ. ৩।৩।২।০৬)।

বাসকসজ্জা—নায়িকা স্তুৎ।

বাসুদেব—চতুর্ব্যুহ স্তুৎ। **বাসু**—যিনি সমস্ত বস্তুতে বাস করেন; দেব—
গ্র্যান্তমনীল। অতএব বাসুদেব—যিনি সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন।

বাসুদেব (কুণ্ঠী) —দাক্ষিণাত্যের কুর্মক্ষেত্রবাসী আক্ষণ। ইহার সর্বাঙ্গে
গলিত কুঠ হইয়াছিল; যদ্যপ্তুর আলিঙ্গনে ব্যাধিমুক্ত হন।

বাসুদেব ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়ন্ত কুলে আবিষ্ট। গোবিন্দ ঘোষ ও
মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। ইহারা তিনি আতাই তৈত্তি দেবের সমসাময়িক
ও ভক্ত এবং প্রসিক কৌর্তনীয়া। তিনজনেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচায়িতা।
বাসুদেব বৃজলীলার তুঙ্গভদ্রা। ইনি বিশাখা-রচিত গীত কৌর্তন করিতেন।
ইনি বলিতেন, ‘যেই গোর সেই কুঠ সেই জগন্নাথ’।

বাসুদেব ছন্দ—মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও গায়ক। চট্টগ্রাম, পটুয়া থানার চক্র-
শালায় বৈচক্ষণ্যে আবিষ্ট। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইহার কনিষ্ঠ আতা। পরে ইনি
কুমার হট্টে (কাখন পঞ্জীতে) বাস করিতেন। শ্রীবাস পতিত ও শিবানন্দ

ମେନ ଇହାକେ ପରମ ସୁଦ୍ର ଆନ କରିଲେନ । ଶ୍ରୀଲ ବୃଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଗୋକୁଳୀନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧଦେବ ଯତ୍ନମନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇହାର ବିଶେଷ ଅମୁଗ୍ଗିତ ଛିଲେନ । ଇନି ଏତେ ମହିନାଙ୍କୁ ଛିଲେନ ଯେ ମାଯାବନ୍ଧ ଜୀବେର ଉକ୍ତାରେର ଅନ୍ତ ତୀହାଦେର ସମସ୍ତ ପାପେର ବୋକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଯା ନିଜେ ନରକ ଭୋଗେର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଆନାଇଯାଇଲେନ । ମହାପ୍ରଭୁ ବଲିଲେନ, “ଆମାର ଏ ଦେହ ବାହୁଦେବ ଦତ୍ତେର ।” ଶ୍ରୀଲ ବୃଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଠାକୁରେର ଶ୍ରୀପାଟ ଶାମଗାଛିତେ ଇନି ଶ୍ରୀମନ ଗୋପାଲେର ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଲେନ । ପରେ ‘ପ୍ରଭୁର ଅବଶେଷ ପାତ୍ର’ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀର ହଞ୍ଚେ ଏହି ସେବାର ଭାବ ଅର୍ପଣ କରେନ । ଇନି ବାହୁଦୀଯା ମଧୁବତ ନାମେ ଗାଁରକ ଛିଲେନ ବଲିଯା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।

ବାହୁଡ଼ି—ଶ୍ରୀ ଫିରିଯା (୮୮. ଚ. ୩୧୩୮୩) । **ବାହୁଡ଼ିଯା—ଫିରାଇଯା** (୮୮. ଚ. ୨୪୧୨୦୪) ।

ବାହୁ—ବାହୁ ଦଶା (୮୮. ଚ. ୧୧୭୧୮୮), **ବାହିରେର କଥା** (୮୮. ଚ. ୨୮୧୫୫) ।

ବାହୁ ସାଧନ—ଅନ୍ତର ସାଧନ ତ୍ରୀଃ ।

ବିକର୍ଷ—କର୍ମ ତ୍ରୀଃ ।

ବିକାଇଲାଙ୍କ—ବିକ୍ରିତ ହଇଲାମ (୮୮. ଚ. ୩୫୧୧୩) ।

ବିକ୍ରତ—ଅଲକ୍ଷାର ତ୍ରୀଃ ।

ବିଶୀଳ—ନିନ୍ଦିତ (୮୮. ଚ. ୧୧୬୧୬୬) ।

ବିଜ୍ଞାତି—ଅଲକ୍ଷାର ତ୍ରୀଃ ।

ବିଚ୍ଛେଦ—ଭେଦ (୮୮. ଚ. ୧୬୧୭) ।

ବିଜ୍ଞାପ—ଗମନ (୮୮. ଚ. ୨୧୪୧୨୨୯); ତିରୋଧାନ ।

ବିଜ୍ଞାପ—ଚିତ୍ରଜନ ତ୍ରୀଃ ।

ବିଜ୍ଞାତୀର୍ତ୍ତାବ—ଭିନ୍ନ ଆତୀୟ ଭାବ । ଯେ ଭାବେର ଆମା ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧୁର୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ କରେନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଭାବେର ବିଷୟ ଓ ଶ୍ରୀରାଧା ଆଶ୍ରମ । ସେବା କରିଯା ଗେବକେର ଯେ ହଥ ତାହା ଆଶ୍ରମ ଆତୀୟ, ଆର ସେବେର ଯେ ହଥ ତାହା ବିଷୟଜାତୀୟ । ଆଶ୍ରମଜାତୀୟ ହୁଥେର ପକ୍ଷେ ବିଷୟଜାତୀୟ ଭାବ: ବିଜ୍ଞାତୀୟ (୮୮. ଚ. ୧୪୧୧୨୧) ।

ବିଜ୍ଞାତୀୟ ଭେଦ—ଭେଦ ତ୍ରୀଃ ।

ବିଜ୍ଞକ—ପାନେର ଥିଲି । ବିଜ୍ଞା—ପାନ (୮୮. ଚ. ୨୪୧୭୩) ।

ବିଜ୍ଞଣ୍ଣ—ପରେର ଯତ୍ନେ ଦୋଷାରୋପ; ଅପର ହାପନା; ମିଥ୍ୟା ବିଚାର (୮୮. ଚ. ୨୬୧୬୧) ।

ବିଜ୍ଞର୍କ—ଯାତ୍ରିକାରୀ ଭାବ ତ୍ରୀଃ ।

ବିଜିତେ—କୃଷ୍ଣପୋତ୍ର (୮୮. ଚ. ୨୪୧୫୧) ।

বিজ্ঞা—পূর্ব তিথির সহিত শুক্র তিথি। বিজ্ঞা তিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ, অবিষ্কার্তেই তাহা কর্তব্য (চৈ. চ. ২২৪।২৫৪)।

বিজ্ঞানগর—গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের রাজকার্যস্থান। এখানে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষী গোপালের আগমন হয়। কুলিয়ার নিকটে আর একটি বিজ্ঞানগর আছে। সেখানে সার্বভৌমের ভাতা বিজ্ঞানগর গৃহে মহাপ্রভু আসিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপত্তি—(আহুমানিক ১৪০০—১৫০৬ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইহার কবিতা বাংলা-মেধিলী মিশ্রিত ‘অজবুলি’তে লিখিত। তৎকালে বাংলা ও মেধিলী ভাষা ও লিপি প্রায় একরূপ ছিল। স্মতরাং ইনি বঙ্গদেশ ও মিথিলার আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে ইনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। ইহার রাধাকৃষ্ণবিময়ক পদাবলী বাংলা ভাষার অন্যত্ব সম্পদ। এই সমস্ত পদাবলী চৈতান্তদেব অক্ষণদামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত আঘাতন করিতেন (চৈ. চ. ২১।৬৬)। পদাবলী ব্যতীত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, পুরুষ পরীক্ষা ও বিবাদসার প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া কথিত।

‘বিজ্ঞাপত্তি’ উপাধি বিশিষ্ট একাধিক পদকর্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী রৈষব কবি বিজ্ঞাপত্তি বিদ্যাত।

বিজ্ঞানগর—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাতা। ইনি কুলিয়ার নিকটবর্তী বিজ্ঞানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে চৈতান্তদেব যথন গোড়ে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিজ্ঞানগরে পিয়া করেকদিন ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। চৈতান্তদেব বিজ্ঞানগরতিকে “জল অক্ষের” (গঙ্গার) উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের টাকার প্রায়জ্ঞে শ্রীগান্দ সনাতন গোষ্ঠীর বল্লুন হইতে জানা যায়, ইনি সনাতন গোষ্ঠীর শুক্র ছিলেন। বিজ্ঞানগর অক্ষলীলায় তৃতীয়স্তোর প্রিয়া স্মর্ধুরা নামী গোপী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

বিধিবর্জ—শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম। ‘লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহধর্ম কর্ম’। (চৈ. চ. ২।১।১৯, ২।২।৮০)।

বিধিক্ষিণি, বিধিক্ষণ—শাস্ত্রাশুল্পসনের ভৱ্যে ভজনের অঙ্গান্তম (চৈ. চ. ১।৩।১৬, ২।৮।১৮২, ২।২।১৯৯)।

বিদিমার্গ—মনে ভজনের অঙ্গুরাগ না ধাবিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নম্রকষ্টের যে ভজন তাহাকে বিদিমার্গ বলে (চৈ. চ. ২১৩।১৮২)।

বিদিজিঙ্গ—সংস্কৃত ব্যাকরণ যতে ‘অবশ্য কর্তব্য’ অর্থে বিদিজিঙ্গের প্রয়োগ হয়। সেই কর্তব্য না করিলে প্রত্যবায় হয়।

বিধেয়—অঙ্গুরাগ দ্রঃ।

বিধেয়াজ্ঞা—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (গী. ২।৬৪)

বিজু—ব্যতীত (চৈ. চ. ১।৪।১৮৫)।

বিজি—বিক্ষ করিয়া (চৈ. চ. ২।২।২০)।

বিপশ্চিন্ত—আনী (গী. ২।৪২)।

বিপ্রালক্ষণ—নাস্তিকা দ্রঃ।

বিপ্রালক্ষণ—বিলম্বাত্মক বিয়োগ। অমিলিত বা মিলিত নায়ক নাস্তিকার পরম্পর অভীষ্ট আলিঙ্গন চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিবিশতঃ উদ্গত ভাব। ইহা সঙ্গে রসের সংপুষ্টিকারক। বিপ্রালক্ষণ চতুর্বিধ, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র ও প্রবাস। রাধিকাদি অজস্রদ্বীগণের পূর্বরাগ, মান ও প্রবাস এবং কঙ্কণী প্রভৃতি মহিযৌগণের প্রেমবৈচিত্র প্রসিদ্ধ (চৈ. চ. ২।২।৩।৪২-৪৪ ; উ. নী. স্বামী ২-৪)।

বিপ্রালক্ষণা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা (চৈ. চ. ১।২।১২)।

বিবর্তিতে—বিবৃত করিতে (চৈ. চ. ৩।১।৫২)।

বিবর্ত—১. পরিপক্ষ অবস্থা (শ্রীজীব গোষ্ঠীয়ামী); ২. বিপন্নীত (বিখ্যাত চক্রবর্তী); ৩. ভ্রম, অবস্থাত্মক প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থাত্মক প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে ভ্রম।

বিবর্তবাদ—এক অগ্ৰজনে পরিণত হন নাই অখচ অজ ব্যক্তি যেকোপ রঞ্জকে সৰ্প বলিয়া ভ্রম করে, অজ জীবও সেইকোপ অজকে অগ্ৰ বলিয়া ভ্রম করে, ইহার নামই বিবর্তবাদ (চৈ. চ. ১।৭।১।৫-১৬, ২।৬।১৫)।

বিকেৰাক—অলকার দ্রঃ।

বিভাব—যাহা দ্বাৰা এবং যাহাতে রতি প্রাচৃতি ভাবের আৰ্থাদন কৰা দ্বাৰা তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্ৰকাৰ, আলৰ্ঘন ও উজ্জীপন। আলৰ্ঘন আবাৰ দুই প্ৰকাৰ, বিব্ৰাজলভূম ও আশ্ৰিত্বালভূম। শ্ৰীকৃষ্ণ ভক্তিৰ বিষয়, এজন্তু শ্ৰীকৃষ্ণকে বলে বিব্ৰাজলভন; আৰু ভক্তগণে ঐ ভক্তি ধাকে, এজন্তু শ্ৰীকৃষ্ণের ভক্তগণ আশ্ৰিত্বালভন। যাহা দ্বাৰা ভাবেৰ উজ্জীপন হয়, তাহাকে বলে উজ্জীপন বিভাব। আলৰ্ঘন বিভাবে (শ্ৰীকৃষ্ণের ও মৃকজনেৰ) কিমা, মুখ্যা, কল্প, কৃষ্ণগানি এবং দেশ কালাদি ভাবেৰ উজ্জীপন কৰে ন পুঁজিত ঐ

সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। কফের বংশীধনি—উদ্দীপন (চৈ. চ. ২২৩৩০, ৪২, ২১১৯। ১৫৪)।

বিজুল—সর্বব্যাপক, দৈখর।

বিজুতি—শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। অনন্ত কোটি অক্ষাংশের পৃথিব্যাদি সমষ্টই অঙ্গের বিজুতি (চৈ. চ. ১২১১০)।

বিজুম—অঙ্কার দ্রঃ।

বিজৎসূর—মৎসূর (বৈরযুক্তি) রহিত; দেহরহিত (গী. ৪। ২২)।

বিজ্ঞাগ—বিরহ (চৈ. চ. ২২৩৩৬)।

বিজ্ঞত—সংসারবিগামী, বিষয়বাসনা শৃঙ্খল (চৈ. চ. ২১৯। ১৬৪, ১১। ১২৮)।

বিজ্ঞার—সিদ্ধলোকের বাহিরে যে চিত্তয় জলপূর্ণ কারণসমূহ পরিখাকারে পরবোয়ামকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে বিজ্ঞার বলে (চৈ. চ. ১। ৫। ৪৩-৪৬)।
ভগবানের স্বেচ্ছলবাহিনী বিজ্ঞার অপর নাম কারণার্থ। বিজ্ঞার একপারে ত্রিপাদ-বৈভব বা পরবোয়াম ও অপর পারে পাদ-বৈভব বা মায়াধার।

বিজ্ঞাট—সমষ্টি শরীর।

বিজ্ঞানগতিকৃৎ—কোন বাক্যে বিকৃত বৃক্ষি উৎপাদন করিয়া সহ্যবর্গণের রসায়নাদনে বাধা উৎপাদক দোষ।

বিজ্ঞানাভাস—অর্থালক্ষারবিশেষ। প্রকৃত বিজ্ঞান না ধাকা সহেও বিজ্ঞান বলিয়া প্রতীত হইলে তাহাকে বিজ্ঞানাভাস অলক্ষার বলে (চৈ. চ. ১। ১৬। ৭৩-৭৪; ৩। ১৮। ৯৫)।

বিজ্ঞাত—প্রাপ্য টাকা (চৈ. চ. ৩। ১৩। ৩১)।

বিজ্ঞাস—প্রকাশ দ্রঃ।

বিশুদ্ধসংক্ষেপ—মায়ার সহিত শুদ্ধসহের কোনও সংশ্বব নাই বলিয়া শুদ্ধসহকে বিশুদ্ধসংক্ষেপ বলে। শুদ্ধসংক্ষেপ দ্রঃ।

বিশুদ্ধর—বিশ—ভৃ+থ। বিশুদ্ধভৱতি ইতি। যিনি বিশুদ্ধকে ভৱণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন তিনি বিশুদ্ধর (চৈ. চ. ১। ৩। ২৫)।

বিশ্বাসখালী—রাজসন্ধিরের গোপনীয় বিভাগ (চৈ. চ. ৩। ১৩। ৯০)।

বিশ্বজ্ঞ—সঙ্গোচবিহীন ভাবে পরম্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার অভেদ প্রতীতি (চৈ. চ. ২। ১৯। ১৮৩), স্বচ্ছ বিহার।

বিজ্ঞাম—নিত্য ছিতি (চৈ. চ. ১। ১। ১২), ক্ষাতি, সমাপন (চৈ. চ. ৩। ১। ৬৩)।

বিজ্ঞাস—আর্থ দ্রঃ। বিজ্ঞানসংক্ষেপ—বিভাব দ্রঃ।

বিজ্ঞাব—ব্যক্তিচারী ভাব দ্রঃ।

ବିଷୁ—ବିସୁ+ଛୁ । ସର୍ବୟାପକ ଭଗବାନ୍ । ନାରାୟଣ ।

ବିଷୁକାଞ୍ଚି—କାଞ୍ଜିଭୋରୀ ବା କାଞ୍ଜିପୁରମ୍ ହାଇ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ରେଲୋରେ ଟେଲନେଇ ଏକ ମାଇଲ ଦୂରେ ଶିବକାଞ୍ଚି ଏବଂ ଶିବକାଞ୍ଚି ହାଇତେ ତିନ ମାଇଲ ଦୂରେ ବିଷୁକାଞ୍ଚି । ବିଷୁକାଞ୍ଚିର ବିଗ୍ରହେତ୍ର ନାମ ବନ୍ଦ ରାଜ ବା ଭରକାଜ ଶାମୀ ଏବଂ ବୈକୁଞ୍ଚ ପରିମଳ ।

ବିଷୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ—ନବଦୀପବୀସୀ ରାଜପଣ୍ଡିତ ସନାତନ ମିଥ୍ରେର କଣ୍ଠ । ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ଅନ୍ତର୍ଧାନେର ପର ତିନି ଶ୍ରୀବିଷୁପ୍ରିୟା ଦେବୀକେ ବିବାହ କରେନ । ଶିଶୁକାଳ ହାଇତେ ଇନି ପିତୃ-ମାତୃ-ବିଷୁ-ଭକ୍ତିପରାଯଣ ଛିଲେନ । ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କିଶୋରୀକେ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ମହାପ୍ରଭୁର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣେ ପର ଇନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରୀମାତାମ ସେବା କରିତେନ । ଶାମୀର ବିଚ୍ଛଦେ ଇନି ଆହାର ନିତ୍ରା ପ୍ରାୟ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଲେନ । କଦାଚିତ୍ ଭୂମିତେ ଶୟନ କରିତେନ ଏବଂ ସାରାଦିନ ହରିନାମ ଜ୍ପ କରିତେନ । ସଂଖ୍ୟା ରାଖିତେନ ତଣୁଳ ଦ୍ୱାରା । ସେଇ ତଣୁଳ ଦିନାନ୍ତେ ପାକ କରିଯା ପ୍ରଭୁକେ ନିବେଦନ କରିଯା କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିତେନ । ଗୌରଗଣେଦେଶଦୀପିକା ମତେ ସନାତନ ମିଶ୍ର ଛିଲେନ ରାଜା । ସାତାଜି ୧ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଷୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ ତୀହାର କଣ୍ଠ ଭୂ-ସ୍ଵରପିନୀ ।

ବିଷୁଲୋକ—ପ୍ରବୋଧ ; ନାରାୟଣାଦି ଅନୁଷ୍ଠକପେର ଧାୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୧୩୫) ।

ବିଷୁଷ୍ମାଞ୍ଜି—ମୁପ୍ରମିକ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ୟ ଚତୁଟୟେର (ରାମାତୁଜ, ମଧ୍ୟାଚାର୍ୟ, ବିଷୁଷ୍ମାଞ୍ଜି ଓ ନିର୍ବାର୍କାଚାର୍ୟ) ଅନ୍ତତମ । ଇନି ବେଦାନ୍ତେର ବିଶୁଦ୍ଧାଦେତ ଭାୟକାର ଏବଂ କ୍ରମ ସମ୍ପଦାଯେର ମୂଳ ଆଚାର୍ୟ ।

ବିସ୍ରକ୍ ସେନ—ବିଷୁ (ଡା: ୧୨୧୮, ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୨ ଝୋଃ) ।

ବିସର୍ଗ— ୧. ଶଷ୍ଟି, ପଦାର୍ଥ ଝଃ ; ୨. ଦ୍ଵିବିଷୁର୍ବଣ ; ୩. ବିସର୍ଜନ ;
୪. ଦେବୋଦେଶେ ଦ୍ରୟତ୍ୟାଗକରପ ଯତ୍ତ—ଶାମୀ (ଗୀତା ୮୩) ।

ବିସଲମ୍—ବିହାର କରେନ (ଚୈ. ଚ. ୧୯୧୯) ।

ବୀର୍ଭୀ—ଅଜ ଝଃ ।

ବୀର୍ଭୁମ ରାଜ—ଗୋଗ ରମ ଝଃ ।

ବୀର୍ଭୁମ ଗୋଦାମୀ (ବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଦାମୀ) —ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁର ପୁରୁଷ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାତାର ଗର୍ଭଜାତ । ଆହୁବା ମାତାର ଶିର୍ଷ । ଇନି ରାଜବଳହାଟେର ନିକଟବିର୍ତ୍ତୀ ବାନ୍ଦଟପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯତ୍ନମନ ଆଚାର୍ୟେ ହାଇ କଣ୍ଠ—ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ଶ୍ରୀନାନ୍ଦାରୀ ଦେବୀକେ ବିବାହ କରେନ । ବୀର୍ଭୁମ ପ୍ରଭୁ ତିନ ପୁରୁଷ—ଗୋଗୀଜବ-ବନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର । ଆହୁବା ମାତା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବଦୂକେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଇଲେନ । ଶ୍ରୀବୀର୍ଭୁମ

গোষ্ঠীমী শ্রীচৈতন্যভক্তিকল্পকর্ম স্বক মহাশাখা এবং শ্রীচৈতন্যভক্তিমুন্দের মূল স্তুতি। ইনি অক্ষয়ে সংকরণের বৃহৎ পয়োক্তিমী মারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধি।

ধীরু রস—গোপ রস ত্রঃ।

বুজিষ্টু ধীরু—নববীগবাসী মহাশাখা। মহাপ্রভুর প্রতি অত্যাস্ত শ্রীভিমস্পন্দন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সম্মত বাস ইনি ষেছাম্ব বহন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন লাভের অন্ত ইনি নীলাচলেও থাইতেন।

বুলুম—অরণ করন (চৈ. চ. ২১১১৬০) ; **বুলে—অরণ করে** (চৈ. চ. ১১৭১১৩১)।

বৃক্ষম গ্রাম—খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের অঞ্চল। বৃক্ষন পরগনার ‘ভাটকলাগাছি’ নামক গ্রামে হরিদাস ঠাকুর অন্তর্গ্রহণ করেন (চৈ. ভা: ১৯১২১৫)।

বৃক্ষিম—ক্লেশ, অঙ্গস্তুল (ভা: ১০।১০।৪৮, চৈ. চ. ২১১৩৪ প্লোঃ)।

বৃক্ষি—১. জীবিকানির্বাহ (চৈ. চ. ৩।১৪।৪৫); **২.** শব্দের শক্তি যাহা দ্বারা অর্থ ব্যক্ত ও প্রসারিত হয়। শব্দের তিনটি বৃক্ষি—মুখ্যা (বা অভিধা), লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা বা অভিধাৰুক্ষি—শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় বা শব্দের উচ্চারণ মাত্রই যে অর্থ মনে উদ্দিত হয়, তাহাটি শব্দের মুখ্যার্থ। শব্দের যে বৃক্ষি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীক্রিয়া, তাহাকে মুখ্যাবৃক্ষি বা অভিধাৰুক্ষি বলে (চৈ. চ. ১।৭।১০৩)।

গৌণীৰুক্ষি—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে মুখ্যার্থের কোনও একটি গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যত্ব যে অর্থ প্রাপ্ত করা হয় তাহাকে গৌণীৰুক্ষি এবং যে বৃক্ষি দ্বারা এই অর্থ লাভ করা যায়, তাহাকে গৌণীৰুক্ষি বলে। **যেমন—** এই দেবদত্ত একটি সিংহ। অর্থাৎ ‘সিংহের শায় বিক্রমশালী’ ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১০৪)। **লক্ষণাৰুক্ষি—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি** ঘটিলে বাচা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্ত পদার্থের প্রতীকিকে লক্ষণা বলে। **যেমন—‘গঙ্গায় ঘোষ বাস করে’** বলিলে ‘গঙ্গাতীরে’ বাস করে ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১২৪-২৫)।

বৃক্ষকাণ্ডি—বর্তমান নাম বৃক্ষাচলম। দক্ষিণ আকটি জেলার ভেলার নামক মদীর একটি উপনদী মণিমুখের তীরে অবস্থিত।

বৃক্ষকলাভীর্থ—মহাবলীপুরম বা সপ্তমন্দিরের অস্তর্গত বলিপীঠম্ হইতে প্রাপ্ত এক মাইল দক্ষিণে তীর্থবিশেষ।

বৃক্ষাবস্থ—মধুরা জেলার অতি প্রসিদ্ধ বৈঝবতীর্থ। মাধাকফের লীলাস্থল। **কৃক্ষলোক ত্রঃ।**

ବୃଦ୍ଧାବନ ଦାସ ଠାକୁର—ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଜୀବନୀଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ-
ଭାଗବତେର ରଚିତା । ଏହି ମହାଗ୍ରହ ରଚନା କରିଯା ଇନି 'ଚିତ୍ତନ୍ତଜୀଲୀାର ବ୍ୟାସ'
ବଲିଯା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନୀଗ୍ରହ କୀର୍ତ୍ତିତ ହଇଯାଇଲେ । ଇହାର ପିତାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱ-
ବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସ । ମାତ୍ର—ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତେର ଆତ୍ମତ୍ତତା ନାନାଯଣୀ ଦେବୀ ।
ଶ୍ରୀଗୋକୁଳ ସମ୍ମାନେର ପୂର୍ବେ ଯଥନ ଶ୍ରୀବାସ ଅନ୍ଧନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, ତଥନ ଚାନ୍ଦି
ବ୍ୟସର ବସନ୍ତା ଦେବୀ ନାନାଯଣୀକେ ଅତିଶ୍ୟ ସ୍ରେହବନ୍ତଃ ସୌଯ ଭୂତାବ୍ୟସର ତାତ୍ପୂର୍ବ
ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ । ଇହା ୧୫୦୦ ଶକେର ଘଟନା ବଲିଯା ପଣ୍ଡିତଗଣ
ଅଭୂତାନ କରେନ । ନାନାଯଣୀ ଦେବୀର ୧୫ ବ୍ୟସର ବସନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧାବନ ଦାସେର ଜୀବନ
ହଇଲେ ତୀହାର ଆବିର୍ତ୍ତାବକାଳ ଆଭୂତାନିକ ୧୫୫୦।୫୧ ଶକ । ତବେ ଅନେକେରୁ
ମତେ ଇନି ୧୫୭୧-୧୬୧୨ ଶ୍ରୀଃ ଅବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଛିଲେ । ଇନି ଯଥନ ମାତ୍ରଗର୍ତ୍ତ
ଛିଲେ ତଥନ ପିତା ବିଶ୍ୱବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସେର ମୃତ୍ୟୁ ହେଁ । ବୃଦ୍ଧାବନ ଦାସ ଠାକୁରେର
ଶୈଶବ କାଳେଇ ନାନାଯଣୀ ଦେବୀ ମାମଗାଛି ଗ୍ରାମେ ବାନ୍ଦେବ ଦନ୍ତେର ପ୍ରତିଟିତ
ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱରହ ଶେବାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯାଇଲେ । ଏଥାମେଇ ବୃଦ୍ଧାବନ ଦାସେର ଶୈଶବ-
କାଳ ଅଭିବାହିତ ହେଁ । କ୍ରମଃ ଇନି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଦର୍ଶୀ ହଇଯା ଉଠେନ ।
ଇନି ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ସର୍ବଶୈଶବ ଶିଷ୍ୟ । ଶୁକ୍ରଦେବେର ଆଦେଶେଇ ଇନି ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ
ଭାଗବତ ରଚନା କରେନ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗ୍ରହେର ନାମ 'ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତମନ୍ତ୍ର' ଛିଲ ।
ଆମେ ଶ୍ରୀଲ ଲୋଚନ ଦାସ 'ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତମନ୍ତ୍ର' ନାମେ ଆମ୍ର ଏକଥାନା ଗ୍ରହ ରଚନା କରାଯା
ଆମେ ଶ୍ରୀଲ ବୃଦ୍ଧାବନ ଦାସେର ଗ୍ରହେର ନାମ 'ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତଭାଗବତ' କରା ହଇଯାଇଲି ବଲିଯା
ଅନେକେ ଅଭୂତାନ କରେନ । ଏହି ଗ୍ରହେର ରଚନା ୧୫୧୦ ଶକେ ସମାପ୍ତ ହେଁ ବଲିଯା
ପଣ୍ଡିତଗଣର ଅଭିଭିତ । ଏହି ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିତ ତୁତ୍ପବିଲାସ, ଦସିଖଣ୍ଡ, ବୈକୁଣ୍ଠ-
ବନ୍ଦନା, ଭକ୍ତିଚିତ୍ତାବଳି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦବନ୍ଧମାଳା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ଇହାର ରଚିତ ।
ଗୋରଗଣ୍ୟଦେଶଦୀପିକା ମତେ ଇନି ଢାପରେର ବ୍ୟାସଦେବ । ଇନି ଭର୍ଜେର
କୁରୁମାତ୍ରି ମଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ।

ବୃକ୍ଷିତ-କୁଣ୍ଡ—ଯତ୍ତ ଏଣ୍ଟେ । **ବୃକ୍ଷିତପନ୍ତ୍ରମ**—ଯତ୍ତ ବଂଶେର ରାଜଧାନୀ, କାନ୍ତକା
(ଡ. ବ. ପି. ୩୧୧୩, ପି. ୨୧୨୪୩୩ ଝୋଃ) ।

ବୈକୁଣ୍ଠ—ଶ୍ରୀରକ୍ଷମବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତନ୍ତରାଯୀ ବୈଜ୍ଞାନି
ମନ୍ଦିର ଦେଶ ଭ୍ରମକାଳେ ଇହାର ଆଗ୍ରହାତ୍ମିକ୍ୟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାତୁର୍ବୀନ୍ତ କାଳ ଇହାର
ଗୃହ ଅନ୍ତରେ କରିଯାଇଲେ । ଇହାର ସହିତ ଚିତ୍ତନ୍ତଦେବେର ସନ୍ଧାନାବ
ଅନ୍ତରେ କରାଯାଇଲି । ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାଯ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଇନିଓ ତୀହାର ସଙ୍ଗୀ ହଇଲେ ।
ମହାପ୍ରଭୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇ ଇନି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହଇଯା ପଡ଼େନ । ଇହାର ପୁଅଇ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧାବନେର
ଛୟ ଗୋରାମୀର ଅଞ୍ଚଳମ ଶ୍ରୀପାଲଭଟ୍ ଗୋରାମୀର ।

বেচিয়াছে—বিজ্ঞয় করিয়াছি (চৈ. চ. ২১১৫।১৪৯, ৩।৪।৩২)।

বেচ্ছা কৌর্তন—চারিদিকে ঘুরিয়া কৌর্তন (চৈ. চ. ৩।১।০।১৬)।

বেলীয়ুজ্জ—যে কাস্ত প্রবাস হইতে আসিয়া কাস্তার বেণী উম্মেচন করেন—(চৈ. চ. ২।২।১।১ শ্লোঃ)।

বেলাপোল—যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ। হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল বেলাপোলের জঙ্গলে বাস করিয়া হরিনাম কৌর্তন করিয়াছিলেন।

বেগু—দাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠের মত স্থুল, ছষটি ছিঁড়িযুক্ত বংশী।

বেজ—১. ভারতের প্রাচীনতম অপৌরুষের শাস্ত্র। যথা—খক, যজুঃ, সাম ও অর্থব; ২. শ্রতি; ৩. জ্ঞান (শ্লোঃ ১০৫); ৪. খগাদিবৰুণ নারায়ণ (শ্লোঃ ২৭)। **বেদধর্ম**—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম। **বেদপরাঙ্গ**—বেদের অধীন (চৈ. চ. ২।১।০।১৩৩)। **বেদঘাত্ত**—গায়ঘৌৰী। **বেদব্যাস**—ব্যাস শ্রঃ (চৈ. চ. ২।২।৫।৮০)।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

বেদান্ত—উপনিষৎ। ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্ম প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। **বেদান্ত সূত্র**—চারিবেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাস যে স্ত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, বাসসূত্র, বেদান্তদর্শন।

বেদাবম—তাঙ্গোর জেলায়, তিক্তত্ত্বাইগণি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তাঙ্গোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে।

বেপথু—কম্প (গী. ১।২।৯)।

বৈকুণ্ঠ—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় ভগবদ্বাম। ইহা সর্বগ, অনন্ত ও বিদ্যু। বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ অবতারগণ মেখানে বাস করেন। চিন্ময় কারণার্থে ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে (চৈ. চ. ১।৫।৪।৩-৪৫)।

বৈজ্ঞানিক—ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্ৰধনুজ। **বৈজ্ঞানিকী**—পতাকা, ধৰ্মা, মালা।

বৈজ্ঞানিক—কলাবিশেষ। বিজ্ঞবিষয়ক।

বৈজ্ঞানিক—জ্ঞতিপাঠক, বন্দী।

বৈৰৌতিকি—ভক্তি শ্রঃ।

বৈমানিক—বিমান পৃষ্ঠ, অঙ্গুল, গুড়।

বৈবর্ণ্য—সাহিত্যিক ভাব শ্রঃ।

বৈক্ষণেব—বিমতার পৃষ্ঠ, অঙ্গুল, গুড়। **বৈক্ষণেবপ্রকাশ**—‘কৃষ্ণের বড় বিধি বি঳াস’

ତୁ : । ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ୍ୟ ଆବିର୍ତ୍ତାର ଶକଳକେ ପ୍ରକାଶ ବଲେ । ଧାରକାର ମହିଦୀଗଣ
ଆରାଧାର ବୈଭବପ୍ରକାଶ । କାରଣ ତୋହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆରାଧା ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତି
(ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ମାଦିର) ବିକାଶ କମ ।

ବୈଷ୍ଣବବିଜ୍ଞାସ—ଶୌଲାବିଶ୍ୱେର ଅନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପ ଭିନ୍ନ ଆକାରେ ପ୍ରକଟ କରିଲେ
ତୋହାକେ ବିଜ୍ଞାସ ବଲେ । ଶକ୍ତିବିକାଶେ ବିଜ୍ଞାସର୍କପ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଞ୍ଚିତ ନୂନ ।
ଶୌଲାବିଶ୍ୱେର ଅନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଆକାରେ ପ୍ରକଟିତ କିଞ୍ଚିତ ନୂନ
ଶକ୍ତିସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ବୈଷ୍ଣବବିଜ୍ଞାସ ବଲେ ।

ବୈଷ୍ଣବବିଜ୍ଞାସାଂଶ—ବୈଭବବିଜ୍ଞାସର୍କପେ ଅଂଶ କପ । ଯଥୀ : ଲଙ୍ଘାଗଣ ଶୌରାଧାର
ବୈଭବବିଜ୍ଞାସର୍କପେ ଅଂଶ କପ (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୬୭, ୨୧୨୦୧୫୦, ୧୫୩, ୧୫୭,
୧୬୦-୭୯) ।

ବୈଜ୍ଞାନି—ଆ. ବଲିଲ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୪୧୨୧) ।

ବୈଷ୍ଣବ—ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ । ଥାହାର ମୁଖେ କୃଷ୍ଣନାମ ଶୁଣା ଯାଏ, ତିନିହି ବୈଷ୍ଣବ ।
ଥାହାର ମୁଖେ ନିରାକର କୃଷ୍ଣ ନାମ ତିନିହି ବୈଷ୍ଣବଭକ୍ତ ଏବଂ ଥାହାକେ ଦେଖିଲେଇ କୃଷ୍ଣ
ନାମ ମୁଖେ ଆସେ, ତିନି ବୈଷ୍ଣବଭକ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୧୧-୭୪) । ‘କେ ବୈଷ୍ଣବ’
କହ ତାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷণେ ।—ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ :

ଅଭୁକହେ—ଯାର ମୁଖେ ଶୁଣି ଏକବାର ।
କୃଷ୍ଣନାମ, ପୁଜ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବାକାର ॥

ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୦୬-୦୭ ।

* * *

ଅତେବ ଯାର ମୁଖେ ଏକ କୃଷ୍ଣନାମ ।
ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ, କରି ତାର ପରମ ସମ୍ମାନ ॥

ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୧୧ ।

* * *

କୃଷ୍ଣନାମ ନିରାକର ଥାହାର ବଦନେ ।
ସେଇ ବୈଷ୍ଣବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଡଙ୍ଗ ତୋହାର ଚରଣେ ॥

ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୧୧ ।

* * *

ଥାହାର ଦର୍ଶନେ ମୁଖେ ଆଇସେ କୃଷ୍ଣନାମ ।
ତୋହାରେ ଆନିହ ତୁମି ବୈଷ୍ଣବପ୍ରଧାନ ॥

ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୧୭ ।

বৈষ্ণব জগত্কাৰ—বৈষ্ণবেৰ শৱীৱেৰ সৰ্বপ্ৰকাৰ মহৎশুণ বিশ্বমান থাকে। তাহাৰ মধ্যে নিৱালিখিতগুলি প্ৰধানঃ ১. কৃপালু (পৱনঃখ মোচনে আগ্ৰহ-শীল) ; ২. অকৃতত্ৰোহ (নিজ স্তোহিজনেৰ বা অন্ত কাহারো তিনি অনিষ্ট কৰেন না) ; ৩. সত্যসাম (সত্যাই তাঁহাৰ বল) ; ৪. সম (স্বত্বে দ্বঃত্বে তাঁহাৰ সমান জ্ঞান) ; ৫. নিৰ্দোষ (তাঁহাৰ আজ্ঞা অনবস্থ, অস্থয়াদি দোষ-মহিত) ; ৬. বদান্ত (দাতা) ; ৭. যুহ (কোমল স্বভাৱ) ; ৮. শুচি (সদাচাৰ-সম্পন্ন) ; ৯. অকিঞ্চন (যিনি শ্ৰীকৃষ্ণেৰ অন্ত সমস্ত ত্যাগ কৰিয়াছেন) ; ১০. সর্বোপকাৰক ; ১১. শাস্তি (তাঁহাৰ অন্তঃকৰণ নিয়ত অৰ্থাৎ সংযত) ; ১২. কৃফেকশণ ; ১৩. অকাম (কামনাশূণ্য) ; ১৪. অনীহ (কৃফসেৰা ব্যতীত অন্তবিষয়ে চেষ্টাশূণ্য) ; ১৫. হিৰ (ফলপ্ৰাপ্তি পৰ্যন্ত অবিচলিত) ; ১৬. বিজিত ষড়গুণ (কৃৎ, পিপাসা, জৱা, ব্যাধি, শোক, মোহ—এই ছৱটিকে, অথবা কাম ক্রোধাদি ষড়, রিপুকে যিনি অয় কৰিয়াছেন) ; ১৭. মিতভূক (মিতাহাৰী) ; ১৮. অপ্রমত (সাবধান, মমতাশূণ্য) ; ১৯. মানদ (অন্তেৱ মান দাতা) ; ২০. অমানী (সশ্রানপ্রাপ্তিৰ আকাঙ্ক্ষা কৰেন না) ; ২১. গঙ্গীৱ (নিৰ্বিকাৰ) ; ২২. কক্ষণ (পৱনঃখকাতৰ) ; ২৩. মৈত্র (মিত্রভাৰাপন) ; ২৪. কবি ; ২৫. দক্ষ (কৰ্মকুশল) এবং ২৬. মৌনী (বৃথা আলাপ বৰ্জিত) (চৈ. চ. ২১২২।৪৪-৪১) ।

বৈষ্ণব-অপৰাধ—

হস্তি নিন্দিতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবারাভি নন্দিতি ।

কুধ্যাতে যাতি নো হৰ্ষঃ দৰ্শনে পতনানি ষট্ট ॥

— হ. ভ. বি. ১০।২৩৯ ।

বৈষ্ণবত্তাড়ন, নিষ্পা, দেৱ, অনভিনন্দন, ক্রোধ ও বৈষ্ণব দেথিয়া হৰ্ষ প্ৰকাশ না কৰা বৈষ্ণব-অপৰাধ। বৈষ্ণব-অপৰাধে ভজিমার্গ হইতে পতন হয়। অপৰাধকালনেৰ অন্ত সেই বৈষ্ণবেৰ নিকটে ক্ষমা আৰ্থনা কৰিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কৰিতে হইবে। তাঁহাকে না পাইলে একাস্তভাৱে শ্ৰীহৱিনাম আশ্রম কৰ্তব্য (চৈ. চ. ২।১।১।১৬৮) ।

বৈসম্মে—প্রা. বসে, অবস্থিত হয় (চৈ. চ. ১।৪।৭৯) ।

বোৰাচি—প্রা. বোৰা বহনকাৰী (চৈ. চ. ৩।১।০।৩৬) ।

বোধ—বজিচাহী ভাৰ দ্রঃ ।

বোৰাঘৰ—বেদান্তেৰ প্রাচীন ভাগকাৰ ও আচাৰ্য। মূল বোৰাঘৰ বৃত্তি দুঃখাপ্য। কথিত আছে, আচাৰ্য রামাশূল বোৰাঘৰ বৃত্তি অধ্যয়নেৰ অন্ত দীৰঢ় প্ৰধান শিষ্য কুৱেশকে কাঞ্চীৱে প্ৰেৱণ কৰেন। উহা শিথিয়া আনাৰ অহুমতি

ନା ଥାକାର କୁରେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେ ଅତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ
ଗ୍ରାମାହୁଜାଚାର୍ୟ ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ବିଧ୍ୟାତ ଶ୍ରୀଭାଗ୍ନି ପ୍ରଗମନ କରେନ ।

ବୋଲ—ଆ. ବାକା, କଥା (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୬୭) । **ବୋଲଙ୍ଗେ—କହେନ** (ଚୈ. ଚ.
୩୨୨୩୨) ।

ବୋଲାଇସ୍ଟା—ଡାକାଇସ୍ଟା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୭୩୨) । **ବୋଲାଇସ୍—କହାଇସ୍** (ଚୈ. ଚ.
୧୧୪୧୯), ଡାକିଲ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୪୧୯) । **ବୋଲାଙ୍ଗୋଛେ—ଡାକିଯାଛେନ**
(ଚୈ. ଚ. ୩୧୪୧୧୪) । **ବୋଲାବୁଲି—ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ବଳା** (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୯୩) ।
ବୋଲାହ—ଡାକ (ଚୈ. ଚ. ୩୨୧୨୬) ।

ବୌଳି—ଆ. ବହୁଲେର ବୀଜ (ଚୈ. ଚ. ୦୧୧୩୧୦୮) ।

ବ୍ୟକ୍ତିରେକ ବିଧି—ଅଭିଧେୟ ତ୍ରୁଟି

ବ୍ୟବସାୟାଞ୍ଜିକା—ନିଶ୍ଚାନ୍ତିକା (ଶୀ. ୨୧୪୧) ।

ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ—ସଂକାରୀଭାବ । ବି (ବିଶେଷକରଣେ) + ଅଭି (ଆଭିମୁଖ୍ୟ) + ଚର୍ବ
(ଗତି, ସଂକ୍ରମ) + ନିମ୍ନ—ବ୍ୟଭିଚାରୀ । ଯେ ଭାବ ହାମୀଭାବେର (କୃଷ୍ଣମତିଇ
ହାମୀଭାବ) ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷକରଣେ ସଂକ୍ରମ କରେ, ତାହାକେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା
ସଂକାରୀଭାବ ବଲେ । ବ୍ୟଭିଚାରୀଭାବ ତେତିଶାର୍ଟ, ଯଥା—ନିର୍ବେଦ, ବିଶାଦ, ଦୈତ୍ୟ,
ମାନି, ଶ୍ରୀ, ମଦ, ଗର୍ବ, ଶକ୍ତା, ଆସ, ଆବେଗ, ଉତ୍ସାଦ, ଅପସ୍ତତି, ବ୍ୟାଧି, ମୋହ, ସ୍ଵତି,
ଆଲକ୍ଷ, ଜାଡ୍ୟ, ବ୍ରୀଡା, ଅବହିଥା, ସ୍ଵତି, ବିତକ, ଚିକ୍ଷା, ମତି, ଧୃତି, ହର୍ଷ, ଔର୍ଦ୍ଧସ୍ଵକ୍ଷ,
ଔପ୍ରୟ, ଅମର୍ତ୍ତ, ଅନୁମା, ଚାପଲ୍ୟ, ନିଜ୍ରା, ସୁଷ୍ଠି ଏବଂ ବୋଧ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୧୩୫) ।
ଅପସ୍ତତି—ହୁଥୋୟପର ଧାତୁ ଦୈଷମ୍ୟାଦିଜନିତ ଚିତ୍ରେର ବିପବ । ଭୂମିପତନ,
ଧାବନ, ଅକ୍ରମ୍ୟା, ଅଶ୍ଵ, କମ୍ପ, ଫେନଆବ, ବାହୁକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷণ ।
**ଅବହିଥା—କୋନ କ୍ରତିମ ଭାବ ଦାରୀ ଗୋପନୀୟ ଭାବେର ଅନୁଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାକେ
ଅବହିଥା ବଲେ । ଭାବପ୍ରକାଶକ ଅନ୍ତାଦିର ଗୋପନତା, ଅନ୍ତାଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ସ୍ଵର୍ଗ
ଚେଷ୍ଟା, ବାଗ, ଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ତି ଇହାର ଲକ୍ଷণ । **ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵୟ—****

“ଅଧିକେପା ପମାନାଦେଃ ଶାଦମର୍ଦ୍ଦହସହିଷ୍ଣୁତା ।

ତ୍ରତ୍ର ସେଦେଃ ଶିରଃ କମ୍ପେ ବିବର୍ଗଃ ବିଚିନ୍ତନମ୍ ॥

ଉପାୟାଦେଷ୍ୟାକ୍ରୋଶ ବୈମୁଖ୍ୟାଭାଡନାଦୟଃ ॥”

ତିରସ୍କାର ଓ ଅପମାନାଦିଜନିତ ଅଶିଷ୍ଟତାର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵୟ । ସର୍ମ, ଶିରଃକମ୍ପନ,
ବିବର୍ଗତା, ଚିକ୍ଷା, ଉପାୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ବିମୁଖ୍ୟତା ଓ ତାଡ଼ା ଇହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
(ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୫୫) । **ଅନୁମା—ଶୋଭାଗ୍ୟ** ଓ ଶୁଣାଦିବିଶତଃ ପରେର ଯଥକେ
ଦେବକେ ଅନୁମା ବଲେ । ଦୀର୍ଘ, ଅନାଦର, ଆକ୍ରେପ, ଶୁଣମୂହେତ ଦୋରାରୋପ,
ଅପବାଦ, ବଜ୍ରାଟ, ଭଜନୀ ପ୍ରତ୍ତି ଇହାର ଲକ୍ଷণ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୧୧) ।

আবেগ—চিকিৎসা। ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্রি, বাস্তু, বর্ণা, উৎপাত, হস্তী ও শক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। **আজন্তা—তৃষ্ণি ও শ্রমাদি নিবন্ধন সামর্থ্য ধাকিতেও কর্মে অপ্রযুক্তি**। ইহাতে অঙ্গতন্ত্র, অঙ্গজ্ঞা, কার্যের প্রতি দ্রষ্টব্য, চক্ষুর্মুর্দন, তন্ত্রা ও নিজাদি প্রকাশ পায়। **উজ্জ্বাল—উজ্জ্বালো সন্দৰ্ভঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্মিনীহাদিজঃ**। অত্রাটুহাসে। নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্। প্রলাপোধুবন্ধনাক্রোশবিপরীত ক্রিয়াদৰঃ॥” অতিশয় আনন্দ, আপন ও বিরহাদিজনিত চিকিৎসা। অটুহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধ্বনি, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি ইহার কার্য (চৈ. চ. ২১১৭৮, ২১২৫৪)। **ঙুগ্রা—অপরাধ ও দ্বিক্ষণি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধ**। বধ, বক্ষ, শিরঃকম্প, ভৎসন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ। **ঙুৎসুক্য—“ইষ্টানবাপ্তেরোমুক্যং কালক্ষেপা-সহিষ্ণুতা।”** অভীষ্ঠ বস্তৱ দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকর্ষাবশতঃ কালবিলম্ব যথম অসহ হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে উৎসুক্য বলে (চৈ. চ. ২১২৫৪, ৩১১৪৬)। **গর্ব—সৌভাগ্য,** রূপ, তারুণ্য, শুণ, সর্বোত্তম আশ্রম এবং ইষ্ট লাভাদি হেতু অন্তের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। **সোপহাসব্যাক্য,** লীলাবশতঃ নিক্ষেপ, নিজাঙ্গদর্শন, স্বাতিংপ্রায়গোপন, অন্তের বাকা না শুনা—ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২১২৫৬, ২১৮।১৩৯, ২১৪।১১)। **গ্রামি—অম,** ঘনঃপীড়া ও রত্যাদি ধারা দেহের ওজঃ ধাতুর ক্ষয়জনিত দুর্বলতা। ওজঃ ধাতু শক্ত হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষ। **মানিতে কম্প,** অঙ্গড়তা, বৈবর্ণ্য, ক্রষতা ও চক্ষুর্গাদি হইয়া থাকে। **চাপল্য—রাগ** ও দ্রেষাদিজনিত চিকিৎস লঘুতা বা গান্ধীর্ঘহীনতাকে চাপল বা চাপল্য বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং অচ্ছন্দ আচরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২১২৫২)। **চিষ্টা—অভিসংবিত্তি বিষয়ের অপ্রাপ্তি** এবং অনভিসংবিত্তি বিষয়ের প্রাপ্তি নিবন্ধনভাবে। **নিঃশ্বাস,** অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিজাশৃঙ্খলা, বিলাপ, উত্তাপ, ক্রষতা, বাপ্প, দৈনন্দিন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১।১।১৩)। **জ্বায়—ইষ্ট** ও অনিষ্টের অবণ, দর্শন ও বিরহাদিজনিত বিচারশৃঙ্খলা। **জ্বাস—বিদ্রুৎ,** ভয়ানক প্রাণী এবং প্রথম শব্দ হইতে দ্রুতয়ের ক্ষেত্র। পার্শ্ব বস্তৱ অবলম্বন, গ্রোমাঙ্ক, কম্প, শক্ত, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ। ইহা ঘোহের পূর্বের ও পরের অবস্থা। অনিমেষ নয়ন, ভৃক্তাভাব এবং বিশ্বরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১।১।৩১, ৩।১।১।৪৬)। **বৈক্ষণ্য—দুঃখ,** আস এবং অপরাধাদিবশতঃ আপনাকে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান করাকে দৈনন্দিন বলে (চৈ. চ. ২।২।৩২, ২।২।৪৪)। **শ্রতি—১.** ধৈর্য ; ২. জ্ঞান, দৃঢ়ত্বের অভাব, উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসহকীয় প্রেমলাভ

ବାରା ମନେର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହାର ନାମ ଧୂତି । ଇହାତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତ ବା ବିନଟ ବସ୍ତର ଅନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ନା ; ୩. ଜିହ୍ଵାଗୁଡ଼ିଆରୋଧୁତିଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହ୍ଵା ଓ ଜନନେତ୍ରିଯେର ସଂସମ୍ଭାବିତ ଧୂତି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୯୩୭ ଖୋଲା, ୨୧୨୪୧୧୬, ୧୧୮) । ନିଜୀ—ଚିତ୍ତା, ଆଲଙ୍କୁ, ହତ୍ଯାବ ଏବଂ ଶ୍ରମାଦି ବାରା ଚିତ୍ତର ଯେ ବାହୁଦୂତିର ଅଭାବ, ତାହାକେ ନିଜୀ ବଲେ । ଅନ୍ତଭ୍ରତ, ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତତା, ନିଃଖାସ, ନେତ୍ରନିମୀଳନ ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ମିର୍ଦ୍ଦେଇ—ମହାତ୍ମାଃସ, ବିରହ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସହିବେକାଦିଜନିତ ନିଜେର, ଅବମାନନା ଆନକେ ମିର୍ଦ୍ଦେଇ ବଲେ । ଚିତ୍ତା, ଅଞ୍ଚ, ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ନିଃଖାସାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୩୨, ୬୫, ୨୧୨୨୩ ଖୋଲା) । ବିଭକ୍ତି—ହେତୁ ପରାମର୍ଶ ଓ ସଂଶୟାଦି ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତୁତତ ନିର୍ଗୟେର ଅନ୍ତ ବିଚାର । ଅକ୍ଷେପ, ଅନ୍ତକଟାଳନ ଓ ଅନ୍ତଲି ସଞ୍ଚାଳନାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ବିଶ୍ଵାସ—ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାତକ କାର୍ତ୍ତର ଅସିଦ୍ଧି, ବିପତ୍ତି ଓ ଅପରାଧାଦି ହିଁତେ ଅମୃତାପ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୫, ୬୫ ; ୩୧୭୧୪୬) । ବୋଧ—ଅବିଷ୍ଟା (ଅଜ୍ଞାନ), ମୋହ ଓ ନିଜାଦିର ଧର୍ମ ଅନ୍ତ ଯେ ଅବୁକ୍ତତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନେର ଆବିର୍ଭାବ, ତାହାକେ ବୋଧ ବଲେ । ବ୍ୟାଧି—ଅତିଶୟ ଦେହ ଓ ବିଚ୍ଛେଦାଦି ବାରା ଯେ ଜଗାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହସ୍ତ ତାହାର ନାମ ବ୍ୟାଧି । ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଅଳାତେ ଶରୀରେର ପାତ୍ରତା ଓ ଉତ୍ତାପ । ଇହାତେ ଅନ୍ତଶିଥିଲତା, ନିଃଖାସ, ଶ୍ଵର, ଉତ୍ତାପ, ମାନ୍ଦି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ । ଶ୍ରୀଡ୍ଵାତ୍ର—ଲଜ୍ଜା । ନବ ସମ୍ରମ, ଅକାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ଵର ଏବଂ ଅବଜ୍ଞାଦି ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧୂତାବିରୋଧୀ ଭାବ । ମୌନ, ଚିତ୍ତା, ମୁଖାଚ୍ଛାଦନ, ଭୂମିଲିଖନ, ଅଧୋମୂର୍ତ୍ତତା ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ଅଭି—ଶାସ୍ତ୍ରାଦିର ବିଚାରଜୀତ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ । ସଂଶୟ ଓ ଅମେର ଛେଦନହେତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକରଣ, ଶିକ୍ଷାଦିଗଙ୍କେ ଉପଦେଶଦାନ, ତର୍କ-ବିତର୍କ ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୭୧୪୬) । ଅଗ—ଜ୍ଞାନମାତ୍ରକ ଆଳ୍କାଦ । ଇହ ଦ୍ଵିଧି, ମଧୁପାନଅନିତ ଏବଂ କର୍ମପ ବିକାରାତିଶୟଜନିତ । ଗତି, ଅଗ ଓ ବାକ୍ୟେର ଶଳନ, ନେତ୍ରଘର୍ଣ୍ଣ, ରକ୍ତମାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ଧୂତି—ବିଶାଦ, ବ୍ୟାଧି, ଆସ, ପ୍ରହାର ଓ ମାନ୍ଦି ପ୍ରଭୃତି ବାରା ପ୍ରାଗ୍ଭ୍ୟାଗେର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା । ଅମ୍ବଟ ବାକ୍ୟ, ଦେହବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଅଗ୍ନ ଖାସ ଓ ହିଙ୍କାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ଖୋଲ—୧. ହର୍ଷ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଭସ ଓ ବିଶାଦାଦି ହିଁତେ ମନେର ଯେ ବୋଧଶ୍ଵରତା, ତାହାର ନାମ ମୋହ । ଇହାତେ ଭୂମିତେ ପତନ, ଶୁଭେତ୍ରିଯତା, ଅମଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେଷିତାଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ; ୨. ଅଗ (ଆମୀ) ; ୩. ଦେହାଦିତେ ଅହବୁଦ୍ଧି ; ୪. ମନ୍ଦଳକେ ଅମନ୍ଦଳ ବୋଧ । ଶକ୍ତା—ଶୀର ଚୌର୍ବାପବାଦେ, ଅପରାଧେ ଏବଂ ପଦେର ତୁରତାବଶତ : ନିଜେର ଅନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ । ମୁଖଶୋଷ, ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଦିକ୍ ନିମ୍ନୀକଣ—ପଳାଇମାଦି ଇହାର ଲକ୍ଷଣ । ଅଗ—ଶର୍ମ-ଅମଣ, ମୃତ୍ୟୁଦିଜନିତ ଥେବ । ନିଜା, ଦେହ, ଅକ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷଣ, ଦୀର୍ଘଖାସାଦି

ইহার লক্ষণ। স্মৃতি—নানা প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয় অমুক্তবজ্জিত মিজার নাম স্থপ্তি। ইহাতে ইলিয়ের অবসন্নতা, নিঃখাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পাও। স্মৃতি—সদৃশ বস্তুদর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্বাহৃত অর্থের প্রতীক। শিয়ংকল্পন ও জবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩। ১। ১। ৪৬)। ছৰ্ষ—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিন্তের প্রয়োগ। ইহাতে রৌমাঙ্গ, দর্শ, অঙ্গ, মুখের অফুলতা, আবেগ, উর্মাদ, জড়তা, ঘোঁষ প্রভৃতি প্রকাশ পাও (চৈ. চ. ২। ২। ৬৫; উ. নী., ব্যভিচারি—১-১০)।

ব্যষ্টি—পৃথক পৃথক ভাব (চৈ. চ. ২। ২। ০। ২। ৫৩, ২৬০)।

ব্যাজস্তি—নিদ্রাছলে স্তুতি ও স্তুতিছলে নিদ্রাকে ব্যাজস্তি অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ২। ২। ৫৬)।

ব্যাধি—ব্যভিচারী ভাব স্তুৎ।

ব্যাজী—সর্পিণী (উ. নী., সখী. ২৮)।

ব্যাস—কৃষ দৈপায়ন বেদব্যাস, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র। ইনি বেদবিভাগ কর্তা খৰি। **ব্যাসকুট**—ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। **ব্যাসপুজা**—আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা গুরু পূর্ণিমায় সর্বাসিগণ মন্তক মুণ্ডনপূর্বক সর্বাসের আদিশুক্র ব্যাস-দেবের পুজা করেন। যতিধর্মনির্বিশ নামক গ্রন্থে ইহার বিধান আছে।

ব্যাসবাক্য—(ব্যাকরণে) যে বাকেয় সমাসের পদসমূহ পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, বিগ্রহবাক্য। **ব্যাসসূত্র**—চারি বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে প্রথিত করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে ব্যাসসূত্র বলে। এই ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যাই চতুঃশ্লোকী (চৈ. চ. ২। ২। ৫। ১৮-৮)।

ব্যাদত্ত—দূরৌজ্ঞত (ভা: ১। ২। ১। ২। ৬২; চৈ. চ. ২। ২। ৪। ১। ২ শ্লো:)।

বৃচ্ছ—ব্রহ্মক (গী. ১। ৩)।

ব্রজ—শ্রীথ্রামগুলবতী চৌরাশী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল (ভা: ২। ৭। ২৮)।

ব্রজ প্রেম—তগবানে ঐশ্বর্যজানহীন কেবলা প্রেম। স্বর্মথবাসনাহীন, কৃষ স্বর্মথকতাপূর্ণময়ী, কেবলা শ্রীতির সুহিত সাধন ভজন প্রভাবে সাধকের মনে তগবানের প্রতি ঐশ্বর্য বৃক্ষ লোপ হইয়া যমন্ত্র বৃক্ষ বৃক্ষ পাইলে ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে তিনি সাধককে ব্রজ প্রেম দিয়া ধাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাতীত অঙ্গ কেহ ব্রজ প্রেম দিতে পারেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, ‘আমা বিনা অঙ্গে নারে ব্রজ প্রেম দিতে’ (চৈ. চ. ১। ৩। ২০)। ব্রজ প্রেমের প্রথম জন্মে গ্রস্তি বা ভাব বা প্রেমাঙ্গুল সাধকের মনে উদ্বিত হয়। এই গ্রস্তি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে

ପ୍ରେମେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ । ବ୍ରଜେ ଦାନ୍ତ, ସଥ୍ୟ, ବାନ୍ଦମଳ୍ୟ ଓ ମଧୁର—ଏହି ଚାରି ଭାବେଙ୍କ ଲୀଳାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଭଜନା କରିତେ ପାରେନ । ରତ୍ନ ଗାଁତା ପ୍ରାପ୍ତ ହିଲେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରେମ, ମେହ, ଘାନ, ପ୍ରଣୟ, ରାଗ, ଅଭିରାଗ, ଭାବ ଓ ମହାଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହିଲେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସାଧକେର ସଥାବହିତ ଦେହେ ପ୍ରେମର ଉକ୍ତତର କ୍ଷରେ ଉପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାରୁ ସଞ୍ଚବପନ୍ନ ନଥ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୨୧୫) । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୋରଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ ଶାଖିପାଦ ସାଧନ କୁଞ୍ଚମାଘଲିତେ ‘ଆରାକ ଥାନ’ ନାମକ ପ୍ରେମକେ ଲିଖିଯାଛେ, “ସାଧକ ଦେହେ ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାବ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ହୁଏ, ଇହା ଆୟିକ ସାଧାରଣ ନିଯମ” (ପୃଃ ୧୪୦) ।

ବ୍ରଜ—ବ୍ରଜ ଧାତୁ ହିଲେ ତରକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ନିର୍ପତ୍ତି—ବ୍ରଜତି—
ଯିନି ବଡ଼ ହେବେ, ଅର୍ଥାଏ ଯିନି ନିଜେ ବଡ଼ ଏବଂ ବ୍ରଜତି—ଯିନି ବଡ଼ କରେନ,
ତିନି ବ୍ରଜ । ବିଶ୍ୱପୁରାଣ (୧୧୨୧୭) ବଳେ—‘ବ୍ରଜାଦ’ ବ୍ରଜନ୍ତାଚ ତରୁକୁ-
ପରମଂ ବିଦୁ:—ଅର୍ଥାଏ ଯିନି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ସକଳେର ମୂଳ ତିନି ବ୍ରଜ । କଟି-
ବୁନ୍ତିତେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗେର ସାଧକେର ପକ୍ଷେ ବ୍ରଜ ନିରାକାର ନିର୍ଵିଶେ । “ନ
ତ୍ରେତୀଯାହୁଧିକଟି ଦୃଷ୍ଟତେ ।...ପରାଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିବିବିଧେବ କ୍ରମତେ ଆଭାବିକୀ ଜ୍ଞାନ
ବଳ କ୍ରିୟା ଚ” ।—ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମକ ୬୮ । ଅର୍ଥାଏ ଯିନି ବ୍ରଜନ୍ତମ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତିବିଇ
ବ୍ରଜ । ଅକ୍ଷେର ଅନ୍ତର ଶକ୍ତି । ତୀହାର ଆନେର ଓ ଇଚ୍ଛାର କ୍ରିୟା ଆଭାବିକୀ ।
ବ୍ରଜମିର୍ବାଣ—ମୋକ୍ଷ (ଗୀ. ୫୨୪) । **ବ୍ରଜଭୂତ—**ବ୍ରଜଭୂତ, ବ୍ରଜଭାବ-
ପ୍ରାପ୍ତ (ଗୀ. ୫୨୪, ୬୨୭, ୧୮୧୫) । **ବ୍ରଜଭୂତ—**ବ୍ରଜଭୂତ, ବ୍ରଜଭାବ ମୋକ୍ଷ—
ସ୍ଵାମୀ (ଗୀ. ୧୪୨୬) । **ବ୍ରଜମଧ୍ୟ—**ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଦ୍ରଃ । **ବ୍ରଜଧୋଗମୁକ୍ତାଜ୍ଞା—**
ଅକ୍ଷେ ଧୋଗ (ମାଧି)=ଅକ୍ଷ୍ୟୋଗ, ଅକ୍ଷେର ସହିତ ଆଜ୍ଞାର ଅଭେଦ ଅନୁଭବ,
ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥ ମୁକ୍ତ (ମଧ୍ୟାହିତ) ଆଜ୍ଞା (ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅଥତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାରକପ ଚିତ୍ତବ୍ୟତି)
ଶୀହାର ତିନି ଅକ୍ଷ୍ୟୋଗମୁକ୍ତାଜ୍ଞା (ଗୀ. ୫୨୧) । **ବ୍ରଜଶୂତ—**ବ୍ରଜଶୂତ
ଶୂତ, ବ୍ୟାସଶୂତ । ବ୍ୟାସ ଦ୍ରଃ । **ବ୍ରଜମାୟୁଜ୍ଞ—**ନିରାକାର ଅକ୍ଷେ ଲସ । ଆର
ଭଗବତ୍ ବିଗ୍ରହେ ଅର୍ଥାଏ ସାକାର ଭଗବାନେ ଲୟେର ନାମ ଦୈତ୍ୟ ମାୟୁଜ୍ଞ । ସାହିକୀ
ଭକ୍ତିକ୍ଷାରୀ ଚିନ୍ତନକ ହେଇଯା ବ୍ରଜ ମାୟୁଜ୍ଞ ପ୍ରାପ୍ତ ହିଲେ ଭକ୍ତିବାସନାବଶତ: ‘ମୁକ୍ତ
ଅପି ଲୀଳାର ବିଗ୍ରହ କୃତ୍ବ ଭଗବତ୍ ଭଜନ୍ତେ’ [ଭାବାର୍ଦ୍ଦୀପିକାର (ଭାଃ ୧୦୮୭୧୨୧)
ଶକ୍ତର ଭାନ୍ତ] ଇତ୍ୟାଦି ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତଗଣେର ମଧ୍ୟେ କାହାରାଓ କଦାଚିତ୍
ପୁନରାର୍ଥ ପ୍ରେସକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟମାୟୁଜ୍ଞପ୍ରାପ୍ତ ମୁକ୍ତଗଣେର ଆର ଭକ୍ତ
ଲାଭେର ସଞ୍ଚାରନା ଥାକେ ନା ।

ବ୍ରଜା—ଶୁଣିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋକପିତାମହ । ଶୁଣାବତାର । ରଜୋଶୁଣ ଅଶ୍ଵିକାନ୍ତ
କରିଯା ଇନି ଶୁଣି କରେନ । ଗର୍ଭୋଦ୍ଧାରୀ ବିଶ୍ୱର ନାଭିଗନ୍ଧ ଇହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ,

এজন্ত ইহার এক নাম কমলযোনি বা কমলাসন। ব্রহ্মা দুই প্রকার—^১ জীবকোটি ও ইশ্বরকোটি। যে পুরুষ শত জন্ম ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে স্থর্ঘ পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ লাভ করেন। যথা—‘স্থর্ঘনিষ্ঠঃ শত-অন্নভিঃ পুমান् বিরিক্তিতামেতি’ (ভা: ৪।২৪।২২)। স্থষ্টিকালে একপ যোগ্য জীব পাইলে ইশ্বর তাহাতেই শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার স্বারা স্থষ্টিকার্য করাইয়া লেন। এই ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্ম। কোন কল্পে একপ যোগ্য জীব না পাইলে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। সেই ব্রহ্মাকে বলা হয় ইশ্বরকোটি। যথা—ভবেৎ কচিত্তাকলে ব্রহ্মা জীবোহপুপাসনৈঃ। কচিদত্ত মহাবিষ্ণুর্ক্ষতঃ প্রতিপত্ততে ॥—ল. ভা., ধৃত পান্দুবচন (চৈ. চ. ২।২।০।২।৫৯-২৬১)।

এই ব্রহ্মাতের আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। ইহার স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চারিটি বদন, অষ্ট বাহু ও অষ্ট নেত্র। ব্রহ্মাতের সংখ্যা অনন্ত কোটি, ব্রহ্মার সংখ্যাও অনন্ত কোটি। কোটি কোটি যোজন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড আছে। আয়তন অমূসারে উহাদের স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বদন, বাহু ও নেত্রের সংখ্যাও অগণিত।

ব্রহ্মা আবার বৈরাজ ও হিরণ্যগর্জ তেদে দ্বিবিধি। বৈরাজ ব্রহ্মার পুল বা সমষ্টি শরীর, দেবতাদি ইহাকে দেখিতে পান এবং ইনি দেবতাদিগকে বরণ দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্জ ব্রহ্মার দেহ সূর্য বা মহসূময়। ইনি দেবতাদের অদৃশ। কেবল ‘ঈশ্বরই ইহাকে দেখিতে পায়েন’। (লঃ ভাঃ) —ডঃ নাথ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ভক্তিকল্পতরূপ নবযুলের একযুল। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু (চৈতন্তদেব) মৌলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৌলাচলে আগমন করেন এবং মহাপ্রভুর সহত বাস করেন। ইনি শ্রীপাদ মাধবেক্ষে পুরীর শিখ ছিলেন, সেজন্ত ইহার প্রাত চৈতন্তদেবের গুরুবুজ্জি ছিল। ইনি প্রথমে মৃগচর্মাধৰ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে দঙ্গের উদ্রেক হথ বলিয়া মহাপ্রভু কৌশলে ইহার চর্মাধৰ ত্যাগ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছাড়া একজন ব্রহ্মানন্দ পুরীও ছিলেন। তিনিও ভক্তিকল্পতরূপ নবযুলের একজন, যথা—“পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী”। .. এই নবযুলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে। (চৈ. চ. ১।৯।১।১, ১৩)

আজ্ঞাপত্ৰ—১. বেদেৱ অংশ বিশেষ যাহাতে যজ্ঞাদি বর্ণিত হইয়াছে; ২. যিনি, চতুর্বৰ্ণের প্রথম বর্ণ। আজ্ঞাপত্ৰের সামৰণ শুণ, যথা—(ক) ধৰ্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসৰ্য, ছৌ, তিতিক্ষা, অহম্মাহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বা ও উপবেৰ

• ବେଗସୁରପ) ଓ ଶ୍ରୀ (ବେଦାଧାରନ)—(ସମସ୍ତଜ୍ଞାତ) । (୬) ଧନ, ଆଭିଜାତୀ, କ୍ଲପ, ତଗନ୍ତୀ, ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀଃ, ତେଜଃ, ପ୍ରଭାବ, ବଳ, ପୌର୍ଣ୍ଣବ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗବୋଗ (ଡ. ସ.) । (୭) ଶମ, ଦୟ, ତଗଃ, ଶୌଚ, କାନ୍ତି, ଆର୍ଜବ, ବିରକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଂଜ୍ଞୋଷ, ସତ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତିକ୍ୟ (ମୁକ୍ତାଫଳଟିକା) । (୮) “ଶୋଗନ୍ତପୋ ଦମୋଦାନଃ ବ୍ରତଃ ଶୋଚ ଦୟା ଘୃଣା, ବିଜ୍ଞାନମାନ୍ତିକ୍ୟଯେତଃ ଆନ୍ତଗଲକ୍ଷଣମ୍ ”— (ସରଳ ବାଙ୍ଗାଲୀ ଅଭିଧାନ) । ଏଥାନେ ଘୃଣା ଅର୍ଥ ଅପମାନଜ୍ଞାନ, ଲଜ୍ଜାବୋଧ ; ୩. ଆନ୍ତଗ ପରମପୁରୁଷେର ମୁଖ ହିତେ ଜାତ, ଯଥ—

ପ୍ରକୃତଶ୍ଵର ମୁଖ୍ ବ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧମେତନ୍ତ ବାହରଃ ।

ଉର୍କୋରୈଶ୍ଵୋ ତଗବତ: ପଦଭ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ରୋବ୍ୟଜ୍ଞାନତ ॥—(ଡା: ୨୧୫୩୭) ।

ତ୍ରୀଡ଼ୀ—ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ରଃ ।

ତ

ତକ୍ତ୍ଵ—ସାହାର ଭକ୍ତି ଆଛେ, ଅହମଭକ୍ତ, ସେବକ । ଈଶ୍ଵରସ୍ଵରୂପଭକ୍ତ, ତୀର ଅଧିଷ୍ଠାନ । ଭକ୍ତେର ହୃଦୟେ କୁଷେନ ସତତ ବିଶ୍ରାମ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୦୩୦) । ଭକ୍ତ ଈଶ୍ଵରସ୍ଵରୂପ । ଭକ୍ତେର ଦେହ ଯେନ ଈଶ୍ଵରେର ଅଧିଷ୍ଠାନ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭକ୍ତେର ହୃଦୟ ତୀହାର ସିଂହାସନ, ଯେଥାନେ ଈଶ୍ଵର ସତତ ବିଶ୍ରାମ-ମୁଖ ଉପଭୋଗ କରେନ । ପାର୍ବତ ଓ ସାଧକଭେଦେ ଭକ୍ତ ଦ୍ଵିଧି (ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୩୧) । ପାର୍ବତ ଓ ସାଧକ ଦ୍ରଃ । ଶ୍ରୀମନ୍ତାଗବତ ମତେ (ଡା: ୧୧୧୪୧୫) ଆତ୍ମଯୋନି ବ୍ରଦ୍ଧା, ଆତ୍ମସଙ୍କଳପ ଶକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷାଓ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଅଧିକତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରିୟ । ଇହାତେ ଭକ୍ତେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଚ୍ଚିତ ହିତେଛେ । କୁଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଆସ୍ତାନମ ସମ୍ଭବପର ହୟ ନା, ଭକ୍ତଭାବେଇ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଉପଭୋଗ ସମ୍ଭବପର (ଚୈ. ଚ. ୧୬୧୮୯) ।

ତକ୍ତ୍ଵରୂପ—ପକ୍ଷତବ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ଵ । ନବଦୀପିଲୀଲାଯ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଭାବ ଅନ୍ତିକାର କରିଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତ୍ୟରୂପେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଇଲେନ ବିଲିଯା ତୀହାକେ ‘ଭକ୍ତରୂପ’ ବଲେ । **ତକ୍ତ୍ଵରୂପ—**କୃଷ୍ଣବତାରେର ବିଲାସରୂପ ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ।

ତକ୍ତ୍ଵାବତାର—ଶ୍ରୀଆର୍ଦ୍ଦେତାଚାର୍ଯ (ପୁର୍ବ ଲୀଲାଯ ଶ୍ରୀସଦାଶିବ) । **ତକ୍ତ୍ଵାଖ୍ୟ—**ଶ୍ରୀବାସାଦି ଏବଂ ତକ୍ତ୍ଵାନ୍ତିକ୍ୟ—ଶ୍ରୀଗଦାଧିର (ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୪୪ ଶ୍ରୋ:) ।

ତକ୍ତି—ଭଜ, (ସେବା କରା) +କି ଭାବ ବା । ପୂଜ୍ୟ ଯାତ୍ରିର ଭଜନ । ବୈଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରମତେ ଭଗବାନେ ଐକାନ୍ତିକ ଭାଲବାସାର ନାମ ଭକ୍ତି । ଇହ ଅମୃତରୂପ । ଯଥ—ତୁ ଶକ୍ତିନ ପରମପ୍ରେମରୂପା । ଅମୃତରୂପା ଚ—(ନା. ଡ. ସ୍ର. ୨-୩) । ଭଗବାନେ ପରାହରତିଇ ଭକ୍ତି । ଯଥ—ତୁ ପରାଗୁରତିରୀଖରେ (ନା. ଡ. ସ୍ର. ୨୨) । “ଅଗ୍ନବାହା, ଅଗ୍ନ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ । ଆହୁକୁଳ୍ୟ ସର୍ବେଜିଯେ କୃକାହୁଲୀନ । ଏହ ତତ୍ତ୍ଵ ଭକ୍ତି, ଇହ ହେତେ ପ୍ରେସ ହୟ”—(ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୪୮-୧୪୯) ।

ভক্তি লাভ করিলে মাঝুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতস্ব লাভ করে ও তৃপ্তি হয়। ইহা পাইলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, দ্বেষ করে না। ভগবদ্বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে আনন্দ অমৃতব করে না বা উৎসাহ বোধ করে না, যথা—ওঁ যজ্ঞকাৰ্য্যানু সিদ্ধভবত্যযুক্তে ভবতি তৎপো ভবতি যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ব বাহ্যিক ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে মোৎসাহী ভবতি (না. ভ. স্ন. ৪-৫)। কর্মজ্ঞান ও ঘোগ (ব্রাজ্যোগ) অপেক্ষা ভক্তি যহস্তৱ, কারণ ভক্তিই ভক্তিৰ ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য। যথা—ওঁ সা তু কর্মজ্ঞান যোগেজ্যোহপ্যাধিক তরা। কলকৃপত্তাৎ। (না. ভ. স্ন. ২৫-২৬) ভক্তি শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভিধেয় ত্রঃ।

ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগামুগ্রাৰ্বা বা রাগাঞ্চিকা। যাহারা শাস্ত্ৰাসনেৱ ভয়ে বা ভগবানেৱ ঐশ্বর্যভৌতিকতে ভজন কৰেন, তাহাদেৱ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। বৈধী ভক্তিতে ব্রজলাভ হয় না। বৈকৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। পাচক ভাল রান্না কৰে চাকুৱী বজায় রাখাৰ অন্ত, ইহা বৈধী ভক্তি। কৃষ্ণ সেবাৰ লোভ বা কৃষ্ণমাধুর্যেৰ আকৰ্ষণে যাহারা ভজন কৰেন তাহাদেৱ ভক্তি রাগাঞ্চিকা বা রাগামুগ্রাৰ্বা। ইষ্ট বস্তুতে গাঢ় কৃষ্ণৰ নাম রাগ। ইহা রাগেৰ স্বৰূপ লক্ষণ আৱ ইষ্টে আবিষ্টিতা রাগেৰ তটছ লক্ষণ। নৱ-নারী বা নায়ক-নায়িকাৰ মধ্যে যে প্ৰেম, তাহা ভগবানে আঘোপ কৰিলে গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে ইহা রাগাঞ্চিকা বা রাগামুগ্রাৰ্বা ভক্তি হয়। রাগই যাহাৰ আজ্ঞা তাহা রাগাঞ্চিকা। ইহা স্বাতন্ত্ৰ্যময়ী। মুখ্য ব্রজবাসীজনেই ইহাৰ অধিকাৰ। অন্য সাধকেৱ ইহাতে অধিকাৰ নাই। মুখ্য ব্রজবাসীজনেৱ আহুগত্যে যে ভক্তি অৰ্থাৎ ব্রজপৰিকৱণণেৰ কিঙ্কৰণ বা কিঙ্কৰীভাবে ইষ্টেৰ যে সেবা তাহাই রাগামুগ্রাৰ্বা ভক্তি। যা ও স্তৰী ভাল রান্না কৰেন—সন্তান বা স্বামীৰ কৃপ্তিৰ অন্ত, ইহা রাগামুগ্রাৰ্বা। রাগামুগ্রাৰ্বা মার্গেৰ সাধনেৱ অঙ্গ দুইটি—বাহু ও অস্তৱ। যথাৰ্বস্তুতি পাঞ্চভৌতিক দেহে ভগবৎ কথা শ্ৰবণ কীৰ্তনাদি বাহু অঙ্গ সাধন, আৱ মনে মনে নিজ সিংক দেহেৱ অৰ্থাৎ শুক্রদণ্ড সাধনসিঙ্ক দেহেৱ ভাবনা কৱিয়া দিবাৱাত ব্রজসন্মন শ্রীকৃষ্ণেৰ সেবাৰ নাম অস্তৱসাধন।...নববিধি ভক্তি, শুক্রভক্তি ও সাধনভক্তি ত্রঃ।

ভগ—ভগবান্ত্রঃ।

ভগবান্ত্রঃ—১. ঐশ্বর্যস্ত সমগ্ৰস্ত বীৰ্যস্ত যশসঃ শ্ৰিযঃ।

জ্ঞান বৈৱাগ্যযোক্তেব ব্রহ্ম ভগ ইতীকন।

(বিষ্ণুপ্রমাণ ১৩১৯।)

অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ঐশ্বৰ্য, বীৰ্য, যশ, শ্ৰী, জ্ঞান ও বৈৱাগ্য—এই ছয়টিকে ভগ বলে।

ଶ୍ରୀରାମ—ସର୍ବଜୀକାରିତା ; ବୀର—ମଣିମନ୍ଦ ମହୋଷଧିର ଶ୍ଵାର ଅଲୋକିକ ପ୍ରଭାବ ; ସଂଖ୍ୟା—
ଶରୀରାଦିର ସଂଗ୍ରହ ଧ୍ୟାତି ; ଶ୍ରୀ—ସର୍ବପକାର ସଂପତ୍ତି ; ଜ୍ଞାନ—ପରତ୍ୱାହୃତ୍ତି ;
ବୈଜ୍ଞାନିକ—ପ୍ରଥମ ବନ୍ତୁତେ ଅନାସତ୍ତି । ପୂର୍ବଭାବେ ଏହି ଛୟାଟି ଥାହାତେ ବିଚାରନ
ତିନିଇ ଭଗବାନ୍ ।

୨. ଉପକ୍ରିୟା ପ୍ରକାରର ଭୂତାନାମାଗତିଃ ଗତିମ୍ ।

ବେଳେ ବିଦ୍ୟାମବିଦ୍ୟାକୁ ଜୀବାଚୋ ଭଗବାନିତି ।

(ବି. ପୁ. ୩୧୧୮) ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯିନି ଭୂତଗଣେର ଉପକ୍ରିୟା ଓ ବିନାଶ, ଇହଲୋକେ ଯାତାଯାତ, ବିଦ୍ୟା ଓ
ଅବିଦ୍ୟା ଅବଗତ ଆହେନ—ତିନିଇ ଭଗବାନ୍ । ଗୋଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ
ଭଗବନ୍ତର । ‘କୁର୍ବନ୍ ଭଗବାନ୍ ସ୍ଵର୍ଗ’ (ଭାଃ ୧୩୨୮) । ୩. ଭଗବାନ୍ ଶବ୍ଦ
ମୂଳତଃ ପରତତ୍ତ୍ଵରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ । ଗୋଟିଏ ଅଭିନନ୍ଦ ଓ ଇହାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ ।

ଭଗବାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—ହାଲିସହରେଇ ଶତାନନ୍ଦ ଧାନେର ପୁତ୍ର । ପିତା ବିଷୟା ହିଲେଇ
ଇନି ବିଷୟବିମୂଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛିଲେନ । ଇନି ଶ୍ରୀଚିତତ୍ତ୍ଵର ଏକାନ୍ତ ଅହୁଗତ
ଭକ୍ତ ଛିଲେନ ଏବଂ ନୀଳାଚଳେ ଗିଯା ବାସ କରିରାଛିଲେନ । ସର୍ବପ ଦାମୋଦରେଇ
ସଙ୍ଗେ ଇହାର ସଥ୍ୟଭାବ ଛିଲ । ଭଗବାନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥୋଡ଼ା ଛିଲେନ ।

ଭଗବନ୍ତାମ୍—ଧାରତତ ତ୍ରୁଟି ।

ଭଗ୍ନକ୍ରମ—ଅଳକାରଶାସ୍ତ୍ରର ଦୋଷବିଶେଷ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୬୫୨) । କୋନ ବାକ୍
ଯେ କ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ, କୋଥାଓ ତାହାର ସ୍ଵାତିକ୍ରମ ଘଟିଲେ ତାହାକେ ଭଗ୍ନକ୍ରମ ଦୋଷ
ବଲେ ।

ଭଗ୍ନଟ—ବୀର (ଭାଃ ୧୦୧୮୩୮ ; ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୧ ଶ୍ଳୋଃ) ।

ଭଜ—କୌରକର୍ମ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୦୪୧) ।

ଭଜକ—ଉଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥଗତ ସ୍ଥାନବିଶେଷ ।

ଭଜୁବନ—ମୁଖ୍ୟମନ୍ଦରେ ଭାଦର ବନେର ଏକଟି ବନ ।

ଭାମନ୍ଦ ରାମ—ଇନେ ନୌଲାଚଳବାଦୀ । ରାମନନ୍ଦ ରାମେର ପିତା । ଚିତ୍ତଭ୍ରଦେବେର
ପରମ ଭକ୍ତ । ମହାପ୍ରଭୁ ଇହାକେ ପାତ୍ର ବଲିତେନ ଏବଂ ଇହାର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର—ରାମନନ୍ଦ
ରାମ, ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାରକ, କଳାନିଧି, ସ୍ଵଧାନିଧି ଓ ବାଣୀନାଥ ପଟ୍ଟନାରକକେ
ବଲିତେନ ପଞ୍ଚପାତ୍ର । ଇନି ଚିତ୍ତଭ୍ରଦେବେର ସେବାର ନିମିତ୍ତ ବାଣୀନାଥ ପଟ୍ଟନାରକକେ
ତୀହାର ନିକଟେ ରାଧିଯା ଗିଯାଛିଲେନ । ରାଜ୍ଞୀ ପ୍ରଭାପକ୍ରମ ଇହାକେ ଅକ୍ଷା ଓ
ସମ୍ମାନ କରିତେନ ।

ଭାମନ୍ଦିଗୁରୁ—ଉଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ହିତେ ଛବି କ୍ରୋଷ ମୁରେ ଏକଟି ସ୍ଥାନ । ଗୋଡ଼ ଦେଶେ
ଗୁରୁକାଳେ ଚିତ୍ତଭ୍ରଦେବ ଏଥାନେ ଏକରୂପ ବାସ କରିଯାଛିଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୩୯) ।

শ্বেতলোক—শিষ্ট লোক (চৈ. চ. ১১৭। ১৩১)।

শন্মু—গোপ ভজিনস স্রঃ।

শ্ৰীসিমু—প্রা. তিরক্ষার করিলাম (চৈ. চ. ১৫। ১৫৮)।

শঙ্কু—কামারের জ্ঞাতা (চৈ. চ. ২। ২। ১২৯)।

শাগ—প্রা. পালাও (চৈ. চ. ২। ১৮। ২৪); পলাইয়া গিয়া থাক (চৈ. চ. ৩। ৬। ৪৯)।

শাগবত্ত—১. ভগবতে ইদং। যে গ্রহে শ্রীভগবানের শুণ, কর্ম, জীলা প্রভৃতি বর্ণিত হয় তাহাকে ভাগবত বলে। অষ্টদশপুরাণের অস্তর্গত একধানি মহাপুরাণ। ইহা অপৌরুষে, বেদব্যাসের হৃদয়ে স্ফুরিত, শুকদেবের মধ্যে কথিত, বেদবেদান্তের সার, যথা—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালং মৃহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভা: ১। ১। ৩)।

হরিভজিবিলাসে (১০। ২৮৩) গারুড় বচনে আছে—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মস্তুতানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রী ভাষ্যক্রপোহসো বেদার্থপরিবৃহিতঃ।

পুরাণানাং সামরণঃ সাক্ষাত্গবতোদিতঃ।

স্বাদশ ক্ষক্ষ্যজ্ঞেহয়ং শত বিছেদ সংযুতঃ।

গ্রহোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমঙ্গাগবতাভিধঃ॥

—অর্থাৎ ইহা অসমুত্ত্বের অর্থব্রন্দণ ও গায়ত্রীর ভাষ্যক্রপ। ইহা স্বারা মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হয় এবং বেদার্থ পরিপূর্ণ হয়। পুরাণের মধ্যে এই গ্রহ সামবেদসদৃশ এবং স্বয়ং ভগবান কর্তৃক কথিত। ইহাতে স্বাদশটি ক্ষক্ষ, তিমশত পর্যন্তিশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ সহস্র প্লোক আছে। ভাগবতের অক্ষয়—

ক্ষণতুল্য ভাগবত—বিভূস্বার্থঃ।

প্রতি প্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥

(চৈ. চ. ২। ২। ৪। ২। ৭২)

গ্রহক্রপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। (চৈ. ভা. ২৮। ৩। ১। ২১)।

২. ভগবদ্ভক্ত ভজিনসপাত্র, যথা—এক ভাগবত হয়—ভাগবত শাস্ত্র।

আর ভাগবত—ভক্ত ভজিনস পাত্র॥

(চৈ. চ. ১। ১। ৫। ১)।

ভগবন্তক ভাগবতের লক্ষণ—

সর্ব দেবান् পরিত্যজ্য নিতঃ ভগবদাঞ্চারঃ।

নতস্তদীর সেবারাং স ভাগবত উচ্যতে। পাঞ্চাংশ, ১৯ অ.

ଶର୍ଵଭୂତେସ୍ୟଃ ପଞ୍ଚସ୍ତଗବନ୍ତାବମାୟନଃ ।

ଭୂତାନି ଭଗବତ୍ୟାୟାମ୍ଭେଷ ଭାଗବତୋତ୍ତମଃ ॥ (ଭା: ୧୧୨୧୪୯) ।

ଯିନି ଶର୍ଵଭୂତେ ସୀଇ ଉପାସ୍ତ ଭଗବାନେର ବିଷ୍ଣୁମାନତା ଦର୍ଶନ କରେନ, ଏବଂ ଯିନି ସୀଇ ଉପାସ୍ତ ଭଗବାନେର ସକଳ ପ୍ରାଣୀକେ ଦର୍ଶନ କରେନ, ତିନିଇ ଭାଗବତୋତ୍ତମ, ଶର୍ଵଭୂତେ ଭଗବନ୍ତକ ।

ଶିବେ ଚ ପରମେଶ୍ୱାନେ ବିଷେଷେ ଚ ପରମାୟନି ।

ସମ୍ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ତେ ବୈ ଭାଗବତୋତ୍ତମଃ ॥—ହରିତାତ୍ମିବଦୀଳ ।

୩. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତିରୋଧାନେର ପର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ତ୍ରୀହାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କିଣେ ଅଗତେ ବିରାଜମାନ । ଯଥା :

କୃଷ୍ଣ ସ୍ଵାମୋପଗତେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନାଦିଭିଃ ସହ ।

କଳୌ ନଷ୍ଟଦୂଷାମେଷ ପୁରାଗାର୍କୋଧୁମୋଦିତଃ ॥ (ଭା: ୧୩୧୫) ।

ଭାଗବତାଚାର୍ୟ—ରୁଘ୍ନାଥ ଭାଗବତାଚାର୍ୟ । କଲିକାତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବରାହନଗରେ ଶ୍ରୀପାଟ । ଇନି ଶ୍ରୀଶ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଷ୍ଠୀୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ । ଇହାର ଭାଗବତ ପାଠେ ଚିତ୍ତଶ୍ଵରର ମୁକ୍ତ ହଇଯା ଇହାକେ ଭାଗବତାଚାର୍ୟ ଉପାଧି ଦିଆଛିଲେନ । ଇହାର ପ୍ରଣୀତ—“ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେୟତରକ୍ଷିତ୍ରୀ” ନାମକ ଏକଥାନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଛେ । ଇହା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ମର୍ମାର୍ଥବାଦ ।

ଭାଜମ—ପାତ୍ର, ଶ୍ଵାଲୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୬୩) ।

ଭାଜେ—ଆ. ଦୂରେ ଯାଇ (ଚୈ. ଚ. ୩୩୧୪୫) ।

ଭାଗ—ଆ. ତୁଳ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୩୧୧୨) ।

ଭାଣ୍ଡୀର ବନ—ଅଜମଗୁଲେର ଦ୍ୱାଦଶ ବନେର ଏକଟି ।

ଭାଣ୍ଡୀଯା—ଆ. ଭାଣ୍ଡୀଇଯା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୧୪) ।

ଭାନ୍ତି—ରକମ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୧୦୧) ।

ଭାବ—ପ୍ରେୟ ଓ ଅଳକାର ଦ୍ରଃ । ଇଚ୍ଛା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୧୩୬) ।

ଭାବକ—ଭାବୁକ ; ଭାବପ୍ରବନ୍ଦ ଲୋକ (ଚୈ. ଚ. ୧୭୧୪୦) ।

ଭାବକାଳୀ—ଆ. ଭାବୁକତୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୫୧୧୨୧) ।

ଭାବଶାଳବ୍ୟ—ଭାବଶ୍ଵରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବଶାଳବ୍ୟ ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୪୯) ।

ଭାବସର୍କି—ଏକକ୍ରମ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରୁରେ ମିଳନେର ନାମ ଭାବସର୍କି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୫୪) ।

ଭଙ୍ଗ—ଆ. ପଛଦ ହସ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୧୧୩) ।

ଭାଗୀଜାନୀ—ପୁରୀର ତିମ କ୍ରୋଷ ଉତ୍ତରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଦେଖାଲା ନଦୀ ।

ଭାର—୧. (କର୍ଣ୍ଣଓଜନେ) ବିଶ ଭୋଲାର ଏକ ଭାର ; ୨. ଦୈତ୍ୟକୁତ ଉତ୍ତମିକୁଳ (ଚୈ. ଚ. ୧୪୧୦) ।

তারিখুলি—প্রা. চলাকি, ভিতরের কথা (চৈ. চ. ২।৩।৬৮)।

তাঙ্গ—স্থার্জনে বর্ণিতে যত পদেঃ স্থার্জনারিভিঃ।

যদোনি চ বর্ণতে ভাস্তঃ ভাস্ত বিদো শিহঃ।

বাহাতে যূল স্থারে অহকূল পদসমূহ দ্বারা স্থারের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং (অসঙ্গ-
জ্ঞে যূলের অভিভাবক) অপ্রযুক্ত পদসকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাস্ত
বলে (চৈ. চ. ১।১।১০৪)।

তাঙ্গরাচার্য—অস্থারের ভাস্তকার। আহুমানিক ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের
বীজ্ঞলবীড়ে জন্ম। ‘সিক্ষাস্ত শিরোমণি’ ও ‘গোলাধ্যায়’ নামক গ্রন্থে ইনি
পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ণ পর্কির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিদ্রূপী কষ্টা,
গণিত শাস্ত্রে বিশেষ বৃৎপন্না লীলাবতীর নামে ‘সিক্ষাস্ত শিরোমণি’-র প্রথম
অধ্যায়ের নাম ‘লীলাবতী’।

ভিত্তি—প্রা. দেওয়াল (চৈ. চ. ২।১।২।১২)।

ভিস্তি—দেওয়াল (চৈ. চ. ২।১।২।১৪)।

ভিয়ানে—প্রা. পাক প্রণালীতে (চৈ. চ. ২।৪।১।১৪)।

ভিক্ষা—সম্মানীয় ভোজন (চৈ. চ. ১।১।১৪৪)।

ভৌমরবী নদী—বোধাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়। পান্তপুর (পটুরপুর)
এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভৌমক—শ্রীকৃষ্ণমহিষী কল্পনী দেবীর পিতা (চৈ. ভা. ১।১।২।২৯)।

ভূজি—ভোগ ; ইহকালের স্থখ সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি ভোগ।

ভূঁজ—প্রা. ভোগকর (চৈ. চ. ২।১।৬।২।৩৬)।

ভূগিকোভা—প্রা. একরকম চান্দর (চৈ. চ. ১।১।৩।১০২)।

ভূবনেশ্বর—উড়িষ্যার রাজধানী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

ভূঁজা—ভূমির মালিক (চৈ. চ. ২।২।০।১৭)।

ভূঁমিক—অমিদার (চৈ. চ. ২।২।০।১৬)।

ভূঁশুপাত—পর্বত হইতে পড়িয়া মৱণ (চৈ. চ. ১।১।০।৯২)।

ভূঁজ—অমর (চৈ. চ. ২।১।৪।৯৫)।

ভেট—উপহার (চৈ. চ. ২।২।১।৩)।

ভেদ—অনেক্য। ভেদ তিনি প্রকার, যথা—সজ্ঞাতীয়, বিজ্ঞাতীয় এবং দ্বিতীয়।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসিদ্ধবৰ্কপে সজ্ঞাতীয়, বিজ্ঞাতীয় ও দ্বিতীয় ভেদশূল্কত্ব।

সজ্ঞাতীয়—এক বস্তুর সহিত অপর এক সমজ্ঞাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকে
সজ্ঞাতীয় ভেদ কহে। যথা—আমগাছ, কাঠাল গাছ ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয়।

କିନ୍ତୁ ଆମଗାଛ କୀଠାଳ ଗାଛ ନହେ, ଇହାଦେଇ ମଧ୍ୟେ ସମ୍ଭାତୀୟ ଭେଦ ବିଶ୍ଵାନ । କିନ୍ତୁ ‘ଏକଇ ବିଶ୍ଵାନ ଧରେ ନାନାକାର କ୍ଲପ’ । ରାମ ନୁସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଭଗବନ୍ ସଙ୍କଳପେର ସଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସ୍ୱର୍ଗସିନ୍ ସଭାତୀୟ ଭେଦ ନାହିଁ । ବିଜାତୀୟ—ଭିନ୍ନ ଆତୀୟ । ଏକ ବସ୍ତର ସହିତ ଅପର ଏକ ଭିନ୍ନ ଆତୀୟ ବସ୍ତର ଯେ ଭେଦ, ତାହାକେ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ବଲେ । ଯଥୀ—ମାତ୍ରମ ଓ ସର୍ବ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଆତୀୟ ଆର ପ୍ରାକୃତ ବ୍ରକ୍ଷାଣ ଅଡ ଆତୀୟ । ବ୍ରକ୍ଷାଣ ସ୍ୱର୍ଗ-ସିନ୍ ନହେ, ବ୍ରକ୍ଷାଣେର ସତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସତ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା ରାଖେ । ଜୀବଜ୍ଞତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ରାଖେ, ସ୍ୱର୍ଗସିନ୍ ନହେ । ସ୍ୱତରାଂ ବ୍ରକ୍ଷାଣ ଓ ଜୀବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିତେ ସ୍ୱର୍ଗସିନ୍ ସ୍ୱତର ବସ୍ତ ନହେ । ସ୍ୱଗତ—ନିଜେର ମଧ୍ୟେ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ । ଏକଇ ସମଗ୍ରବସ୍ତ ଅଥବା ଅଶୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶେର ଯେ ପରମ୍ପରା ଭେଦ, ତାହା ସ୍ୱଗତ ଭେଦ । ଏକଇ ବୁକ୍କେର ଯୁଲ, କାଣ, ଶାଖା, ପତ୍ର ଓ ପୁକ୍କୋର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଭେଦ, ତାହା ସ୍ୱଗତ ଭେଦ । ଚାଣ, ଇଟ, ସ୍ଵରକୀ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦାନେର ସହିତ ଦାଳାନେର ସ୍ୱଗତ ଭେଦ । ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେହଦେହୀ ଭେଦ । ଜୀବ ଦେହ ଅଡ, ଦେହୀ ବା ଜୀବାଜ୍ଞା ଚିହ୍ନ । ସ୍ୱତରାଂ ଦେହ ଓ ଦେହୀ ଭିନ୍ନ ଆତୀୟ ବସ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦବ୍ରକ୍ତପ, ଚିଦାନନ୍ଦଘନ ବିଶ୍ଵା । ତାହାତେ ଦେହ ଓ ଆଜ୍ଞା ପୃଥକ ନହେ, ଏକଇ । ବ୍ରକ୍ଷାଣଂହିତା ବଲେ—‘ଅନ୍ତାନି ଯନ୍ତ୍ର ସକଳେଜ୍ଞିର ବୃତ୍ତିମଞ୍ଚ’ । ତାହାର ସକଳ ଅନ୍ତରେ ସକଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯେର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ । ତାହା ଇହା ବ୍ରକ୍ଷାଣ ସ୍ୱଗତ ଭେଦିନତାର ପରିଚାଯକ । ଯେମନ, ଚିନିର ପୁତୁଲେର ମିଟ୍ଟ ସର୍ବଜ୍ଞ ବିରାଜିତ । ମୃତ୍ୟୁ—ନିଷାର୍କ ଦର୍ଶନେ ବ୍ରକ୍ଷାଣ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଶ୍ରୀକୃତ ।

କ୍ଷେତ୍ର—ଆ. ହଇଲ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୩୧୯୨) ।

ଭୋକ—ଆ. କୁଧା (ଚୈ. ଚ. ୨୪୧୨୫); **ଭୋକେ—**ଆ. କୁଧାର ଉପବାସୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୪୧୧୧); **ଭୋଗେ—**ଉପଭୋଗ କରେ (ଚୈ. ଚ. ୩୮୪୨) ।

ଭୋଗୀନ୍—ଭୋଗୀ (ଶର୍ପ)+ଇଞ୍ଜ; **ଅନ୍ତଦେବ—** (ବି. ମା. ୧୫୫, ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୩୯ ଶ୍ରୋଃ) ।

ଭ୍ରମ—ଆପି; ଅବସ୍ଥାତେ ବସ୍ତ୍ରଜାନ; ଏକ ବସ୍ତକେ ଅଗ୍ର ବସ୍ତ ମନେ କରା । **ଭ୍ରେ—** ଭ୍ରମ କରେ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୪); ଭ୍ରମଶତ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୮୨୬) ।

‘ଅ’

ଅକର୍ମଧର୍ମ କର—ପାନିହାଟିତେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଳେ ଆବିଷ୍ଟ/ତ । ଇନ୍ତି ପାନିହାଟିର ରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡିତେର ଶିଖ ଛିଲେନ । ବାର ମାସେର ଉପବୋଗୀ ବିବିଧ ଭୋଗାତ୍ମକ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରବେଳେ ବାଲି’ ପ୍ରତି ବସର ଇହାର ତୃତ୍ୟବଧାନେ ଚୈତନ୍ତଦେବେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ମୌଳାଜଳେ ବାଇତ । ଯହାପ୍ରତ୍ଯେ ଇହାକେ ଉପଦେଶ ଦିଗ୍ବାହିଲେନ—“ସେବିହ ତୁମି

শ্রীরাধবানন্দ। রাধব পশ্চিম প্রতি যে শ্রীতি তোমার। সে কেবল স্থনিষ্ঠিত
জানিহ আমার ॥”

অকর্ম— ১. পুল্পের মধ্য, পুল্পের রস ; ২. পুল্পের রেখ (চৈ. চ. ২।২৩।১৬ খোঃ)।

অঞ্চ— যজ্ঞ (চৈ. চ. ১।১৩।১১ খোঃ)।

অঙ্গাচরণ— গ্রহারস্তে বা কার্যারস্তে শুভজনক অমুষ্টান। ইহা জ্ঞিতি, যথা—
বস্ত্রনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার। **বস্ত্রনির্দেশ—** গ্রহের বা কর্মের প্রতিপাদ্ধ
বিষয়ের উপরে। **আশীর্বাদ—** দ্বিজাদির বা ইষ্টবস্ত্র বা জগদ্বাসী জীবগণের
মঙ্গল কামনা। **অঞ্চক্ষার—** ইষ্টদেবাদির বস্ত্রনা (চৈ. চ. ১।১।২-২ খোঃ,
১।১।৩-৫)।

অজুন্মদার— খাজানার হিসাব রক্ষক।

অঞ্জনী— সেবার প্রকার ভেদে গোপীগণ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—সৰী ও মঞ্জনী।
শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় ধাহারা শ্রীরূপের শ্রীতি বিধান করেন,
তাহারা সৰী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি। ইহারা অক্ষপঞ্চকি। সৰীদের
সেবা অক্ষজ্ঞয়ী। সৰীরা নিত্যসিঙ্ক এবং ধাহারা নিজঙ্গ ধারা কৃষ্ণ
সেবা করেন না কিন্তু রাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আনন্দল্য
সম্পাদনই ধাহারা নিজেদের প্রধান কর্তব্য মনে করেন, তাহারা অঞ্জনী।
ইহারা শ্রীরাধার কিঙ্গী ও অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ সেবার
সৰীগণ অপেক্ষা মঞ্জনীদের অধিকার অনেক বেশী। যথা—শ্রীরূপ মঞ্জনী,
শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জনী প্রভৃতি। মঞ্জনীদের সেবা আনুগত্যময়ী, মঞ্জনীরা সাধন-
সিঙ্কা গোপী।

অষ্টি— প্রা. ষষ্ঠি (চৈ. চ. ৩।১৩।৬৮)।

অড়া— প্রা. মৃত (চৈ. চ. ৩।১৮।৫১)।

অপিকর্ণিকা— কাশিতে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট।

অপিমা— যহাশয় ; সর্বেখন [উড়িয়া ভাষার] (চৈ. চ. ২।১৩।১৩)।

অংশত্তীর্থ— এই স্থান সহকে তিনটি মত, যথা—১. ভিজাগাপট্টমের অস্তর্গত
গুৰুতালুকের মধ্যে পাদেক্ষ হইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটমুং গ্রামের নিকটে
মাচেক নদীর আবর্তবিশেষ ; ২. মালাবার জেলার সমুদ্রতীরবর্তী মাহে ;
অথবা ৩. মসুলি বদ্র।

অতি— ১. অধিগম দ্রঃ ; ২. ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

অধুনা— মধুরী। উকুর প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান।

অধে— মহন করে (চৈ. চ. ২।১৪।২০১)।

ଅଳ—ବ୍ୟାକ୍‌ଚାରୀ ଭାବ ଅଃ ।

ଅମୁଲ୍ୟ—ଭଜମତେଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବନେଇ ଏକଟି ।

ଅମୁଲ୍ୟାଙ୍ଗତି—ଭଗବଦ୍ ଵିଷୟକ ପ୍ରେମ । କାନ୍ତାରତି ଅଃ ।

ଅନ୍ଧାଚାର୍ୟ—ବେଦାନ୍ତର ବୈତବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତ ସଞ୍ଚାଦାଯରେ ପ୍ରଥାନ ଆଚାର୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯହୀଶ୍ଵର ମାଞ୍ଜୋର ଉଡୁଶୀତେ ୧୧୯୯ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାବେ (ମତାନ୍ତରେ ୧୩୫୨ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାବେ) ଆବିର୍ତ୍ତାବ । ପିତା ମଧ୍ୟ ଗେହ, ମାତା ବେଦମତୀ । ପିତିଶ ବ୍ୟସର ବସେ ଅଚ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ସମ୍ମାନୀୟ ନିକଟେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ‘ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଜ୍ଞ’ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ବେଦାନ୍ତ ଶାନ୍ତେ ପାରଦଶିତାର ଜଣ ଇନି ‘ଆମନ୍ଦତୀର୍ଥ’ ଉପାଧିଓ ଲାଭ କରେନ । ଇନି ଭାରତେର ବିଭିନ୍ନ ତୌରେ ପରିକ୍ରମା କରିଯା ସ୍ବୀକୃତ ମତ ପ୍ରଚାର କରେନ ଏବଂ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାବଳେ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗକେ ବିଚାରେ ପରାଜିତ କରିଯା ସ୍ବୀକୃ ‘ବୈତ’ ମତ ସ୍ଵପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେନ । ଇହାର ମତେ ତୁ ଦୁଇଟି, ଯଥ—

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରମସ୍ତକଙ୍କ ଦ୍ଵିବଧଃ ତୁତ୍ୱମିଶ୍ୟତେ ।

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରୋ ଭଗବାନ୍ ବିଶ୍ୱାନିଦୋଷୋହଶେ ସମ୍ମଣଃ ॥

କାହାରୁ କାହାରୁ ମତେ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରୀଦେବ ମାଧ୍ୟପହିଁ । ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରୀଦୀର ଭକ୍ତି-କଲ୍ପତରର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷୁର (ଚୈ. ଚ. ୧୯୧୮) ଶ୍ରୀମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୂରୀ ମଧ୍ୟାଚାର୍ୟର ଶିଖ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରୀଦୀର ଶିଖ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୂରୀର ଶିଖ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭୂରୀର ଶିଖ ବଲିଯା ସମ୍ବନ୍ଧତଃ ଏଇକପ ଧାରଣାର ଉତ୍ସପତ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତଶ୍ରୀର ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଣିତ ହିଁଯାଛେ । ମାଧ୍ୟପହିଁଦେଇ ମତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣ୍ଣାମ୍ବଦ୍ୟ ଧର୍ମଇ କୃତଭକ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ଏବଂ ପଞ୍ଚବିଧ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପର ବୈକୁଞ୍ଚ ଗମନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରୀର ମତେ ପଞ୍ଚବିଧ ମୁକ୍ତି ତୁଳ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପ୍ରତି ପ୍ରେମେଇ ପରମ ପ୍ରକାଶାର୍ଥ ବା ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ଦି ନବବିଧ ଭକ୍ତିଅଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ । ତବେ ଇହାର ସେ ଜୀବରେ ସଜ୍ଜିଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ରାବେହ ପୁଅ ଆରାଧନା କରେନ, ତାହା ଥୁବି ପ୍ରଶଂସନୀୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୨୮-୨୪୧) ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟକ୍ରିୟା—ନାଯିକା ଅଃ ।

ଅନ୍ତକୁ—ଅନ୍ତମାଜ୍ଞତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୨ ଶ୍ଲୋଃ) ।

ଅନ୍ତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ—ଅଧିଗମ ଅଃ ।

ଅନ୍ତସ୍ତାର—ଭାରପ୍ରାଣ କରଚାରୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୪୧) ।

ଅନ୍ତ— ୧. ଅକ୍ଷାର ପୁତ୍ର । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମରୁ ଅଃ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ମହୁସଂହିତା’ ନାମକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ; ୨. ମତ୍ର ; ଗାୟତ୍ରୀମତ୍, ସଥା—‘ଶର୍ଦୀଦେବମରୋ ମହୁଁ’ ।

-ସାମବ ।

অনাম—১. শঙ্কারাদি সমাযুক্ত নমস্কারাঙ্গ কৌর্তিতম্ ।

অনাম সর্বতদ্বানাং যন্ত্র ইত্যাভিধীয়তে ॥—অক্ষপুরাণ ।

শঙ্কারাদি সমাযুক্ত নমস্কারাঙ্গ সর্বতদ্বের অনামই যন্ত্র ; ২. মন্ত্রণা, পরামৰ্শ, বিচার ; ৩. বেদের অংশবিশেষ ।

অন্তর্বেশন—কলিকাতার অদূরে ডায়মগুহার বারের নিকটবর্তী একটি বৃহৎ নদ ।

অন্তার্বর্ষত—ডাগলপুর জেলায় বাঁকা সাব-ভিভিসনের অন্তর্গত প্রসিঙ্ক পর্বত ।

সমূজ যহনের সময় অনন্তনাগ এই মন্দার পর্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন ।

ইহার চিহ্ন অঙ্গাপি পর্বতগাত্রে বিশ্বমান ।

অন্তস্তর—মহুর অন্তর বা সময় । এক মহুর শাসন সময়কে এক মন্তস্তর বলে ।

সত্য, ত্রেতা, ধাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ । একান্তর দিব্য যুগে এক মন্তস্তর । চৌদ্দ মন্তস্তরে অক্ষার একদিন । ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর । একুশ একশত বৎসর অক্ষার আয়ু । অক্ষার এক দিনকে কল্পও বলে । অতএব অক্ষার আয়ুকালে $14 \times 30 \times 12 \times 100 =$

$5,04,000$ (পাঁচ লক্ষ চার হাজার) মন্তস্তর । অক্ষার ১৪ জন পুত্র ‘মহু’ নামে খ্যাত, যথা—স্বায়ভূব, স্বারোচিষি, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্ত, সাবর্ণি,

দক্ষ সাবর্ণি, অক্ষ সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, কুল সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্র সাবর্ণি ।

বর্তমানে সপ্তম মহু বৈবস্তদের মন্তস্তর কাল চলিয়াছে । তাহার ২৭টি দিব্য যুগ গত হওয়ার পর অষ্টাবিংশতি চতুর্থ্যে দ্বাপরের শেষে তগবান্ন শ্রীকৃষ্ণ অক্ষধামে অবতীর্ণ হন এবং তৎপরবর্তী কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব হয় । প্রত্যোক মন্তস্তরে তগবান্ন মৃক্ষদের একবার আবির্ভাব হয় ।

ইহাকে অন্তস্তরাবত্তার বলে (চৈ. চ. ১৩১৫-৬, ২১২০১২৭০-২৭৮) ।

পদাৰ্থ (মন্তস্তর) দ্রঃ ।

অন্তস্তরাবত্তার—অবতার ও মন্তস্তর দ্রঃ ।

অন্ত্য—প্রগ্রামের (চৈ. চ. ২১২১৬৫) ।

অক্টট বৈরাগ্য—বানরের মত অন্তরে ভোগবাসনা, বাহিরে লোকদেখান বৈরাগ্য ।

আর্দ্ধমিশ্রা—প্রা. মন্দিনকান্তী (চৈ. চ. ৪১২১১১) ।

অর্জু—স্মর জান (চৈ. চ. ১৪১৩৮) ।

অলবক্ষ—বীকমল (চৈ. চ. ১১৩১০৮) ।

অলৱ পর্বত—মালাবার উপকূলের গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ । বর্তমান নাম ওয়েস্টার্ন ষাট বা পশ্চিম ষাট । কোন কোন মতে কৰ্ণট ও আবিষ্ঠের

ସମ୍ମନ ପରତମାଲାଇ ମଳୟ ; ଆବାର କାହାରୋ କାହାରୋ ମତେ ନୀଳଗିରି ପରତିଇ
ମଳୟ ପରତ ।

ଅଳା—ଆ. ମୟଳା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୫୯) ।

ଅଳାର ଦେଶ—ଯାତାବାର ଦେଶ । ଉତ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ କାନାଡ଼ା, ପୁର୍ବେ କୂର୍ତ୍ତ ଓ ଯହୀଶ୍ୱର,
ଦକ୍ଷିଣେ କୋଚିନ ଏବଂ ପଞ୍ଜିମେ ଆବର ସାଗର ।

ଅଞ୍ଜିକାଜୁର୍ନ ଭୌର୍—ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେର କର୍ତ୍ତ୍ତର ସନ୍ତର ମାଇଲ ନିମ୍ନପ୍ରଦେଶେ ବୃକ୍ଷଣ
ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ତୀରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଥାନେ ଯଞ୍ଜିକାଜୁର୍ନ ଶିବେର ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ଵମାନ ।

ଅହତତ୍ତ୍ଵ— ୧. କାରଣାର୍ଥବେ ଶାସିତ ମହାବିଷୁ କାରଣାର୍ଥବେର ବାହିରେ ସ୍ଥିତ ମାର୍ଯ୍ୟାର
ପ୍ରତି ଉକ୍ତଣ କରିଲେ ମାଯା ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରସବ କରେନ । ଇହା ହିତେ ସାହିକ,
ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଏହି ତ୍ରିଵିଧ ଅହତାର ଜୟେ । ସାହିକ ଅହତାର
ହିତେ ଦେବତାଗଣ, ରାଜସିକ ଅହତାର ହିତେ ଇଞ୍ଜିଯଗଣ ଏବଂ ତାମସିକ
ଅହତାର ହିତେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପଞ୍ଚତମ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଜୟେ (ଚୈ. ଚ.
୧୫୧୪୮, ୨୧୨୦୧୨୩୫) ; ୨. ସୁଷ୍ଠିର ଆରଣ୍ୟେ ପ୍ରକୃତିର ସାମ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହିଲେ ତାହାର
ଯେ ପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ହୁଏ, ଉହାର ନାମ ମହତ୍ତ୍ଵ ।

ଅହତତ୍ତ୍ଵଷ୍ଟା—ମହତ୍ତ୍ଵରେ ଅଷ୍ଟା । କାରଣାର୍ଥବଶାୟୀ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ।

ଅହାଜିମୁଣ୍ଡ—ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୬୫) ।

ଅହାତ୍ୱ— ୧. ଥାହାରା ସକଳେର ଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, କ୍ରୋଧଶୂନ୍ୟ, ସାଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାଚାର-
ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଥାହାରା ସକଳ ପ୍ରୀତିକେଇ ସମାନ ଦେଖେନ, ତୀହାରାଇ ମହ୍ୟ । ଡଗବ୍
ପ୍ରୀତିକେଇ ଥାହାରା ପରମ ପୁରୁଷର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରେନ, ବିଷୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତେ ଥାହାଦେଇ
ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁତ୍ର-କଳତ୍ର-ଧନ-ମିଆଦି ଯୁକ୍ତ ଗୃହେ ଥାହାରା ପ୍ରୀତିଶୂନ୍ୟ ନହେନ ଏବଂ
ଥାହାରା ଲୋକମଧ୍ୟେ ଦେହଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହୋପର୍ଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନହେନ, ତୀହାରାଇ ବହୁ । ଏକଥିମହନ୍ତିଶଶ୍ରମଶଶ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ୱ
(ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୨୯, ୨୨୫୧୨୨୮ ; ଭାଃ ୧୫୧୨୩) । ୨. ଯଠାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା
ଦେବମନ୍ଦିରେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।

ଅହାପାତକ—ମହାପାତକ ପୀତ ପ୍ରକାର : ବ୍ରକ୍ଷହତ୍ୟା, ହୃମାପାନ, କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୁତପତ୍ରିଗମନ
ଏବଂ ଏହି ସକଳ ପାପାଚାରୀଦେର ସଂସର୍ଗ । ସଥା—

ଅକ୍ଷହତ୍ୟା ହୃମାପାନଃ କ୍ଷେତ୍ରଃ ଶ୍ରୁତପତ୍ରଃ ଗମଃ ।

ଯହାତ୍ତି ପାତକାନ୍ତାହୁ ସଂସର୍ଗଶାପି ତୈଃ ସହ ॥—ଯମୁ ୧୧୧୪

ମହନମର୍ଯ୍ୟ କୁଞ୍ଚ ନାମ ଅପେ ମହାପାତକ ବିନଷ୍ଟ ହୟ, ସଥା—

କୁଞ୍ଚେତି ମହନ୍ତି ନାମ ଯତ୍ତ ବାଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ।

ତ୍ୱାଭିଭବତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତକ କୋଟିରୁଃ ॥—ପୁରାଣ ।

মহাপুরুষ লক্ষণ—গুণোথ ও চিহ্নেথ ভেদে মহাপুরুষের শারীরিক সংজ্ঞণ
বিবিধ। গুণোথ সংজ্ঞণ ৩২টি, যথা—নাসা, ভূজ, (বাহ), হনু (চিবুক),
নেত্র ও আচু (ইঠু)।—এই পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ; দক্ষ, কেশ, অঙ্গলিপর্ণ, দন্ত ও
মৌম—এই পাঁচটি স্মৃত; নেত্রপ্রাপ্ত, পদতল, করতল, তালু, উষ্ঠাধৰ, জিহ্বা
ও নথ—এই সাতটি রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নথ, নাসিকা, কঠিদেশ ও মুখ—
এই ছয়টি উপ্রত; গ্রীবা, জ্বরা ও মেহন (লিঙ্গ)—এই তিনটি হৃষি, কঠিদেশ,
ললাট এবং বক্ষস্থল—এই তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং নাড়ি, দ্বৰ ও বুক্তি—এই
তিনটি গভীর (চৈ. চ. ১১৪।৩ প্লোঃ)। করতলাদি বেথাময় চক্রাদি চিহ্নকে
অঙ্গোথগুণ বলে। একপ চিহ্ন তেইশটি। যথা—করতলে চক্র ও কমল,
বাম চরণে অর্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্ৰধনু, অস্বর, গোল্পাদ, মৎস্য এবং
শংকু—এই অষ্ট চিহ্ন, এবং দক্ষিণ চরণে ধৰজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্গুশ, যব,
স্বন্তিক, উর্ধবরেখা, অষ্টকোণ, জপুফল, চক্র এবং ছত্র—এই একাদশ চিহ্ন।
এ সমস্ত মহাপুরুষের লক্ষণ।

মহাপ্রভু—প্রভু দ্রঃ।

মহাবৰ্ণ—গোকুল। ব্রজ মণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন (চৈ. চ. ২।১৮।৬০)।
মহাবাক্য—‘অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণনযুহের নাম পদ। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা
ও আসত্ত্বযুক্ত পদসম্মুহের নাম বাক্য। বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের
অঙ্গর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্বব্যাপক। শ্রীশঙ্করাচার্য চারি
বেদের চারিটি শাখা হইতে চারিটি মহাবাক্য উদ্ভাব করিয়াছেন;
(১য়) খনেন্দীয় ঐতিহ্যের আগ্রহ্যক নামক শাখার মহাবাক্য “প্রজ্ঞানঃ ব্রহ্ম”;
(২য়) যজুর্বেদ শাখার বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য “অহঃ ব্রহ্মাণ্মি”;
(৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য ঐতিগত মহাবাক্য “তত্ত্বমসি”; (৪র্থ) অথবা বেদের
মহাবাক্য “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”। এই চারিবেদীয় চারিটি মহাবাক্য যথে
“তত্ত্বমসি” সর্বপ্রধান। কিন্তু উপর্যুক্ত চারিটি বেদবাক্য বেদের একদেশ
বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না।...সমস্ত বেদের নিদান, টৈপু-ব্রহ্মপ ও
বিশ্বাশ্য প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য’ (চৈ. চ. ১।১।১২২-২৩ এবং টীকা—
দেব সাহিত্য কুটির সকলন)। বেদের একদেশ—অর্থাৎ, বেদের এক অংশে
শ্রিত; বেদের অঙ্গর্গত একটি বাক্য। ইহা বেদের বাচক নহে। কিন্তু
প্রণব বেদের বাচক, স্তুতৰাঃ বেদের একদেশশ্রিত ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যেরও বাচক।
সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য।

ପ୍ରଗବ ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ବ୍ରକ୍ଷେମ ଅଭିଭୂତେ ସମ୍ମତ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେର ଗତି । ଅତେବେ
ପ୍ରଥମ ସହାବୀକ୍ୟ । ପ୍ରଗବ ଓ ତୁରମ୍ବି ଛଟ୍ୟ ।

ଅହାବିକୁ—କାରଣାର୍ଗବଶାରୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକର (ଚୈ. ଚ. ୧୯୬୫, ୨୧୨୦୧୨୭-୪୦) ।

ଅହାକ୍ତାବ—ପ୍ରେମ ତ୍ରୀ ।

ଅହାତ୍ମୁ—ପକ୍ଷତ୍ତ । କ୍ରିତି (ମୃତ୍ତିକା), ଅପ (ଅଳ), ତେଜଃ (ଅସ୍ତି),
ଶୁଦ୍ଧ (ବାୟୁ) ଓ ବ୍ୟୋମ (ଆକାଶ) ।

ଅହାଶୁମି—ଆନାରାଯଣ (ତାଃ ୧୧୧) ।

ଅହାରଥ—ସିନି ଅସ୍ତ୍ରଶତ୍ର ବ୍ୟବହାରେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ଏକ ଦଶଶତ୍ର ଯୋଜାର ସହିତ
ସୁକ୍ତ କରିତେ ପାରେନ—[ସ୍ଵାମୀ] (ଶୀ. ୧୬) । ଅଗଣିତ ବୀରେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧେ ସର୍ବ
ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅତିରଥ ଏବଂ ଏକାକୀ ଏକଜନ ମାତ୍ର ବୀରେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧେ ସର୍ବ
ବ୍ୟକ୍ତିକେ ବୁଝୀ ବଲେ । ଆର ସିନି ନିଜ ହିତେ ଦୁର୍ଲେଖର ସହିତ ସୁକ୍ତ କରେନ
ତିନି ଅର୍ଥରଥ ।

ଅହାଶମ—ଚମ୍ପାର, ଯାହାର କୁଥା ମିଟେ ନା (ଶୀ. ୩୧୭) ।

ଅହାଶୋଯାର—ପ୍ରଧାନ ପାଚକ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୦୦୪୧) ।

ଅହେତ୍ରଶୈଳ—ଇସ୍ଟାର୍ ଘାଟ ବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତଶୈଳୀ ।

ଅହେଶ ପଣ୍ଡିତ—ମସିପୁରେ ଆକ୍ଷମ ବଂଶେ ଆବିର୍ତ୍ତିବ । ମସିପୁର ଗଙ୍ଗାଗର୍ଭେ ବିଲୀନ
ହିଲେ ଇନି ବେଳଡାଙ୍ଗା ଶ୍ରୀପାଟ ଶାନାନ୍ତରିତ କରେନ । ତାହାର ଗଙ୍ଗାର ମୌନ
ହିଲେ ଶ୍ରୀପାଟ ପାଲପାଡ଼ାର ଶାନାନ୍ତରିତ ହେ । କେହ କେହ ବଲେନ, ଇନି
ଚାକଦହେର ନିକଟବତ୍ତୀ ଯଶ୍ତା ଶ୍ରୀପାଟେର ଅଗନ୍ଧିଶ ପଣ୍ଡିତର କନିଷ୍ଠ ସହୋଦର ।
ବନ୍ଦ୍ୟଧାଟାର ଭଟ୍ଟନାରାୟଣର ସଜ୍ଜାନ । ଅହେଶ ପଣ୍ଡିତ ନବଦୀପେ ଓ ନୀଳାଚଳେ
ଚୈତନ୍ୟଦେବେର ଶେବା କରିଯାଛିଲେନ । ଇନି ବ୍ରଜେର ମହାବାହ ସଥା । ଦ୍ୱାଦଶ
ଗୋପାଶେର ଏକତମ ।

ଅହେଷାସ—ମହା ଇଦାସ (ଧର୍ମ) ଯାହାର । ମହାଧର୍ମର (ଶୀ. ୧୪) ।

ଆକଳ—ମା (ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ) କର୍ମେ (ମୂଳେ) ଯାହାର ; ଆକ୍ରୂଷକ (ବି. ମା. ୧୪୧ ;
ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୩ ମୋଃ) ।

ଆଜିଭାତ—ଭାତେର ମଧ୍ୟାଂଶ (ଚୈ. ଚ. ୩୩୧୧) ।

ଆଠା—ବୋଲ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୦୧୯୬) ।

ଆଜ୍ଞୁମ୍ଲା—ଶାତ୍ରୁମ୍ଲା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୬୧୮) ।

ଆଜ୍ଞା—ଆ. ମତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୩୮) ।

ଆଜୋମାର—ଆ. ମତପାନେ ମତ (ଚୈ. ଚ. ୧୩୧୮) ।

ଆଜ୍ଞାନ୍ତର—ଇଞ୍ଜିନେର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ସଂଯୋଗ (ଶୀ. ୨୧୪) ।

মাধ্যামার্থি—আ. মাধ্যাম মাধ্যাম (চৌ. চ. ১৫১১৯)।

মাধুম—প্রেম দ্রঃ।

মাধুব—মা অর্ধাং প্রকৃতির অধীনী ; কৃষ্ণ, বিশু (গী. ১১৪)

মাধুব ঘোষ—উত্তর-বাটীয় কায়হ বংশে আবিস্তৃত। ইহারা তিন সহোদর—গোবিল ঘোষ, মাধুব ঘোষ ও বাহুদেব ঘোষ। ইহারা মধুর কীর্তন করিতেন এবং পুরীর রথযাত্রাকালে কীর্তন সম্পাদনে মূল গায়েন থাকিতেন। ইহাদের কীর্তনে গোব-নিতাই প্রীতিলাভ করিতেন। নিত্যানন্দ নাম-প্রেম প্রচারকার্য গ্রহণ করিলে চৈতন্যদেবের আদেশে মাধুব ঘোষ ইহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ‘রসোঞ্জামা’ ছিলেন।

মাধুবী দেবী—নীলাচলবাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইনি বৃক্ষ, তপশিনী ও অভিশয় ভক্তিমতী বৈশ্ববী ছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেব ইহাকে মাধিকার গণমধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর অন্ত ইহার নিকট হইতে ভাল চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। বৈশ্ববের পক্ষে শ্রীলোকের সংশ্পর্শে আসা নিষিক ছিল। এই আদেশ লজ্জন করায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। মাধুবী দাসী ব্রজলীলায় ‘কলাকেলী’ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

মাধবেন্দ্রপুরী—মহা বিরক্ত সন্ন্যাসী ও প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি অব্যাচক ও অনিকেতন ছিলেন। একবার ইনি অজগওলে গোবর্ধন পরিক্রমার সময়ে উপবাসী ধাকায় শ্রীগোপাল বালকবেশে ইহাকে একপাত্র দুষ্ট দান করেন। ইনি রেমুণায় আসিলে সেখানকার শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ইহার অন্ত ভোগের অযুক্তকেলী নামক ক্ষীর এক পাত্র ধড়ায় লুকাইয়া রাখেন। পূজারী ইহা স্বপ্নে আনিয়া সেই ক্ষীর মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়া আসেন। ইনি স্বপ্নযোগে আদেশ পাইয়া গোপাল দেবের বিগ্রহ গোবর্ধন পর্যন্ত থমন করিয়া বাহির করেন। এর পরে ইনি স্বপ্নে আনিতে পারেন শ্রীগোপালের অঙ্গে দাকুণ আলা, মলয়জ চন্দন নীলাচল হইতে আনিয়া তাহার অঙ্গে লেপিয়া দিলে সে জালা নিবারিত হইবে। পূরী গোৱামী পদত্রজে বীলাচলে গিয়া একমগ চন্দন ও বিশ তোলা কর্ম সংগ্রহ করেন। ইনি এ সমস্ত বহন করিয়া রেমুণায় আসিলে শ্রীগোপাল দেব সেই চন্দন সেখানকার বিগ্রহ গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করিতে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। পূরী গোৱামী সে আদেশ পালন করেন। ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অক্ষুর। শ্রীগোপ পন্থমানন্দপুরী, দ্বিতীয়পুরী, শ্রীরংপুরী, রামচন্দ্রপুরী, পুওরীক বিজ্ঞানিদি,

ଅବୈତାଚାର୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ଶିଖ । ଯିନି ଇହାର ସଂଶୋଧନ ଆସିଲେନ, ତିନିଇ କୁଳପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହିତେନ । ଲୌକିକ ଲୀଳାର ଇନି ମହାପ୍ରଭୁର ପରମ ଗୁରୁ ।

ଆଧାଇ—ଜଗାଇ-ମାଧାଇ ଦ୍ରୁଃ ।

ଆଧୁକରୀ—ମ୍ୟୁକର ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରେର ବୃତ୍ତି । ମ୍ୟୁକର ସେମନ ପୁନଃକେ ପୀଡ଼ନ ନା କରିଯା ମ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତତ୍ପର ଗୃହସ୍ଥକେ ପୀଡ଼ନ ନା କରିଯା ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକେ ମାଧୁକରୀ ବୃତ୍ତି ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୧୬) ।

ଆଧୁର୍ୟ—ଅଳକାର ଦ୍ରୁଃ । ତ୍ରୈଶର୍ଷ ଦ୍ରୁଃ ।

ଆଧୁର ଗୌଡ଼େଖର ଗୁରୁପରିଚ୍ଛାରୀ (ମହାପ୍ରଭୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)—୧. ପରବ୍ୟୋମ ନାଥ, ୨. ବ୍ରଜା, ୩. ନାରାଦ, ୪. ବ୍ୟାସ, ୫. ମହାଚାର୍ୟ, ୬. ପଦ୍ମନାଭାଚାର୍ୟ, ୭. ନରହରି, ୮. ମାଧବ (ଦିଙ୍ଗ), ୯. ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟ, ୧୦. ଜୟତୀର୍ଥ, ୧୧. ଜ୍ଞାନଶିଳ୍ପୀ, ୧୨. ମହାନିଧି ୧୩. ବିଜ୍ଞାନିଧି, ୧୪. ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ୧୫. ଜୟଧର୍ମମ୍ଭନୀ, ୧୬. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ୧୭. ବ୍ୟାସତୀର୍ଥ, ୧୮. ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ୧୯. ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଯତି, ୨୦. ଦୈତ୍ୟପୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅବୈତପ୍ରଭୁ, ୨୧. (ଦୈତ୍ୟପୁରୀର ଅଧିକାରୀ) ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତଜ୍ଞଦେବ (କୁମ୍ଭ ସରୋବରରୁ ଶ୍ରୀମତ୍ କୃଷ୍ଣାମ୍ବାଜୀ ମହାରାଜେର ସମ୍ପାଦିତ ‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଭାଗ୍ୟ’ ହିତେ ଉପ୍ଲବ୍ଧ) ।

ଆର—ପ୍ରେମ ଦ୍ରୁଃ ।

ଆମ୍ବଗଙ୍କୀ—ଗୋବର୍ଦ୍ଦନେର ଏକଟି ଦରୋବର ।

ଆମା—ନିରେଧ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୨୮) ।

ଆମିହ—ମନେ କରିଓ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୭) ।

ଆମର—କର୍ମପ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୧ ଶ୍ରୋଃ) ।

ଆମ୍ବା—ଅଜାନ, ଅବିଶ୍ଵା, ପ୍ରକୃତି । ଡଗବ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷି ବା ଡଗବ୍ୟ ଉତ୍ସୁଖତା ବ୍ୟାତୀତରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଡଗବ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ନା ହିଲେଇ) ଯାହାର ପ୍ରତୀତି ହୟ ଅଥଚ ଯାହା ଆପଣା ଆପଣି ପ୍ରତୀତ ହୟ ନା, ଡଗବ୍ୟ ଆଶ୍ରୟର ପ୍ରଯୋଜନ—ତାହାଇ ମାର୍ଯ୍ୟା । ସେଅଟ୍ତ ମାର୍ଯ୍ୟା ଡଗବ୍ୟନେର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି (ଭାଃ ୨୧୩୩୩ ଶ୍ରୋଃ, ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୨୪ ଶ୍ରୋଃ) । ଅକ୍ରତି ଦ୍ରୁଃ ।

ଆମ୍ବାପୁର୍ବ—୧. ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ ହରିଦ୍ଵାର । ହରିଦ୍ଵାର, ହସ୍ତିକେଶ, କନ୍ଦମ ଓ ତପୋବନ ମାଯାକ୍ଷେତ୍ରେର ଅର୍ଥଗତ । ୨. ନବଦୀପେଣ୍ଠି ସମ୍ପିକଟେ ଆର ଏକଟି ମାଯାପୁର ଆଛେ । ଇହାଓ ଏକଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୀର୍ଥ ।

ଆମ୍ବାବାହୀ—ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପର କିନ୍ତୁ ନହେ— ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଯତ ଧୀହାରା ପୋଷଣ କରେନ ।

ଆମ୍ବାଶକ୍ତି—ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁଃ ।

আনঙ্গার্থ্যা দশপাটি—উড়িষ্ণায়। রাজা প্রতাপকুম্ভের রাজ্যের একটি প্রদেশ।
আলাদার বস্তু—গুণবাজ খান দ্রঃ।

আলিঙ্গী—শ্রীবাস পতিতের গৃহিণী। শ্রীনিত্যানন্দ ইহাকে মা ডাকিতেন
 এবং শিশুর শ্লাঘ ইহার স্তুতি পান করিতেন।

আছিম্বতীপুর—ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান
 নাম মহেশুরপুর। নামাঞ্চল—‘চুলিমহেশুর’।

ঝিৎ—পরম্পর (ভাঃ ৩।১৫।২৫)।

ঝিলিলা—প্রা. মিলিত হইলেন (চৈ. চ. ৩।১।১০)।

ঝিলেঁ।—প্রা. মিলিত হইব (চৈ. চ. ২।১২।৮)।

ঝীনকেতন রামদাস—শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ইনি সর্বদা রাখাল রাজার ভাবে
 আবিষ্ট ধাকিতেন এবং হাতে বাঁশীও রাখিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর
 বাড়ীতে একবার অহোরাত্র কীর্তনের সময় ইনি নিমজ্জিত হইয়া উপস্থিত
 হইয়াছিলেন এবং রাখালভাবে সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন।
 শুণার্থ মিথ নামক পূজারী আঙ্গণ এ সময় কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।
 তিনি রামদাসকে নমস্কারাদি করেন নাই। ইহাতে ঝীনকেতন কিঞ্চিং
 বিরক্তি প্রকাশ করিলেও কষ্ট হইলেন না, কারণ শুণার্থ কৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত
 ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর এক আত্মার নিত্যানন্দের প্রতি তেমন বিশ্বাস
 ছিল না। এ নিয়া ঝীনকেতনের সঙ্গে তাহার কিছু বাদাম্বাদ হয়। নিত্যানন্দের
 নিম্নায় ঝীনকেতন রাগ করিয়া হাতের বাঁশী ভাতিয়া চলিয়া আসেন।

মুকুল দস্তু—চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈত বংশে আবিস্তৃত। ইনি চৈতগ্নদেবের
 ভক্ত বাহুদেব দত্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি চট্টগ্রাম হইতে প্রথমে নবদ্বীপে
 পরে কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী এবং বিশেষ
 অনুগত ভক্ত। মহাপ্রভু একবার কোন কারণে বিবর্ত হইয়া ওঁর সঙ্গে দেখা
 করিতে অস্বীকার করেন। অনেক অস্থম বিনয়েও তিনি ওঁকে ডাকিলেন না।
 তখন মুকুল শ্রীবাস পতিতকে বলিলেন—পতিত! প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর,
 কথমও কি আমার প্রভুর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে? প্রভু উত্তরে
 বলিলেন—‘কোটিজন্ম পরে’। মুকুল ইহাতেই খুশি হইয়া নাচিতে লাগিলেন।
 কোটিজন্ম পরেই ত প্রভুর দর্শন পাইবেন। প্রভু শুনিয়া হাসিয়া তাহাকে
 ডাকিলেন। মুকুলের শ্রুতি ও বিশ্বাস দেখিয়া তিনি খুশি হইলেন। মুকুল
 স্বগায়ক ছিলেন। প্রভুকে গান শুনাইতেন। ইনি অজ্ঞের মধুকর্ষ নামক
 গায়ক ছিলেন বলিয়া কথিত।

ମୁକୁଳ ଦାସ—ଆଖିତେ ବୈଷଠକୁଳେ ଆବିଷ୍ଟ' । ପିତା ନାରାଯଣ ଦାସ । ଇନି ନଗହରି ଦାସ ଠାକୁରେର ବଡ଼ ଭାଇ । ଇହାର ପୂଜ୍ନ ରୁଷୁମନ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତପ୍ରେସ ଅଭିଭବତ୍ତା ବଲିଆ ବୈଷଣିକ ଜ୍ଞାନ କରିତେନ । ଇନି ଗାଁବିଷ ଛିଲେନ । ମୁକୁଳ ଦାସ ମହାପ୍ରେମିକ ଓ ଚୈତନ୍ୟଦେବେର ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଛିଲେନ । ଇନି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ରାହ୍ମଦେଵୀ ବଲିଆ କୌର୍ତ୍ତିତ ।

ମୁକ୍ତି—ସାଲୋକ୍ୟ-ସାଷ୍ଟି'-ସାମ୍ବିପ୍ୟ-ସାକ୍ଷିପ୍ୟକର୍ତ୍ତମପ୍ରାତ ।

ଦୀର୍ଘମାନଙ୍କ ନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିନା ଯଥ ସେବନଂ ଜନାଃ ॥—ଭାଃ ୩।୧୯।୧୩

ମୁକ୍ତି ପଞ୍ଚବିଧ, ସଥା—ସାଲୋକ୍ୟ, ସାଷ୍ଟି', ସାମ୍ବିପ୍ୟ, ସାକ୍ଷିପ୍ୟ ଓ ସାଯୁଜ୍ୟ । ସେ ଭକ୍ତ ଯେ ସରପେର ଉପାସକ, ତୀହାର ସହିତ ଏକ ଲୋକେ ବାସେର ନାମ ସାଲୋକ୍ୟ, ତୀହାର ସମାନ ଐଶ୍ୱର ଲାଭେର ନାମ ସାଷ୍ଟି', ତୀହାର ନିକଟେ ଅବସ୍ଥାନେର ନାମ ସାମ୍ବିପ୍ୟ, ତୀହାର ସମାନ ରୂପ ଲାଭେର ନାମ ସାକ୍ଷିପ୍ୟ ଏବଂ ତୀହାର ସହିତ ଏକତ୍ବ ଲାଭେର ନାମ ସାଯୁଜ୍ୟ । ସାଯୁଜ୍ୟକେ ଘୋକ୍ଷଣ ବଲେ । ସାଯୁଜ୍ୟ ଆବାର ହୁଇ ଅକାର—ବ୍ରକ୍ଷ ସାଯୁଜ୍ୟ (ନିରାକାର ଅକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ) ଓ ଜୀବର ସାଯୁଜ୍ୟ (ସାକାର ଭଗବାନେ ଲକ୍ଷ) । ପ୍ରଥମ ଚାରିପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଭଗ୍ୟ ସେବାର ଅମୁକ୍ଳ ହିଲେ କୋନ କୋନ ଭକ୍ତ ତାହା ଅନ୍ତିକାର କରିଆ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ତୀହାରା ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରେନ ନା । ଭକ୍ତର କାହେ ବ୍ରକ୍ଷ ସାଯୁଜ୍ୟ ହିତେ ଜୀବର ସାଯୁଜ୍ୟ ଧିକାରେର ସୋଗ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୬।୨୪୦-୪୨) । ପଦାର୍ଥ ତ୍ରଃ ।

ମୁକୁଳପ୍ରାହାରସି (ପ୍ରଗହ—ଘୋଡ଼ାର ଲାଗାମ) —ଇହା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶେର ଏକଟା ରୀତି । ଶବ୍ଦେର ଧାତୁପ୍ରତ୍ୟାୟଗତ ଅର୍ଥେର ଅବାଧ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶେର ରୀତି ।

ମୁଖ୍ୟାବସାସ—ମୁଖ ଉକ୍ତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪।୧୦୦) ।

ମୁଖ୍ୟତ୍ୱ—ଜ୍ଞାତୀୟ, ବିଜ୍ଞାତୀୟ ଓ ସ୍ଵଗତ ଭେଦଶ୍ରୀ ପରତତ୍ୱ । ଭେଦ ତ୍ରଃ ।

ମୁଖ୍ୟଭକ୍ତିରସ—ରତ୍ନଭେଦେ ମୁଖ୍ୟଭକ୍ତିରସ ପଞ୍ଚବିଧ, ସଥା—ଶାସ୍ତ୍ର, ଦାସ୍ତ, ସଥ୍ୟ, ବାଦସଳ୍ଲ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୯।୧୫୮-୧୯) । ରତ୍ନ ଓ ରସ ତ୍ରଃ ।

ମୁଖ୍ୟାବସି—ବ୍ରତ ତ୍ରଃ ।

ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ—ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦେର ଯେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାମନିକ ହର (ଚୈ. ଚ. ୧୭୧।୧୦୩, ୨୨୫।୨୪) ।

ମୁଖୀ ମାର୍କିକା—ମାର୍କିକା ତ୍ରଃ ।

ମୁକ୍ତି—ଆ. ଆମି (ଚୈ. ଚ. ୧୧।୨୨) ।

ମୁକ୍ତି—ଆ. କିରାର (ଚୈ. ଚ. ୧୪।୧୬୪); ମୃତ୍ତାଇଯା (ଚୈ. ଚ. ୩୩।୧୩୨) ।

ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି—ଆ. ମେହାଦ (ଚୈ. ଚ. ୩୩।୫୩) ।

মুজা—শিলমোহর (চৈ. চ. ১১১১৮); বাক্যের বা ক্রিয়াদিগুলির পরিপাটি (চৈ. চ. ২১২৩২১)।

মুণ্ডা—মিথ্যা, নগণ্য (চৈ. চ. ৩।১৬।১৩৪)।

মুসলিম—প্রা. তত্ত্বাবধায়ক, বক্তব্য (চৈ. চ. ৩।১০।৩৮)।

মুনি—মননশীল (চিন্তাশীল), মৌনী (সংযতবাক্তব্য), তপোবী (তপস্তাপরায়ণ), ব্রতী (ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মপরায়ণ), যতি (সম্মানী) ও খষি (চৈ. চ. ২।২৪।১২)।

মুশুকু—মুক্তিকামী। জ্ঞানমার্গ দ্রষ্টঃ।

মুরারি গুপ্ত—শ্রীহট্টে বৈত্তবৎশে আবিভূত, পরে নববৰ্ষীপুরাণী হন। ইনি বয়সে চৈতন্যপ্রভুর বড় ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। পূর্বজন্মে হহুয়ান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি চৈতন্যদেবের নববৰ্ষীপ লীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। প্রভুর আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত। ইহার ‘শ্রীচৈতন্য চরিতম্’ নামক কড়চা প্রভুর নববৰ্ষীপ লীলার প্রামাণ্য গ্রহ। একবার প্রভু মুরারিকে নবদুর্বাদলগ্নাম শ্রীরামচন্দ্ররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। ইনি নববৰ্ষীপে বাস করিলেও প্রভু দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন।

মুরারি চৈতন্য দাস—নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায়ই বাহুশুভ্রতিহারা হইতেন। কৃষ্ণ প্রেমাবেশে মুরারি চৈতন্য দাসের অস্তরে হিংসাদেবোদি সম্যক্রূপে লোপ পাইয়াছিল। সেঅন্ত ইনি ব্যাক্তি, অজগর সর্প প্রভৃতির সঙ্গে থেমা করিতেন।

মুলুক—প্রা. দেশ (চৈ. চ. ৩।২।১৫)।

মুর্তিশক্তি—ভগবৎ শক্তিসমূহের দুইকপে শিতি,—শক্তিকপে অমুর্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী করণে ঘূর্ত।

মুর্তি—ক্লাদিনী (আনন্দ), সর্কিনী (সৰা) ও সংবিৎ (জ্ঞান)—এই তিনটি শক্তিই যুগপৎ সম্বান্ডাবে অভিব্যক্তি লাভ করিলে শুক্ষসম্বকে মূর্তি বলে। এই শক্তিশক্তি প্রধান বিশুদ্ধ, সত্ত্বারা (মূর্তিস্বারা) পদ্মত্বাস্তুক শ্রীবিশ্বাহ ও পরিকরাদিগুলির বিশ্বাহ প্রকাশিত হয়। ‘যুগপৎ শক্তিশক্তি প্রধানং মূর্তিঃ’ (ভক্তি সম্বর্ধ ১১৮; চৈ. চ. ১।৪।৫৫)। শুক্ষস্তু দ্রষ্টঃ।

মৃগমহ—মৃগনাভি, কষ্টবী।

মৃতক—মৃতদেহ (চৈ. চ. ৩।১৮।৪৪)।

মৃতি—ব্যক্তিগতি ভাব দ্রষ্টঃ।

মৃত্যুজন—মাটির পাত্র (চৈ. চ. ২।৪।৬৭)।

ମୋକଣ୍ଡା—ଆ. ମୋକଣ୍ଡା ; ବଲ୍ଦୋବନ୍ଦ (ଚୈ. ଚ. ୩୬୧୧) ।

ମୋକ୍ଷ, ମୋକ୍ଷାକାଳୀ—ଆନ ମର୍ଗ ଦ୍ରୁଃ ।

ମୋଷ—ବର୍ଷ (ଶୀ. ୩୧୬) ।

ମୋଛେ—ଆ. ମୁହିୟା ଦେଇ (ଚୈ. ଚ. ୨୩୧୩୨) ।

ମୋତେ—ଆ. ଆମାତେ (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୨୬), ଆମାର ସଥକେ (ଚୈ. ଚ. ୩୭୧୦୯) ।

ମୋଟ୍ଟାମିଙ୍କ—ଅଲକ୍ଷାର ଦ୍ରୁଃ ।

ମୋଦମ—ପ୍ରେମ ଦ୍ରୁଃ ।

ମୋହମ—ପ୍ରେମ ଦ୍ରୁଃ ।

ମୋହ—ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ରୁଃ ।

ମୋହା—ଶ୍ରୀଯତମେର ଅଗ୍ରଭାଗେ ଆତବନ୍ଦ ସଥକେଓ ଅଭେଯ ତାବ ଜିଜ୍ଞାସାକେ
ମୋହା ବଳେ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୬୩-୬୪) ।

ମୋରଚନ୍ଦ୍ର—ମୟୁର ସମ୍ମ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୫୧୯) ।

ମୋରିଜିନ—ଆ. ତତ୍ତ୍ଵବଧ୍ୟକ, ରଙ୍କକ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୦୧୩୮) ।

୪

ଅଭାସ୍ୟ—ସଂଯତଚିନ୍ତ, କ୍ଷୋଭରହିତ (ଶୀ. ୧୨୧୩ ; ଚୈ. ଚ. ୨୨୩୫୧ ଖୋଃ) ।

ଅଧିତତ୍ତ୍ଵ—ଆ. ସେଧାନେ ଇଚ୍ଛା ସେଥାନେ (ଚୈ. ଚ. ୩୮୮୨୩) ।

ଅତୁଳକ୍ଷମ ଆଚାର୍ୟ—ଅତ୍ୱତାଚାର୍ୟର ନୌଲାଚଳବାସୀ ଅନ୍ତରକ୍ଷ ଶିଖ । ବାହୁଦେବ
ଦତ୍ତର ଅମୃଗ୍ରହୀତ । ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋପ୍ତାମୀର ଦୀକ୍ଷାଗୁର ।

ଅତୁଳନାଥ କବିଚନ୍ଦ୍ର—ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାର୍ବତ । ଚୈତନ୍ୟଭାଗବତ ମତେ “ପ୍ରଭୁର ପିତାମ
ହ ଜନ୍ମ ଏକ ଗ୍ରାମ ।” ଇହାର ଆଦି ନିବାସ ଶ୍ରୀହଟେ ଛିଲ, ପରେ ନବବୀପବାସୀ
ହୁନ । ଚୈତନ୍ୟଚରିତାୟୁତ ଇହାକେ ‘ମହାଭାଗବତ’ ବଲିଯାଛେ । ସଥାଃ “ମହାଭାଗବତ
ଯତ୍ନାଥ କବିଚନ୍ଦ୍ର । ଶାହାର ହୃଦୟେ ନୃତ୍ୟ କରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ॥” (ଚୈ. ଚ. ୧୧୧୩୨) ।
କବିଙ୍କଳପେ ଇହାର ବିଶେଷ ଗୁଣିକ୍ଷି ଛିଲ ।

ଅକ୍ଷା ଜହା—ଯେ ଶେ, ନଗଣ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୩୫୧୯) ।

ଅକ୍ଷ—୧. ଯୋଗ ଯାଗେର ସାଧନାଙ୍କ ବିଶେଷ । ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତେୟ (ଅଚୌର୍ବ),
ନିଃସଙ୍ଗ, ଲଜ୍ଜା, ଅସଂଗ୍ରେ, ଆନ୍ତିକ୍ୟ, ଅକ୍ରତ୍ୟ, ଯୋନ, ତୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରମା ଓ ଅଭର—ଏହି
ଦ୍ୱାଦୟଟି ‘ସମ’ ଶବ୍ଦ ବାଚ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୨୮୩) ।

୨. ଧର୍ମଭାଜ । ଅକ୍ଷ—ଏକଗର୍ତ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଜୀବ, ଯେମନ ନରୁଳ ଓ ଶହୁଦେବ ।

ଅବେର୍ବର ଟୋଟା—ନୌଲାଚଳେ ବାଗାନ ବିଶେଷ । ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥେର ବନ୍ଦିର
ଏହି ଶାନେ ।

যাইছে—প্রা. যাইতেছি (চৈ. চ. ৩১৮।৫৩)।

যাউক—প্রা. চলুক (চৈ. চ. ৩।৩।১১)।

যাও—প্রা. যাইব (চৈ. চ. ২।১।৫৩)।

যাজপুর—উড়িষ্বার বৈতরণী নদীর তৌরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগঙ্গা ক্ষেত্র। নামান্তর ‘যজপুর’, ‘যজাতিপুর’।

যাবৎমির্বাহু প্রতিগ্রহ—যতটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, ততটুকু গ্রহণ (চৈ. চ. ২।২।৬২)।

যাবদাশ্রয় বৃত্তি—যাবৎ (যে পর্যন্ত, যে পরিমাণ বা যত তত) + আশ্রয় (অহুরাগের আশ্রয় সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত) বৃত্তি (ব্যাপার বা ক্রিয়া)। অতএব যাবদাশ্রয় বৃত্তি অর্থ—যে পর্যন্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয় আছে অর্থাৎ যত সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত আছেন, তাহাদের সকলের উপরেই ক্রিয়া যাহার (চৈ. চ. ২।২।৩।৩)।

যামুমাচার্য—দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য ও আলোয়াল্মাৰ বা আলোয়াৰ-শ্রেষ্ঠ। শ্রীরঞ্জম মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মহাক্ষেত্র। রামায়জ্ঞাচার্যের মাতা কাস্তিমতী ইহার পৌত্রী ছিলেন। ইনি মায়াবাদ থগুন করিয়া বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শতবর্ষ বয়সে ইহার সহিত তরুণ ভক্ত রামায়জ্ঞের সাক্ষাৎ হয় এবং ইনি রামায়জ্ঞকে মনে মনে শ্রীরঞ্জমের মঠাধীশকরপে চিহ্নিত করেন। মৃত্যু সময়ে ইনি শিশ্য মহাপূর্ণকে রামায়জ্ঞের নিকটে প্রেরণ করেন। চারি দিন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া রামায়জ দেখেন যামুমাচার্যের আগবায়ু বহুগত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার তিনটি অঙ্গুলি মৃষ্টিবদ্ধ। ইহা আচার্যের অপূর্ণ বাসনার ঢোতক মনে করিয়া রামায়জ তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রোক আবৃত্তি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের অঙ্গুলি খুলিয়া যায়। রামায়জ বেদাস্ত্রের শ্রীভাণ্ড রচনা করিয়া এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহা—যে স্থানে (চৈ. চ. ১।১।২।১)।

যুক্ত বৈরাগ্য—ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া কৃষ্ণভক্তির আশুকূলে যথাযোগ্য ভাবে শিনি বিষয় ভোগ করেন তাহার বৈরাগ্যকে ‘যুক্ত বৈরাগ্য’ বলে। ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সমক্ষে আগ্রহ অগ্রে (চৈ. চ. ২।২।৩।৫৬ এবং ২।২।৩।৪৯ প্লোঃ, ভ. ব্র. পি. ১।২।১।২।১)। যুক্ত বৈরাগ্য শ্ৰঃ।

যুগধর্ম—যুগায়ুক্ত ভজন,—সত্যঘূঁগে ধ্যান, ভ্রেতান্ন যজ্ঞ, ঘাপনে পরিচর্যা ও কলিতে নাম সংকীর্তন। যথা—

କୁତେ ଯକ୍ଷାଯତୋ ବିଷୁଂ ତ୍ରେତାଯାଃ ଯଜତୋ ମୈଥେ ।

ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଯାଃ କର୍ଣ୍ଣେ ତନ୍ତ୍ରର କୌରନାନ୍ ॥—(ଡା: ୧୧୩୧୫)
ଚୈ. ଚ. ୧୩୧୭) ।

ସୁଗୋବତ୍ତାରୁ—ଅବତାର ଦ୍ରଃ ।

ମୁଡ଼ି—ଆ. ମୁକ୍ତ କରିଯା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୩୧୫) ।

ଖୋଇ କୋଇ—ଆ. ଯେ କେହ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୪୧୪୫) ।

ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ର—(ଗୀତା ୩୨୨) । ୧. ଯୋଗ—ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ର—
ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ; ଅତେବ ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ର—ଆହାରାଦି ସକଳ ପ୍ରୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ—
(ଶକ୍ତର) ; ୨. ଯୋଗ—ଧନାଦି ଲାଭ, କ୍ଷେତ୍ର—ତାହାର ରକ୍ଷଣ ଅଥବା ମୁକ୍ତି
(ଶ୍ରୀଧର) । ୩. ଶ୍ରେସ—(କଠ. ଉ.) । ୪. ନିର୍ବାଣ—(ଧର୍ମପଦ) ।

ଯୋଗପଟ୍ଟ—ଯେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଦେଵ ପୃଷ୍ଠ ଓ ଆହୁ ବକ୍ଷନ ହୁଏ (ଚୈ. ଚ.
୨୧୨୦୧୦୬) ।

ଯୋଗପୀଠ—“ସପରିକର ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦେର ମିଳନସ୍ଥାନବିଶେଷ । ଯୋଗପୀଠେର
ମଧ୍ୟରୁଲେ ଯଗିନ୍ୟ ସତ୍ୱଦଲପତ୍ର ; ତାହାର ମଧ୍ୟରୁଲେ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦେର ରଙ୍ଗ
ସିଂହାସନ ; ଏହି ସତ୍ୱଦଲପତ୍ର ଏକଟି ବୃଦ୍ଧ ଯଗିନ୍ୟ ପଦ୍ମର କର୍ଣ୍ଣକାର ହାନୀଯ ; ଏହି
ବୃଦ୍ଧ ପଦ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଦଲେ ସଥାହାନେ ଦେବାପରାଯଣ ସର୍ବୀ-ମଜ଼ରୀଗଣେର ଦାଢ଼ାଇବାକୁ
ହାନ । କରିବୁକେର ନୀଚେ ଏହି ଯୋଗପୀଠ ଅବହିତ ।”—ଡଃ ନାଥ (ଚୈ. ଚ.
୧୫୧୯୯) ।

ଯୋଗମାତ୍ରା—‘ଯୋଗେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧେନ ଯ ମାତ୍ରା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି’—ଅର୍ଦ୍ଧ
ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧରୂପ ଯୋଗ ଭାଗୀ ଯେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିକେ ଉତ୍ସୁକ କରିତେ ହୁଏ ତିନିଇ
ଯୋଗମାତ୍ରା । ଇନି ଭଗବାନେର ଅଷ୍ଟନ ଷଟନ ପଟୀର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାଶକ୍ତି । ଇହାର
ଭାଗୀ ଭଗବାନ ଦେବକୀର ଗର୍ଭ ମୋହିଣୀତେ ସଂକ୍ରାମିତ କରିଯାଛିଲେନ ; ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଦାବାପି ପାନ କରିଯା ସ୍ଵଜନଗଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିଯାଛିଲେନ (ଡା: ୧୦୧୨୧୮ ଏବଂ
୧୦୧୯୧୪) । ଇହାକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଗଣେର ସହିତ ରାସଲୀଲା
କରିଯାଛିଲେନ (ଡା: ୧୦୧୨୧୧) । ଇନି “ହୁର୍ଗେତି ଭସ୍ରକାଳୀତି ବିଜ୍ଞା
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚ” (ଡା: ୧୦୧୨୧୧) । “ଯୋଗମାତ୍ରା ଚିଛକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୱ ପରିଣତି”
ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୱ ଯାହାର ପରିଣତି ବା ବୃତ୍ତିବିଶେଷ, ମେହି ଚିଛକ୍ତିଇ ଯୋଗମାତ୍ରା
(ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୮୯) । ଜୀବମାତ୍ରା ଦ୍ରଃ ।

ବୋଟିଲ—ଯୋଗ, ସଂଯୋଗ, (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୪୮) ।

ବୋରିଟ—ଶ୍ରୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮୧୧୦) ।

ବୋପେଶ୍ୱର—ଯୋଗ+ଈଶ୍ୱର । ଅଷ୍ଟନୟଷ୍ଟନପଟୀର୍ଯ୍ୟ ଯହାଶକ୍ତି ବୋଗମାତ୍ରାର ଈଶ୍ୱର
(ଡା: ୧୦୧୭୩୩) ।

অ

রহি—ৱহি, ধাকি (চৰ. চ. ২১৪।৩৫)।

রাজিতা—রক্ষাকর্তা (চৰ. চ. ১।১।৩২)।

রঘুনন্দন—শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবুলে আবির্ভাব। পিতা মুকুল দাস, খুন্নতাত নবরহিৰ সমকার ঠাকুৰ। ইনি শ্রীচৈতন্তেৰ অভিন্নতম বলিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞান কৱিতেন। ইহার কৃষ্ণভজন মাহাত্ম্যে পিতা মুকুল দাস বলিয়াছিলেন— রঘুনন্দন হইতেই আমাদেৱ কৃষ্ণভজি, স্বতন্ত্ৰং রঘুনন্দনই আমাৰ পিতা, আমি তাঁৰ পুত্ৰ। রঘুনন্দনেৱ গৃহে একটি কদম্বকৃষ্ণ ছিল, ইহাতে প্রতিদিন ফুল ফুটিব। ইনিও দুইটি কদম্বফুল দিয়া প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণেৰ কৰ্তৃত্বপূর্ণ রচনা কৱিতেন।

রঘুনন্দন কৃষ্ণচার্য—নব্য স্মৃতিৰ প্রবৰ্তক। প্রধান গ্ৰন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। পিতা হৰিহৰ ভট্টাচার্য। ঘটায় কুলেৱ ব্রাহ্মণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিৰ্ভাব। ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। আদিনিবাস পূৰ্ববঙ্গে, অনেকেৱ মতে শ্রীহট্টে।

রঘুনাথ—শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আটজন রঘুনাথেৱ উল্লেখ আছে। ইহাদেৱ মধ্যে শ্রীচৈতন্ত পৰিকল্পন তিনজন, যথা—১. তপন মিশ্রেৰ পুত্ৰ রঘুনাথ ভট্ট গোৱামী, বৃন্দাবনেৱ ছয় গোৱামীৰ অস্তুতম; ২. রঘুনাথ দাস গোৱামী, বা ‘স্বরূপেৱ রঘুনাথ’ এবং ৩. রঘুনাথ বৈষ্ণ—ইনি শ্রীচৈতন্তেৰ পূৰ্বসঙ্গী, পৱে নৌলাচলে বাস কৱিয়া প্ৰভুৰ সেবা কৱিতেন (চৰ. চ. ১।১।০।১।২৪-২৫, ৩।৬।২।০।)। এতদ্যুতীত নিত্যানন্দ প্ৰভুৰ গণমধ্যে ছিলেন হৃষিঙ্গন, যথা—৪. ‘রঘুনাথ বৈষ্ণ উপাধ্যায় মহাশয়। যীহার দৰ্শনে কৃষ্ণ প্ৰেম ভজি হয়।’ (চৰ. চ. ১।১।১।৯) এবং ৫. ‘আচাৰ্য বৈষ্ণবানন্দ’ রঘুনাথ-পুৱী (চৰ. চ. ১।১।১।৩।); ৬. অৰ্দ্ধৈত শাখাৱ ছিলেন একজন রঘুনাথ এবং ৭. গদাধৰ শাখাৱ অপৱ একজন। ইহা ব্যাতীত আৱ একজন রঘুনাথেৱ উল্লেখ পাওয়া যাব, যথা—৮. রঘুপতি উপাধ্যায়। ‘তিৰোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়’ (চৰ. চ. ২।১।১।৮।-৯।)। ইনি মহাপ্ৰভুকে ‘শামমেৰ পৱং ক্ৰপণ’—নামক প্ৰোক্তি শৰাইয়াছিলেন। ১ম ও ২য় রঘুনাথেৱ বিবরণ নিম্নে প্ৰকল্প।

রঘুনাথ দাস গোৱামী—ইনি বৃন্দাবনেৱ ছয় গোৱামীৰ অস্তুতম। সপ্তগ্ৰামেৱ গোৰৰ্ধন দাসেৱ পুত্ৰ। হিৱণ্য দাস ইহার জ্যেষ্ঠা। হিৱণ্য দাস ও গোৰৰ্ধন দাস দুই আতা ছিলেন সপ্তগ্ৰামেৱ অধিদার। ইহাদেৱ রাজকৰই ছিল বাৰ্ষিক বাৱ লক্ষ টাকা। রঘুনাথ দাস ছিলেন সেই বিশাল সম্পত্তিৰ একমাত্ৰ উত্তৰাধিকাৰী। কিন্তু ইনি বাল্যে হৰিদাস ঠাকুৰেৱ সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীচৈতন্তেৰ ভক্ত হইয়া

ଉଠେନ । ଏବଂ ପରିଶେଷେ ହୁଲ୍ମରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଶାଳ ସମ୍ପଦି ତ୍ୟାଗ କରିଯା ନୀଳାଚଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟେ ଚଲିଯା ଯାନ । ପ୍ରଭୁ ସ୍ଵର୍ଗଦାମୋଦରେର ଉପରେ ଇହାର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ସମର୍ପଣ କରେନ । ଏହାକେ ‘ସ୍ଵର୍ଗପେର ରୁଦ୍ଧନାଥ’ ବଳା ହାଇତ । ପ୍ରଭୁ ଇହାକେ ଗୋର୍ବନ ଶିଳା ଓ ଶୁଙ୍ଗମାଳା ଦାନ କରିଯା ଗୋର୍ବନ ଶିଳାର ସେବାର ଆଦେଶ କରେନ । ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ସ୍ଵର୍ଗଦାମୋଦରେର ଅଞ୍ଚର୍ବିନେର ପର ଇନି ବୁଦ୍ଧାବନେ ଗିଯା ରୂପ ସନାତନେର ସଙ୍ଗେ ବାସ କରେନ । ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ କଲ୍ପବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀମାଳା, ମୁକ୍ତାଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଇହାର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଇନି ବ୍ରଜେର ରମଙ୍ଗନୀ ସ୍ତରିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧି । ଗୁହ୍ୟାଶ୍ରମେ ଧାକାକାଳେ ଇନି ପାନିହାଟିତେ ଢିଙ୍ଗମହୋତସବ ଉତ୍ୟାପିତ କରିଯାଛିଲେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅଙ୍ଗୀକାର କରେନ । ଦାସ ଗୋର୍ବାମୀର ଭଜନ ନିଷ୍ଠା ଓ କୁଞ୍ଚୁମାଧନ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗତେର ପରମ ବିଶ୍ୱମ । ଇନି ନୀଳାଚଳେ ସାଡ଼େ ସାତ ପ୍ରହର ସାଧନ-ଭଜନ କରିତେନ ଏବଂ ତ୍ୟଗରେ କିଞ୍ଚିତ ଗଲିତ ମହାପ୍ରଶାଦାର ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିତେନ । ନୀଳାଚଳେ ଇନି ଘୋଲ ବନ୍ସର ମହାପ୍ରଭୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେବା କରିଯାଛିଲେନ ।

ରୁଦ୍ଧନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗ୍ରୀ—ବୁଦ୍ଧାବନେର ଛୟ ଗୋର୍ବାମୀର ଅନ୍ୟତମ । ଚୈତନ୍ୟଦେବେର ପରମ ଭକ୍ତ ତପନ ମିଶ୍ରେର ପୁତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁ ଯଥନ କାଶିତେ ଗିଯାଛିଲେନ, ତଥନ ତପନ ମିଶ୍ରେର ଗୁହେ ଭିକ୍ଷା କରିତେନ । ମେ ସମୟ ରୁଦ୍ଧନାଥ ମହାପ୍ରଭୁର ସେବା କରିତେନ । ପିତୃମାତ୍ରିଧେ ଧାକାକାଳେ ଇନି ଚୈତନ୍ୟଦେବକେ ଦର୍ଶନେର ଜନ୍ମ ହେଇବାର ନୀଳାଚଳେ ଗିଯାଛିଲେନ । ମହାପ୍ରଭୁର ଆଦେଶେ ଇନି ପିତା-ମାତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଇନି ନୀଳାଚଳେ ମହାପ୍ରଭୁର ନିକଟେ ଚଲିଯା ଯାନ । ମହାପ୍ରଭୁ ପରେ ଇହାକେ ବୁଦ୍ଧାବନେ ପାଠିଇଯା ଦେନ ।

ରୁଦ୍ଧନାଥ ଶିରୋମୂଳି—ନୟ ଶ୍ରାୟେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ମିଥିଲାର ପତିତ ପକ୍ଷଧର ମିଶ୍ରକେ ପଦାଙ୍ଗିତ କରିଯା ଇନି ନୟବୀପେ ଶ୍ରାୟେର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାପନ କରିଯାଛିଲେନ । ଚୈତନ୍ୟଦେବେର ଶହପାଟୀ । ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ଆବିର୍ତ୍ତାବ । ପୂର୍ବ ନିବାସ ଶ୍ରୀହଟ୍ଟେ । ଇନି ନୟବୀପେ ବାହୁଦେବ ସାର୍ବଭୋମେର ନିକଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ ଏବଂ ପରେ ମିଥିଲାର ଗିଯା ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତାରାଗ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଯା ‘ଶିରୋମୂଳି’ ଉପାୟିତେ ଭୂଷିତ ହନ । ଇନି ଦୀଧିତି ଟିକା, ଲୌଳାବତୀ ଟିକା, କଞ୍ଚକଲୁହବାଦ, ଅଞ୍ଚହରୁକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ୩୮ ଖାନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଯାଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବେ ଏହି ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ ଇହାର ଏହି ଆମୃତ ହିଁବେ ନା ଆନିରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ବକ୍ତ୍ଵର ପ୍ରୀତିର ଅନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏହି ପରାଗରେ ନିକ୍ଷେପ କରେନ ।

বুজ—গীলা (চৈ. চ. ১১১৩), কোশল (চৈ. চ. ১১১৩০), উজ্জাস (১১৩৩৫)।

বুঁক—কণিকা (চৈ. চ. ৩১১১৯)।

বুড়ি—প্রা. দৌড় (চৈ. ভা. ১২২১৬)।

বুজহিঙ্গক—জীলপট (উ. নৌ., সখী-৪)।

বুজি—প্রেমাঙ্গুর, প্রীতাঙ্গুর বা ভাব (চৈ. চ. ২২২১৪, ২২৩২৪-৩৫)।

রতি বা ভাবের লক্ষণ, যথা—

শুক্ষমত বিশেষাঞ্চা প্রেম স্থ্যাংশ সাম্যভাক।

কঢ়িভিশিত্তমাস্থগাঙ্গদসো ভাব উচ্যাতে॥ (ভ. ব্র. সি. ১৩১)।

হ্রাদিমী প্রধান শুক্ষমতের বৃক্ষবিশেষই ভাব বা প্রীতাঙ্গুর বা রতি।

ইহা শুক্ষমতবিশেষ স্বরূপ, প্রেমরূপ স্থর্যের কিন্নত সন্দৃশ এবং কৃচি অর্থাৎ ডগবৎ
প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিন্তের স্থিতান্ত সম্পাদক ভক্তি বিশেষ। শুক্ষমত ও
প্রেম স্তুৎ।

চৈতন্যচরিতামৃত (২১১১১৫১-১৫২) বলেন—

“সাধন ভক্তি হৈতে ছয় রতির উন্নয়।

রতিগাঢ় হৈলে তাহে ‘প্রেম’ নাম কয়।

প্রেম বৃক্ষিক্রমে নাম প্রেহ, মান, প্রণয়।

রাগ, অহুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।”

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চবিধি, যথা—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাসল্য ও মধুর।

এই পাঁচটি রতি ই শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাসল্য ও মধুর রসের স্থায়ীভাব (চৈ. চ. ২১৮৬০-৬১ এবং ২১১১১৫১-১৬০)।

শাস্তরতি—শাস্তরতির গুণ শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা, কৃষ্ণ বিনা অন্ত কামনা ত্যাগ। কিন্তু শাস্তরতির শ্রীকৃষ্ণের যমতাৰুদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণে কেবল তাঁহার পরমাঞ্চা জ্ঞান। শাস্তরতি প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্ত বৃক্ষি পায়। নব যোগেজ্ঞাদি ও সনকাদি শাস্তরসের আশ্রয়-আলম্বন এবং চতুর্ভুজস্বরূপ বিষয়ালম্বন (চৈ. চ. ২২৩৩৪)।

দাস্তরতি—দাস্তরতির গুণ সেবা ; দাস্তরতির শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা ত আছেই, অধিকস্ত শ্রীকৃষ্ণে

যমতাৰুদ্ধি ধাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অঙ্গ সেবা আছে। দাস্ত ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে

গৌরব বৃক্ষি আছে। দাস্তরতি প্রেম, স্বেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বৃক্ষি পায়।

দাস্তরসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ আয় আশ্রয়-আলম্বন রক্তক পত্রক প্রভৃতি।

সখ্যরতি—সখ্যরতির গুণ সন্তুষ্ট্যাত্মা বা গৌরবশৃঙ্খলা। শ্রীকৃষ্ণ বে তাহাদের

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণলাদের সেই জ্ঞানই নাই। সখ্যরতিতে শাস্তের

কৃষ্ণনিষ্ঠা ও দাস্তের সেবা ত আছেই, অধিকস্ত সখ্যার সন্তুষ্ট্য বা গৌরবশৃঙ্খলা

আছে। সখ্যরতি প্রেম, স্বেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অহুরাগ পর্যন্ত বৃক্ষি

ପାଇ । ସୁବଳ, ମୁଦ୍ରନାଦି ସଥ୍ୟରସେଇ ଆଶ୍ରୟ-ଆଲୟନ ଆର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷୟାଲୟନ ।

ବାଂସଲ୍ୟରତି—ବାଂସଲ୍ୟରତିର ଭକ୍ତଗଣ ଆପନାଦିଗଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ମନେ କରେନ । ବାଂସଲ୍ୟରତିତେ ଶାସ୍ତ୍ରେର କୁଞ୍ଜନିଷ୍ଠା, ଦାସ୍ତ୍ରେର ସେବା ଏବଂ ସଥ୍ୟର ସମ୍ବ୍ରଦ ଶୁଣ୍ଟତା ତ ଆଛେଇ, ଅଧିକଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀତି ଓ ମମତାର ଆଧିକ୍ୟ-ବଶତଃ ତୋହାକେ ଆଶୀର୍ବାଦେର ଓ ଅଭୁଗ୍ରହେର ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନଓ ଆଛେ । ଲାଲନ ପାଲନେର ଭାବ ଆଛେ । ବାଂସଲ୍ୟରତି—ପ୍ରେମ, ମେହ, ଯାନ, ପ୍ରଗୟ, ରାଗ ଓ ଅଭୁଗ୍ରହେର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ପିତାମାତା ପ୍ରତ୍ୱତି ଗୁରୁଜନ ଆଶ୍ରୟାଲୟନ ଏବଂ ପ୍ରତାବଶ୍ୟ ଓ ଅଭୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରଙ୍କରେ ପ୍ରତୀଯମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷୟାଲୟନ ।

ଅଧୁରାରତି—ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଦାନାଦି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସେବା ଓ ଶ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନରେ ମୁଦ୍ରାରତିର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ । ମୁଦ୍ରାରତିତେ ଶାସ୍ତ୍ରେର କୁଞ୍ଜନିଷ୍ଠା, ଦାସ୍ତ୍ରେର ସେବା, ସଥ୍ୟର ସମ୍ବ୍ରଦ-ଶୁଣ୍ଟତା ଏବଂ ବାଂସଲ୍ୟେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭୁଗ୍ରହତ୍ସ ଗୁଣ ଓ ଆଛେ । ମୁଦ୍ରାରତି—ପ୍ରେମ, ମେହ, ଯାନ, ପ୍ରଗୟ, ରାଗ, ଅଭୁଗ୍ରହ, ଭାବ ଓ ମହାଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ଶ୍ରୀରାଧିକାଦି ବର୍ଜମ୍ବନୀଗଣ ମୁଦ୍ରା ରସେର ଆଶ୍ରୟାଲୟନ ଓ ରସିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷୟାଲୟନ । ମୁଦ୍ରାରତି ତିନ ପ୍ରକାର, ଯଥା—ସାଧାରଣୀ, ସମଜୀନ ଓ ସମର୍ଥୀ ।

ଶାଧାରଣୀରତି—ସେ ରତି ଅତିଶ୍ୟ ଗାଢ଼ ହୁଯ ନା । ଯାହା ପ୍ରାୟ କୁଞ୍ଜଦର୍ଶନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଯ ଏବଂ ସଞ୍ଚୋଗେଛାଇ ଯାହାର ନିଦାନ, ସେଇ ରତିକେ ସାଧାରଣୀରତି ବଲେ । ଇହାତେ କୁଞ୍ଜ-ସୁଖେ କିଞ୍ଚିତ ଧାକେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟଥହେତୁ ସଞ୍ଚୋଗେଛାଇ ପ୍ରବଳ । ଯେମନ କୁଞ୍ଜକେ ଅନେକଟା ଉପପତି ଭାବେ ପ୍ରହଳ କରିତେ ଚାହିୟାଛିଲେନ । ସାଧାରଣୀରତି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ।

ସମଜୀନାରତି—ସେ ରତି ଗୁଣାଦିର ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧି ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହା ହିତେ ପତ୍ରୀଦେର ଅଭିଯାନ ବୃଦ୍ଧି ଜୟେ ଏବଂ ଯାହାତେ କଥନ ଓ କଥନ ଓ ସଞ୍ଚୋଗତକ୍ଷଣ ଜୟେ, ସେଇ ଗାଢ଼ (ସାନ୍ତ୍ରା) ରତିକେ ସମଜୀନାରତି ବଲେ । ଏହି ରତି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଥା ମାତ୍ରାଇ କାନ୍ତାଭାବେର ଉଦୟ ହୁଯ ଏବଂ ପତ୍ରୀଙ୍କରେ ସେବା କରିଯା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ହୃଦୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବଲବତୀ ହୁଯ । ଯଥା କୁଞ୍ଜାରୀ ପ୍ରତ୍ୱତି । ଇହାତେ କୁଞ୍ଜହୁଥେର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକତର ପ୍ରବଳ । ସମଜୀନାରତି ଅଭୁଗ୍ରହେର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ।

ସମର୍ଥୀରତି—କୁଞ୍ଜହୁଥେକ ତାତ୍ପର୍ୟମୟୀ ସେ ରତି, ସ୍ଵ-ନୁହୁଥବାଶନାର ଗଜମାତ୍ରା ଓ ଯାହାତେ ନାହିଁ, ସେଇ ରତିକେ ସମର୍ଥୀରତି ବଲେ । ସମର୍ଥୀରତିର ଅଙ୍ଗ କୁଞ୍ଜଦର୍ଶନ ବା କୁଞ୍ଜଗାନ୍ଧି ଶ୍ରୀଗାନ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଯ ନା । ଇହା ସଙ୍କଳପଧର୍ମବଶତଃ ଆପନା ଆପନିଇ ଉତ୍ସେଷିତ ହୁଯ । ସମର୍ଥୀରତି ମହାଭାବେର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଯ ।

ରୁଦ୍ଧୀ—ମହାରଥ ଶ୍ରୀ ।

ରଜାରାଜି—ଦ୍ୱାତେ ଦ୍ୱାତେ (ଚେ. ଚ. ୩୧୮୧୮୫) ।

রুমণ—হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা অজনমনীদিগের পরম্পরের শ্রীভিধানের নাম রুমণ। রুমণ শব্দের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। [রম্য ক্রীড়ায়ং নিচ + লু] পতি (হসি. ১৯১)।

রুশনা, রুশনা—রজ্জু (ডাঃ ১১১২।১৫) ; জিহ্বা।

রুস—রসো বৈ সঃ (তৈতি. ২।৭)। অক্ষয়সুরকূপ। রস শব্দের দুইটি অর্থ—
অস্ততে (আস্তাগতে) এবং রসয়তি (আস্তাদ্যতি) ইতি রুসঃ। যাহা
আস্তাগত (যেমন মধু) এবং যাহা আস্তাদ্যত (যেমন অমর) উভয়ই রুস।
অক্ষ ও আস্তাগত ও আস্তাদ্যত। চমৎকারিতাই রসের সার। **রুজি—**স্বেগ্য
বিভাব, অহভাব, সাধিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের মিলনে অবির্বচনীয়
আস্তাদনচমৎকারিতা ধারণ করিলে রসে বা ভক্তিরসে পরিণত হয়।
(বিভাব, অহভাব, সাধিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।) রত্নভেদে ভক্তিরস
বারটি। ইহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান বা মুখ্য, যথা—শাস্ত, দাশ্ত, সধ্য, বাংসল্য
ও মধুর। এবং সাতটি গৌণ, যথা—হাস্ত, অস্তুত, বীর, কুরুণ, রৌজু, বীভৎস
ও ভয়। যথা—

শাস্ত-দাশ্ত-সধ্য-বাংসল্য-মধুর রস নাম।

কুক্ষ-ভক্তিরস মধ্যে এ পক্ষ প্রধান ॥

হাস্তাস্তুত-বীর-কুরুণ-রৌজু বীভৎস-ভয় ।

পক্ষবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ (চৈ. চ. ২।১৯।১৫৮-৬০)

রতি, মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস দ্রঃ ।

রুসবাস—কবাবচিনি (চৈ. চ. ২।৩।১০০)

রুসরাজমহাভাব—শৃঙ্গার—রসরাজ শৃঙ্গিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীমাধবী
মিলিতকূপ (চৈ. চ. ২।৮।২৩৩)।

রুসাভাস—“অনোচিত্য প্রবৃত্তে আভাসো রসভাবয়োঃ” (সাহিত্য দর্পণ-৩)।
অনুচিতকূপে প্রবৃত্ত রসকে রসাভাস বলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে রসপুষ্টিকান্তক
মনে হইলেও বিচার করিলে যাহাতে রস-লক্ষণ-সমূহ যথাযথ দৃষ্ট হয় না।
অজগোপীদের প্রেমে রসাভাস দোষ নাই (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৫)।

রুসা—প্রা. রস (চৈ. চ. ৩।৪।১৯)

রুসালা—শিখরিণী দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৪।১৭৩)।

রুস্তুই—প্রা. রক্তন, রাজা (চৈ. চ. ৩।১২।১৪২)।

রুহ—প্রা. ধাক (চৈ. চ. ৩।৪।৪৭)।

রুহঃস্মান—গোপনীয় স্থান (চৈ. চ. ২।৮।৫৩)।

রাগ—প্রেম দ্রঃ। অভিসরিত বস্ততে যে আভাবিকী আবেশ-পরাকাঠা, তাহার নাম রাগ। “ইটে গাঢ়তুঞ্চা রাগ—এই স্বরূপ লক্ষণ। ইটে আবিষ্টি— এই তটশ্ব লক্ষণ।” (চৌ. চ. ২১২২।৮৬) এই ভজিপথের নাম রাগমার্গ।

রাগমার্জিকা, রাগমুগা—ভঙ্গি দ্রঃ।

রাঘব পশ্চিম—পানিহাটিতে আশঙ্গহুলে আবিষ্টৃত। মহাপ্রভু ইহার কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর প্রশংসা করিতেন। কৃষ্ণসেবায় ইহার যেমন প্রীতি ছিল, তেমন শুভতা ও শুচিতা ও ছিল। ইনি যে ভোগ লাগাইতেন তাহার প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভু বলিতেন, “রাঘবের ঘরে রাঙ্কে, রাধাঠাঁকুরাণী।” ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং তাহার ভগিনী দয়বন্ধী দেবী কর্তৃক মহাপ্রভুর জন্য প্রস্তুত বারমাসের উপযোগী বিবিধ ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ ঝালি মকরধনুকরের তত্ত্বাধানে নীলাচলে শয়ীয়া যাইতেন। এই বালি “রাঘবের বালি” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত দ্রব্য শুন্দা ও প্রীতির সহিত শুচি-পবিত্রভাবে প্রদত্ত হইত বলিয়া মহাপ্রভু গ্রহণ করিতেন।

রাজঘর—রাজার কারাগার (চৌ. চ. ২।১।৯।৫২)।

রাজলেখা—রাজার ছাড়পত্র (চৌ. চ. ২।৪।১।৫২)।

রাজমহিলা—মাদ্রাজ রাজ্যের ‘রাজমহেন্দ্রী’। ইহা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ কন্দের শাসনাধীন ছিল।

রাজ্ঞী—বিধবা ((চৌ. চ. ২।১।৫।২৪২)।

রাজ্যদেশ—গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বঙ্গদেশের অংশকে রাজ্যদেশ বলে।

রাজ্ঞী—রাজ দেশীয় (চৌ. চ. ২।১।৬।৫০)।

রাজ্যুল—রক্তবর্ণ (চৌ. চ. ৩।১।৩।৫২)।

রাধা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা। ইহার পিতা—বৃষভাস্তু, মাতা—কৌর্তিদা, আতা—শ্রীদাম, ভগিনী—অনঙ্গ মঞ্জুরী, পতি—অভিমহ্য, খন্দ—বৃক, শঙ্ক—জটিলা, নবদ্বা—কুটিলা। রাধাকৃষ্ণ—শ্রীরাধা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, মহাভাব স্বরূপিণী। ইহার প্রেম নিভাসিদ্ধ ও কামগুহ্যানী। রাধা, ধাতুর অর্থ আরাধনা। কৃষ্ণাধা পুর্তিকৃপ আরাধনা করেন বলিয়া ইহার নাম রাধিকা (চৌ. চ. ১।৪।৭৫, তা: ১০।৩।০।২৮)। লক্ষণগণ শ্রীরাধার অংশ বিভৃতি বা বৈভব বিলাসাংশকৃপ, ধারকা মথুরার শহিষ্ণীগণ ইহার বৈভব-প্রকাশ স্বরূপ এবং অজাত্মনাগণ রসবৈত্তির অঙ্গ আকৃতি-প্রকৃতি ভেদে কায়বৃহকৃপ (চৌ. চ. ১।৪।৬।৭-৬৮)। বৃহৎ গোত্যাইতন্ত্রমতে, ইনি দেবী, কৃষ্ণমূর্তী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীমূর্তী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা। রাধা পূর্ণশক্তি ও কৃষ্ণ

পুর্ণশক্তিমান् । শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ রাধাকৃষ্ণ মূলতঃ অভিধা
(চৈ. চ. ১৪।৮৩-৮৫) । শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “রাধিকার প্রেম শুন, আমি
শিষ্টনট । সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উন্নট ॥” (চৈ. চ. ১৪।১০৮)

রাধিকার অষ্টমধী—অলিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তঙ্গবিজ্ঞা, ইন্দু-
লেখা, রঞ্জনদেবী ও সুদেবী । ইহারা রাধিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয় (উ. নৌ.
রাধা পু. ৩৭) ।

রাধিকারগণ—শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী । জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে
তিনজন একপ পাত্র বা পরিকল্পনা আছেন ।—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ ও
শিথিমাহিতী—তিনজন এবং শিথিমাহিতীর ভগী মাধবী দেবী স্ত্রীলোক
বলিয়া অর্জন । যথ—

অভু লেখা করে—রাধা ঠাকুরানীরগণ ।

জগতের মধ্যে পাত্র সার্দি তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঙ্গি, আর রায় রামানন্দ ।

শিথি মাহিতী, আর তাঁর ভগী অর্জন ॥—চৈ. চ. ৩২।১০৪-৫।

এই চারিজন শ্রীমন् মহাপ্রভুর উপদেশের পূর্ব হইতেই রাগানুগামার্গে অজ
গোপীর আমৃগত্যে ভজন করিতেন । ইহাদের ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান ছিল না ।

রাধিকার পঞ্চবিংশতি শুণ—নায়িকা-শ্রেষ্ঠা বৃদ্ধাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শুণ
অনন্ত, তাহার মধ্যে পচিশটি প্রধান । যথ—শ্রীরাধিকা—১. মধুরা,
২. নববয়া (চির-কিশোরী), ৩. চলাপানা (চঞ্চল কটাক্ষযুক্তা),
৪. উজ্জলস্থিতা (বদনে উজ্জল দৃষৎ হাস্ত), ৫. চারুসৌভাগ্য-রেখা
(করচরণদিতে সৌভাগ্যরেখা বিদ্যমান), ৬. গঙ্গোত্ত্বাদিত-মাধবা (ইহার
গাত্রগুক্ষের মাধুর্যে মাধব উন্নত হইয়া উঠেন), ৭. সঙ্গীত-প্রবর্মাভিজ্ঞা (সঙ্গীত
বিচার স্থনিপুণী), ৮. দ্রুম্ববাক্ত (ইহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয়), ৯. নর্ম পশ্চিতা
(পরিহাস বিশারদা), ১০. বিনীতা, ১১. করুণাপূর্ণা, ১২. বিদ্যমা
(সর্ববিষয়ে চতুরা), ১৩. পাটবাবুষিতা (চার্তুর্যশালিনী), ১৪. লজ্জাশীলা,
১৫. শুর্মৰ্যাদা (সৎ-পথে অবিচলিতা), ১৬. ধৈর্যশালিনী, ১৭. গাঞ্জীর্ধ-
শালিনী, ১৮. স্ত্রিলাসা (শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণকারী শঙ্কী বিলাসবতী),
১৯. মহাভাব পরমোৎকর্ষত র্ধিত্বী (মহাভাবের চরম বিকাশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-
বিষয়ে অতিশয় তৃক্ষাবতী), ২০. গোকুল প্রেমবসতি (গোকুলবাসীদের
প্রীতিভাজন), ২১. অগঞ্জেশ্বীলসন্ধ্যশা (ইহার যশে সমন্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত),
২২. শুর্বিপ্রিত-শুক্র-দ্রেহা (শুক্রজনদের প্রতি অতিশয় স্নেহপাত্রী), ২৩. সংগী-

ପ୍ରେଗ୍ରିନ୍ତାବଣୀ (ସଥିସକଳେର ପ୍ରେଗ୍ରେର ଅଧୀନୀ), ୨୪. କୁଳ ପ୍ରିନ୍ସାବଲୀମୁଖୀ (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେସ୍‌ସୀଗଣେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବପ୍ରଧାନୀ) ଏବଂ ୨୫. ସନ୍ତତାଶ୍ରବକେଶ୍ଵା (କେଶବ ସର୍ବଦାଇ ଇହାର ବାକ୍ୟେର ଅଧୀନ) (ଡ୍ର. ନୀ. ରାଧା ପ୍ରକଳ୍ପ (୩), ଚୈ. ଚ. ୨୨୩୦୯-୧୦ ମୋଦ୍) ।

ରାମ— ୧. ଅଧୋଧ୍ୟାଧିପତି ; ୨. ରାମ ନାମ ତାରକ, କୁଳ ନାମ ପାରକ (ଚୈ. ଚ. ୩୩୧୨୪୪) ; ୩. ସତ୍ତିଦାନନ୍ଦସ୍ଵର୍କପ ପରମତ୍ମ, ଯୋଗିଗଣ ଇହାତେ ରମ୍ଭ କରେନ (ପଞ୍ଚପୁରାଣ, ରାମ ଶତବାଷ ୮) ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ— ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶାଖାର ପରିକର ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାନ— ବେନାପୁଲେର ଜମିଦାର । ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଦେଶୀ । ହରିଦାସ ଠାକୁରକେ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ତୀହାର ନିକଟେ ବେଶ୍ଟା ପାଠୀଇୟାଛିଲେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଇହାର ଗୁହେ ଏକବାର ପଥକ୍ରମେ ଆସିଲେ ତୀହାକେ ତାଡ଼ାଇୟା ଦେନ । ପରେ ରାଜକର ପ୍ରଦାନ ନା କରାଯା ରାଜାର ଉଜ୍ଜୀରେ ହାତେ ଇନି ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହନ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିରାମ— ଖାନାକୁଳ କୁଳନଗରେ ବ୍ରାହ୍ମକୁଳେ ଆବିଭୃତ । ଇନି ସର୍ବଦା ସଥ୍ୟପ୍ରେମେ ବିଭୋର ଧାକିତେନ । ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ ଇହାକେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ନାମ-ପ୍ରେମ ପ୍ରଚାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଯାଛିଲେନ । ‘ଜୟମନ୍ତ୍ର’ ନାମେ ଇହାର ଏକ ଚାବୁକ ଛିଲ, ଇନି ଥାହାକେ ଏହି ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିତେନ, ତିନିଇ କୁଳପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହିତେନ । କଥିତ ଆଛେ ଇନି ବିଷ୍ଣୁବିଗ୍ରହ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ତ ବିଗ୍ରହେ ପ୍ରାଗମ କରିଲେ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବିଦୀର୍ଘ ହଇଯା ଯାଇତ । ଏକବାର ଇନି କୁଳପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହଇୟା ଅନ୍ତ ଦୀଶୀର ଅଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଏକ କାଷ୍ଟକେ ଦୀଶୀର ଶ୍ରାଵ ବାଜାଇୟାଛିଲେନ । ଏହି କାଷ୍ଟଥଣ୍ଡ ବହନ କରିତେ ବତିଶଜ୍ନ ଲୋକେର ପ୍ରୟୋଜନ ହିତ । ଇନି ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଶାଖାର ଅଷ୍ଟଭୃତ ଛିଲେନ । ଇନି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଲେର ଏକତମ । ଅଜ୍ଞେ ଶ୍ରୀଦାମସଥା ବଲିଯା କୌର୍ତ୍ତିତ ।

ରାମାଇ— ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତ ଶାଖା । ନୀଳାଚଳେ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତେର ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦେର ଆହୁଗତେ ଗୋବିନ୍ଦେରଇ ସଙ୍ଗେ ଇନି ମହାପ୍ରଭୁର ସେବା କରିତେନ । ରାମାଇ ପ୍ରତିଦିନ ବାହିଶ ସତ୍ତା ଜଳ ତୁଳିତେନ । ବ୍ରଜଲୀଲାଯ ଇନି ଅଲସଂକ୍ଷାରକାରୀ ପରୋଦ ଛିଲେନ ବଲିଯା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।

ରାମାମନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ— କୁଳୀନ ଗ୍ରାମେ କାରସ୍ତକୁଳେ ଆବିଭୃତ । ପିତା ଲଜ୍ଜାନାଥ ବନ୍ଧୁ (ସତ୍ୟରାଜ ଧାନ), ପିତାମହ ମାଲାଧର ବନ୍ଧୁ (ଶୁଣରାଜ ଧାନ) । ଇନି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଛିଲେନ । ପ୍ରତିବ୍ସର ପିତାର ସଙ୍ଗେ ନୀଳାଚଳେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନେର ଅନ୍ତ ଯାଇତେନ । ଚୈତନ୍ତମେ ସତ୍ୟରାଜ ଧାନ ଓ ରାମାମନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଉପଦେଶ ଦିଇଯାଛିଲେନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ

বৈঙ্গবতমের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুব
উপরে জগন্নাথের পটডোরী সরবরাহের ভারও মহাপ্রভু দিয়াছিলেন। ইনি
বাংলা ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য শাখা
অঞ্জের কলকষ্টা নামী গন্ধৰ্ব-নাটকা বলিয়া কীর্তিত।

রামানন্দ রায়—ডাবানন্দ রায়ের জ্যোষ্ঠ পুত্র। উৎকলবাসী। ইনি রাজা
প্রতাপরাজের অধীনে রাজ মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। গোদাবরী তীরে
বিঢানগরে ছিল ইহার সদর কার্যালয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ অঘণকালে এই
বিঢানগরে উভয়ের মিলন হয় এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বক্ষে
আলোচনা হয়। পরিশেষে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ—‘রসরাজ-মহারাজ দ্রুইয়ে
এক রূপ’—প্রকাশ করিয়া স্বীয়তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণদেশ হইতে
প্রত্যাবর্তনের পথেও মহাপ্রভু ইঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ-
অঘণকাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা নামক যে দুই
গ্রন্থ ঐ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন তাহা রামানন্দ রায়কে দিয়াছিলেন।
রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় রাজকার্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত
মিলিত হন। ইনি ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ রসিক ভজ।
‘রাধিকারঞ্জন’ বলিয়া যে সাড়ে তিনিজন রাগামুগ্রামার্গের সাধক খ্যাত ছিলেন,
রামানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অগ্রতম। জগন্নাথবন্ধু নাটক ইঁহার রচিত।
নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ স্বাদশ বৎসরের জীলায় ইনি ও স্বরূপ দামোদর
নিত্যসঙ্গী ছিলেন। স্বাপন জীলায় পাঞ্চপুত্র অজুন, ব্রজের অজুনীয়া গোপী
ও ললিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি।

রামানুজাচার্য—বেদান্তের বিশিষ্টাত্মৈতবাদী শ্রাবণভায়ের প্রধান আচার্য।
সুপ্রসিদ্ধ বৈঙ্গব আচার্য চতুষ্পলের অগ্রতম। অপর তিনিজন মধ্যাচার্য, বিশুম্বামী
ও নিষ্঵ার্কাচার্য। মাদ্রাজ ও কাশ্মীরুরমের মধ্যবর্তী শ্রীপেক্ষমুহূর্তে (ভূতপুরীতে)
১০১১ শ্রীঃ অব্দে জন্ম। পিতা আহরি কেশবভট্ট এবং মাতা সুপ্রসিদ্ধ
যামুনাচার্যের পৌত্রী কৃষ্ণিমতী। ইনি কাশ্মীরুরমে বেদান্তশাস্ত্রের অধিত্বাত্ম
পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে ইনি
অধ্যাপকের ব্যাখ্যা সব সময় গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্তোত্রের নৃতন ভাঙ্গ
প্রদান করিতেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া রামানুজকে হত্যার
গোপন ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যার্থ হয়। রামানুজ গোঁড়িপূর্ণ
স্বামীর শিশ্য। গুরুদ্বন্দ্ব মন্ত্রবহুস্থ আনিয়া তিনি বুরিয়াছিলেন, এ মন্ত্র যে
শুনিবে তাহারই মৃত্যুলাভ ঘটিবে। তাই গোপন যন্ত্র প্রকাশে অনন্ত নন্দকবাস

ସଟିବେ ଆନିଆ ଓ ଇନି ଜୀବକଳ୍ୟାଣେର ଅନ୍ତ ଇଷ୍ଟମ୍ବ୍ର ସକଳକେ ବିଲାଇୟା ଦିଯାଛିଲେନ । ଇହାର ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ (ଚେତନ), ଅଗ୍ନ (ଅଚେତନ ପଦାର୍ଥ) ଓ ଈଶ୍ଵର—ଏହି ତିନ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ । ଜୀବ ସାଧନାଦି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ଵର-ସାହିତ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ, ଇହାଇ ମୂର୍ତ୍ତି । ଶକ୍ତିପଥୀ ସମ୍ଭାସୀ ଏକଦଣ୍ଡୀ । ରାମାହୁଜିପଥୀ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ । ତ୍ରିଦଣ୍ଡ—କାଯ, ବାକ୍ୟ ଓ ମନେର ସଂୟମଶୂଳକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦାୟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣେର ସେବା ପ୍ରଚଲିତ । ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧଦେବେର ମତ ଏହି—ବ୍ରଜେନନନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସେବା ପାଇତେ ହିଲେ ବ୍ରଜଲୋକେର ଭାବେ ଭଜନ ପ୍ରୟୋଜନ । କୃଷ୍ଣ ଓ ନାରାୟଣ ସ୍ଵରୂପତଃ ଏକଇ, ଗୋପୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀତେ ଦେବ ନାଇ, ଏକଇ ରୂପ । ଗୋପୀଦେହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଇ କୃଷ୍ଣନମ୍ ଆସାଦନ କରେନ (ଚେ. ଚ. ୨୩୧୨୧, ୧୩୦-୪୦) । ରାମାହୁଜେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିଖ୍ୟ କୁରେଶ କାଞ୍ଚୀରେ ଗିଯା ବୋଧାଯନ-ବୃତ୍ତି କର୍ତ୍ତ୍ଵ କରିଯା ଆନିଆ ଗୁରୁକେ ଉପହାର ଦେନ । ଗ୍ରହେର ନକଳ ଆନିଆର ଅଧିକାର ଛିଲ ନା । ଏହି ବୃତ୍ତି ଓ ଯାମୁନାଚାର୍ଦେର ମାୟାବାଦ-ଥଣୁ ଗ୍ରହ ଅବଲମ୍ବନେ ରାମାହୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଭାସ୍ତ୍ର ବଚନ କରେନ । ବହୁ ଅଦ୍ଵୈତବାଦୀ ସମ୍ଭାସୀ ଓ ଶୈବଭକ୍ତ ଇହାର ସଙ୍ଗେ ବିଚାରେ ପରାମ୍ରତ ହିୟା ବୈଶ୍ଵବିଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣ । ଶେଷେ ଶୈବ ଚୋଲରାଜେର ଆହାମେ ସଶିଖ୍ୟ ବିଚାରେ ଗେଲେ ଶୈବଗଣ ରାମାହୁଜେର ଶିଖ୍ୟ କୁରେଶେର ଓ ଗୁରୁଗୋଟ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର ଉ୍ତ୍ପାଟିତ କରିଯା ଫେଲେ । ରାମାହୁଜ ଗୋପନେ ହସ୍ତାଲ ରାଜ୍ୟ ପଲାଯନ କରେନ । ମେଥାନକାଳ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନରେ ବୈଶ୍ଵବିଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣ କରିଯା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟର ନାମ ପ୍ରହଣ କରେନ । ରାମାହୁଜ ବୈଶ୍ଵବ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଲୋଯାରେର ପ୍ରାଚ୍ଯର ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମେ ହାପିତ କରେନ । ତୀହାର ଓ ପ୍ରାଚ୍ଯର ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୀପ ଜୀବଦଶ୍ୟାଯଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମେ, ବିଶ୍ୱକାଶୀତେ ଏବଂ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ମେଲକୋଟେ ଯତିରାଜ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେ । ଇନି ୧୨୦ ବ୍ୟସର ବୟସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେନ । ଗ୍ରହ : ଶ୍ରୀଭାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତଦୀପ, ଶ୍ରୀଗୀତାଭାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ।

ରାମେଶ୍ୱର—ଶେତ୍ରବନ୍ଦ ରାମେଶ୍ୱର । ଭାରତେର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଏକଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୌରେଶାନ । ଇହା କୋଟି ଦୀପ । ପାଥ୍ରାନ ଅଂଶନ ହଇତେ ଏକଟି ପଟ୍ଟନ ବ୍ରୀଜେନ ଉପର ଦିଯା ଯେଲଯୋଗେ ଯାଇତେ ହେ । ରାମେଶ୍ୱରେର ଅନାଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାରତେର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିଲିଙ୍ଗରେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ରାମ—ଯିନି ଆମନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେନ । * ଉପାଧିବିଶେଷ । **ରାଯବାବୁ—**ରାର ବା ରାଜ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି (ଚେ. ଭା. ୨୪୧୧୨୧) ।

ରାଜଲିଲା—ଏହ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ନର୍ତ୍ତକୀୟ ନୃତ୍ୟବିଶେଷ । ବୈଶ୍ଵବତୋଷ୍ଣୀ (୧୦୩୭୧) । ମତେ ରାଜେର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ନଟେ ଗୃହୀତ କଷ୍ଟମାମନୋନ୍ତାତ୍କରଣଶ୍ରୀରାମ ।

ନର୍ତ୍ତକୀନାଂ ଭବେଦରାମୋ ମଞ୍ଜୀତ୍ତ୍ଵ ନର୍ତ୍ତନମ ।

অর্ধাং নটগম্ভুরে রাসা প্রত্যক্ষে কঁচে আলিঙ্গিত হইয়া ও পরম্পর হস্তধারণ
করিয়া বহু নর্তকীর মণ্ডলাকারে নৃত্যকলাই রাস। অঙ্গোন্ত্যতিষ্ঠত্তানাং
স্তৰীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীকল্পেণ অ্যতাং নৃত্য-বিনোদো রাসো নাম—শ্রীধর।
অর্ধাং বহু স্তৰীপুংসের পরম্পর হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে
মণ্ডলাকারে যে নৃত্য তাহাই রাস। রাসো নাম অনেকন্তকিনর্তকীযুক্ত
নৃত্যবিশেষ—ভাগবতচন্দ্রিকা। পরমরসকদৰ্ময়রাসঃ—বৈকল্যতোষণী (১০।৩৩।৩)।
শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ক্ষক্ষের ২৯শ-৩০শ অধ্যায়ে রামলীলা বর্ণিত হইয়াছে।
এজন্ত এই অধ্যায়গুলি ‘রাসপঞ্চাধ্যায়ী’ বলিয়া থাকে। হরিবৎসর বিষ্ণুপূর্বে
বিংশ অধ্যায়ে (১৫।৩১) এবং বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অয়োধ্য অধ্যায়েও (১৪।৬০ শ্লোঃ) রামলীলা বর্ণিত হইয়াছে। হরিবৎশের লীলাকে ‘হলীশ
কীড়া’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক নর্তকীর সহিত একজন নটের
মণ্ডলাকারে নৃত্যকে ‘হলীশক’ বলে, যথ—

নর্তকীভিন্নণেকাভির্মণে বিচরিষ্যুভিঃ।

যট্টকোনো নৃত্যতি নটন্তৰে হলীশকং বিদুঃ॥

‘হলীগ কীড়া’ রাসের সমর্পণায়ভুক্ত।

কাঢ়—মহাভাবের যে অবস্থায় সাহিত্যিকাব সকলের উদ্বীপন হয় তাহাকে কাঢ়-
ভাব বলে (চৈ. চ. ২।২।৩।৩।)।

কঁচিত্বৃত্তি—প্রসিদ্ধ অর্থ। শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ গ্রহণ ন। করিয়া অন্য
বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাকে কঁচিত্বৃত্তি বলে। যেমন ‘মণ্ড’ শব্দের ধাতু
প্রত্যয়গত অর্থ মণ্ডায়ী, কিন্তু ‘মণ্ড’ বলিতে গৃহ বুঝায়, যেমন হরিমণ্ড,
চঙ্গীমণ্ড (চৈ. চ. ২।৬।২।৪।৭; ২।২।৪।৫।৯।)।

কৃপগোষ্ঠী—বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠামীর অন্তর্ম। বাক্লা চন্দ্রবীপে
ভৱাজ গোৱায় ষজৈর্যদীয় আক্ষণবৎশে আবির্ভূত। ইহার পিতার নাম
কৃমার দেব। ভাতা সনাতন গোষ্ঠামী ও অমৃতপ্র বলভ গোষ্ঠামী। অমৃতপ্রের
পুত্র বিখ্যাত ভক্তিগ্রহ প্রণেতা শ্রীজীব গোষ্ঠামী। সনাতন ও শ্রীজীবও
বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠামীর অর্থগত। শ্রীকৃপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—তিনজনই
গোড়ীয় বৈকল্যবধূরের সন্ত ছিলেন। শ্রীজীব গোষ্ঠামী লঘু-তোষণীর টাকার
উপসংহারে ইহাদের যে বংশলতিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ইহারা
কর্ণাটকাজ সর্বজ্ঞের অধ্যক্ষন সম্মান। কর্ণাটকাজ সর্বজ্ঞের পুত্র অনিকৃক।
অনিকৃকের পুত্র কৃপেখন আত্মবিরোধে রাজ্যত্যাগ করেন। তাহার পুত্র
পঞ্চবাত গঙ্গাতীরে বাসের অভিধানে কালমার নিকটে কৈহাটি আসিয়া বসতি

ହାପନ କରେନ । ପଦମାତ୍ରେ ପୁତ୍ର ମୁକୁଳ ଏବଂ ମୁକୁଦେବ ପୁତ୍ର କୁମାରଦେବ । କୁମାରଦେବ ମୈହାଟି ହିତେ ବାକଳା ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପେ ଆସିଯା ବାସ କରେନ । କୁମାରଦେବେର ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଛିଲେନ । ତୋହାର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃପ, ଶ୍ରୀନାତନ ଓ ଶ୍ରୀଅମୃପମ ଗୋଡ଼େଖର ଛୁଟେନ ସାହେର ଦରବାରେ ଉଚ୍ଚ ରାଜପଦେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଛିଲେନ । ତୋହାର ସ୍ଥାନକ୍ରମେ ଦୟାର ଧାସ, ସାକର ମଲିକ ଓ ମଲିକ ଛିଲେନ । ରାମକେଲିତେ ମହାପ୍ରଭୁର ସହିତ ସାକ୍ଷାତେର ପର ତିନି ଦୟାର ଧାସେର ନାମ ଦେନ ‘କୁପ’ ଏବଂ ସାକର ମଲିକେର ‘ନାତନ’ । ତିନଙ୍କଙ୍କ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରୟାଗେ ଶ୍ରୀକୃପକେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଯୂଳତତ୍ତ୍ଵ ଶିକ୍ଷା ଦେନ (ଚେ. ଚ., ମଧ୍ୟଲୀଲା ଉନରିଂଶ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଷ୍ଟୟ) ଏବଂ କାଶୀତେ ଶ୍ରୀନାତନକେ ସମ୍ମାନ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରାଣୋଜନତତ୍ତ୍ଵ, ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଉପଦେଶ ଦେନ (ଚେ. ଚ., ମଧ୍ୟଲୀଲା, ୨୦-୨୪୩ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଷ୍ଟୟ) । ଏଇ ପରେ ଇହାଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଯା ଲୁପ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବନେର ଆବିକାର ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ତ ଇହାଦିଗଙ୍କେ ବୃଦ୍ଧାବନେ ପାଠାଇଯା ଦେନ । ଅମୃତ ମହାପ୍ରଭୁର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତେର ଅନ୍ତ ଆସିତେଛିଲେନ, ପରିମଧ୍ୟେ ତୋହାର ଗଙ୍ଗାଆସ୍ତି ସଟେ । ଶ୍ରୀକୃପ କିଛିକାଳ ବୃଦ୍ଧାବନେ ବାସ କରିଯା ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ପୁନର୍ମିଳନେର ଅନ୍ତ ନୀଳାଚଳେ ଆଗମନ କରେନ । ଏଥାନେ କଥେକ ମାସ ବାସ କରିଲେ ରମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକଟନେର ଅନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋହାତେ ପୁନରାୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେନ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ଗୋଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମର ଶାଧନ-ଭଜନେର ରୀତି ଓ ଅନ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟେ ବହଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକୃପ ମନ୍ତ୍ରା କରେନ, ତଥାଧ୍ୟ—ଭକ୍ତିରମାୟତ୍ସିନ୍ହ, ଉଚ୍ଚଗନୀଳମଣି, ଲୟୁଭାଗବତାୟତ, ବିଦ୍ଵତ୍ମାଧବ, ଲଜିତମାଧବ, ଦାନକେଳି କୌମୁଦୀ, ଶ୍ଵରମାଳା, ଶ୍ରୀରାଧାକୃଷ୍ଣଗୋଦେଶ-ଦୀପିକା, ମଧୁରା ମାହାତ୍ମ୍ୟା, ଉତ୍ସବମନ୍ଦିର, ହଂସମୂତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଅଭିଧିବିଦି, ପଞ୍ଚାବଲୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମଚନ୍ଦ୍ରିକା, ନାଟକଚନ୍ଦ୍ରିକାଦି ସମ୍ବିଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଇନି ବ୍ରଜଲୀଲାର ଶ୍ରୀକୃପ ମଙ୍ଗଳୀ ବିଲିଯା କୀର୍ତ୍ତି ।

ରେଣୁଗା—ବାଲେଖରେ ପାଚ ମାହିଲ ପଞ୍ଚମେ । ଏଇ ହାନେ “କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ” ବିକ୍ଷମାନ । ଏଇ ଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତିପ୍ରବର ମାଧ୍ୟମେ ପୂର୍ବୀ ଅନ୍ତ କ୍ଷୀର ଲୁକାଇଯା ମାଧ୍ୟରାଛିଲେନ । ମାଧ୍ୟମେ ପୂର୍ବୀ ତ୍ରୁଟି ।

ରୋତ୍ରାକ୍ତ—ସାଧିକଭାବ ତ୍ରୁଟି ।

ରୋତ୍—ଅପରାଧ ଓ କଟ୍ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞନିତ କ୍ରୋଧକେ ଉପ୍ରତା ବା ରୋତ ବଲେ । ସଥ, ସକ୍ତ, ଶିରଃକଞ୍ଚ, ଭର୍ତ୍ତନ, ତାଡ଼ମାଦି ଇହାର କାର୍ଯ୍ୟ (ଚେ. ଚ. ୨୧୨୫୫) ।

ଅପରାଧ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି-ଜାତି ଚତୁର୍ବୁଦ୍ଧତା ।

ସଥବକ୍ତ ଶିରଃକଞ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତନାଦିକ୍ଷତ । (ଭ. ମ. ପି. ୨୪୧୭)

ଗୋଜରୁସ—ଗୋଣ ଭକ୍ତିରୁସ ହୁଃ ।

ଗୋରବ—ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣବିଶେଷକେ କୁକୁ ବଲେ । ଏই ପ୍ରାଣୀ ସେ ନରକେ—ପାପୀକେ ଦଂଶନ କରେ, ତାହାକେ ଗୋରବ ବଲେ ।

অ

ଲକ୍ଷ୍ମକି—ପ୍ରା. ଏକରକମ ପିତା (ଚୈ. ଚ. ୨୩୧୫୨) ।

ଲକ୍ଷ୍ମାରୁତ୍ତি—ବୃତ୍ତି ହୁଃ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ—চିତ୍ତଦେବେର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ । ପିତା ବଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ-
ପୂର୍ବଜୟେ ମଧ୍ୟିଲାପତି ରାଜ୍ଞିର୍ଜନକ ଛିଲେନ ବଲିଯା ପ୍ରସିଦ୍ଧି । କାହାରୋ
କାହାରୋ ମତେ ଉନି ପୂର୍ବଜୟେ କଞ୍ଚିତ୍ତିର ପିତା ଭୀଷକ ଛିଲେନ । ଜାନକୀ ଓ
କଞ୍ଚିତ୍ତି ଉଭୟେର ଯିଲମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ହୟ ବଲିଯା ବୈକଳ୍ପିକାର୍ଥଗଣେର
ଧାରଣା । ଶ୍ରୀଗୋରାଙ୍କ ପୂର୍ବବକ୍ଷେ ଭଗଣେ ଗେଲେ ନବଦ୍ଵୀପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ପତିନି
ବିରହ-ସର୍ପେର ଦଂଶନଛଲେ ଅଞ୍ଚଳିନ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ହନ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୃ—ଶାଠି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୧୦୬)

ଲାଧୋବା—ପ୍ରା. ଲଘୁଜ୍ଞାନ, ଅବମାନନ୍ଦା ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାନ୍ଦିକା—ନାଯକେର ପ୍ରେମ-ଆଦର ପ୍ରଭୃତି ଲାଭେର ଆଧିକା, ସମତା ଓ
ଲଘୁତା ଅଭ୍ୟାରେ ଗୋକୁଳ-ନାନ୍ଦିକା ତିନ ପ୍ରକାର, ଯଥୀ—ଅଧିକା, ସମା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
(ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୪୯-୧୫୦) ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ—ବାଭିଚାରୀ ଭାବ (ବୈଡ଼ୀ) ହତ୍ୟ ।

ଲାଟ୍‌ପଟିବଚନ—ଗୋଲମେଲେ କଥା ; ଏଦିକ ଶୁଦ୍ଧିକ କରିଯା କଥା ବଳା (ଚୈ. ଚ.
୨୧୬୮୩) ।

ଲକ୍ଷ୍ମ—କୁତ୍ର ଅଂଶ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୧୧) ; ଅନ୍ନ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୦୩) ।

ଲକ୍ଷ୍ମଟ—(ସାଧାରଣ ଅର୍ଥେ) ପରଞ୍ଚିଲୋଲ୍ପ, ଲୁକ (ବୈକଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତ ମତେ) ବଲିକ ।

ଲକ୍ଷ୍ମମ—ପୁଣି (ଚୈ. ଚ. ୨୨୪୧୨୫୪) ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ—ଶ୍ରୀହଣ କରେ (ଚୈ. ଚ. ୧୨୧୨୪) ; ଲୋପ-ପାଇଲ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୦୩) ;
ମିଶିଯା ଯାଓଯା (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୦୨) ।

ଲାଲିତ—ଅଲକାର ହୁଃ ।

ଲାଗ ପାଇଶୁ—ଦେଖିବ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୭୧୧୨୨) ।

ଲାଗର—ଲକ୍ଷମ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୪୧୫୨) ।

ଲାଗଲେଜା—ଲାଗିଯା, ଲଗ ହଇଯା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪୧୪୬) ।

ଲାଗାଇତେ—ପ୍ରକାଶ କରିତେ (ଚୈ. ଚ. ୧୦୧୩) ।

- ଜାଗାଳି କରିଲ—**ଅତିରକ୍ତି ବିକଳ୍ପ କଥା ବଲିଲ (ଚେ. ଚ. ୩୯୨୨୬) ।
- ଜାଗି ମା ପାଇଲ—**ଦେଖା ପାଇଲେନ ନା (ଚେ. ଚ. ୩୧୩୪) ।
- ଜାଗେ—**ଉତ୍ପନ୍ନ ହସ (ଚେ. ଚ. ୧୯୨୩) ; ଧରେ (ଚେ. ଚ. ୨୧୫୧୭୧) ; ସଂଲପ୍ନ ହସ (ଚେ. ଚ. ୧୨୧୯୧) ।
- ଜାଘୋବା—**ଲୟୁତା ; ଅବମାନନା (ଚେ. ଭା. ୧୯୨୧୧) ।
- ଜାବଣ୍ୟ—**ଚାକଚିକ୍ୟ । ଅଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତାର ଶାସ୍ତ୍ର କାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ (ଚେ. ଚ. ୨୮୧୨୯) ।
- ଜାଞ୍ଜୁ—**ଭାବାଞ୍ଜ୍ୟଙ୍କ ନୃତ୍ୟ (ଶର୍କକଞ୍ଚକ୍ରମ) । କୋନ ଭାବବିଶେଷର ଆଞ୍ଜରେ ନୃତ୍ୟର ନାମ ।
- ଜିଥିଯେ—**ଜିଥିବ (ଚେ. ଚ. ୩୧୧୧) ।
- ଜୀଲା—**୧. ଝୌଡ଼ା ବା ଖେଳା, ଶୃଙ୍ଗାର-ଭାବଜାତ ଚେଷ୍ଟାବିଶେଷ (ଚେ. ଚ. ୨୮୧୩୮ ; ୧୬୨-୬୩) ; ୨. ଅଲକାର ଅଃ ; ୩. ‘ଅବତାର’ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଜୀଲାବତାର ଅଃ ।
- ଜୀଲାବତାର—**ଅବତାର ଅଃ ।
- ଜୀଲାଞ୍ଜୁକ—**ବିଶ୍ୱମନ୍ଦିଲ (ଚେ. ଚ. ୨୧୨୬୮) ।
- ଜେଞ୍ଜି—**ଫିରିଆ (ଚେ. ଚ. ୨୧୧୮୮) ।
- ଜେଥା—**ଗଗନା (ଚେ. ଚ. ୧୯୧୨୧) ଲିଥି ଓ ସର୍ତ୍ତ (ଚେ. ଚ. ୩୯୩୪) ।
- ଜେଖାଇ—**ତୁଳନାୟ (ଚେ. ଚ. ୨୧୭୧୦) ।
- ଜେପାପିତ୍ତି—**ବେଦୀ, ଯାହା ମାଟି ଆରା ଲେପା ହଇଯାଛେ (ଚେ. ଚ. ୩୧୩୨୧୮) ।
- ଜେତ—‘ଲଭ’** ଶବ୍ଦର ଅପରାଙ୍ଗ । ଶ୍ଵାସତः ପ୍ରାଣିର ଯୋଗ୍ୟ (ଚେ. ଚ. ୨୧୯୧୫) ।
- ଜେହ—ଲେ** (ଚେ. ଚ. ୩୧୧୨୦) ।
- ଜୋକଥର୍—**ଲୋକାଚାର ।
- ଜୋକମାଥ ଗୋଷ୍ଠୀ—**ଯଶୋହର ଜେଲାର ତାଳଥର୍ ପ୍ରାମେ ଆବିଭୃତ । ପିତା-ପନ୍ଥନାତ, ଆତା-ପ୍ରଗଲ୍ଭ । ଯହାପ୍ରଭୁର ଆଦେଶେ ଇନି ବ୍ୟାବମେ ଗିରା ବାସ କରେନ । ଶ୍ରୀ ନମୋନ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଇହାର ଶିଖ । ଅଞ୍ଜଲୀଲାର ଲୀଲାମଙ୍ଗରୀ ବା ବା ମଞ୍ଜୁନାଳି ବଲିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
- ଜୋକ ସଂଗ୍ରହ—**ଅଗତେର କଳ୍ୟାଣ (ଗୀ. ୩୨୫) ।
- ଜୋକାଯନ୍ତ—**ଚାରୀକ ଦର୍ଶନ ।
- ଜୋତିମ ହାତ—**ବିଧ୍ୟାତ ପଦକର୍ତ୍ତା ଓ ‘ଚୈତନ୍ୟମନ୍ଦିଲ’ ପ୍ରେତା । ବର୍ଷମାନେର ଅର୍ଥଗ୍ରତ ଯଜଳକୋଟେ ନିକଟେ କୋଆମେ ଦେଖ କଥେ ଇହାର ଜର୍ମ । ଯହାପ୍ରଭୁର ସମ୍ମାନ୍ୟିକ ନରହରିଦାସ ଠାକୁର ଇହାର ‘ପ୍ରେସ ଭକ୍ତିନାତ’ ଶ୍ରୀ । ଇହାର ବିଧ୍ୟାତ ଏହ ‘ଚୈତନ୍ୟମନ୍ଦିଲ’ ୧୯୭୧ ମେ ଅମେ ସମାପ୍ତ ହସ । ଇନି ଇହାର ରତ୍ନାର୍ଥ ଶାୟ ଭାବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମଲ କଥ୍ୟ ଭାବାଇ ବୈଶି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛେ ।

শ্ৰ

শকি—পা. সমৰ্থ হই।

শক্তি—অক্ষের অনন্ত শক্তি। যথা—‘পৱান্ত শক্তিৰ্বিদৈব শুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’ (খেতোখতৱ ৩৮)। অর্থাৎ অন্ত পৱাশক্তি এবং বিবিধা জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিকী চ শুয়তে। স্বাভাবিকী অক্ষ হইতে অবিচ্ছেদ্য। বল—ইচ্ছা। অক্ষের পৱাশক্তি বিবিধ। তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার ক্রিয়া অক্ষ হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অনন্ত শক্তিৰ মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—চিংশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিংশক্তি—ইহাকে পৱা, অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ও বলে। এই শক্তিৰ সাহায্যে ভগবান অন্তরঙ্গ লীলা বিলাস কৰিয়া থাকেন, এজন্য ইহাকে অন্তরঙ্গ শক্তি বলে। এই শক্তি সর্বদা ভগবানেৰ স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া স্বরূপ শক্তিও বলে। সক্ষিনী (সৎ), সম্বিৎ (চিৎ) ও হ্লাদিনী (আনন্দ) এই তিনটি চিংশক্তিৰ বৃত্তি। সক্ষিনী অর্থাৎ সন্তাবিষয়ক বৃত্তি। ইহা দ্বাৰা ভগবান নিজেৰ ও অপরেৰ সন্তা রক্ষা কৰেন। সম্বিৎ শক্তি অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞানবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বাৰা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান। হ্লাদিনী শক্তি—আনন্দবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বাৰা ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ কৰেন এবং অপরকেও আনন্দ দান কৰেন। সৎ চিৎ ও আনন্দকে যেমন পৱন্পৰ হইতে বিচ্ছিন্ন কৰা যায় না—সক্ষিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীকেও সেৱন পৱন্পৰ হইতে বিচ্ছিন্ন কৰা যায় না। অনন্ত ভগবদ্বায় ও তত্ত্বত্ব বস্ত সমূহ অক্ষের চিংশক্তিৰ বিকাশ (চৈ. চ. ১১৪৫৫, ১৪১৯ খ্লোঃ, ২১৩। ১১৬-১২২)। চিংশক্তিৰ একটি মূর্ত বিগ্ৰহেৰ নাম যোগমায়া। প্ৰকটলীলায় রসসূষ্টিৰ অন্ত ইনি কথনো কথনো শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপুরুষদিগকে মোহণগ্রস্ত কৰেন। ‘যোগমায়া চিংশক্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব পৱিণতি।’ অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব যাহাৰ পৱিণতি বা বৃত্তিবিশেষ তাহাই চিংশক্তি যোগমায়া (চৈ. চ. ২২। ১৮৫)। **জীবশক্তি—**বিঝুপুৱাণ (৬। ৭। ১। ১) মতে অপৱাশক্তি এবং গীতাও (৭। ৪-৫) মতে পৱাশক্তি। ইহাকে তটশ্বা শক্তিও বলে। কাৰণ ইহা অন্তরঙ্গ চিংশক্তি ও বহিৱঙ্গ মাহা শক্তিৰ ঠিক অন্তভুক্ত নহে। ইহা চৈত্তজ্ঞানুজা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্ৰবিষ্ট আবাৰ বহিশুধু বলিয়া অপ্রবিষ্ট। সমুদ্রেৰ তট যেৱে সমূজ বা উচ্চ তৌৰেৱ ঠিক অন্তভুক্ত নহে তজ্জপ। অনন্ত কোটি জীব পৱন্তৰকেৰ জীবশক্তিৰ অংশ। **মায়াশক্তি—**কোন বস্ত না ধাকিলেও যে অন্ত সেই বস্তুৰ জ্ঞান হৰ এবং আস্তা ধাকিলেও যে অন্ত তাহাৰ জ্ঞান হৰ না, তাহাই আস্তাৰ মায়াশক্তি। এই

ମାୟାର ସ୍ଵର୍ଗପ ଆଭାସ ବା ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରତୁଳ୍ୟ । ଆଭାସ ବା ଛାଯା-
ଶାନ୍ତିର ମାୟାର ନାମ ଜୀବମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର-ଶାନ୍ତିର ମାୟାର ନାମ ଶୁଣାଯା ।
ମାୟା ତିଣୁଗାଞ୍ଚିକ । ଇହାକେ ଜଡ଼ଶକ୍ତି ବା ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ବଲେ । ଜୀବ
ସ୍ଥନ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଵର୍ଗପ ବିଶ୍ୱତ ହଇୟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହିରୁଥ ହୟ, ତଥନ ବହିରଙ୍ଗ ମାୟା
ଶକ୍ତିର କବଲେ ପତିତ ହୟ । ମାୟାଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାକୃତ ଅନ୍ଧାଣ୍ଡ । ମାୟା-
ଶକ୍ତିର ବୃତ୍ତି ତିମଟି, ସ୍ଥା—ପ୍ରଧାନ ବା ଶୁଣାଯା, ଅବିଷ୍ଟା ବା ଜୀବମାୟା ଏବଂ ବିଷା ବା
ସାହିକୀ ମାୟା । ଈଶ୍ୱରର ଶକ୍ତିତେ ପ୍ରଧାନ ବା ଶୁଣାଯା ବା ଦ୍ରୟାଧ୍ୟ । ଶକ୍ତି
ଜଗତେର ଗୌଣ ଉପାଦାନକୁଣ୍ଠେ ପରିଣତ ହୟ । ଅବିଷ୍ଟା ବା ଜୀବମାୟା—ଅବିଷ୍ଟା,
ଅଞ୍ଚିତା, ରାଗ, ଦେଶ ଓ ଅଭିନିବେଶ ନାମକ ପଞ୍ଚବିଧ ଅଞ୍ଜାନ ଶୃଷ୍ଟି କରିଯା ବହିରୁଥ
ଜୀବେର ସ୍ଵରପେର ଜ୍ଞାନକେ ଆବୃତ କରେ ଏବଂ ମାୟିକ ବସ୍ତୁତେ ତାହାକେ ମୃତ କରେ ।
ଏହି ମାୟା ବହିରୁଥ ଜୀବକେ କଥନଓ ସଂସାର ହୁଥ ଭୋଗ କରାଯା, ଆବାର କଥନଓ ବା
ଦ୍ଵାରା ଦିଯା ଜର୍ଜିରିତ କରେ । ଆର ବିଷା ବା ସାହିକୀ ମାୟା ଅଜ୍ଞାନେର ନିର୍ବର୍ତ୍ତକ
ଜ୍ଞାନ ଶୃଷ୍ଟି କରେ (ଡା: ୨୧୩୭୩୪, ୩୧୦୧୧୭ ; ଗୀତା ୧୧୪ ; ଚୈ. ଚ.
୨୨୫୧୯୬-୧୮) ।

ଶକ୍ତିତ୍ରମ—ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚିଛକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗ ମାୟାଶକ୍ତି ଏବଂ ତଟଶା ଜୀବଶକ୍ତି
(ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୧୧୬) । ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁଃ ।

ଶକ୍ତ୍ୟାବେଶ ଅବଭାବ—ଅବତାର ଦ୍ରୁଃ ।

ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ—ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତେର କନିଷ୍ଠ ଭାତୀ । ଇହାର ପ୍ରତି ଯହାପ୍ରଭୁର ଶୁଦ୍ଧ
ପ୍ରେସ ଛିଲ । ନୈଲାଚଳେ ଗଣ୍ଠିରାଯା ବାସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟ କୁଣ୍ଠ ବିରହେ
ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୃଷ୍ଟ ହିତେନ ଓ ତ୍ାହାର ଅଙ୍ଗାଦି କ୍ରତ୍ବିକ୍ଷତ ହିତ । ସେଜ୍ଞ ମହାପ୍ରଭୁର
ରକ୍ଷୀ ହିସାବେ ଶକ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦଭଳେ ଶୁଣ୍ୟ ତ୍ାହାର ପାଦସଂବାହନ
କରିତେନ । ଏତ୍ୟ ଇହାର ନାମ ହଇୟାଛିଲ ମହାପ୍ରଭୁର ‘ପାଦୋପଧାନ’ । ଇନି
ବ୍ରଜଲୀଲାର ଭ୍ରାତାଶ୍ଚି ବଲିଯା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ—ବେଦାଙ୍କେର ଅବୈତବାଦେର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ୟ । ଇନି ୭୮୮ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାରେ
କେରାଳା ରାଜ୍ୟର କାଳାଭି ଶ୍ରାମେ ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶେ ଅସ୍ତରାଣିତ କରେନ ।
ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ ଶ୍ରାବନ ଛିଲେନ । ଶୈଶବେଇ ବେଦବେଦାଙ୍ଗାଦି ସର୍ବଶାତ୍ରେ ପାରଦଶୀ
ହଇୟା ୧୬ ବ୍ୟସର ବସେ ଭାଗ୍ୟ ରଚନା କରିଯା ବେଦାଙ୍ଗାଦି ପ୍ରାଚାରେ ବ୍ରତୀ ହନ ।
ଇନି ପଦବ୍ରଜେ ଭାଗ୍ୟବର୍ଷ ପରିକ୍ରମ୍ୟ କରିଯା ତ୍ର୍ୟକାଳେ ପ୍ରଚଲିତ ସକଳ ମତବାଦେର
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରମାଣ କରେନ । ଅବୈତବାଦ ପ୍ରାଚାରେ ଅନ୍ତ ଇନି ଭାଗ୍ୟରେ
ଚାରିପ୍ରାଣେ ପୂର୍ବୀ, ଦ୍ୱାରକା, ହିମାଲ୍ୟେର ବଦରିକାଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ସଥାଜମେ
ଗୋବର୍ଧନ, ଶାରଦୀ, ଜ୍ୟୋତି (ମୋଣୀ) ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ନାମକ ଚାରିଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ

করেন। অব্দিতবাদের মূলত নিম্নের শ্ল�কাংশে দৃষ্ট হয়—“অহং দেবো ন চাগ্ন্যোহন্তি নিত্যমুক্তঃ অভাববান্ন।” ইহার গ্রন্থ—বেদাস্ত দর্শনের শাস্ত্রীয়ক ভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য, হস্তামলক, মোহম্মদগর প্রভৃতি। ৮২০ শ্রীঠারে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ডিগ্রোভাব। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও অকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত বেদাস্ত বিচারে শ্রীমন् মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিপাদিত অব্দিতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (চৈ. চ. ১১১১০১-১৩২ এবং ২১৬১২৩-১৫৭)। মতভেদাটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

১. শ্রীপাদ শঙ্কর অক্ষের শক্তি শৌকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক। যে সব শ্রতিতে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, তাহার পারমার্থিক মূল্য নাই, উহা তত্ত্বাচক নহে, ব্যবহারিক।

মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, সর্বজ্ঞ, সর্ববিদি, সর্বশক্তি-সম্পন্ন। কারণ, ব্রহ্ম শব্দের দ্রুইটি অর্থ—বৃংহতি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকে বড় করেন। স্মৃতব্রাং তাঁহার শক্তি শৌকার্য।

২. শঙ্কর-মতে মায়িক উপাধিমুক্ত ব্রহ্মই জীব। মায়িক উপাধিমুক্ত জীবই ব্রহ্ম। মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে জীব অক্ষের শক্তি, অংশ অর্থাৎ চিক্কন।

৩. স্বষ্টি সম্পর্কে শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রঞ্জিতে সর্পভ্রমের বা শুক্রিতে রঞ্জতভ্রমের শায় অক্ষে জগৎভূম। অগৎ যিথ্যা। মহাপ্রভুর মতে জগৎ যিথ্যা নহে, নথ্ব মাত্র। তিনি মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন করেন।

৪. শঙ্কর-মতে ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্য। শ্রীচৈতান্তের মতে ‘প্রণব’ মহাবাক্য।

৫. শঙ্কর-মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই সমৃক্ষ তত্ত্ব। শ্রীচৈতান্ত-মতে সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রতির প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সমৃক্ষতত্ত্ব।

৬. শঙ্কর-মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-অক্ষের ঐক্যচিক্ষাই অভিধেয়তত্ত্ব। মহাপ্রভুর মতে ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ত্ব।

৭. শঙ্কর-মতে সামুজ্যমুক্তির সাধ্যবস্ত এবং জীবঅক্ষের ঐক্যজ্ঞানের শূরণষ্ঠ সাধনের প্রয়োজন। মহাপ্রভুর মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণসেবার অন্ত প্রেমই প্রয়োজন।

শৃঙ্খলা—ব্যভিচারী ভাব স্বাঃ।

শৃঙ্খলাদেবী—নীলাস্ত্র ছক্রবর্তীর কণ্ঠা অগ্রগ্রাম মিশ্রের গৃহিণী ও মহাপ্রভু

ଶ୍ରୀଚିତ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଇହାର ଆଟଟି କଞ୍ଚାର ମୃତ୍ୟୁ ପର ବିଶ୍ଵରୂପ ଅସ୍ତ୍ରଗ୍ରହଣ କରେନ । ବିଶ୍ଵରୂପ ପର ଶ୍ରୀଗୋରାଙ୍ଗେର ଜନ୍ମ । ବିଶ୍ଵରୂପ କୈଶୋରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଯା ସର୍ବ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ସେଜ୍ଞ ଶଟୀଦେବୀର ମନେ ଶ୍ରୀନିଶାହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥେଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁ ଛିଲ । ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଶତୀମାତ୍ରାର କଟେରେ ଅବଧି ରହିଲ ନା । ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣର ପର ଶାନ୍ତିପୂର ଆସିଲେ ଜନନୀକେ ଆନାଇୟାଛିଲେନ ଏବଂ ତୋହାର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ନୀଳଚଲେ ବାସେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଛିଲେନ । ଜନନୀର ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁର ଅଶେଷ ଶର୍କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ଛିଲ । ତିନି ନୀଳଚଲ ହିତେଇ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଜନନୀର ସଂବାଦ ନିତେନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେର ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ପ୍ରସାଦୀବନ୍ଦ ମାସେର ଜଞ୍ଜ ପାଠୀଇତେନ ।

ଶର୍ତ୍ତ—ବକ୍ଷକ । ଯେ ନାୟକ ସମୁଖେ ପ୍ରିୟଭାଷୀ, ଅସାକ୍ଷାତେ ଅପ୍ରିୟ ଆଚରଣକାରୀ ଏବଂ ନିଗୃତ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୭) ।

ଶତପତ୍ର—ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ (ବି. ମା. ୫୩୧ ; ଚୈ. ଚ. ୩୧୪୫ ଶ୍ଳୋଃ) ।

ଶକ୍ତାଲକ୍ଷାତ୍ର—ଅଲକାରଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହତ ଅରୁପ୍ରାସ ଓ ପୁନରୁତ୍ସବଦାଭାସ ପ୍ରଭୃତି ।

ଶର୍ମ—ଭଗବାନେ ହିଂସି ମତି (ଭାଃ ୧୧୧୨୩୬) ; ବାହେଜ୍ଞିଯ ସଂୟମ (ଭାଃ ୩୩୧୨୩୩) ।

ଶର୍ମଣାଗତ—କାର୍ଯ୍ୟନୋବାକେୟ ଯିନି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାର (ଭଗବାନେର) ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଶର୍ମଣାଗତିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୟାଟି, ଯଥା—ଭଜନେର ଅଲ୍ଲକୁଳ ବିଷୟେ ସଂକଳନ, ଭଜନେର ପ୍ରତିକୁଳ ବିଷୟ ବର୍ଜନ, ‘ତିନିଇ ଆମାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା’—ଏକପ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ଵାସ, ଗୋଟୁତ ବା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କପେ ବରଗ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ କାର୍ପଣ୍ୟ ବା ଆର୍ତ୍ତି । **ଅକିଞ୍ଚନ ଓ ଶର୍ମଣାଗତ—**ଉଭୟେ ଏକଇ ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଆଯାମର୍ପଣ ଆଛେ । ତବେ ସାଧାରଣତଃ ଯିନି ଭଗବତ ଦେବାର ଜଞ୍ଜ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଭଗବାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେନ ତିନି ଅକିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଯିନି ସଂସାରେ ବୀତଶ୍ରୀ ହଇଯା ଭଗବାନେ ଶରଣ ଲାଇଯାଛେନ ତିନି ଶର୍ମଣାଗତ । ଅକିଞ୍ଚନ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଇ ଶର୍ମଣାଗତ । କିନ୍ତୁ ଶର୍ମଣାଗତ ଅକିଞ୍ଚନ ନାଓ ହିତେ ପାରେନ (ହ. ଭ. ବି. ୧୧୪୧୭-୧୮ ଏବଂ ଚୈ. ଚ. ୨୨୨୧୩-୫୪) ।

ଶର୍ମଳା—ଶ୍ରୀ ଡଗା (ଚୈ. ଚ. ୩୧୩୪) ।

ଶାଖାଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ରୀ—ବୃକ୍ଷର ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖାର ଭିତର ଦିଯା ଚନ୍ଦ୍ର କୁତ୍ର ଅଂଶ ଦର୍ଶନେର ଶ୍ରାୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୦୧୨୬) ।

ଶାଟୀ—ଶାଟୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୮୧୨୯) ।

ଶାର୍ଦ୍ଦି—ଉପଦେଶ ଦାତା (ଶୀ. ୨୧୭) ।

ଶାତ୍ରରତ୍ନି—ରତ୍ନ ଜ୍ଞାନ ।

শাস্তিপুর—নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅৰ্দ্ধেকাচার্যের আপোট।

শাপিব—শাপ দিব (চৈ. চ. ১১৭১৫৮)।

শাৰজা—পৰম্পৰাকে মৰ্দন (চৈ. চ. ২১২১৫৪, ২১৩১৬৪, ৩১৭১৪৭)।

শাৱীৱকভাস্তু—শক্রাচাৰ্য কৰ্তৃক ব্ৰহ্মস্তুতেৰ ভাষ্য। ইহাতে উৎ্তৰ ও জীবেৰ একত্ৰ প্ৰতিপাদিত হইয়াছে (চৈ. চ. ৩২১৯৪)।

শাঙ্গ—ধূম ; বিষুব ধূম (চৈ. চ. ১১৭১১১)।

শাঁস—শশু ; নাৱিকেলেৱ ভিতৱ্বেৰ খাণ্ড অংশ (চৈ. চ. ২১১৫১২)।

শিখিৰিণী—হঢ়, দধি, চিনি, ঘৃত, মধু, মৰীচ, বীড় লবণ ও কৰ্পুৰ—এই সমস্ত স্বৰ্যে প্ৰস্তুত উপাদেয় খাত্তবিশেষ। রসালা (চৈ. চ. ২১৪১৩)।

শিথিজ্ঞাহিতী—নীলাচলবাসী। অগ্ৰাখ দেবেৰ শিথন অধিকাৰী। মহাপ্ৰভুৰ একজন মৱমীভূত। মহাভাৰত। মহাপ্ৰভু ইহাকে ও ইহার ভগিনী মাধবী দেবীকে শ্ৰীৱাদাৰ গণভূক্ত মনে কৱিতেন। ইনি ব্ৰজলীলায় রাগমনেথাৱলিয়া প্ৰসিদ্ধ।

শিবকাঞ্চী—বৰ্তমানে কাঞ্চীপুৰম নামে খ্যাত। মাদ্রাজ হইতে ছেচলিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহাকে দক্ষিণেৰ কালী বলা হয়। বিষু-কাঞ্চী স্তুঃ।

শিবজেতু—দক্ষিণ ভাৱতে ‘ভাঞ্জোৱ’ নগয়ে অবস্থিত শিবমন্দিৱ (চৈ. চ. ২১৪১২)।

শিবামল্ল সেন—কুমাৰহট্টেৱ (হালিসহৱ) বৈচকুলে আবিভৃত। ‘শুণৰ বাড়ী কীচড়াপাড়ায়। ইহার বংশধৰণগণ শ্ৰীহট্টেৱ চৌয়ালিশ পৰগনায় আদাপাসা গ্ৰামে আছেন’ (বৈ. অ.)। ইহার তিন পুত্ৰ—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পৰমানন্দদাস (কবিৰ্ণপুৰ)। ইনি মহাপ্ৰভুৰ অস্তৱ্যন্ত পাৰ্বদ ছিলেন। প্ৰতি বৎসৱ ইনি গৌড়ীয় ভক্তদিগকে প্ৰভুৰ আদেশে নীলাচলে জইয়া যাইতেন এবং পথে সকলেৱ আহাৰ-বাসস্থান-থেয়া প্ৰতিতিৰ ব্যবস্থা কৱিতেন। একবাৰ শিবামল্ল সেন ঘটাতে আবক্ষ হওয়ায় পথিমধ্যে ভক্তদেৱ বাসস্থান ও আহাৰাদিয়াৰ ব্যবস্থা হয় নাই, রাত্ৰিও বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্ৰভু রাগ কৱিয়া শিবামল্ল সেনকে সাথি মাৱিলেন। ইনি ইহাতে বিৱৰণ না হইয়া প্ৰভুৰ একান্ত কৰণাজ্ঞানে বলিলেন—“এতদিনে জানিলাম, প্ৰভু, এই অধমকে ভূত্য বলিয়া অঙ্গীকাৰ কৱিয়াছ।” শিবামল্লৰ বৈঝঘৰোচিত দীনতাৱ নিত্যানন্দ প্ৰভুৰ ক্রোধ জল হইয়া গেল। গৌৱলীলায় অনেক বিবৰণ ইনি

ପୁତ୍ରଦିଗକେ ବଲିଆଛିଲେନ । ଏବଂ କବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ତାହା ଶ୍ଵୀର ଗ୍ରହେ ବର୍ଣ୍ଣା କରିଆଛେନ । ଇନି ବ୍ରଜଲୀର ବୀରାଦୃତୀ ବଲିଆ କୌର୍ତ୍ତି ।

ଶିଳ୍ପାଲୀ ତୈର୍ବୀ—‘ଶିଳ୍ପାଲୀ’ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେର ‘ତାଙ୍ଗୋର’ ନଗରେର ଆଟ୍ଚଜିଲ୍ଲା
ମାଇଲ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିକେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକଟି ନଗର । ଏହି ନଗରେ ତୈର୍ବୀ ଦେବୀ’
ବିଖ୍ୟାତ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଦକ୍ଷିଣଦେଶ ପରିକ୍ରମାକାଳେ ଏହି ଦେବୀକେ ଦର୍ଶନ କରିଆ-
ଛିଲେନ ।

ଶ୍ରୀଅଚେତନ—ଶ୍ରୀପ୍ରଇ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଡାକ୍ତିଆ ଯାଇଲୁ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୨୬୯) ।

ଶ୍ରୀଭାଗମନ—ନାରାୟଣର ଏକଟି ନାମ (ଚୈ. ଭା. ୧୧୯୨୨୧୯) ।

ଶୁକାରୁଥ—ନୀରସ ଓ କୁକୁ (ଚୈ. ଚ. ୨୩୭୩୬) ।

ଶୁକ୍ରାଷ୍ଵର ଅଞ୍ଜଚାରୀ—ନବଦୀପବାସୀ କୁଞ୍ଚପ୍ରେମିକ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ
ଏକଦିନ ଇହାର ଶୁଲି ହଇତେ ଭିକ୍ଷୁର ଚାଉଳ ନିଜ ହାତେ ତୁଳିଆ ଥାଇଯାଛିଲେନ ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଦିନ ଇହାର ଗୃହେ ଧୋଡ଼ିସିନ୍ଧଭାତ ଭୋଜନ କରିଆଛିଲେନ । ଇନି
ମହାପ୍ରଭୁର କୌର୍ତ୍ତନସଙ୍ଗୀ ଛିଲେନ ଏବଂ ପ୍ରତି ବସନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନେର ଅନ୍ୟ
ନୀଲାଚଲେଷ ଯାଇତେନ ।

ଶୁଣ୍ଡରେ—ପ୍ରାଣ ଲମ୍ବ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୭୧୨୭) ।

ଶୁଭିଗୀ—ପ୍ରା. ଶୟନ କରିଆ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୨୧୧୯) ।

ଶୁରୁ—ସମ୍ପତ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୬୧୦) ।

ଶୁରୁଭକ୍ତି—ଭକ୍ତିରସାମ୍ଯତସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ବିଭାଗେ ସାମାନ୍ୟ ଲହରୀତେ ଉନ୍ନତ ନାରଦପଞ୍ଚ-
ରାତ୍ରବଚନ (୧୧୧୧)—

ସର୍ବୋପାଧିବିନିଶ୍ଚୂଳଂ ତ୍ୱପରତ୍ତେନ ନିର୍ବଲମ୍ ।

ହସ୍ତୀକେନ ହସ୍ତୀକେଶେବନଂ ଭକ୍ତିରୂପ୍ୟାତେ ॥

ଶ୍ଲୋକେର ଅର୍ଥ : ସମ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ଘାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ଅଧୀଶ୍ଵର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସେବାକେ ଭକ୍ତି
ବଲେ । ସେଇ ସେବା ସକଳ ପ୍ରକାର ଉପାଧି (ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାସନା) ଶୂନ୍ୟ ଓ
ସେବାଇ ଇହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—ଏକପ ହିବେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ବାସନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ପୂଜା, ନିର୍ବିଶେଷ ଅକ୍ଷାମଳାକାନ,
ଶର୍ଣ୍ଣାଦିଭୋଗସାଧକର୍ମ—ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଶ୍ରୀଭିତ୍ତି
ଅଭୂତିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭକ୍ତିବାବେ ସାଧନ-ଭଜନାଦିର ଅଭୂତିଲାହି ଶୁରୁଭକ୍ତି । ଏକପ
ଭକ୍ତି ଦଶବିଧ । ସାଧନଭକ୍ତି ଏକପକାର ଏବଂ ସାଧ୍ୟପ୍ରେମଭକ୍ତି ନମ୍ବ ପ୍ରକାର ।
ରତ୍ନ ବା ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ଅନ୍ତିବାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଜନ ତାହାର ନାମ ସାଧନଭକ୍ତି
(ସାଧନଭକ୍ତି ଭ୍ରମ :) । **ଶ୍ରେମଭକ୍ତି—**ରତ୍ନ, ପ୍ରେମ, ମେହ, ମାନ, ପ୍ରେମି, ବ୍ରାଗ,

অনুমান, ভাব ও মহাভাব। রতি ও প্রেম স্রোৎ (চৈ. চ. ২১১৩।১৪৮-৪৯ এবং ২১২০।২৩-২৭)।

শুক্ষসন্ত, বিশুক্ষসন্ত—

সচিদানন্দ—পূর্ণ কুফের স্বরূপ।

একই চিছকি তাঁর ধরে তিনি রূপ।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সঙ্গিনী।

চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি।

সঙ্গিনীর সার অংশ “শুক্ষসন্ত” নাম।

ভগবানের সন্তা হয় যাহাতে বিআম।

পিতামাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।

এসব কুফের শুক্ষসন্তের বিকার॥—চৈ. চ. ১৪।৫৪-৫৭।

হ্লাদিনী সঙ্গিনী সমিতাত্ত্বিকা চিছকির বৃত্তিবিশেষের নাম শুক্ষসন্ত। এই তিনি শক্তির সম্মিলিত অভিযক্তিবিশেষই শুক্ষসন্ত। শুক্ষসন্তে কথনও হ্লাদিনীর, কথনও সঙ্গিনীর, কথনও-বা সমিতের প্রাধান্ত দৃষ্টি হয়। হ্লাদিনী-প্রধান শুক্ষসন্তকে গুহ্ববিদ্যা, সঙ্গিনীপ্রধান শুক্ষসন্তকে আধাৰশক্তি এবং সম্বিদ্যপ্রধান শুক্ষসন্তকে আজ্ঞাবিদ্যা বলে। গুহ্ববিদ্যার দুইটি বৃত্তি—ইহা ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক। আজ্ঞাবিদ্যার দুইটি বৃত্তি—ইহা জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক। আর আধাৰশক্তির পরিগতিই—ভগবন্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয়া, আসন, পাহুকাদি। শুক্ষসন্তে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুক্ষসন্তও বলে। বিশুক্ষসন্তে যখন তিনটি শক্তিরই যুগপৎ সমানভাবে অভিযক্তি থাকে তখন তাহাকে মূর্তি বলে। যথা—ইন্দ্ৰেৰ বিশুক্ষসন্ত, সঙ্গিনৃংশ প্রধানং চেৰাধাৰ শক্তিৎ। সমিদংশ প্রধানমাজ্ঞবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশ প্রধানং গুহ্ববিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্বয় প্রধানং মূর্তিঃ। —ভগবৎসন্দৰ্ভঃ-১১৮।

শুভামন্ত (বিজ)—চৈতন্যশাখা। পুরীধামে রথাগ্রে মহাপ্রভুর কীর্তন ও নৃত্যের সময়ে ইনি প্রধান কীর্তনীয়া শ্রীবাসের দলে একজন দোহার ছিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গে সে সময় অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতে। তাঁহার মুখ হইতে যে কেন নির্গত হইত, তাহা ভক্ত শুভামন্ত পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হইয়া পড়িতেন (চৈ. চ. ২।১৩।৩৮, ১০৫)।

শুক্ষ বৈৱাগ্য—কস্ত বৈৱাগ্য। ভক্তিপ্রতিকূল বৈৱাগ্য। মুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক মায়িক বস্ত্ববোধে হরি সম্বন্ধি মহাপ্রসাদাদির পরিত্যাগ। মহাপ্রসাদাদি ত্যাগ দ্রুই প্রকার—কামনা না করা এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা। বিভৌয়াটি

ବୈଜ୍ଞାନ-ଅପରାଧ ମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୩।୫୬ ; ଡ. ର. ସି. ୧୧୧୨୬) ।
ୟୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ ।

ଶୃଙ୍ଖଳା ରୁସ—ଉଜ୍ଜଳ ରସ । ବିଭାବ ଅମୁଭାବାଦି ସଂଯୋଗେ ଅପୂର୍ବ-ସାଂକ୍ଷତାପ୍ରାପ୍ତ
ମଧୁରାରତି (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮।୧୧୨ ; ୨୧୩।୫୨) ।

ଶୃଙ୍ଖଳୀ ଘର୍ତ୍ତ—ଶିଂହାରି ଘର୍ତ୍ତ ହୁଏ ।

ଶୈଷ—୧. ଅନୁଷ୍ଠାନିକ । ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୈଷକେ ‘ସଥା, ଭାଇ, ବ୍ୟାଜନ, ଶୟନ, ଶୃହ,
ଛତ୍ର’ ପ୍ରଭୃତି କଂପ ନିଜେକେ ପରିଣାମ କରିଲେ ପାରେନ ବଲିଆ ତୋହାକେ ଶୈଷ
ବଲେ (ଚୈ. ଚ. ୧୫।୧୦୬-୦୭) । ୨. ଅନ୍ତ । ଶୈଷଙ୍କ—୧. ନିର୍ମାଳୀ,
ପ୍ରସାଦ ; ୨. ଶୈଷଙ୍କ, ଉପକାରିତା । ‘ଶୈଷଙ୍କ ଚ ସଥେଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗାର୍ହକୟ’ ।—ଅର୍ଥାଂ
ନିଜେର ଇଚ୍ଛାମତ ନିଜେକେ ବିନିଯୋଗ କରାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ।

ଶୈଷଶାହୀ—୧. ଭର୍ଜମଣ୍ଡଳେର ତୌର୍ଧ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮।୫୮) । ୨. ଜନାର୍ଦନ ।

ଶୈତ୍ଯୁକୀ—ଉତ୍ତମ ନଟୀ (ଗୋବିନ୍ଦଲୀଲାମ୍ବନ ୮।୭୭ ; ଚୈ. ଚ. ୧୪।୧୮ ଖୋଲା) ।

ଶୋଧ—ଶୋଧନ (ପରିକାର) କର (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨।୨୦) ।

ଶୋଭା—ଅଳକାର ହୁଏ ।

ଶୋଷ—ଉତ୍କତା, ତୁଫା (ଚୈ. ଚ. ୨୧୪।୨୫) ।

ଶୋଭକ—ନୈମିଶାରଣ୍ୟବାସୀ କୁଳପତି ଖୁବି ।

ଶ୍ଵପଚ—ଚାତୁଳ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୮।୧୧୫) ।

ଶ୍ରୀଜ୍ଞା—ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ । ଶ୍ରୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରକୃତ
ଅଧିକାରୀ । ଶ୍ରୀ ବ୍ୟବିଧ, ଯଥ—ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ କନିଷ୍ଠ ବା କୋମଳ । ଶାସ୍ତ୍ର-
ଜ୍ଞାନେ ଓ ତଦହୁଣ୍ଡ ସୁଭିତ୍ରେ ନିଃସମ୍ବେଦ ବିଶ୍ୱାସ—ଉତ୍ତମ ବା ଶ୍ରୋଚ ଶ୍ରୀ । ଏହିପାଇଁ
ଶ୍ରୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ । ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ସୁଭିତ୍ରେ ଅଭିଜତା
ବ୍ୟତୀତରେ ଯେ ଅବିଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରୀ । ଏହିପାଇଁ ଶ୍ରୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି
ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ । ଯେ ଶ୍ରୀବା ବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିକୂଳ ସୁଭିତ୍ରେ ବିଚିତ୍ରିତ
ହେବେ ପାରେ, ତାହା କନିଷ୍ଠ ବା କୋମଳ ଶ୍ରୀ । ଏହିପାଇଁ ଶ୍ରୀବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି-
ମାର୍ଗେର କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୨୨।୭୬-୮୧) ।

ଶ୍ରୀବଥ—କର୍ତ୍ତା (ଚୈ. ଚ. ୧୪।୨୯) ।

ଶ୍ରୀମ—ବ୍ୟକ୍ତିଚାନ୍ଦୀ ଭାବ ହୁଏ ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେବ—କୁମାରହଟ୍ଟେର ଶିବାନନ୍ଦ ଦେବେର ଭାଗିନୀରେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାନ୍ତ
ଭଙ୍ଗ । ଇମି ପ୍ରତି ସଂଗର ଚିତ୍ତଜ୍ଞଦେବକେ ଦର୍ଶନେର ଅନ୍ତ ନୀଳାଚଳେ ଯାଇତେନ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତ୍ୟାତି ଯଃ ସଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟଃ । ଚିତ୍ ଧାତ୍ର ଅର୍ଥ
ଗଞ୍ଜାନ । ଯିମି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ବୋଧ କରାନ ତିମି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ । ଅର୍ଥବା

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—সম্যক্ত জ্ঞানঃ যতঃ সঃ—শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্তজ্ঞান যাহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গোবীর মহাপ্রভুর সন্ন্যাসার্থমের নাম। গৌর শ্রঃ।

শ্রীধণ্ড—বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীগাট।

শ্রীজীব গোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্তর্গত। ইহার বৎস পরিচয় প্রভৃতির বিবরণ ‘রূপ গোস্বামী’-তে পঢ়িতব্য। ইনি বাঙ্গাকালে রামকেলিতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্য প্রথমে নবদ্বীপে, পরে কাশীতে ও সর্বশেষে বৃন্দাবনে গমন করেন। কাশীতে সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীল মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে শ্যায়বেদাস্ত্রাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে পিতৃব্য রূপ-সনাতনের নিকটে ইনি ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সর্বজনবরণে বৈকল্পিক আচার্যের সম্মান লাভ করেন। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্গত শিক্ষাগুরু। গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার নিকটে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহাদের সঙ্গে ইনি গৌড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থ সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানা প্রধান গ্রন্থের নাম—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, শূক্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণচন্দীপিকা, গোপালবিন্দুবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্গকল্পতরু, গোপালচন্দু, গোপালতাপনী টাকা, ব্রহ্মসংহিতা টাকা, ভক্তিমনসামৃত-সিদ্ধু টাকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি টাকা, যোগসারস্ত্ব টাকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী বিবৃতি, পঞ্চপুরাণগোকুল শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসম্পর্ক টাকা, ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্সম্পর্ক, সর্বসম্মাদিনী প্রভৃতি। ইনি অজ্ঞের কান্ত্যায়নী ছিলেন বলিয়া কীর্তিত।

শ্রীধর—নবদ্বীপের এক দৱিত্রি আঙ্গকুলে আবিভৃত। ইনি কলার খোলা, খোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সর্বদা কৃষ্ণনামে বিভোর ধাকিতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন ইনি মহাপ্রভুকে এক খও খোড় ও একটি খোলার ডোঙা বিনামূল্যে দিতেন। মহাপ্রভু ইহার ভক্তিতে তৃষ্ণ হইয়া নবদ্বীপে ইহাকে সীয় শামরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু ইচ্ছামুক্ত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীধর কোন ঐহিক প্রশ্ন না চাহিয়া জম্বে জম্বে তাহার ভক্ত হইতে চাহিয়া ছিলেন। ইনি প্রতিবৎসর নৌলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেন। ইনি অজ্ঞের কুশমাসব সখা বা মধুমন্ত্র বলিয়া কথিত।

শ্রীবু—ব্রজমণ্ডলের দাদুশ বনের একটি।

ଶ୍ରୀବାସ, ଶ୍ରୀମିବାସ—ଏହିଟେ ବ୍ରାହ୍ମଗୁଲେ ଆବିଭୃତ, ପରେ ନବବୀପେ ଆସିଯାଇବା ବାସ କରେନ । ପିତାର ନାମ ଜନନୀ ପଣ୍ଡିତ । ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରାହଙ୍ଗେର ପର ଇନି କୁମାରହଟେ ଚଲିଯା ଥାନ । ଇହାର ପଞ୍ଚି ମାଲିନୀ ଦେବୀକେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମାତାକିତେନ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇହାର ଜ୍ଞାନ ପାନ କରିତେନ । ଶ୍ରୀବାସେରା ଚାରି ସହୋଦର—ଶ୍ରୀବାସ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀପଣ୍ଡିତ ଓ ଶ୍ରୀନିଧି । ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବେ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀବାସାଦି ଶ୍ରୀଅଦୈତେର ସଭାଯ କୃଷ୍ଣକଥା ଉନିତେନ ଏବଂ ରାତ୍ରିତେ ନିଜଗୁହେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିତେନ । ଗୟାଧାମେ ପିତକାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗମନେର ପୂର୍ବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର-ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଆଲୋଚନାଯ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାକିତେନ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଭାଯ ଯୋଗଦାନ କରିତେନ ନା । ଗୟାଧାମେ ଶ୍ରୀପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ସଂପର୍କେ ଆସାଯ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହଇଯାଇଥିବା ପଡ଼େନ ଏବଂ ଗୟା ହିତେ ଆସିଯା ଶ୍ରୀବାସେର ଆଶ୍ରିମାଯ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନେ ଯୋଗଦାନ କରେନ । ଏଥାନେଇ ତିନି ନାମାପ୍ରକାର କୃଙ୍ଗଳୀଳା ଅଭିନଯ କରେନ । ଶ୍ରୀବାସେର ଅଙ୍ଗନେ କୀର୍ତ୍ତନେର ସମୟେ ଇହାର ଏକପୁତ୍ର ପରଲୋକଗମନ କରେନ । କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନେ ବା ଭାବାବେଶେ ବାଧା ପଡ଼ିବେ ବଲିଯା ଶ୍ରୀବାସ ପ୍ରତ୍ୱବିରୋଗବ୍ୟାଧାଓ ଗୋପନ କରିଯା ନାମକିର୍ତ୍ତନ କରିତେଛିଲେ । ଶ୍ରୀବାସେର ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ଓ ଦାସଦାସୀ ସକଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡକ୍ଟର ଛିଲେନ । ଶ୍ରୀବାସେର ରଥ୍ୟାଭାର ସମୟେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନେର ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବିଧାମେ ଯାଇତେନ । ଶ୍ରୀବାସେର ଭାତୁତ୍ୱକୀ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତେର ଅଶ୍ଵ କୃପାପାତ୍ରୀ ଛିଲେନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ତାଗବତ ପ୍ରଗେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲ ବ୍ରଦ୍ଵାବନଦାସେଥ ଜନନୀ ଛିଲେନ । ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ବଜୟେ ନାରଦ ଛିଲେନ ବଲିଯା କୀର୍ତ୍ତିତ ।

ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠ—ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠ—ଶ୍ରୀବୈକୁଣ୍ଠମ୍ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତେ “ଆଲୋଯାର ତିର୍ମନଗରୀ” ହିତେ ଚାରି ଘାଇଲ ଉତ୍ତରେ ଏବଂ ‘ତିନେବୋଲୀ’ ହିତେ ଷେଳ ଘାଇଲ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବେ ତାତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନଦୀଭୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ।

ଶ୍ରୀଭୂତୀଶ୍ଵର ଶକ୍ତି—ଶ୍ରୀଭୂତୀଶ୍ଵରର ତିନଟି ମୁଖ୍ୟଶକ୍ତି, ଯଥା—ଶ୍ରୀ-ଶକ୍ତି, ଭୂ-ଶକ୍ତି ଓ ଶୌଲା-ଶକ୍ତି । ଶ୍ରୀ—ଶକ୍ତି, ଭୂ—ଉଂପିତିହିତିର ଅଧିଷ୍ଟାତ୍ରୀ ଓ ଶୌଲା—ଶ୍ରୀଭୂତୀଶ୍ଵରର ଶୌଲାବିଧାଯିନୀ ଶକ୍ତି । ଭୂଦେବୀ ଓ ଶୌଲାଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵ ଧାକେନ (ଟେ. ଚ. ୧୫୧୨୪) ।

ଶ୍ରୀମାନ ପଣ୍ଡିତ—ଚିତ୍ତନ୍ତାଖାର ମହାତ୍ମ । ‘ଇହାରଓ’ ଏକଟି ଶାଖା ଆଛେ । ଉତ୍ତାମା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ‘ନିଜଭୃତ୍’ । ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟକାଳେ ଶ୍ରୀମାନ ପଣ୍ଡିତ ‘ଦେଉଟ’ (ଅଦୀପ) ଧରିତେନ (ଟେ. ଚ. ୧୧୦୧୩୫) । ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନେର ଅନ୍ୟ ଇନି ବରେ ରଥ୍ୟାଭାର ସମୟେ ପୂର୍ବିଧାମେ ଯାଇତେନ ।

ଶ୍ରୀରାଜକ୍ଷେତ୍ର—ଶ୍ରୀରାଜ—ଶ୍ରୀରାଜ ରାଜ୍ୟେ ‘ବ୍ରିଚିନ୍ନାପଣ୍ଡି’-ର ଉତ୍ତରେ କାବେରୀ ନଦୀର ଭୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଧ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ବିଶ୍ଵରେ ନାମ ଶ୍ରୀରାଜନାଥ । ଦକ୍ଷିଣ

ভারতে রঞ্জনাথের মন্দির তিনটি। আদি রঞ্জনাথ—শ্রীরঞ্জপাটনায়—মহীশূর নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরে; মধ্য রঞ্জনাথের মন্দির শিবসমুদ্রমে—মহীশূর হইতে ৪৮ মাইল দূরে এবং অস্ত্যরঞ্জনাথ শ্রীরঞ্জমে। তিনটি তীর্থই কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। যামুনাচার্য, রামামুজাচার্য প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীরঞ্জমের মহাস্ত ছিলেন।

শ্রীরাঘবগুণত— ঔৰাস দ্রঃ।

শ্রীরূপগোস্বামী— রূপগোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীশৈল— মন্দির পর্যতের উত্তরাংশ। বর্তমানে ‘পালসী হিলস’ নামে খ্যাত।

শ্রীসনাতন গোস্বামী— সনাতন গোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীছট— শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা অগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাস্বর চক্রবর্তী, অবৈতাচার্য এবং মুরারী শুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর আচার্যর প্রভৃতি বহু শ্রীগোরাঙ্গ পার্বদের জয়ভূমি। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার করিমগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত বাকী অংশ পাকিস্তানের অস্তভুক্ত হইয়াছে। উত্তর শ্রীছট মহকুমার ঢাকা দক্ষিণে অস্তাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটী ও বিগ্রহ বিদ্যমান। এখানে রথযাত্রা, ঝুলন ও চৈত্রমাসে রবিবারীতে মেলা বসে।

শ্রুতি, শ্রুতি— বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র। অধিগম দ্রঃ।

শ্রুতেক্ষিতি পথ— শ্রুতি (বেদাদি শাস্ত্র শ্রন্দণ) দ্বারা দীপ্তিত (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায়) যাহার। বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণে গাহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়।

শ্রেষ্ঠঃ শক্তি— শ্রেষ্ঠের (মঙ্গলের) শক্তি (উপায়, মার্গ, রাস্তা)-স্বরূপ। কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপ (ভাঃ ১০। ১৪। ৪)।

শ্রূতামুস— শৃঙ্গার রস ((চৈ. চ. ২। ৮। ১৪।))

অ

শৃষ্টচক্র (যোগশাস্ত্রোক্ত)— দেহমধ্যস্থ শৃঙ্গানাড়ীতে অবস্থিত পদ্মাকার ছয়টি চক্র। যথা—যুলাধীর, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অমাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

শৃষ্ট-সম্বর্ত— শ্রীজীবগোস্বামীকৃত বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ। ইহার অপর নাম ভাগবৎ-সম্বর্ত। তত্ত্ব-সম্বর্ত, ভগবৎ-সম্বর্ত, পরমাত্ম-সম্বর্ত, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বর্ত, ভক্তি-সম্বর্ত ও প্রীতি-সম্বর্ত ইহার অষ্টগত।

শৃঙ্গপুজা— অৱ, অল, বস্ত, দীপ, তাপুল ও আসন—এই ছয়টি অঙ্গসহ পূজা (চৈ. ভা. ১৬৭। ১। ২৮)।

ବଡ଼୍‌ଭକ୍ତି—ଗୁରୁ, ଭକ୍ତ, ଦେଖ, ଅବତାର, ପ୍ରକାଶ ଓ ଶକ୍ତି ।

ବଡ଼୍‌ବର୍ଷା—ମୀମାଂସା (ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା), ବେଦାଙ୍ଗ (ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା), ସାଂଖ୍ୟ, ପାତଙ୍ଗଲ ଯୋଗ, ଶ୍ରାୟ ଓ ବୈଶେଷିକ । ଇହାରୀ ସକଳେଇ ବେଦ ଦୀକାର କରିଯାଛେ, ଏହାରୀ ଇହାଦିଗରେ ଆଣ୍ଜିକ ବର୍ଷା ବଲେ । ମୀମାଂସା—ଜୈମିନିକୃତ, ବେଦାଙ୍ଗ—ବାଦରାଯଣ ବା ବ୍ୟାସକୃତ, ସାଂଖ୍ୟ—କପିଲକୃତ (ଏହି କପିଲ ଭାଗବତୋତ୍ତମ ଦେବହତି-ପୁତ୍ର କପିଲ ନହେନ), ଯୋଗ—ପତଞ୍ଜଲିକୃତ, ଶାର—ଗୋତମକୃତ ଏବଂ ବୈଶେଷିକ—କଣାଦକୃତ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୭୧୯୨) ।

ବଡ଼୍‌ବର୍ଗ (ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରେ)—ଜାତକେର ଅସ୍ତକାଲୀନ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳପ୍ରଚକ—କ୍ଷେତ୍ର, ହୋରା, ଦ୍ରୋକାଣ, ନବାଂଶ, ଦ୍ୱାଦଶାଂଶ ଓ ତ୍ରିଂଶାଂଶ—ଇହାଦେଇ ସମାନିକେ ଷଡ଼୍‌ବର୍ଗ ବଲେ ।

ବୈଡ୍‌ବସ୍ତର୍—ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଯଶ, ସମ୍ପଦ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୨୧୭) ।
ଡଗବାନ ଦ୍ରୁତି ।

ବାଠୀର ଆଶ୍ରତୀ—ନୀଳାଚଲେର ସାର୍ବଭୌମ ଡ୍ରୋଚାର୍ଥେର ପଢ୍ଠୀ । ଇହାର କଷ୍ଟାର ନାମ ବାଠୀ (ଚୈ. ଚ. ୨୧୫୧୨୯୪) ।

ବୋଭୁଶ କଳା—ପଞ୍ଚ ଜାନେନ୍ଦ୍ରିୟ (ଚକ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ଵା ଓ ଭ୍ରକ୍ତ), ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ (ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାଯୁ ଓ ଉପଷ୍ଟ), ଯନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ (କ୍ଷିତି, ଅପ୍, ତେଜ୍ଜଃ, ମରୁତ୍ ଓ ବ୍ୟୋମ) (ଡା: ୧୩୧ ; ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୩ ପ୍ଲୋ:) ।

ବୋଲ ସୋଜ—ଯାହା ବହନ କରିଲେ ବତ୍ରିଶ ଜନ ଲୋକେର ଦରକାର (ଚୈ. ଚ. ୧୧୦୧୧୪) ।

ସ୍ତ୍ରୀ

ସଂକରଣ—ଆକର୍ଷକ, ବଳଦେବ । ଧାରକା ଓ ପରବ୍ୟୋମ ଚତୁର୍ବ୍ୟହେର ବିତୌଯ ବ୍ୟାହ ।
ଚତୁର୍ବ୍ୟହ ଦ୍ରୁତି ।

ସଂଘ୍ୟ—ଯୁଦ୍ଧ (ଶୀ. ୧୫୭) ।

ସଜର୍—ଚିତ୍ରଜଳ ଦ୍ରୁତି ।

ସଂଷ୍ଟଟମା—ସାମଙ୍ଗନ୍ୟ ସଟନାସପ୍ରିବେଶ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୬୫) ।

ସଂପର୍କ, ସର୍ବିତ୍—ଆନ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୨୧୦) । **ସର୍ବିତ୍ ଅନ୍ତିକ—**ଚିଂ ବା ଆନ-ବିଷୟକ ଶକ୍ତି (ଚୈ. ଚ. ୧୫୧୫୫) ।

ସଂଲାପ—ଉଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷିତ ବାକ୍ୟ (ଚୈ. ଚ. ୧୧୬୩୦) ।

ସଂପ୍ରିତ—ମୃତ (ଚୈ. ଚ. ୩୧୧୧ ପ୍ଲୋ:); ହିତ, ସର୍ବିତ୍, ମରାପ ।

ସର୍ବୀ—ଆରାଧାର ପ୍ରାୟ ସମଜାତୀୟ ସେବାଯ ଥାହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଶ୍ରୀତି ବିଧାନ କରେନ, ତୋହାରୀ ସର୍ବୀ । ଲଜିତା, ବିଶାଖା ପ୍ରଭୃତି । ଇହାରୀ ସ୍ଵର୍ଗ ଶକ୍ତି । **ସର୍ବୀଭାବେ**

সাধন—সথীভাবে সথীদের আচুগত্যে ভজন। সথীভাবে অর্থ—সাধক নিজে শ্রীরাধার কিঙ্গীরূপা এক গোপকিশোরী—এইরূপ ভাবে। ইহাকে রাগাচুগা ভজন বলে। এই ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বর্যজ্ঞান বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞান হয় না। যশোরী দ্রঃ।

সাধ্যরতি—রতি দ্রঃ।

সঙ্গ—একত্রবাস (চৈ. চ. ২১১১৮৬)।

সঙ্গাট্ট—ভিড় (চৈ. চ. ২১১১৮০)।

সজাতীয়—ভেদ দ্রঃ।

সঞ্চয়—সমূহ (চৈ. চ. ২১৪১৯)।

সঞ্চয়ন—একত্রিত (চৈ. চ. ৩১০১১০৮)।

সঞ্চারি—প্রচার করিয়া (চৈ. চ. ১১৭১২০৩); অমুপ্রবিষ্ট করা (চৈ. চ. ৩১১৮১)।

সঞ্চারী ভাব—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

সঞ্চয়—১. কুরুরাজ ধূতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা। ইনি বাসপ্রসাদে দিয়া চক্র-কর্ণ লাভ করিয়া অক্ষরাজা ধূতরাষ্ট্রের নিকটে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণাঞ্জনসংবাদ বর্ণনা করেন। যুদ্ধাত্মে সাতাকি ইঁহাকে হত্তা করিতে উচ্ছত হইলে দাসদেব নিষেধ করেন। ইঁহার শেষ জীবন তপস্যায় অতিধাহিত হয়।

মুকুলসঞ্চয়—চৈত্যদেবের নববৰ্ষীপবাসী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ইঁহার পুত্র পুরুষোত্তমও মহাপ্রভুর ছাত্র ছিলেন। মুকুলসঞ্চয়ের গৃহে মহাপ্রভুর চতুর্পাঠী ছিল। ইনি নববৰ্ষীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং নীলাচলেও তাঁহাকে দর্শনের জন্য যাইতেন।

সংড়াগঞ্জ—পঁচাগঞ্জ (চৈ. চ. ৩১৬৩০৯)।

সংড়ি—পচিয়া (চৈ. চ. ৩১৬৩০৮)।

সংকার—প্রশংসা (চৈ. চ. ১১৬৩৫)।

সংস্কা—স্থিতি।

সত্যভাসু—বালগোপালের জনৈক উপাসক। জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস পণ্ডিতের সমসাময়িক। শ্রীহট্টবার্সী^১ বিপ্র। ইনি নববৰ্ষীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া ইষ্টদেব ষ বালগোপালকে অৱ নিবেদন করিলে দুঃপোষ্য নিমাই সেই অৱ গ্রহণ করেন। তিনবার একপ হইলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারেন নিমাই-ই তাঁহার ইষ্টদেব বালগোপাল। তখন শ্রীগোপাল তাঁহাকে অৱপে দর্শন দিয়া উক্তার করেন (চৈ. চ. ১১৪১৩৪)।

সত্যজাগাপুর—উড়িষ্যা রাজ্যে পুরীর অন্তরে একটি গ্রাম। এই হানে দেবী সত্যজাগা শ্রীকৃপ গোৱাচীকে স্থপ্ত দর্শন দিয়া ব্ৰজলীলা ও দ্বাৰকালীলা পৃথকভাবে রচনা কৰিতে আদেশ কৰেন। ইহার ফলে শ্রীকৃপ বিদ্যুমাধব ও মলিনমাধব নামক দ্বইথানি মাটক রচনা কৰেন।

সত্যরাজ খান—কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খানের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বস্তু। উপাধি সত্যরাজ খান। চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত। রামানন্দ বস্তু দ্রঃ।

সদাচার—বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণত্বিহ মূখ্য সদাচার।

সদাত্মত—অভিধেয দ্রঃ।

সদাশিব কবিরাজ—নিত্যানন্দশাখা। বৈশ্যবৎশে আবিষ্ট্রত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস। পৌত্র—কাহুঠাকুর। ইহারা চারি পুরুষ গোরপার্ষদ। ব্ৰজলীলাৰ চন্দ্ৰাবলী। পুরুষোত্তম দাস ও কাহুঠাকুৰ দ্রঃ।

সদৰ্থ শিক্ষা পৃচ্ছা—সদৰ্থ অৰ্থ সতেৱ ধৰ্ম, অৰ্থাৎ সাধু মহাজনদিগেৱ আচাৰিত ধৰ্ম, অথবা সৎসম্বৰ্কীয় ধৰ্ম বা ডাগবত ধৰ্ম। একপ শিক্ষা বা একপ ধৰ্ম সমষ্টে প্ৰশ্ন বা নিবেদন (১৮. চ. ২।২।২।৬।)।

সনকাছি—ব্ৰহ্মার চারি মানসপুত্ৰ, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

সনাতন গোৱাচী—বৃন্দাবনেৱ ছয় গোৱাচীৰ অন্ততম। ভৱাজ গোত্ৰীয় যজুৰ্বেদীয় আক্ষণ। পিতা—কুমারদেব। আতা—কৃপ গোৱাচী ও অহুপম বল্লভ। অহুপমেৱ পুত্ৰ শ্ৰীজীৰ গোৱাচী। সনাতন গৌড়েশ্বৰ হসেন সাহেব প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিলেন। গৌড়েশ্বৰ—দন্ত নাম সাকৰ মন্ত্ৰিক। রামকেলিতে চৈতন্যদেবেৱ সহিত সাক্ষাতেৱ পৱ তিনি ইহার নাম দেন সনাতন। ইনি মহাপ্ৰভুৰ গুণে আৰুষ্ট হইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ত্যাগ কৰিয়া চীৱধাৰী অবাচক অনিকেতন বৈষ্ণবে পৱিণ্ট হন। বাৰিথও পথে পদব্ৰজে নীলাচল আসায় ইহার অক্ষে দূষিত কণ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কাৰণে এবং যৰন রাজেৱ অধীনে ছিলেন বলিয়া ইনি নিজেকে অস্পৃশ্য জ্ঞান কৰিতেন। কিন্তু মহাপ্ৰভু ইহাকে কোল দিয়াছিলেন এবং কাৰ্শীতে ইহাকে সাধ্য-সাধন ও সমৰ্থ-অভিধেয়-প্ৰয়োজনত্ব সমষ্টে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্য চৱিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ-২৪শ পৱিষ্ঠে ইহা বিবৃত হইয়াছে। ইনি মহাপ্ৰভুৰ আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া লুক্ষ্যতীর্থাদি উজ্জ্বার কৰেন এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্ৰ রচনা কৰেন। তাৰখ্যে বৃহদ্বাগবতামৃত, শ্ৰীশ্ৰীহৰিভজ্জিবিলাসেৱ টীকা, শ্ৰীমদ্ভাগবতেৱ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশম চাৰিতাদি বিশেষ

প্রসিদ্ধ। অজলীলায় ইনি রত্নমঞ্জরী, নাম ভেদে লবঙ্গমঞ্জরী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার বৎশ পরিচয় ও অস্ত্রাঙ্গ বিধরণ ‘রূপ গোষ্ঠামী’-তে প্রষ্টব্য।

সংজ্ঞেশ্বর—আদেশ, বার্তা।

সংজ্ঞি—তাবদকি। এক কারণজনিত বা বহুকারণজনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সংজ্ঞি বলে। যথা—স্বর্কপয়োর্ভিস্বয়োর্ভা সংজ্ঞি: শাস্ত্রাবর্জনোমুত্তিঃ (চৈ. চ. ২১২১৫৪)।

সংজ্ঞিমী শক্তি—সত্তা বিষয়ক শক্তি। শক্তি স্তঃ।

সংগুরুঘৰ্ষি—মৰীচি, অঙ্গি, অঙ্গিয়া, পুলস্তা, পুলহ, কুতু ও বশিষ্ঠ।

সংগুগোদাবৰী—মাস্তাজ রাজে রাজমহেন্দ্রী জেলায় সংগুগোদাবৰী নামে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ইহার অপর নাম ‘গোতমী সঙ্গম’। গোদাবৰীর সাতটি শাখা, যথা—বাণগঙ্গা, উর্বা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিয়া, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবৰী। মহাভারত, বনপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সংগুগোদাবৰীর উল্লেখ আছে।

সংগুণ্ঠাম—কলিকাতা। হইতে সাতাশ মাইল দূরে হগলী জেলায় আদি সংগুণ্ঠাম নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইহার অপর দূরে সংগুণ্ঠাম। পূর্বে এখানে বাহুদেবপুর, বীশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সংগুণ্ঠাম ও শঙ্খনগর নামে সাতটি গ্রাম ছিল; প্রাচীন সংগুণ্ঠাম সরন্তাতী নদীতীরের একটি সমৃদ্ধিশালী মগর ও বন্দর ছিল। ইহা রঘুনাথ দাস গোষ্ঠামীর আবর্তিত্বস্থান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দন্ত ঠাকুরের পাটবাড়ী অঞ্চলিপি বিঠমান।

সংগুষ্ঠীপ—অস্মু, পক, শাল্পলী, কুশ, ক্লোঁঁ, শাক ও পুকুর (চৈ. চ. ২১২০।৩২১; ৩।২।১-১০)।

সংগুত্তিনয়—ধর্থিগম স্তঃ।

সংগুসংযুক্ত—লবণ, ইচ্ছ (রস), স্বরা, স্বত, দধি, দুষ্ট ও জল সম্মত। দধি-সংযুক্তের অপর নাম ক্ষীর সমূজ বা ক্ষীরাকি (চৈ. চ. ২।১২০।৩২১)।

সংবল—সোম্যাগ (ভাঃ ৩।৩৩।৬; চৈ. চ. ২।১৬।৩ স্তোঃ)।

সংবে—কেবলমাত্র (চৈ. চ. ১।৪।১৩২), একমাত্র (চৈ. চ. ২।১।১৮৮)।

সংবের—সকলের (চৈ. চ. ১।১০।১৪৯)।

সংজ্ঞা—সকল (চৈ. চ. ১।৬।৬০); সমিতি (চৈ. চ. ২।৪।১০) **সংজ্ঞাতে—**

সকলের মধ্যে (চৈ. চ. ১।১।৪১)। **সংজ্ঞায়—সকলকে (চৈ. চ. ১।১।৩।১০৫);**

সংজ্ঞার—সকলের (চৈ. চ. ১।১।৩২); **সংজ্ঞারে—সকলকে (চৈ. চ. ১।১।২৭)।**

সমজঙ্গসা রুভি— রতি দ্রঃ ।

সমর্থ—পারগ (চৈ. চ. ২১২২১৫)।

সমর্থা রুভি— রতি দ্রঃ ।

সমষ্টি—নায়িকা দ্রঃ ।

সমাধান—শেষ (চৈ. চ. ২১৩১০৮) ; নির্বাহ (চৈ. চ. ৩১১১)।

সমুবো—বুবো (চৈ. চ. ১১২১৫২)।

সম্পুট—কোটা (চৈ. চ. ২১১৪।১২৮)।

সম্বন্ধতন্ত্র—সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । যাহা হইতে সমস্ত জগতের ঘট্ট, স্থিতি ও প্রণয় । যাহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত । তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় (চৈ. চ. ২১২০।১০৯, ২১২১২)।

ভগবান ব্রহ্মাকে বলেন—আমি ‘সমস্ত তত্ত্ব’, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান ।

আমা পাইতে সাধন ভক্তি ‘অভিধেয়’ নাম ॥

সাধনের ফল প্রেম মূল ‘প্রয়োজন’ ।

সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥—চৈ. চ. ২১১৫।৮৬-৮৭

অর্থাৎ ভগবানই সম্বন্ধতন্ত্র ; তাহার সম্বৰ্কীয় জ্ঞান এবং তাহার সম্বৰ্কীয় বিজ্ঞানও সম্বন্ধতন্ত্রেই অস্তিত্ব রয়েছে । ভগবানকে পাইবার উপায়সন্ধান যে সাধনভক্তি, তাহাই অভিধেয়তন্ত্র । আর এই সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই প্রয়োজন তন্ত্র । যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব ভগবানের সেবা লাভ করিয়া থাকে ।

সম্ভিৎ, সম্ভিতশক্তি—সংবিত দ্রঃ ।

সম্ভাবিত—মানী ব্যক্তি (গী. ২।৩৪)।

সম্ভাল—ধৈর্য ।

সম্ভূতি—পথ ।

সম্ভাস—প্রসিদ্ধ রাস্তা (চৈ. চ. ৩।৬।১৮৩)।

সম্ভি—শেষ হইয়া (চৈ. চ. ২।৪।১২০)।

সম্ভু—কুশ (চৈ. চ. ৩।১০।১৭)।

সম্ভু—পদাৰ্থ দ্রঃ ।

সম্ভু অবস্থণ—সর্বশেষ ।

সম্ভুকারণকারণ—সচিদানন্দবিশ্রাহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি,

সমস্ত কারণের কারণ । যথা—

ঈশ্বরঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচিদানন্দবিশ্রাহঃ ।

অবাদিদ্বাদির্গোবিশ্বঃ সর্বকারণ কারণম্ । অক্ষসংহিতা-৫।

সর্বজিজ্ঞু—সর্বময় কর্তা, সর্বজ্ঞী (চৈ. চ. ১১১৬৫)।

সহজ—প্রকৃত সাভাবিক কথা (চৈ. চ. ২১১৫২৫৪)। **সহজ বস্তু—**প্রকৃততত্ত্ব (চৈ. চ. ২১২১৭৫)।

সহস্রপাদ—সহস্রপাদ (চৱণ বা মশি) যাহার। শ্রীবিষ্ণু। শূর্য।

সহস্রারু—সহস্র অর (দল) যাহার। যোগশান্তে উক্ত শিরোমধ্যস্থ স্মৃত্যানাত্তীন্তিত সহস্রদলপদ্ম।

সঁচা—প্রা. সত্য (চৈ. চ. ১১১১১৪২)।

সাজন—প্রা. সজ্জা (চৈ. চ. ২১১৪১৯৩)। **সাজনি—**সজ্জা (চৈ. চ. ২১৩১৮)।

সাত্ত্বত, সাত্ত্বত—১. নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র (চৈ. চ. ২১১৩১ খ্রোঃ) ;
২. ভক্তজন (ভাঃ ২১৩১৪) ; ৩. যত্নবংশীয় বীরগণ—শ্রীজীব।

সাত্ত্বিক ভাব—ভগবৎসমষ্টীয় ভাবসমূহ দ্বারা চিন্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিন্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহকে বলে সাত্ত্বিক ভাব।

সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার। যথা—স্তুতি, স্নেদ, রোমাঙ্গ, স্বরভেদ, কম্প,
বৈবর্ণ্য, অঞ্চ ও প্রলয় (যুচ্ছী) (চৈ. চ. ২১২৬২, ২১৩১১২, ২১৬১১)।

স্তুতি—হৰ্ষ, ভয়, আশৰ্য্য, বিষাদ ও অমৰ্ত্ত হইতে স্তুতি উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদি শৃঙ্খলা, নিচলতা, শৃঙ্খলাদি অয়ে ; কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি লোপ হয়। **স্বেচ্ছ—**ঘর্য। হৰ্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের ক্ষেদ বা আর্দ্রতাকে স্বেদ বলে। **রোমাঙ্গ—**লোমোদগম ; পুলক। আশৰ্য্য বস্তুর দর্শন, হৰ্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিবশতঃ রোমাঙ্গ হয় ; ইহাতে রোমসকলের উদ্গম ও গোত্রসমূহের পরম্পরার সংলগ্নতাদি হয়। **অবশ্যেন—**বিষাদ, বিশ্বায়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি অয়ে ; বাক্য গদগদ (অস্পষ্ট) হয়। **কম্প—**ক্রোধ, আস ও হৃষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাকলা, তাহাকে কম্প বলে। **বৈবর্ণ্য—**বর্ণের অন্যথাভাব। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিবশতঃ বর্ণবিকৃতার নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মলিনতা ও ক্ষুণ্ণতা হয়।

অক্ষয়—নেত্র-অল। হৰ্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনা চেষ্টার চক্ষু হইতে বে অল বাহির হয়, তাহার নাম অক্ষয়। হৰ্ষজনিত অঞ্চ শীতল, ক্রোধাদি-জনিত অঞ্চ উক্ত। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর ক্ষোভ, ইক্ষিয়া ও সম্মার্জনাদি হইয়া থাকে। মাসিকাভাব ইহার অঙ্গবিশেষ। **প্রেক্ষন—**হৃথ ও দৃঢ়বশতঃ চেষ্টাশৃঙ্খলা ও আনশৃঙ্খলার নাম প্রলয় বা যুচ্ছী। প্রলয়ে স্থিতে পতনাদি হয় (উ. নী., সাত্ত্বিক ১-২৪)।

ସାଧକ—“ଆହାଦେର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରତ୍ନ ଉଦୟ ହେଇଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାରେ ନିର୍ବିଜ୍ଞ ହେଇତେ ପାରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ସାକ୍ଷାତ୍କାରେର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅର୍ଜନ କରିଯାଛେ—ତୋହାରାଇ ସାଧକ; ସେମନ ବିଜ୍ଞମଙ୍ଗଳାଦି” (ବୈ. ଅ.) ।

ସାଧନ—ସାଧ୍ୟବନ୍ଧୁର ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ । ସାଧ୍ୟ ଦ୍ରୁଃ ।

ସାଧନଭକ୍ତି—ରତ୍ନ ବା ପ୍ରେମାକୁର ଜୟାଇବାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭଜନ ତାହାର ନାମ ସାଧନଭକ୍ତି । ଇହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ସାଧ୍ୟ । ଇହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେମ । ଅବଶ କୌରନାଦି କ୍ରିୟା ସାଧନଭକ୍ତିର ‘ସ୍ଵରୂପଲକ୍ଷଣ’ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମ ଇହାର ‘ତଟକୁ ଲକ୍ଷଣ’ । କୃଷ୍ଣପ୍ରେମ ଆବାର ନିତ୍ୟସିନ୍ଧ, ଅବଶ କୌରନାଦି ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ ଶୁଦ୍ଧ ହଇଲେ ଇହାର ଉଦୟ ହୁଏ । ସାଧନେ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଭାବ ଅହସାରେ ସାଧନଭକ୍ତି ବୈଶୀ ଓ ରାଗାଚୁଗୀ ଭେଦେ ବ୍ରିବିଧି । ବୈଶୀ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ୬୪ ପ୍ରକାର । ସଥା—ଚୌଷଟୀ ଅତି ସାଧନଭକ୍ତି—୧. ଗୁରୁପାଦାଶ୍ୟ, ୨. ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣ, ୩. ଶୁଦ୍ଧ ସେବା, ୪. ସନ୍ଦର୍ଭ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଚ୍ଛା, ୫. ସାଧୁବର୍ତ୍ତମାନଗମନ, ୬. କୃଷ୍ଣପ୍ରୀତେ-ଭୋଗ-ତ୍ୟାଗ, ୭. କୃଷ୍ଣଭୀର୍ତ୍ତେ ବାସ, ୮. ଯାବ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପ୍ରତିଗ୍ରହ (କରନିର୍ବାହେର ଜନ୍ମ ଯତ୍ନକୁ ପ୍ରୋଜନ, ମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ବା ଗ୍ରହଣ), ୯. ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ, ୧୦. ଧାତୀ-ଅଶ୍ଵ-ଗୋ-ବିପ୍ର-ବୈଷ୍ଣବ ପୂଜନ, ୧୧. ସେବାନାମାପରାଧାଦି ଦୂରେ ବର୍ଜନ, ୧୨. ଅବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍କତ୍ୟାଗ, ୧୩. ବହୁଶିଷ୍ଟ ପରିହାର, ୧୪. (ଭକ୍ତିବିରୋଧୀ) ବହ ଗ୍ରହେର ଓ ବହକଳାର (ଚତୁଃସ୍ଥି କଳାର) ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବର୍ଜନ, ୧୫. ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିତେ ଶମଜାନ, ୧୬. ଲୋକାଦିର ବୈଶୀତ ନା ହେଉଥା, ୧୭. ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରେର ନିମ୍ନା ନା କରା, ୧୮. ବିଶ୍ୱ ଓ ବୈଷ୍ଣବେର ନିମ୍ନା ନା ଶୁନା, ୧୯. ଗ୍ରାମ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ନା ଶୁନା, ୨୦. ଆଣୀମାତ୍ରେ ଘନୋବାକ୍ୟେ ଉଦ୍‌ଦେଶ ନା ଦେଓୟା, ୨୧. ଶ୍ରୀହରି ମଦିରାଧ୍ୟତିଳକାଦି ବୈଷ୍ଣବଚିହ୍ନ ଧାରଣ, ୨୨. ଶ୍ରୀହରିର ଅଶ୍ରେ ନୃତ୍ୟ, ୨୩. ଦେଖବ୍ୟ ନମସ୍କାର, ୨୪. ଶ୍ରୀଶୂରି ଦର୍ଶନେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଗାତ୍ରୋଥାନ, ୨୫. ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ପାଛେ ପାଛେ ଗମନ, ୨୬. ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଥାମେ ଗମନ, ୨୭. ପରିଜ୍ଞାଯା, ୨୮. ଅର୍ଟନ, ୨୯. ପରିଚର୍ଚା, ୩୦. ଶୀତ, ୩୧. ସଙ୍କିର୍ତ୍ତନ, ୩୨. ଅପ, ୩୩. ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନିଷେଦନ), ୩୪. କ୍ରବଗାର୍ତ୍ତ, ୩୫. ନୈବେଚ୍ଛେନ (ମହାପ୍ରଶାଦେର) ଦ୍ୱାର ଗ୍ରହଣ, ୩୬. ଚରଣମୁଦ୍ରର ଆସ୍ତାଦ ଗ୍ରହଣ, ୩୭. ଧୂ-ମାଲ୍ୟାଦିର ଶୋରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ, ୩୮. ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରମ, ୩୯. ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ, ୪୦. ଆରତି ଓ ଉତ୍ସବାଦି ଦର୍ଶନ, ୪୧. ଭଗବତକଥା ଅବଶ, ୪୨. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କୃପାଳାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆଶା, ୪୩. ଆରପ, ୪୪. ଧ୍ୟାନ, ୪୫. ଦାସ୍ତ, ୪୬. ସଥ୍ୟ, ୪୭. ଆଜ୍ଞାନିବେଦନ, ୪୮. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନିବେଦନେର ଉପଦୋଶୀ ଶାଶ୍ଵାବିହିତ ଜ୍ଞାନାଦିନ

মধ্যে শীঘ্র প্রিয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের অর্পণ, ১. কৃষ্ণার্থে অধিল চেষ্টা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবার্থে কর্ম), ২. সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে শুরণাগতি, ৩. তুলসী-সেবা, ৪. শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবা, ৫. মথুরাধাম গমন, ৬. বৈষ্ণবাদিত্ব সেবা, ৭. নিজের অবস্থামুহ্যমুহী জ্ঞানাদিত্ব দ্বারা উজ্জ্বলসহ যহোৎসবকরণ, ৮. কার্ত্তিকাদি ত্রত (নিয়ম সেবাদি), ৯. জগ্নাটার্হী আদি উৎসব, ১০. অক্ষার সহিত শ্রীযুক্তি সেবা, ১১. রসিকবৃন্দের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থস্থাদন, ১২. সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাগম), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রিম্প প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, ১৩. নাম সঙ্কীর্তন এবং ১৪. শ্রীমধুরামণ্ডলে অবস্থিতি। এই চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তি (ভ. র. সি. ১২১৭-১৯ ; চৈ. চ. ২১৯১৫১, ২১২২১৫৬-১৩)।

ইহার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠসাধন, যথা—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ।

মথুরাদাস, শ্রীযুক্তির অক্ষায় সেবন॥

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অন্ত সঙ্গ॥

(চৈ. চ. ২১২২১৫৪-১৫)।

ইহাদিগকে পঞ্চাঙ্গসাধন বলে। ‘ভক্তি’ শব্দে বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি দ্রঃ।

সাধনসিদ্ধপার্য্য—পার্য্য দ্রঃ।

সাধনসিদ্ধা গোপী—গোপী দ্রঃ।

সাধনসূচী বৰ্ণি—বৰ্ণি দ্রঃ।

সাধিপাত্তি—প্রা. রাজকর্মাদি আদায় করিয়া (চৈ. চ. ৩৯১১)।

সাধিবারু—প্রা. সাধিয়া আনিবার (চৈ. চ. ৩৬১৬২)।

সাধে—প্রা. পিক করে (চৈ. চ. ১৩১২৪)।

সাধনস—আস (চৈ. চ. ১১৭১২৭১) ; সম্মুচক ভৱ (চৈ. চ. ৭১২১২)।

সাধ্য—সাধকগণ সাধন দ্বারা, যাহা পাইতে চান সেই অভীষ্ট বস্তুই সাধ্য।

পুরুষার্থ। প্রেম মৃত্যু সাধ্যবন্ধ। রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচারে সাধ্যের নির্ণয়প্রসঙ্গে শ্রীমন् মহাপ্রভু স্বধর্মাচরণে লভ্য বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্ম ত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে ‘এহোবাহ’ বলিয়াছেন। এছলে ‘স্বধর্ম’ অর্থ ‘বর্ণাঞ্জলমধর্ম’। মহাপ্রভুর মতে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং দাস্তপ্রেম—সাধ্য; সধ্যপ্রেম ও বাসসলাপ্রেম—উভয় সাধ্য এবং কান্তাপ্রেম—‘সাধ্যাবধি

সন্মিশ্র’। আর প্রেমবিলাসবিবর্ত—‘সাধ্যবস্থ-অবধি’ (চৈ. চ. ২১৮৫৪-৭৫
এবং ১৪২-১৫১)।

সাঞ্জি—প্রা. বিশাইয়া (চৈ. চ. ৩১৯৩৭)।

সাঞ্জীপ্য—সমীপে অবস্থানগ্রাস্তি। মুক্তি দ্রঃ।

সামুজ্য—প্রমেখের লয়প্রাপ্তি। সামুজ্য মুক্তি দ্রহ প্রকার,—অঙ্গসামুজ্য ও উপর-
সামুজ্য। প্রথমটি নিরাকার উক্তে লয়, অপরটি সাকার ভগবানে লয়। মুক্তি দ্রঃ।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—নববীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ‘চৈতন্যমঙ্গল’
ও ‘ভক্তিরস্তাকর’ মতে ইহার নাম বাসুদেব, উপাধি ‘সার্বভৌম’। ইনি
নববীপ হইতে নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সার্বভৌম সর্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ
গ্রাম ও বেদান্ত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রারদ্শনী ছিলেন। ইনি নীলাচলে
অবৈত্ব বেদান্তের (মায়াবাদ-ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। সার্বভৌম
বহু সন্ন্যাসীরও ‘উপকর্তা’ ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপকুজ ইহাকে
গুরু শ্যাম অঙ্কা করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে
আসিয়া জগন্নাথমন্দিরে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সার্বভৌম
ভট্টাচার্য দৈবক্রমে সে সময়ে গলিয়ে ছিলেন। তিনি ইহাকে এ অবস্থায়
স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং শুশ্রাব আরু আরোগ্য করেন। সার্বভৌমের
ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে চিনিতেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর
পিতা অগ্রাধি মিশ্র ও মাতামহ নীলাচল চক্রবর্তীকে জানিতেন। গোপীনাথ
আচার্যের নিকটে ইহার পরিচয় পাইয়া তিনি এই বালক সন্ন্যাসীকে
অশেষ স্নেহে বেদান্ত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্ত মহাপ্রভু ইহার ব্যাখ্যার ভ্রম
প্রদর্শন করিলে সার্বভৌমের চৈতন্য হইল। পরিশেষে মহাপ্রভু বেদান্তের প্রকৃত
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া সার্বভৌমকে—“দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ” (চৈ. চ. ২১৩১৮৩।) অর্থাৎ মহাপ্রভু
সার্বভৌমের সাক্ষাতে প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ, তৎপরে নন্দননন, শ্যাম
কলেবর, বংশীবদন স্বকীয় কৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন। ইহাতে সার্বভৌমের
বিষ্ণুর গর্ব চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি ভক্তিগদগ্দকর্ত্ত্বে একশত শ্রোকে
মহাপ্রভুর স্তব পাঠ করেন। মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে
পরিণত হন। ইনি মহাপ্রভুর স্তবমালা এবং আয়ো বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।
তাহার মধ্যে ‘সমাসবাদ’ নামে শ্যামের গ্রন্থ, শ্যামশাস্ত্র ‘তত্ত্বচিন্তামণি’
গ্রন্থের ‘সামাবলী’ নামক টিকা এবং লক্ষ্মীধরকৃত ‘অবৈত্ব মকরনদের’ টিকা
সমধিক প্রসিদ্ধ।

সারঞ্জস্য—বিশুল। সারঙ্গ=বিশুল ধনু অথবা শৰ্ষচন্দ (চৈ. ডা. ৩০১১১)।

সারুপ্য—সমানরূপ প্রাপ্তি। মূল্য ত্রুৎ।

সার্বত্রিকতা—অভিধেয় ত্রুৎ।

সালোক—সমান লোক প্রাপ্তি। মূল্য ত্রুৎ।

সিংহাসন ঘর্ঠ—শৃঙ্গেরী ঘর্ঠ। মহীশূর রাজ্যের অস্তর্গত চিক্মাগরু জেলায় অবস্থিত। ‘তুঙ্গ’ নদীর তীরে। শ্রীপাদ শকরাচার্য ভারতবর্ষে চারিটি ঘর্ঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা—দক্ষিণভারতে শৃঙ্গেরী ঘর্ঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতিশর্ঠ বা যোগীঘর্ঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন ঘর্ঠ এবং আরকায় সারদা ঘর্ঠ। শৃঙ্গেরীর বিষ্ণুলক্ষণের মন্দির এবং সারদার বিগ্রহ প্রসিদ্ধ।

সিজ—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩১৩৮০)।

সিঙ্কদেহ—জীবের প্রাকৃত অড়দেহে অপ্রাকৃত চিয়ার ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা চলিতে পারে না। তাই সাধনে সিঙ্কলাভ করিতে হইলে গুরুদেব সাধককে সিঙ্কপ্রণালিকা মতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এক অপ্রাকৃত দেহের পরিচয় দেন। ইহার নাম সিঙ্কদেহ। ইহাকে অস্তিচিন্তিত সিঙ্কদেহ-ও বলে। রাগালুগামার্গে মধুর ভাবের উপাসকগণের অস্তিচিন্তিত সিঙ্কদেহ—গোপকিশোরী দেহ। এই দেহে সাধকের রাধাদাসী অভিমান। সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার শ্রীক্ষেপ-মঞ্জরীর আচুগত্যে গুরুরূপ। মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইঙ্গিতে ইনি যেন সর্বদা যুগলকিশোরের সেবা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তাই মানসিক সেবা, মৃত্যু ভজনান্ত (চৈ. চ. ২১২২১৯০-৯১)।

সিঙ্কলোক—পরবোামে সবিশেষ ধার্মসমূহের বহির্দেশে সিঙ্কলোক নামে একটি নিবিশেষ জ্যোতির্ময় ধার্ম আছে, ইহাই অব্যক্তিক ক্ষেত্রে ধার্ম। এই স্থানে চিংশক্তি আছে, কিন্তু চিংশক্তির বিলাস নাই। সিঙ্কলোকে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিঙ্কব্যক্তিগণ এবং হরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মস্মৃথে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন (চৈ. চ. ১৫১২৮-২৯; ড. র. সি. ১২১৩৮)।

সিঙ্কি—অষ্টাদশ সিঙ্কি ত্রুৎ।

সিঙ্কিপ্রাপ্তি—দেহরক্ষা, মৃত্যু। সাধনের ফলপ্রাপ্তি। যথা বিহিত সাধনার পর ইঙ্কলোক হইতে নিজ অভীষ্ট ভগবন্ধামে গমনপূর্বক শ্রীভগবানের নিত্য-পার্বদত্তপ্রাপ্তি (চৈ. চ. ২১২২৭২)।

সিঙ্কিবট—সিঙ্কিবট। দক্ষিণ ভারতে ‘কুড়াপা’ নগরের পূর্বদিকে দশ মাইল মূরে অবস্থিত।

সুকুতা—পাটপাতা (চৈ. চ. ৩।১।০।১৫)।

সুজল—চিরজল শ্রঃ।

সুজাত—পরম কোমল (ভা: ১।০।৩।১।১৯, চৈ. চ. ১।৪।২।৬ শ্লঃ)।

সুস্তিয়া—গুতিয়া শ্রঃ।

সুন্দরামল ঠাকুর—যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে আঙ্গকুলে আবিষ্ট ত।

ইনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, চিরকুমার, ‘আনিত্যানন্দস্বরূপের পার্বদ-প্রধান’। ইনি জাহীর বৃক্ষে একদা কদম্ব ফুল ফুটাইয়াছিলেন। সুন্দরামল প্রেমোন্নত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কৃষ্ণীর ধরিয়া আনিতেন। ইহার কোন কোন শিশু অঙ্গলের বাঘকে ধরিয়া হরিনাম শুনাইতেন। ইনি আদশ গোপালের একত্ব। অজের সুদামসখা।

সুপ্রকৃত খ্রেম কি—সুপ্রকৃতের প্রেমের (চৈ. চ. ২।৮।১।৫৬)

সুস্তি—ব্যভিচারী ভাব শ্রঃ।

সুবুদ্ধিরায়—গৌড়ে ‘অধিকারী’ ছিলেন। তখন সৈয়দ হসেন থা তাহার অধীনে চাকুরী করিতেন। কাজের ক্রটাতে একদা উনি হসেন থাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। পরে হসেন থা ‘হসেন সাহ’ নাম গ্রহণ করিয়া গৌড়ের রাজা হন। হসেন সাহের বেগম তাহার অঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায়কে হত্যা করিবার অন্ত পীড়াগীড়ি করেন। কিন্তু হসেন সাহ সুবুদ্ধিরায়কে খুব অক্ষ ও সম্মান করিতেন বলিয়া ইহাকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন। পরে বেগম সাহেবার পীড়াগীড়িতে নবাব সুবুদ্ধিরায়ের মুখে করোবার জল দেওয়াইলেন। জাতিভূষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া সুবুদ্ধিরায় নববীপে ও কাশীতে গিয়া পশ্চিতদের নিকটে প্রার্শিতের ব্যবস্থা চাহিলেন। একদল পশ্চিত তাহাকে তপ্ত শৃতপানে প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—ইহা অল্লদোষ, প্রাণত্যাগ সম্ভত নয়। পশ্চিতদের মধ্যে মতদৈধ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায় কাশীতে চৈতান্তদেবের শরণাপন হইলেন। মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরস্তর কৃষ্ণ-নাম কীর্তন কর। “এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥” (চৈ. চ. ২।২।১।৫২।) এই আদেশ পাইয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নিরস্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন। ইনি বন হইতে শুক কাট সংগ্রহ করিয়া দিনে পাঁচ-ছয় পয়সা রোজগার করিতেন। ইহার মধ্যে এক পয়সাট ছোলা খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং বাকী পয়সা গৌড়ের দুঃখী বৈক্ষণ্ডের সেবায় ব্যয় করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন গোষ্ঠীয়ী

বৃন্দাবনে গেলে শ্রুতিক্রান্ত ইহাদের প্রতি বিশেষ প্রিতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রুতোধ—শ্রুতোধ (চৈ. চ. ১১৬।৭৪) ।

শুভমঃ সরোবর—গোবর্ধনের কুম্হ সরোবর। শুভমঃ অর্থ কুম্হম (চৈ. চ. ১।১।১১ ঝোঃ) ।

শুমুজ্জা—ইড়া দ্রঃ ।

শুমেধা—শুক্রিয়ান (চৈ. চ. ২।১।১।৮৮) ।

শূত—পুরাণবক্তা ; মহৰ্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ (ভাঃ ১।৩।৪।৫) ।

শূত্রধাৰ—নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট (চৈ. চ. ২।৭।১৭) ।

শূদ্রীণ্ত—মহাভাবে সর্বপ্রকার সাহিকভাব চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শূদ্রীণ্ত সাহিকভাব বলে।

শূপ—ডাইল বা বোল (চৈ. চ. ২।৪।৬৮) ।

শূর্পাক তৌর্ধ—বোম্বাই হইতে ছাবিশ মাইল উত্তরে ‘খানা’ জেলায় ‘সোপানা’ নামক স্থান। পূর্বে ইহা কোকনের রাজধানী ছিল।

শূর্যদাস সরখেল—বৰদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে আঙ্গবংশে আবিভূত।

গৌরীদাস পশ্চিম ও কুঞ্জদাস সরখেল নামে ইহার দুই সহোদর ছিলেন। ‘সরখেল’ ইহাদের গোড়েখনদন্ত উপাধি। শূর্যদাসের দুই কন্তা বস্ত্রধা ও আহবাকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন।

চক্রি—১. গমন, গতি ; **২.** বঅ', পথ, উপায় (ভাঃ ১।০।১।৪।৪ ; চৈ. চ. ২।২।২।৬ ঝোঃ) ।

সেন্তুৰুষ—দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর দ্বীপে। বর্তমান নাম ধূঢ়োড়ী।

সেবধি—সর্বাভীষিতপদ (ভাঃ ১।১।২।৩০, চৈ. চ. ২।২।২।৩। ঝোঃ) ।

সেবাপুরাধ—ভগবৎ অর্চনে অন্তর্ভুক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপুরাধ। দৈনন্দিন স্তোত্রাদি পাঠে ও ভগবৎ নামে

শৱণাগতিতে এই অপরাধ ক্ষয় হয়। আগমশাস্ত্রমতে সেবাপুরাধ ৩২টি,

যথা—১. যানে আরোহণ করিয়া এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবৎগৃহে

গমন, ২. ভগবদ্যাত্মা উৎসবাদির অসেবন, ৩. শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা, ৪. উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশোচে ভগবৎ প্রণামাদি, ৫. এক

হস্তধারা প্রণাম, ৬. শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ, ৭. তদগ্রে

পাদ প্রসারণ, ৮. তদগ্রে পর্যক্ষ বস্তন, অর্থাৎ বাহ্যগত স্বারা জাহুৰূপ বেষ্টন

করিয়া উপবেশন, ৯. তদগ্রে শয়ন, ১০. তদগ্রে ভোজন, ১১. তদগ্রে

মিথ্যাভাষণ, ১২. তদগ্রে উচ্চতাষণ, ১৩. তদগ্রে পরম্পর কথোপকথন,

১৪. তদগ্রে রোদন, ১৫. তদগ্রে কলহ, ১৬. তদগ্রে কাহাকেও নিশ্চেহ,
 ১৭. তদগ্রে কাহারো প্রতি অমুগ্রহ, ১৮. তদগ্রে কাহারো প্রতি নিষ্ঠুর
 বাক্যপ্রয়োগ, ১৯. কম্পলগায়ে ভগবৎ সেবা, ২০. তদগ্রে পরনিষ্ঠা,
 ২১. তদগ্রে পরের প্রশংসা, ২২. তদগ্রে অঙ্গীল ভাষণ, ২৩. তদগ্রে
 অধোবায়ু পরিত্যাগ, ২৪. সামর্থ্য ধাকিতে গৌণগোপচারে (অর্থাৎ অর্থব্যয়ে
 সামর্থ্য ধাকিতেও বিস্তৃষ্ট করিয়া) ভগবৎসবাদি নির্বাহ, ২৫. আনিবেদিত
 জ্যে ভক্ষণ, ২৬. সময়ের ফল ও শস্তাদি ভগবানকে অর্পণ না করণ,
 ২৭. আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অত্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্ঘে
 প্রদান, ২৮. ত্রীয়ুর্তিকে পচাতে রাখিয়া উপবেশন, ২৯. তদগ্রে অত্যকে
 প্রণাম, ৩০. শুভ্র সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি,
 ৩১. আন্তপ্রশংসা এবং ৩২. দেবতা-নিষ্ঠা।

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে আরো চলিষ্টি অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা—
 ১. রাজ-অর ভক্ষণ, ২. অঙ্ককার গৃহে ত্রীয়ুর্তি স্পর্শ, ৩. বিধি ব্যতীত উপাসনা,
 ৪. বিনাবাণ্ডে ত্রীয়ন্দিদের দ্বারাদ্যুষাটন, ৫. কুকুরাদি কর্তৃক দুর্বিত ভক্ষ্য বস্ত্র
 সংগ্রহ, ৬. পূজাকালে মৌনভঙ্গ, ৭. পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থগমন,
 ৮. গুরুমাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান, ৯. অবিহিত পূশ্প দ্বারা পূজা,
 ১০. দন্তধাবন না করিয়া পূজা, ১১. শ্রী সঙ্গোগ করিয়া পূজা, ১২. রজস্বলা শ্রী
 স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৩. দীপ স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৪. শব স্পর্শ করিয়া
 পূজা, ১৫. রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান
 করিয়া পূজা, ১৬. যুত দর্শন করিয়া পূজা, ১৭. ক্রোধ করিয়া পূজা, ১৮. অশানে
 গমন করিয়া পূজা, ১৯. কুমুড় (গাঁজা) এবং পিণ্ডাক (আফিং) ভক্ষণ করিয়া
 পূজা, ২০. তৈলাভ্যুত শরীরে পূজা, ২১. অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ ও
 কর্ম করা, ২২. ভগবচ্ছান্নের অনাদর করিয়া অত শাস্ত্র প্রবর্তন, ২৩. ভগবদগ্রে
 তাপুল চর্চণ, ২৪. এরগুপত্রস্থ কুমুড় দ্বারা ভগবদর্ঘন, ২৫. আহুরকালে
 ভগবৎ পূজা, ২৬. কাষ্ঠাসনে ও ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎপূজা,
 ২৭. আনকালে বাম হস্ত দ্বারা ত্রীয়ুর্তি স্পর্শ, ২৮. পুরুষিত এবং যাচিত
 পুশ্প দ্বারা ভগবদর্ঘন, ২৯. পূজাকালে থুথু মিক্ষেপ, ৩০. পূজা বিষয়ে গর্ব করা,
 অর্থাৎ আমার স্থায় কেহ পূজা করিতে পারে না এরূপ মনন, ৩১. ত্রিয়ক পুত্র
 ধারণ, ৩২. অপক্ষালিত চরণে ত্রীয়ন্দিদের প্রবেশ, ৩৩. অবৈষ্ণব পক্ষার ভগবানকে
 অর্পণ, ৩৪. অবৈষ্ণব-সম্মুখে বিষ্ণুপূজা, ৩৫. গণেশের পূজা না করিয়া বিষ্ণুপূজা,
 ৩৬. কপালী অর্থাৎ স্বনামধ্যাত মীচ জাতিবিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা,

৩৭. নমস্কৃত জল দ্বারা শ্রীমূর্তির স্নান, ৩৮. ঘর্ষণিপ্ত অঙ্গে শ্রীমূর্তির পুজা,
৩৯. নির্মাণ্যসম্মত এবং ৪০. ডগবানের নামে শপথাদি (চৈ. চ. ২১২১৬৩)।

সেবো—প্রা. সেবা করি (চৈ. চ. ৩১৫৪০)।

সেন্টাকুল—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩১১৩৮)।

সেহ—প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১১১৫২)। **সেহো—**প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১৪১৩২), তিনিও (চৈ. চ. ১৪২১৪)।

সোমগিরি—বিষমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাশুর (চৈ. চ. ১১১২৭ শ্লোঃ)।

সোয়াধ—প্রা. সোয়ান্তি, সাঞ্চনা (চৈ. চ. ৩৩৫৯)।

সোয়ান্তি—প্রা. সাঞ্চনা (চৈ. চ. ২৩১২২)।

সোরোক্ষেত্র—মথুরার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্থান।

সোম্মুর্তুষ্ট্বাক্য—পরিহাসযুক্ত বাক্য (চৈ. চ. ২১৪১৪৪, ২১২৫৬)।

সোম্বর্য—অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির যথোচিত সংবিশে এবং সংক্ষিপ্তকলের যথাযথ
মাংসলভক্তকে সৌন্দর্য বলে (উ. নৌ., উদ্দী. ১৯)।

সৌভাগ্য (স্তু-পক্ষে)—পতির নিকটে অত্যধিক আদরলাভকে স্বন্দরী
স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে (চৈ. চ. ২৪১৩৭)।

সুম্ভু—কার্তিকের (চৈ. চ. ২১৩১৯)।

সুম্ভুতীর্থ—হাওদরাবাদের অস্তর্গত একটি তীর্থ।

সুম্ভু—তৃণাদির শুচি (চৈ. চ. ২৮২১১২১)।

সুম্ভু—সাহিক ভাব শ্লোঃ।

সুন্দৱ—তৎসুন, চোর (গী. ৩১২)।

সুন্নি-সঙ্গী—স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্ত বাক্তি (চৈ. চ. ২১২১৪৯)।

সুন্মু—১. (ভাঃ ২১১৩৮) স্থিতি, রক্ষণব্যাপার—স্বামী, ২. (ভাঃ ২১০১৪)
সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব মর্যাদাপালন দ্বারা উৎকর্ষ—স্বামী, ৩. সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও সংহার-
কর্তা শিব হইতেও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ, ৪. হরি কর্তৃক জীবছন্থের পরাভব,
৫. পালন, ৬. (ভাঃ ১০১৪৩) সাধুনিবাস—জীব, ৭. স্বনিবাস।”
(বৈঃ অঃ, পদাৰ্থ স্লোঃ।)

সুন্মু—১. শাখাপঞ্চবশ্তু বৃক্ষ (চৈ. চ. ২১৮১১০১); ২. শাহার স্বরূপ, গুণ,
বিভূতি প্রভৃতি নিত্যস্তুরি; ৩. শিব।

সুপ্ত্য—গচ্ছিত (চৈ. চ. ৩৪১৮৩)।

সুবৰ—স্থিতিশীল, বৃক্ষাদি (চৈ. চ. ২১২১১২১)।

শ্বাস্যত্বাব, শ্বাসীভাব—হাত প্রচুরি অবিকৃক্ত এবং ক্রোধাদিবিকৃক্ত ভাব-সকলকে বৌভূত করিয়া যে ভাব মহামাজের শ্বাস বিরাজ করে, তাহাকে শ্বাস্যত্বাব বলে (ড. স. সি. ২১১)। শাস্তাদি পাচটি রতি—শাস্তাদি পাচটি মনের শ্বাসী ভাব, যথা—“শ্বাস্যত্বাবেহত্ব স প্রোক্তঃ শীক্ষণবিষয়াবতিঃ” (ড. স. সি. ২১২)। কুঝগুলির তিনটি বৃত্তি,—কর্ম, করণ ও ভাব। যখন ইহা মনকাপে পরিণত হয় তখন ইহা আন্তর্বাত্স, অতএব ‘কর্ম’। যখন ইহার মহামাজের শীক্ষণবিষয়াবতি আন্তর্বাদন করা যায়, তখন ‘করণ’। আবার যখন এই মন উৎকর্ষের চরম সৌন্দর্য লাভ করে তখন ইহা স্বয়ং আন্তর্বাদনবৃক্ষণ, অর্থাৎ ‘ভাব’। তখন আন্তর্বাদনের শাখুর্ধে আন্তর্বাদক এতই তত্ত্বাবলী হইয়া যায় যে আন্তর্বাত্স ও আন্তর্বাদকের স্থিতিই তাহার লুপ্ত হয় এবং আন্তর্বাদনমাজেরই সহা উপলক্ষ হয়। ইহাই শ্বাস্যত্বাব (চৈ. চ. ২১২৩১২৬)।

শিতপ্রক্ষেত্র—বিষয়বাসনা, আস্তাভিযান ও মনস্ত্বকি বর্জনপূর্বক একনিষ্ঠভাবে দ্বিতীয় চিন্তায় নিয়ম সাধককে স্থিতপ্রক্ষেত্র বলে। তিনি আস্তাবশীভূত ইঙ্গিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবক্ষ হন না, আক্ষীষিতি লাভ করেন (গী. ২১৪৮-৭)।
শপল—স্নান (চৈ. চ. ২১৪৩৭)।

শ্রেষ্ঠ—গ্রেড ড্রঃ।

শুট—পরিকারকাপে বর্ণন (চৈ. চ. ১১৬২৪); যাক্ত, অবতীর্ণ (চৈ. চ. ১৩১১ শ্লোঃ)।

শুকীয়া—পরিকার্য্যা ড্রঃ।

শুগাত—জেড ড্রঃ।

শুক্তন্তু—নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্তনিয়নপেক্ষ। যিনি বিধিনিষেধ বা লোকাচারাদির অধীন নহেন। স্বাধীন (চৈ. চ. ১৭১৪৩)।

শুধৰ্মাচরণ—বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ। আঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশু ও শুন্দ্র—এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হিণ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রম। বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শুধৰ্মাচরণ। বর্ণধর্ম, যথা, আঙ্গের—যজম, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রাহ। ক্ষত্রিয়ের—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও মুক্ত। **বৈশেশের—**দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকাৰ্য ও বাণিজ্য। শুন্দ্রের—উক্ত তিনি বর্ণের সৈব। **জ্ঞান্নাশৰ্ম—**যথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের—উপময়নাস্তে শুভগৃহে বাস, শৌচাচার, শুভমেৰা, আতাচরণ, বেদপাঠ, উভয় সম্ভাব্য সমাহিত চিন্তে রবি ও অগ্নিৰ উপাসনা, শুভৱ অভিবাদনাদি। **গার্হিণ্যাশ্রমের—**ব্রাহ্মণি বিবাহ ও স্বকর্ম দ্বারা ধনোপার্জন, দেব-স্বর্ণ-পিত্রাদিৰ

অর্চনা প্রভৃতি। বানপ্রস্থাভ্রমের—পর্ণ-মূল-ফলাহারণ, কেশআঞ্জটাধারণ, ভূমিশয্যা, ঘৌমী, চৰ্ম-কাঁশ-কুশনির্মিত পরিধান ও উভরীয় ধারণ, ত্রিসংক্ষান্ত্বান, দেবতাচর্চন, হোম, অভ্যাগতপূজা, ডিক্ষাবলিপ্রদান, বস্তু স্বেচ্ছে গাত্রাভ্যন্ত, শীতোষ্ণাদি সহিতুতা প্রভৃতি। ডিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম—ত্রিবর্গত্যাগ, সর্বানন্দত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরামুজ ও অঙ্গাদিয়ে প্রতি কায়মনোবাক্যে স্বোহত্যাগ, সর্বসঙ্কর্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ। বিশুপুরাণ ঢাচাৰ মতে এই সমস্ত ধর্মাচরণে বিষ্ণু আৱাখিত বা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ভক্তিৱাসাম্যতসিক্ষা প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রমতে—এই বিশুপ্তীতি দ্বারা যে পুণ্য হয় তাহা দ্বারা স্বৰ্গাদি লোক প্রাপ্তি বা ঐহিক স্বৰ্থসম্পদ বা নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু গীতা (১২১) বলেন—‘ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্যলোকং বিশম্ভিত্তি’—অর্থাৎ পুণ্যক্ষয়ে আবার মৰ্ত্যলোকে আগমন কৱিতে হইবে। মুণ্ডক প্রতিগীত (১২১) বলেন—‘প্রবাহেতে অনৃতা যজ্ঞকুপা’ অর্থাৎ সংসার সমুদ্রতারণের পক্ষে যজ্ঞকুপ মৌকা অনৃত, স্বতরাং স্বধর্মাচরণ বাহ। যে সাধনভক্তি দ্বারা ‘বিক্রীণীতে স্বমাজ্ঞান ভক্তভো ভক্তবৎসলঃ’,—অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্যন্ত যেন বিক্রয় কৱিয়া ফেলেন, সেই সাধনভক্তি লাভ হয় না। স্বতরাং বৰ্ণাত্মধর্মের আচরণকে মহাপ্রভু ‘এহোবাহু’ বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২১৮।৫৪)।

স্বত্ত্বাব— ১. (প্ৰেমোৎপত্তি বিষয়ে)—বাহ হেতুৱ অপেক্ষা না কৱিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়। স্বত্ত্বাব দ্বিবিধি—নিসৰ্গ ও স্বৰূপ। নিসৰ্গ—স্বনৃত অভ্যাসপ্রস্তুত সংস্কার। স্বৰূপ—ৱতীৱ উৎপাদক, স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদক বস্তুবিশেষ (চৈ. চ. ৩।১।১২০)। ২. পূৰ্ব সংস্কার (গী. ১।১২)। ৩. অবিষ্ঠা—স্বামী (গী. ১।১৪)। ৪. কৰ্ম পৰিমাণ (ভা: ১।১।১২।১২)। ৫. সহজ বাসনা (ভা: ৫।১।১।৪)। ৬. “স্বত্ত্ব এব ব্ৰহ্মণ এব অংশতয়া জীৰ্বকৃপেণ ভদৰং স্বত্ত্বাব”—অর্থাৎ ব্ৰহ্মৱ অংশকৃপে জীৰ্বত্বাব প্রাপ্ত হওয়াই স্বত্ত্বাব—শ্রীধৰ।

স্বয়ংকুপ—স্বয়ংসিদ্ধকুপ। যে কুপ অন্ত কুপেৱ অপেক্ষা রাখে ন।। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব অজেন্তুনন্দনই স্বয়ংকুপ। যাহাৱ ভগবত্তা লইয়াই অন্তেৱ ভগবত্তা (চৈ. চ. ১।১।৪২)।

স্বয়ংক্রেতু—সাধিক ভাৰ দ্রঃ।

স্বয়ংকৃত—সমষ্টিজীব। স্বয়ং দীপ্ত। ব্ৰহ্ম।

স্বয়ংকৃপ—১. যাহাৱা সম্যাপ্ত গ্ৰহণ কৱিয়াও ঘোগপট অর্থাৎ দশনামী সম্প্ৰদায়েৱ গিয়ি, পুনী, ভাৱতী প্রভৃতি উপাধি গ্ৰহণ কৱেন নাই, তাহাদিগকে স্বকৃপ

বলে। মহাপ্রভুর গণমধ্যে স্বরূপ দুইজন—নিত্যানন্দ স্বরূপ ও দামোদর স্বরূপ।

২. অনাদিসিক্ষ স্বাভাবিক নিত্যস্বরূপ বা সত্তা; গোলোকস্থ নিত্যসিক্ষ সত্তা (চৈ. চ. ২১২১৮৩, ২১৭১১২৭)।

স্বরূপ দামোদর—ব্যবস্থাপের এক আঙ্গ হুলে আবিভৃত। পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর বিশেষ অসুরত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কাশীতে গিয়া কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দ স্বামীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসাঞ্জন্মে ইহার নাম হয় ‘স্বরূপ’। ইনি শুরুর আদেশে কাশীতে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি শুরুর আদেশ নিয়া নৌলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপ্রভুর প্রিতীয় কলেবর, ‘সঙ্গীতে গৰ্জবসন্ম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি’ এবং মূর্তিযান প্রেমরস। অজের মধ্যে রসে ইনি রসজ্ঞ ছিলেন। এজন্ত ইনি ‘রাধিকার গণ’ বলিয়া কীর্তিত হইতেন। চৈতন্যদেব যথন শেষ স্বাদশ বৎসর নৌলাচলে গঙ্গীরায় ভাবাবেশে কৃষ্ণ বিরহ দশায় বিভোর ছিলেন, তখন ইনিও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ইনি বিজ্ঞাপতি, চঙ্গীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ গাহিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতেন। কেহ কোন শ্লোক বা কবিতা মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিলে স্বরূপ ইহা ভক্তিসিদ্ধান্তবিকুল বা রসাভাসমূক্ত কি না প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

রঘুনাথ দাসগোপ্যামী সংসারত্যাগের পর নৌলাচলে আসিলে তাহার শিক্ষার ভার মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর মধ্য ও অস্ত্রলীলার বহু তথ্য সূজাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইহার নাম “স্বরূপ দামোদরের কড়চা”। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিয়াজ গোপ্যামী মহাপ্রভুর অনেক লৌলা এই কড়চা অবলম্বনে শ্রীক্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে মূল কড়চা পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদর অজলীলার বিশাখা, ধ্যামচন্দ্ৰ গোপ্যামীর মতে ললিতা।

স্বরূপ লক্ষণ—আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ।

কার্য দ্বারায় জ্ঞান এই—তটহ লক্ষণ। (চৈ. চ. ২১২০।১২৯৬।)

বস্তর অঙ্গসম্বিবেশজ্ঞাত বা কৃপগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা, তাহার স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—চতুর্ভুজ, শুক্রবর্ণ বা মূমুক্ষ। আর কার্যদ্বারা বস্তর যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা তাহার উজ্জ্বল লক্ষণ। যেমন, চিনি ও লবণের প্রভেদ ধরা পড়ে স্বাদ দ্বারা। উজ্জ্বলতা অগ্নির স্বরূপ লক্ষণ, আর দাহিকা শক্তি উজ্জ্বল লক্ষণ (চৈ. চ. ২১৮।১১৬।)

স্বচ্ছপশ্চত্ত্ব—শক্তি দ্রঃ ।

স্ব-সংরক্ষণদশা—স (মিজ) + সংরক্ষ (অনুভবযোগ) + দশা (অবস্থা) । অমুরাগের যে অবস্থাটি অমুরাগের নিজের অনুভবযোগ ।

স্বাংশ—“তাদৃশো ন্যামশক্তিঃ যো ব্যন্তি স্বাংশ ঈরিতঃ । সক্ষণাদির্ভুত্যাদির্থা তত্ত্ব স্বাধামস্তু ॥” (ল. ভা. কু. ১১৭।) যিনি বিলাসসমূহ অর্থাৎ স্বয়ং কৃপের সুহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাহাকে স্বাংশ বলে । যেমন, স্ব স্ব ধামে সক্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্তাদি লৌকাবতারগণ । বিলাস দ্রঃ ।

স্বাধীন ভর্তৃকা—নায়িকা দ্রঃ ।

স্বাধ্যায়—বেদাধ্যায়ন (চৈ. চ. ১১৭।৫ শ্লোঃ) ।

স্বাত্ম—১. চিত্ত (ভ. র. সি. ১৪।১, চৈ. চ. ২।২।৩।৩ শ্লোঃ); গহন ।
স্বন (শব্দ করা) + ত কর্তৃবা (নিপাতনে) । ২. ধনক্ষয়, অর্থনাশ । স্বর অন্ত মঞ্চিতৎ ।

স্বেচ্ছ—সাধিক ভাব দ্রঃ ।

স্বাম—কল্প ।

স্বৃতি—বাভিচারী ভাব দ্রঃ ।

স্বক্—মাল্য (ভাঃ ১।১।২৪) ।

স্বৰূ—যজপাত্রবিশেষ (ভাঃ ১।১।২৪) ।

হ

হইঝাছে—প্রা. হইয়াছি (চৈ. চ. ১।১।৪৪) ।

হঙ্গ—প্রা. হই (চৈ. চ. ২।৮।১৯) ।

হৃষ্ট—প্রা. জেদ, জোর অসম্মতি (চৈ. চ. ২।১।৬।৮৭) ।

হৃষ্টরঙ্গে—জেদ (চৈ. চ. ২।৭।১৫) ।

হৃরি—সর্ব অমঙ্গল হরণকারী, প্রেমদান দ্বারা মনোহরণকারী, স্মরণমাত্র চারিবিধি পাপনাশক, ভক্তির বাধক কর্ম ও অবিশ্বার নাশক, শ্রবণকীর্তনে প্রেম প্রকাশক, দেহেক্ষিয় ‘মনহরণকারী, স্বত্ত্ববাসনা এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের বাসনানাশক’ (চৈ. চ. ২।২।৪।৪৪-৪৮; ১।৭।১৮; ১।১।৪ শ্লোঃ) ।

হৃরিদাস ঠাকুর—যশোহর জেলার বৃঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবিষ্ট^{ৰ্ত্ত}* মহাপ্রভুর পরম প্রিয় ভক্ত । বৃঢ়ন ত্যাগ করিয়া ইনি বেনাপোলের অরণ্যে নির্জন

*। কাহারো কাহারো মতে ইঁহার অঘ ব্রাহ্মণ কুলে কিন্ত যবন দ্বারা পালিত ।

কুটীরে কিছুকাল সাধনভজন করেন। সেখানে ইনি প্রতিদিন তিনি লক্ষ বাৱ হৱিনাম কীৰ্তন, তুলসীসেৱা ও আক্ষণেৱ গৃহে ভিক্ষা নিৰ্বাহ কৰিতেন। সেজন্ত ইনি সকলেৱ অক্ষাৱ পাত্ৰ হইয়া উঠেন। ইহাতে স্থানীয় ভূম্যধিকাৰী মামচন্দ্ৰ খানেৱ ঈৰ্য্যা হয়। রামচন্দ্ৰ ইহার চৱিতে কলঙ্ক আৱোপেৱ অন্ত একটি সুন্দৰী ঘূৰতী বেঞ্চাকে ত্ৰিবৰ্তী ইহার কুটীরে প্ৰেৱণ কৰেন। কিন্তু সেই ত্ৰিবৰ্তী হৱিনাম কীৰ্তন শুনিয়া ঘূৰতীৱ মানসিক পৱিত্ৰতাৰ হয়, তিনি সমস্ত গ্ৰহিক গ্ৰথৰ্থ ও বিলাস ত্যাগপূৰ্বক হৱিদাসেৱ কৃপায় পৱন বৈষ্ণবীতে পৱিণ্টা হন। হৱিদাস বেঞ্চাকে হৱিনাম জপেৱ উপদেশ প্ৰদান কৰিয়া বেনাপোল কুটীৱ ত্যাগ কৰেন এবং সপ্তগ্ৰামেৱ নিকটবৰ্তী চান্দপুৰে বিখ্যাত রঘুনাথ দাস গোৱামীৱ পিতাৱ পুৱোহিত বলৱাম আচাৰ্যেৱ গৃহে গিয়া কিছুকাল বাস কৰেন। এখানেই বালক রঘুনাথেৱ সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হৱিদাসেৱ প্ৰেৱণায়ই বাল্যকাল হইতে রঘুনাথেৱ হৱিনামে প্ৰীতি অঞ্চে। উত্তৱকালে রঘুনাথ তাঁহার বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৱাধিকাৰ ত্যাগ কৰিয়া শ্ৰীমন্ত মহাপ্ৰভুৰ আশ্রম গ্ৰহণ কৰেন। হৱিদাস চান্দপুৰ হইতে শাস্তিপুৰে যান। সেখানে অবৈত্তচাৰ্য তাঁহাকে সাদৰে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি হৱিভূত হৱিদাসকে আক্ষপাত্ৰও অৰ্পণ কৰিয়াছিলেন। হৱিদাস কথনও শাস্তিপুৰে, কথনও নিকটবৰ্তী ফুলিয়া গ্ৰামে ধাক্কিতেন এবং নিৱস্তৱ হৱিনাম কীৰ্তন কৰিতেন। যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুৰ আচাৰ নিয়ম পালন কৱায়, বিশেষতঃ হৱিনাম কীৰ্তন কৱায়, তত্ত্বা কাজী কৃৰ্ত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ৰৱেচনাৰ মূলকপত্ৰি আদেশে বাইশ বাজারে নিয়া হৱিদাসকে নিৰ্মলভাবে বেজোঘাত কৱা হইল। তথাপি হৱিদাস হৱিনাম ত্যাগ কৰিলেন ন। তাঁহার মৃত্যুও ঘটিল ন। পৱন্ত তিনি প্ৰহাৱকাৰী পাইকদেৱ মঙ্গল কামনা কৰিতে লাগিলেন। পাইকগণ কিন্তু প্ৰমাদ গণগি। তাহারা ভাবিল কাজী তাহাদিগকেই হত্যা কৰিবে। ইহা বুঝিতে পারিয়া হৱিদাস ইহাদেৱ প্ৰতি দৱাপৱবশ হইয়া হৱিনাম আৱণ কৰিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। খাস প্ৰাথাস বৰ্জ দেখিয়া কাজী ইহার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে কৰিয়া গঙ্গাগতে নিষ্কেপ কৰিলেন। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইলে ইনি মূলকপত্ৰিৰ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মূলকপতি অত্যন্ত বিশ্বিত হইলেন এবং ইহাকে একজন সত্যকাৰ মহাপুৰুষজনে সম্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলেন। হৱিদাস বলিলেন—যিনি নামেৱ আশ্রম গ্ৰহণ কৰেন, তাঁহাকে শ্ৰীনামই রক্ষা কৰেন, কাৰণ নাম ও নামী অভিৱ।

এরপরে হরিদাস নববৌপে আসিয়া মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী হইলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনের দলে এবং জগাই মাধাই উকারের বেলায়ও কীর্তনের সময়ে হরিদাস সজ্জিয় ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ধ্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণ দেশ অমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিলে হরিদাসও নীলাচলে আসিয়া কৃপসন্নাতনের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন ইহাকে দর্শন দিতেন এবং প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিদাস বৃক্ষ হইলে তাহার পক্ষে দৈনিক তিনি লক্ষ নাম কীর্তন কঠিন হইল। তখন তিনি দেহরক্ষার অভিপ্রায় আপন করিলে মহাপ্রভু ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস শ্রীকৃষ্ণচেতন নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাহারই চরণতলে নির্যানপ্রাপ্ত হইলেন। পুরীর সমুদ্রতীরে ইহার দেহ হরিনাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোথিত করা হইল এবং স্বয়ং মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে ইহার সমাধিতে বালি নিক্ষেপ করিলেন। এইভাবে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া হরিদাস লীলা সম্বরণ করিলেন।

হরিদাস (ছোট)—ছোট হরিদাস স্তুৎঃ।

হরিদাস (বড়)—বড় হরিদাস স্তুৎঃ।

হর্ষ—ব্যভিচারী ভাব স্তুৎঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। } মহামন্ত্র (চৈ. ভা.

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। } ২৯৫।১।৮-১০)

—তারকতরক নাম। এ হলে প্রত্যোক্তি নামই সম্মোধনাত্মক ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক। হরে=রাধে, রাম=রমণ ; হরেরাম=রাধারমণ ! অতএব সমগ্র শ্ল�কের অর্থ—

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে ।

রাধে রমণ রাধে রমণ রমণ রমণ রাধে রাধে ॥

অপর অর্থ—হে হরি ! হে কৃষ্ণ ! হে রাম !

হলধূম—বলরাম। বলরাম হস্তে হল বা লাঙল ধারণ করেন।

হাজিরপুর—গঙ্গানদী ও গঙ্গাক নদের সঙ্গম স্থলে পাটনার অপর পারে অবস্থিত

হাড়াই পশ্চিম—নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা। নিত্যানন্দের পরে ইহার আরো ছয়টি পুত্র হয়। নিত্যানন্দ স্তুৎঃ (চৈ. ভা. ১০৫।২।২৫)।

হাতসামি—আ. হাতের ইসারা (চৈ. চ. ১।৫।১।১৪)।

হাতগলিতা—আ. হস্তরেখাদি বিচারে পারদর্শী (চৈ. চ. ২।১।০।১।।)।

হাৰ—অলকায় স্তুৎঃ।

হারাম—শুকর (চৈ. চ. ৩৩৫২) ।

হালে—প্রা. হেলিয়া পড়ে, মড়ে (চৈ. চ. ২১২৫) ।

হাঞ্জুরস—গৌণভক্তিরস স্রঃ ।

হিরণ্যগর্জ—ব্রহ্মার একটি সূক্ষ্মরূপ । হিরণ্য (স্বর্ময় অঙ) গর্জ (উৎপন্নিস্থান) যাহার । সূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা (চৈ. চ. ১২১০ শ্লোঃ) ।

হজুর—চাউল বা চিড়া ভাজা (চৈ. চ. ৩১০১২৬) ।

হুলাহুলি—উলুখনি (চৈ. চ. ১১৩১২) ।

হৃষীকেশ—হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-এর দীশ ; ইন্দ্রিয়ের দীখের, নারায়ণ (গী. ১১৫) ।

হেভি—অস্ত, চক্ৰ (ভাৰ : ৩১৫১৩৮) ।

হেমজড়ি—স্বর্ণজড়িত (চৈ. চ. ১১৩১০৯) ।

হেরুষ—গণেশ ।

হেলা—অলকার স্রঃ ।

হোড়—প্রা. হড়াছড়ি, স্পৰ্ধা (চৈ. চ. ১৪১১২৪) ।

হোলমা—প্রা. পাত্র, মালসা (চৈ. চ. ৩৬০৬৬) ।

হুলাদিমী শক্তি—ভগবান् স্বয়ং আহ্লাদ (আনন্দ) অক্ষণ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং আহ্লাদিত হন এবং ভক্তিগ্রহে আহ্লাদিত করেন । শক্তি স্রঃ (চৈ. চ. ১৪১৫৫, বিষ্ণুপুরাণ ১১২১৬৯) ।

‘সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান’ সম্বন্ধে

যনীষীরন্দের অভিযত

১. মহাউচ্চারণ মঠের অধ্যক্ষ ডেন্টেল শ্রীমহানামগ্রন্থ ভট্টাচার্যী এম. এঁ. পি-এইচ. ডি. (চিকাগো), ডি. লিট.—...শ্রীকৃমুদ্রঞ্জন ভট্টাচার্যের রচিত কোষগ্রন্থ বৈষ্ণবাভিধানের পাণ্ডুলিপি দর্শন করিলাম। তাহার এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সংক্ষিপ্ত ও শ্রীচরিতামৃতের শব্দরাশিই ইহার প্রধান উপজীব্য। এই গ্রন্থ আয়তনে হইবে ছোট, কিন্তু শ্রীচরিতামৃত আস্থাদনে চিরদিন এই গ্রন্থ রহিবে অপরিহার্য। শ্রীচরিতামৃত থাহাদের জীবাত্ম, এই গ্রন্থ হইবে তাহাদের কর্তৃহার। শ্রীগৌরকরণা-লালিত শ্রীকৃমুদ্রঞ্জনের পৃতলেখনী ভূরিদা হউক, এই প্রার্থনা।...

২. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরূপ—...সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাভিধানের পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। অকারান্দিক্রমে সাজানো বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর এবং পরিভাষার অর্থগোরবে সমৃজ্জ এমন অভিধান আমি দেখিনাই। এইরপ একথানি অভিধানের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। .. আমাদের মত সর্বসাধারণের পক্ষে অভিধানথানি সহজ-বোধ্য ও সবিশেষ উপযোগী হইবে।...

৩. প্রথ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., আই. এ. এও এ. এস. (রি.)—..শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট খণ্ডকল্পেই এবায় শ্রীকৃমুদ্রঞ্জন ভট্টাচার্য একটি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধানগ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।... তাঁর পুস্তকটি শুধু অভিধান নয়, অচিক্ষ্যভেদাভেদতত্ত্বের এক সুনিপুণ বিশ্লেষণ, মুখ্যভক্তিমন্দের আলম্বন, উদ্দীপনও বটে।...

৪. অনীষী শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., আই. এ. এও এ. এস. (রি.)—শ্রীযুক্ত কৃমুদ্রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান” নামক যে গ্রন্থানি লিখিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান হইয়াছে। থাহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিবেন তাহাদের একপ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে।... ইহার বহুল প্রসার বাস্তুনীয়।

শুভিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শব্দ
১	৩০	অস্থিযাদ	অস্থিডাৰ
১৪	২	পরম্পরামেৰ	পৰম্পৰামে
১৮	১২	সোটোয়িত	মোটোয়িত
২৫	২৫	আসোয়ায়াম	আসোয়াখ
৩৩	১৮	অস্বার্পণ	অস্বার্পণ
৩৬	২	কৱনা	কৱণা
৩৭	২০	বীণা	বীণা
	২৭	নিৰ্মিত	নিৰ্মিতি
৩৮	১৯	কটক	কটক
৪৪	২৩	নিবৃত্তি	নিবৃত্তি
৪৬	৩০	বৱীয়ান্	বৱীয়ান্
৪৯	১১	মুণিগণেৱ	মুণিগণেৱ
৫৮	১৩	ধৰ্মেই	ধাৰ্মেই
৫৯	১১	কালীখৰ	কালীখৰ
৬১	১	জাভা	জাভা
	২৬	গোৱাঙ্গ	গোৱাঙ্গ
৭২	১০/২৮	অদৈতা	অদৈতা
৭৯	১৫	৩।১৩।১৪২	২।১৩।১৪২
৮১	১০	তম্	তম্
৮৭	১৬	সকলপিনী	সকলপিনী
৯৩	১৫	অস্তৱীক	অস্তৱীক
১০৪	৩১	পদচেক্রমণ	পদচেক্রমণ
১১৫	২০	বলগ়তী	বলগ়তী
১১৬	২৭	অবস্থন	অবস্থন
১২৪	৩১	বাতুল	বাতুল
১২৫	৪	বাদ্বায়াম	বাদ্বায়াম
১৩৫	১	কুঁকুকশৰণ	কুঁকুকশৰণ
১৩৬	১	১-১০	১-১০১

ପୃଷ୍ଠା	ପଂକ୍ତି	ଅଶ୍ରୁ	ଶବ୍ଦ
୧୪୧	୧୨	ମହତ୍ତମୟ	ମହତ୍ତମୟ
୧୪୬	୨୬	ଭାବଶାଲୀଯ	ଭାବଶାଲୀ
	୨୯	ଭୟ	ଭୟ
୧୬୦	୨	ମୋକ୍ଷାକାଙ୍କ୍ଷୀ	ମୋକ୍ଷାକଞ୍ଜୀ
୧୬୩	୧୦	ସ୍ଟୋର	ବନ୍ଦ୍ୟସ୍ଟୋର ।
୧୬୫	୧୩	ଛୟ	ହୟ
୧୭୧	୧	ମହାରାଜ	ମହାଭାବ
୧୭୨	୨	କୃଷ୍ଣସନ୍ଧି	କୃଷ୍ଣସନ୍ଧି
	୩୧	...ମନୋଗ୍ରାହ୍ତି...	... ମନୋଗ୍ରାହ୍ତି...
୧୭୩	୮	ହରିବନ୍ଦସନ୍	ହରିବନ୍ଦସନ୍
୧୮୧	୧୬	କାଳୀ	କାଶୀ
୧୮୭	୮	ପାଲମ୍ବୀ	ପାଲମ୍ବୀ
୧୯୧	୬	.. ମୁର୍ତ୍ତି:	...ୟୁର୍ତ୍ତି:
୨୦୧	୧	ନମ୍ବର୍କ୍ଷ	ନଥମ୍ବର୍କ୍ଷ
୨୦୨	୧୫	ସ୍ଵପନ	ସ୍ଵପନ
	୧୭	ସ୍କୁଟ	ସ୍କୁଟ
	୨୪	ଭିକ୍ଷୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାସ	ଭିକ୍ଷୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାସ
୨୦୪	୨୧	ଅନ୍ତମୀଲାର	ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଲାର

এই লেখকের অস্তান্ত পুস্তক

১. ঠাকুর বাণী (ডাঃ শনবীমোহন দাসের ভূমিকাসহ, কুলজা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।
২. শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর বৃজ্ঞাবল জ্ঞানলীলা (পূর্বমণি লিপিতা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষ্ঠামি বিনাচিত, শ্রীকুমুদ়য়ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গন্ত সংস্করণ (যুল ও অক্টোবার) :—
৩. প্রথম খণ্ড [আদি লীলা] (কলিকাতা বৈক্ষণ এবং প্রচারিণী
সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।
৪. দ্বিতীয় খণ্ড (অধ্যয়লীলা)।
৫. তৃতীয় খণ্ড (অধ্যয়লীলা)।
৬. চতুর্থ খণ্ড (অস্তালীলা)।
৭. সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহঠের অবদান।
৮. শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং শ্রীহঠ ও শিলঙ্গের সমাজ
জীবন (শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত)।
৯. দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে (ভূমণ সাহিত্য)।
১০. বৈক্ষণ কর্ণফাল—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতসার)
১১. শ্রীশ্রীরামলীলা।
১২. Message of Sree Ramakrishna and Its Impact on South
India.